



সুগান
ইবনে মাআ

১৯৩৩



সুনান ইবনে মাজা

চতুর্থ খণ্ড

মূল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
(জ. ২১৫হি./৮৩০ খ.; মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫ খ.)

অনুবাদ : মুহাম্মদ মুসা
বি. কম. (অনার্স) ; এম. কম ; এম. এম.

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

পরিচালক

আধুনিক প্রকাশনী

২৫, শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

ISBN-984-840-000-1 Set

আঃ প্রঃ ২৯৩

১ম প্রকাশ

শাওয়াল ১৪২৩

পৌষ ১৪০৯

ডিসেম্বর ২০০২

নির্ধারিত মূল্য : ২১৮.০০ টাকা

মুদ্রণে

আধুনিক প্রেস

২৫, শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

سنن ابن ماجه -এর বাংলা অনুবাদ

SUNANE IBN MAJA-4th Volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price: Taka 218.00 Only.

অনুবাদকের আরম্ভ

আলহামদু লিল্লাহ। রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে সুনান ইবনে মাজার চতুর্থ খণ্ডের মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হলো এবং পূর্ণ গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় চার খণ্ডে শেষ হলো। মুসলিম উম্মাহর এই সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার কাছে মোনাজাত করি তিনি এই উম্মাতকে মুশরিক, ইহুদী-খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রজাল থেকে রক্ষা করুন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং তাদেরকে সাহায্য করুন। পরিতাপের বিষয়, যে মুসলিম দেশই ইসলামী জীবন কাঠামোতে ফিরে যেতে উদ্যোগী হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেই চলছে ধ্বংসাত্মক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। এদের সাথে যোগ দিচ্ছে মুসলমান নামধারী তথাকথিত মুসলিম শাসকগোষ্ঠী। এদের সম্পর্কে মহানবী (স) বলেছেন : “আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে অধিক ভয় করছি পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের। অরিচেই আমার উম্মাতের কোন কোন গোত্র বা সম্প্রদায় প্রতীমা পূজায় লিপ্ত হবে এবং আমার উম্মাতের কতক সম্প্রদায় মুশরিক পৌত্তলিকদের সাথে যোগ দিবে” (হাদীস নং ৩৯৫২)।

আজকে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে মারাত্মক সংকট বা সমস্যা হলো তাদের এই “পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দ”। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার পথে আজ এরাই সর্বপ্রধান বাধা। এই পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দই মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্যের কারণ। এরা দেশের প্রশাসন ও সশস্ত্র শক্তিকে নিজ দেশের নিরস্ত্র জনগণকে দমন করার জন্য ব্যবহার করে। ফলে বহিঃশক্তির সাথে কখনো সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

মুসলমানদেরকে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলে পাক (স)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে, তদনুযায়ী জীবন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং সার্বিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলতে সুসংগঠিতভাবে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। হাদীসের এই কিতাবখানি এই পর্যায়ে একটি সহায়ক শক্তি হিসাবে ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি। আল্লাহ আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ মুসা

তারিখ : ১ শাওয়াল ১৪২২ হি.

গ্রাম : শৌলা, পোষ্ট : কালাইয়া

থানা : বাউফল, জিলা : পটুয়াখালী।

সূচীপত্র

অধ্যায় : ২৯

কিতাবুল আতইমা

(আহার ও তার শিষ্টাচার)

অনুচ্ছেদ

১. অপরকে আহার করানো ১৭
২. একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট ১৮
৩. মুমিন ব্যক্তি এক উদরে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত উদরে খায় ১৯
৪. খাদ্যে দোষারোপ করা নিষেধ ২০
৫. আহার করার পূর্বে উম্মু করা ২১
৬. হেলান দিয়ে খাদ্যগ্রহণ শিষ্টাচারের পরিপন্থী ২১
৭. আহার গ্রহণের সময় বিসমিল্লাহ বলা ২২
৮. ডান হাত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ ২৩
৯. আংগুলসমূহ চেটে খাওয়া ২৪
১০. পাত্র পরিষ্কার করা ২৫
১১. নিকটের খাদ্য থেকে গ্রহণ ২৬
১২. সারীদ-এর উপরাংশ থেকে খাওয়া নিষেধ ২৭
১৩. খাবারের গ্রাস নিচে পড়ে গেলে ২৮
১৪. অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের প্রাধান্য ২৯
১৫. আহারের পর হাত পরিষ্কার করা ২৯
১৬. আহারশেষে যে দোয়া পড়তে হয় ৩০
১৭. একত্রে আহার করা ৩১
১৮. খাদ্যে ফুঁ দেয়া ৩২
১৯. কারো খাদ্যে তার খাদ্য নিয়ে এলে তা থেকে তাকে কিছু দেওয়া ৩২
২০. খাম্বা ও দস্তুরখানে আহার করা ৩৩
২১. খাদ্যসামগ্রী তুলে না নেয়া পর্যন্ত উঠে যাওয়া এবং সকলের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ধোয়া নিষেধ ৩৪
২২. আহারের উচ্ছিষ্ট হাত থেকে পরিষ্কার না করে রাত কাটানো ৩৫
২৩. আহার পরিবেশন করা ৩৫
২৪. মসজিদের ভিতরে আহার করা ৩৬
২৫. দাঁড়ানো অবস্থায় আহার করা ৩৭
২৬. লাউ ৩৭
২৭. গোশত ৩৮
২৮. (দেহের) কোন্ অংশের গোশত অপেক্ষাকৃত উত্তম ৩৯

অনুচ্ছেদ

২৯. ভূনা গোশত ৪০
৩০. গোশতের গুটিকি ৪১
৩১. কলিজা ও গ্লাহা ৪১
৩২. লবণ ৪২
৩৩. সিকাঁ দিয়ে রুটি খাওয়া ৪২
৩৪. যায়তুন তৈল ৪৩
৩৫. দুধ ৪৪
৩৬. হালুয়া বা মিষ্টি দ্রব্য ৪৪
৩৭. শসা ও তাজা খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া ৪৫
৩৮. খেজুর ৪৬
৩৯. যখন (মৌসুমের) প্রথম ফল আসে ৪৬
৪০. ভিজা ও শুষ্ক খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া ৪৭
৪১. একাধিক খেজুর একত্রে মুখে দেওয়া নিষেধ ৪৭
৪২. ভালো খেজুর বেছে বেছে খাওয়া ৪৮
৪৩. মাখনের সাথে খেজুর খাওয়া ৪৮
৪৪. ময়দা ৪৯
৪৫. পাতলা রুটি (চাপাতি) ৫০
৪৬. ফালুদা ৫১
৪৭. ঘীর সাথে ভূষিযুক্ত রুটি ৫১
৪৮. গমের রুটি ৫৩
৪৯. যবের রুটি ৫৩
৫০. পরিমিত আহার উত্তম এবং ভুরিভোজ খারাপ ৫৫
৫১. তোমার যখন যা খেতে ইচ্ছা হয় তখন তাই খাওয়া অপচয় ৫৬
৫২. খাদ্যদ্রব্য ফেলে দেয়া নিষেধ ৫৬
৫৩. দুর্ভিক্ষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৫৭
৫৪. রাতের আহার পরিত্যাগ ৫৭
৫৫. লোকদের দাওয়াত করা ৫৮
৫৬. দাওয়াতের স্থানে খারাপ কিছু দেখলে মেহমান সেখান থেকে ফিরে আসবে ৫৯
৫৭. গোশত ও ঘী একত্রে মিশিয়ে খাওয়া ৬০
৫৮. তরকারী রান্না করলে খোল বেশী রাখবে ৬১
৫৯. রসুন, পিঁয়াজ ও এক প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত তরকারী খাওয়া ৬১
৬০. পনীর ও ঘী খাওয়া ৬২
৬১. ফল খাওয়া ৬৩
৬২. উপুড় হয়ে খাওয়া নিষেধ ৬৪

অধ্যায় : ৩০

কিতাবুল আশরিবা

(পানীয় ও পানপাত্র)

অনুচ্ছেদ

১. শরাব সমস্ত পাপকাজের প্রসূতি ৬৫
২. যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করে, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে ৬৬
৩. শরাবখোর ৬৬
৪. যে ব্যক্তি শরাব পান করে তার নামায কবুল হয় না ৬৭
৫. যা থেকে শরাব তৈরি হয় ৬৮
৬. শরাবের উপর দশ প্রকারে অভিসম্পাত করা হয়েছে ৬৮
৭. শরাবের ব্যবসা ৬৯
৮. লোকেরা (শেষ যমানায়) শরাবের বিভিন্ন নামকরণ করবে ৭০
৯. প্রতিটি নেশা উদ্বেককর জিনিস হারাম ৭১
১০. যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা উদ্বেক করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম ৭২
১১. দু'টি জিনিসের সংমিশ্রণে (উত্তেজক পানীয়) প্রস্তুত নিষিদ্ধ ৭৩
১২. নাবীয বানানো এবং তা পান করা ৭৪
১৩. শরাবের পাত্রে নাবীয বানানো নিষেধ ৭৫
১৪. উপরোক্ত পাত্রগুলোতে নাবীয তৈরি করার অনুমতি ৭৬
১৫. মাটির কলসে নাবীয বানানো ৭৭
১৬. পাত্র ঢেকে রাখা ৭৮
১৭. রূপার পাত্রে পান করা ৭৯
১৮. তিন নিঃশ্বাসে পানীয় দ্রব্য পান করা ৮০
১৯. মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করা ৮০
২০. মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা ৮১
২১. দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা ৮১
২২. পানীয় পানের সময় পর্যায়ক্রমে ডান দিকের ব্যক্তিকে দিতে হবে ৮২
২৩. পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা নিষেধ ৮৩
২৪. পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া নিষেধ ৮৪
২৫. আঁজলা ভরে পানি পান করা এবং পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা ৮৪
২৬. পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে ৮৬
২৭. গ্লাসে পান করা ৮৬

অধ্যায় : ৩১

কিতাবুত তিব্ব

(চিকিৎসা)

১. আল্লাহ যে রোগই সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতিশোধকও সৃষ্টি করেছেন ৮৭
২. রোগী কিছুর আগ্রহ প্রকাশ করলে ৮৮
৩. হুমিয়া (রোগীর পথ্য) ৮৯

অনুচ্ছেদ

৪. তোমরা রোগীকে জোরা জুরি করে খাওয়াবে না ৯০
৫. তালবীনা (রোগীর পথ্য) ৯১
৬. কালিজিরা ৯১
৭. মধু ৯৩
৮. ছত্রাক ও আজওয়া খেজুর ৯৩
৯. সানা ও সানুত (উদ্ভিজ্জ ও ঘি) ৯৫
১০. নামায রোগমুক্ত করে ৯৬
১১. নিকুট ও অনিষ্টকর ঔষধ ব্যবহার করা নিষেধ ৯৭
১২. জোলাব ব্যবহার করা ৯৭
১৩. কঠনালীর ব্যথার ঔষধ এবং কঠনালীতে চাপ দেয়া নিষেধ ৯৮
১৪. পাছার বাতরোগের চিকিৎসা ৯৯
১৫. ক্ষত বা জখমের চিকিৎসা ৯৯
১৬. চিকিৎসা বিজ্ঞানে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও যে চিকিৎসা করে ১০০
১৭. ফুসফুস আবরক বিল্লির প্রদাহের ঔষধ ১০১
১৮. জ্বর ১০১
১৯. জ্বর জাহান্নামের তাপ থেকে, তা পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করো ১০২
২০. রক্তমোক্ষণ ১০৪
২১. দেহে রক্তমোক্ষণের স্থান ১০৫
২২. কোন দিন রক্তমোক্ষণ করানো উচিত ১০৬
২৩. লোহা দ্বারা দন্ধ করা ১০৮
২৪. যে ব্যক্তি উক্ত লোহা দ্বারা দহন করে ১০৯
২৫. ইসমিদ পাথরের সুরমা ব্যবহার ১১০
২৬. যে ব্যক্তি বেজোড় সংখ্যকবার সুরমা লাগায় ১১১
২৭. মাদক দ্রব্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ ১১১
২৮. কুরআন মজীদ দ্বারা আরোগ্য লাভ করা ১১২
২৯. মেহেদী ১১২
৩০. উটের পেশাব ১১৩
৩১. পাত্রে মাছি পড়লে ১১৩
৩২. বদনজর ১১৪
৩৩. যে ব্যক্তি বদনজরের ঝাড়ফুক করে ১১৫
৩৪. জায়েয ঝাড়ফুক সম্পর্কে ১১৬
৩৫. সাপ, বিছা ইত্যাদির দংশনে ঝাড়ফুক ১১৭
৩৬. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া পড়ে ঝাড়ফুক করেছেন এবং তাঁকে যে দোয়া পড়ে ঝাড়ফুক করা হয়েছে ১১৮
৩৭. যে দোয়া পড়ে জ্বরের ঝাড়ফুক করা হয় ১২১
৩৮. তাবিজ-তুমার ও ঝাড়ফুক ১২২

অনুচ্ছেদ

৩৯. তাবিজ লটকানো ১২৩
৪০. কোন কিছুর কুশ্রাব (আছর) ১২৪
৪১. কুরআন মজীদ দ্বারা আরোগ্য প্রার্থনা ১২৫
৪২. দু'মুখো সাপ নিধন ১২৬
৪৩. যে ব্যক্তি ফাল পছন্দ করে এবং অশুভ লক্ষণ অপসন্দ করে ১২৬
৪৪. কুষ্ঠরোগ ১২৯
৪৫. যাদুমন্ত্র ১৩০
৪৬. ভীতিকর পরিস্থিতি ও নিদ্রাহীনতা এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার দোয়া ১৩১

অধ্যায় ৪ ৩২

কিতাবুল লিবাস

(পোশাক-পরিচ্ছদ)

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক ১৩৫
২. কোন ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধানের সময় যে দোয়া পড়বে ১৩৭
৩. যেসব পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে ১৩৮
৪. পশমী পোশাক পরিধান ১৩৯
৫. সাদা পোশাক পরিধান ১৪০
৬. যে ব্যক্তি অহংকারবশে পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দেয় ১৪১
৭. পরিধেয় বস্ত্রের সর্বনিম্ন সীমা ১৪২
৮. জামা পরিধান ১৪৪
৯. জামা কতখানি লম্বা হবে? ১৪৪
১০. জামার হাতার দৈর্ঘ্য ১৪৬
১১. জামার বোতাম খোলা রাখা ১৪৬
১২. পায়জামা পরিধান ১৪৭
১৩. স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল কতখানি (দীর্ঘ হবে)? ১৪৭
১৪. কালো পাগড়ি ১৪৮
১৫. দুই কাঁধের মাঝ বরাবর পাগড়ির প্রান্তভাগ ঝুলানো ১৪৯
১৬. রেশমী বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ ১৪৯
১৭. যাকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দেয়া হয়েছে ১৫০
১৮. কাপড়ে চিহ্ন লাগানোর অনুমতি ১৫১
১৯. মহিলাদের রেশমী বস্ত্র ও সোনা ব্যবহার ১৫২
২০. পুরুষদের লাল রংয়ের কাপড় ব্যবহার ১৫৩
২১. পুরুষদের জন্য হালুদ রং-এর পোশাক পরিধান মাকরুহ ১৫৪
২২. পুরুষ লোকদের হালুদ বর্ণের পোশাক পরিধান ১৫৫
২৩. অপচয় ও অহংকার এড়িয়ে তুমি যে কোন ধরনের পোশাক পরতে পারো ১৫৫
২৪. যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের মানসে পোশাক পরে ১৫৬

অনুচ্ছেদ

২৫. যে ব্যক্তি মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর পরিধান করে ১৫৭
২৬. যে ব্যক্তি মৃত জীবের চামড়া ও শিরা কাজে লাগানো নাজায়েয মনে করে ১৫৮
২৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্যাঙ্কেল ১৫৮
২৮. জুতা পরিধান করা ও তা খুলে রাখা ১৫৯
২৯. এক পায়ে জুতা পরে হাঁটা ১৫৯
৩০. দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরা ১৬০
৩১. কালো মোজা ১৬০
৩২. মেহেদির খেয়াব ১৬০
৩৩. কালো খেয়াব ব্যবহার ১৬১
৩৪. হলুদ রংয়ের খেয়াব ব্যবহার ১৬২
৩৫. যে ব্যক্তি খেয়াব বর্জন করে ১৬৩
৩৬. কেশ গুচ্ছবদ্ধ করা বা গুচ্ছহীন রাখা ১৬৫
৩৭. লম্বা চুল অপছন্দনীয় ১৬৬
৩৮. মাথার অংশবিশেষের চুল কামানো নিষেধ ১৬৭
৩৯. আংটিতে নকশা করা ১৬৭
৪০. সোনার আংটি পরা নিষেধ ১৬৮
৪১. যে ব্যক্তি আংটির পাথর তার হাতের তালুর দিকে রাখে ১৬৯
৪২. ডান হাতে আংটি পরা ১৭০
৪৩. বৃদ্ধাংগুলে আংটি পরা ১৭০
৪৪. ঘরে ছবি রাখা ১৭০
৪৫. পদদলিত হওয়ার স্থানের ছবি ১৭২
৪৬. লাল জিনপোষ ব্যবহার ১৭২
৪৭. চিতা বাঘের চামড়ার উপর সওয়ার হওয়া ১৭২

অধ্যায় : ৩৩

কিতাবুল আদাব

(শিষ্টাচার)

১. মাতা-পিতার সাথে সদ্‌ব্যবহার ১৭৫
২. যার সাথে তোমার পিতা সম্পর্ক রেখেছেন তুমিও তার সাথে সেই সম্পর্ক বজায় রাখো ১৭৭
৩. কন্যা সন্তানদের সাথে পিতার সদাচরণ ও দয়া প্রদর্শন ১৭৮
৪. প্রতিবেশীর অধিকার ১৮০
৫. মেহমানের অধিকার ১৮১
৬. ইয়াতীমের অধিকার ১৮২
৭. যাতায়াতের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ ১৮৩
৮. পানি দান করার ফযীলাত ১৮৪

অনুচ্ছেদ

৯. নম্র ব্যবহার ১৮৫
১০. দাস-দাসীর সাথে দয়র্দ্র ব্যবহার ১৮৬
১১. সালামের প্রসার ঘটানো ১৮৭
১২. সালামের উত্তর দেওয়া ১৮৮
১৩. যিশ্বীদের সালামের উত্তর দেওয়া ১৮৯
১৪. শিশু ও নারীদের সালাম করা ১৯০
১৫. মুসাফাহা (করমর্দন) করা ১৯০
১৬. একে অপরের হাতে চুমা দেয়া ১৯১
১৭. অনুমতি প্রার্থনা ১৯১
১৮. কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার রাত কেমন গেলো? ১৯৩
১৯. তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি এলে তোমরা তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে ১৯৪
২০. হাঁটির জবাব দেওয়া ১৯৪
২১. যে কেউ নিজ সহযোগীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে ১৯৫
২২. কোন ব্যক্তি মজলিসে নিজ স্থান থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হকদার ১৯৬
২৩. ওয়র বা অপারগতা প্রকাশ ১৯৬
২৪. রসিকতা ১৯৭
২৫. সাদা চুল উপড়ানো ১৯৮
২৬. ছায়া ও রোদের মাঝামাঝি বসা ১৯৯
২৭. উপুড় হয়ে শোয়া নিষেধ ১৯৯
২৮. জ্যোতিষ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন ২০০
২৯. বাতাসকে গালি দেওয়া নিষেধ ২০০
৩০. যেসব নাম পছন্দনীয় ২০১
৩১. যেসব নাম অপছন্দনীয় ২০১
৩২. নাম পরিবর্তন করা ২০২
৩৩. নবী সাহাব্বাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও তাঁর উপনাম একত্র করা ২০৩
৩৪. সম্মান ভূমিষ্ঠ না হতেই কোন ব্যক্তির উপনাম গ্রহণ ২০৪
৩৫. উপাধি ২০৪
৩৬. কারো প্রশংসা বা চাটুকানিতা ২০৫
৩৭. পরামর্শদাতা আমানতদার ২০৬
৩৮. পোসলখানায় প্রবেশ করা ২০৭
৩৯. চুলা ব্যবহার করা ২০৮
৪০. কিসসা-কাহিনী ২০৮
৪১. কবিতা ২০৯
৪২. মন্দ কবিতা ২১০

অনুচ্ছেদ

৪৩. দাবা ও পাশা খেলা ২১১
৪৪. কবুতর খেলা ২১১
৪৫. একাকীত্ব অপছন্দনীয় ২১২
৪৬. শয়নকালে আলো নিভিয়ে দেওয়া ২১৩
৪৭. রাত্তায় অবস্থান করা নিষেধ ২১৪
৪৮. একই জন্তুখানে তিনজনের আরোহণ ২১৪
৪৯. চিঠিতে মাটি লাগানো ২১৫
৫০. তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে যেন কান পরামর্শ না করে ২১৫
৫১. কারো সাথে তীর থাকলে সে যেন তার ফলা হাতের মুঠোয় রাখে ২১৬
৫২. কুরআন অধ্যয়নের সওয়াব ২১৬
৫৩. যিকিরের ফযীলাত ২২০
৫৪. "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর ফযীলাত ২২২
৫৫. প্রশংসাকারীদের ফযীলাত ২২৫
৫৬. তাসবীহ-এর ফযীলাত ২২৭
৫৭. ক্ষমা প্রার্থনা ২৩১
৫৮. আমলের ফযীলাত ২৩৩
৫৯. "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"-এর ফযীলাত ২৩৪

অধ্যায় : ৩৪

কিতাবুদ দাওয়াত

(দোয়া)

১. দোয়ার ফযীলাত ২৩৭
২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া ২৩৮
৩. যা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৪২
৪. দোয়ার সমষ্টি ২৪৪
৫. ক্ষমা ও নিরাপত্তা লাভের দোয়া ২৪৬
৬. দোয়াকারী প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করবে ২৪৮
৭. তোমাদের কেউ তাড়াহুড়া না করলে তার দোয়া কবুল হয় ২৪৮
৮. কোন ব্যক্তি এভাবে বলবে না, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো ২৪৯
৯. আল্লাহর মহান নাম (ইসমে আযম) ২৪৯
১০. মহান আল্লাহর নামসমূহ ২৫২
১১. পিতার দোয়া ও মজলুমের দোয়া ২৫৫
১২. দোয়ায় অতিরঞ্জন নিষিদ্ধ ২৫৫
১৩. দোয়া করতে দুই হাত তোলা ২৫৬
১৪. কেউ সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে যে দোয়া পড়বে ২৫৭
১৫. যে কোন ব্যক্তি শয্যা গ্রহণকালে যে দোয়া পড়বে ২৬০

অনুচ্ছেদ

১৬. রাতে কারো ঘুম ভেঙে গেলে সে যে দোয়া পড়বে ২৬২
১৭. বিপদকালে পড়ার দোয়া ২৬৪
১৮. কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে যে দোয়া পড়বে ২৬৪
১৯. কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে যে দোয়া পড়বে ২৬৬
২০. কোন ব্যক্তি সফরের প্রাক্কালে যে দোয়া পড়বে ২৬৬
২১. লোকে মেঘ বৃষ্টি দেখে যে দোয়া পড়বে ২৬৭
২২. কোন ব্যক্তি বিপদহস্ত লোক দেখে যে দোয়া পড়বে ২৬৮

অধ্যায় : ৩৫

কিতাবু তাবীরির রুম্মা

(স্বপ্নের ব্যাখ্যা)

১. উত্তম স্বপ্ন মুসলমান ব্যক্তি দেখে বা তাকে দেখানো হয় ২৬৯
২. স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ ২৭১
৩. স্বপ্ন তিন প্রকার ২৭২
৪. কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে ২৭৩
৫. ঘুমের মধ্যে যার সাথে শয়তান খেলা করে, সে যেন তা লোকের নিকট ব্যক্ত না করে ২৭৪
৬. স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হলে তা বাস্তবায়িত হয়। অতএব তা শুভাকাংখী ব্যতীত কারো কাছে বলবে না ২৭৫
৭. কিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হবে? ২৭৬
৮. যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে ২৭৬
৯. অধিক সত্যবাদী লোকের স্বপ্ন অধিক পরিমাণে সত্য হয় ২৭৭
১০. স্বপ্নের ব্যাখ্যা ২৭৭

অধ্যায় : ৩৬

কিতাবুল ফিতান

(কলহ-বিপর্যয়)

১. যে ব্যক্তি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে, তার উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা ২৮৫
২. মুমিন ব্যক্তির জান-মালের নিরাপত্তা ২৮৮
৩. লুট-ভরাজ ও ছিনতাই নিষিদ্ধ ২৯০
৪. মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী ২৯১
৫. আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে কুফরীতে ফিরে যেও না ২৯২
৬. মুসলমানগণ মহামহিমাবিত আল্লাহর বিশ্বাস থাকে ২৯৩
৭. গোত্রবাদ ২৯৪
৮. সর্ববৃহৎ দল ২৯৪
৯. যেসব বিপর্যয় সংঘটিত হবে ২৯৫
১০. নৈরাজ্য ও বিপর্যয় চলাকালে অবিচল থাকা ৩০০
১১. দুই মুসলমান পরস্পর সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত হলে ৩০৪

অনুচ্ছেদ

১২. কলহ-বিপর্যয় চলাকালে রসনা সংযত রাখা ৩০৬
১৩. নির্জনতা অবলম্বন ৩১০
১৪. সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ৩১২
১৫. অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছে ৩১৩
১৬. যার জন্য অনাচার থেকে নিরাপদ থাকার আশা করা যায় ৩১৪
১৭. উম্মাতের বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ ৩১৫
১৮. ধন-সম্পদ সৃষ্ট বিপর্যয় ৩১৭
১৯. নারীদের সৃষ্ট বিপর্যয় ৩১৯
২০. স্বকাজের নির্দেশদান এবং অসৎ কাজে বাধাদান করা ৩২২
২১. আব্বাহর বাণী : “আত্মসংশোধনই তোমাদের কর্তব্য” ৩২৭
২২. অপরাধের শাস্তি ৩৩০
২৩. বিপদে ধৈর্যধারণ ৩৩২
২৪. যুগের কষ্টকাঠিন্য ৩৩৮
২৫. কিয়ামতের আলামতসমূহ ৩৪১
২৬. কুরআনসহ দীনের জ্ঞান লোপ পাবে ৩৪৪
২৭. (অস্তুর থেকে) আমানত (বিশ্বস্ততা) তিরোহিত হবে ৩৪৭
২৮. কিয়ামতের নিদর্শনাবলী ৩৪৮
২৯. ভূমিক্ষস ৩৫২
৩০. বায়দা-এর সামরিক বাহিনী ৩৫৩
৩১. দাব্বাতুল আরদ (মাটির প্রাণী) ৩৫৪
৩২. পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় ৩৫৬
৩৩. দাজ্জালের ফেতনা, ইসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর অবতরণ এবং ইয়াজ্জু- মাজ্জের আত্মপ্রকাশ ৩৫৭
৩৪. ইমাম মাহদী (আ)-এর আবির্ভাব ৩৭৫
৩৫. ভয়ংকর যুদ্ধ-সংঘর্ষ সম্পর্কে ৩৭৮
৩৬. তুর্কী জাতি ৩৮১

অধ্যায় : ৩৭

কিতাবুয যুহদ

(পার্শ্ব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি)

১. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ৩৮৩
২. পার্শ্ব চিন্তা ৩৮৬
৩. দুনিয়ার উদাহরণ ৩৮৭
৪. লোকে যাকে গুরুত্ব দেয় না ৩৯০
৫. গরীবদের ফযীলাত ৩৯১
৬. দরিদ্রদের মর্যাদা ৩৯২
৭. দরিদ্রের সাথে মেলামেশা করা ৩৯৩

অনুচ্ছেদ

৮. সম্পদশালীদের সম্পর্কে ৩৯৭
৯. অল্পে তৃষ্টি ৪০০
১০. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিজনবর্গের জীবন-জীবিকা ৪০২
১১. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের বিছানা ৪০৪
১২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের জীবন-জীবিকা ৪০৬
১৩. ইমারত নির্মাণ ও ধ্বংস ৪০৮
১৪. তাওয়াক্কুল (আল্লাহ ভরসা) ও ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়) ৪০৯
১৫. হিকমত (প্রজ্ঞা) ৪১১
১৬. অহমিকা বর্জন এবং বিনয়-নম্রতা অবলম্বন ৪১৩
১৭. লজ্জাশীলতা ৪১৫
১৮. সহনশীলতা ৪১৭
১৯. দৃষ্টিভঙ্গি ও কান্নাকাটি ৪১৮
২০. আমাল সম্পর্কে আশংকা ৪২১
২১. কপটতা ও খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা ৪২৩
২২. হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা ৪২৫
২৩. বিদ্রোহ ও দুরাচার ৪২৬
২৪. আল্লাহতীতি ও ধার্মিকতা ৪২৭
২৫. সুধারণা ও সুপ্রশংসা ৪৩০
২৬. নিয়্যাত (অভিপ্রায়) ৪৩২
২৭. আশা-আকাংখা ও মৃত্যু ৪৩৪
২৮. নিয়মিত আমল পছন্দনীয় ৪৩৬
২৯. পাপের স্মরণ ৪৩৮
৩০. তওবা সম্পর্কে আলোচনা ৪৪০
৩১. মৃত্যুকে স্মরণ এবং তার প্রত্নুতি ৪৪৫
৩২. কবর ও তার বিপর্যয়কর পরিস্থিতি ৪৪৯
৩৩. পুনরুত্থানের আলোচনা ৪৫২
৩৪. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের বৈশিষ্ট্য ৪৫৬
৩৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমাত লাভের আশা করা যায় ৪৬০
৩৬. হাওজ কাওসারের আলোচনা ৪৬৫
৩৭. শাফাআতের আলোচনা ৪৬৮
৩৮. দোষের বর্ণনা ৪৭৪
৩৯. জালাতের বর্ণনা ৪৭৯
- চারখণ্ডের বিষয়বস্তু ৪৮৭

শব্দসংক্ষেপ

অনু = অনুবাদক	মু = সহীহ মুসলিম
(আ) = আলাইহিস সালাম	মৃ. = মৃত্যুসাল
আ = মুসনাদে ইমাম আহমাদ	(র) = রাহিমাহু
ই = সুনান ইবনে মাজা	(রা) = রাদিয়াল্লাহু আনহু
খ. = খণ্ড	(স) = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
খৃ. = খৃষ্টাব্দ	সম্পা. = সম্পাদক
জ. = জন্মসাল	হি. = হিজরী সাল
তি = জামে আত-তিরমিযী	أَنَا = أَنَا
দা = সুনান আবু দাউদ	ثَنَا = ثَنَا
দার = সুনান আদ-দারিমী	ح = تَحْوِيلُ الْإِسْنَادِ
দ্র. = দ্রষ্টব্য	জযম = °
না = সুনান নাসাই (আল-মুজতাবা)	তাশদীদযুক্ত যের = ʾ
পৃ = পৃষ্ঠা	
বু = সহীহ আল-বুখারী	
মা = মুওয়ান্না ইমাম মালেক	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অধ্যায় : ২৯

كِتَابُ الْأَطْعَمَةِ

(আহার ও তার শিষ্টাচার)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ اطْعَامِ الطَّعَامِ

অপরকে আহার করানো।

৩২৫১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ قَبْلَهُ وَقِيلَ قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْفِسُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ .

৩২৫১। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (হিজরত করে মক্কা থেকে) মদীনায এলেন তখন লোকেরা তাঁর নিকট যেতে লাগলো এবং বলাবলি হতে লাগলো : সাল্লাল্লাহু রাসূল এসেছেন, সাল্লাল্লাহু রাসূল এসেছেন, সাল্লাল্লাহু রাসূল এসেছেন (তিনবার)। আমিও লোকজনের সাথে (তাঁকে) দেখতে গেলাম। আমি তাঁর মুখমণ্ডল উত্তমরূপে দেখার পর বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা মিথ্যাবাদীর নয়। সর্বপ্রথম তাঁর মুখে আমার শোনা কথা এই যে, তিনি বললেন : হে লোকসকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, আহার করাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক

বহাল রাখো এবং লোকজন যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতের বেলা নামায পড়ো, শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করো।

৩২৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطِعُوا الطَّعَامَ وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৩২৫২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সালামের ব্যাপক প্রসার করো, খাদ্য দান করো এবং ভাই ভাই হয়ে সঙ্ঘাবে থাকো, যেমন মহামহিম আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন।

৩২৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

৩২৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বলেন : দরিদ্রদেরকে তোমার খাদ্যদান এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ

একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট।

৩২৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِرْبَعَةِ وَطَعَامُ الْاِرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ .

৩২৫৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট, দুইজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

৩২৫৫ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانَ أَلِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَإِنَّ طَعَامَ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْاَرْبَعَةَ وَإِنَّ طَعَامَ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَةَ .

৩২৫৫। উমার ইবনুল খাতাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজনের খাদ্য দুইজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, দুইজনের খাবার তিন বা চারজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং চারজনের খাবার পাঁচ অথবা ছয়জনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

মুমিন ব্যক্তি এক উদরে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত উদরে খায়।

৩২৫৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .

৩২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি এক উদরে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত উদরে খায়।

৩২৫৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ .

৩২৫৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কাফের ব্যক্তি সাতটি পাকস্থলী পূর্তি করে খায় এবং মুমিন ব্যক্তি এক পাকস্থলী পূর্তি করে খায়।

৩২৫৮ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .

৩২৫৮। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি এক পাকস্থলীতে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত পাকস্থলীতে খায়।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ النَّهْيِ عَنِ يُعَابِ الطَّعَامِ

খাদ্যে দোষারোপ করা নিষেধ।

৩২৫৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ أَنْ رَضِيَهُ أَكَلَهُ وَالْأُتْرَكَهُ .

৩২৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও খাদ্যসামগ্রীর ক্রটি ধরতেন না। পছন্দ হলে তিনি আহার করতেন, অন্যথায় রেখে দিতেন।

৩২৫৯(১) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ نُخَالِفُ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ .

৩২৫৯(১)। আবু বাকুর ইবনে আবু শাইবা-আবু মুআবিয়া-আমাশ-আবু ইয়াহইয়া-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ

আহার করার পূর্বে উযু করা ।

৩২৬০- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ .

৩২৬০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় যে, তার ঘরে বরকত আসুক, সে যেন সকালের আহার গ্রহণের সময় উযু করে এবং আহার শেষেও উযু করে ।^১

৩২৬১- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا صَاعِدُ بْنُ عَبِيدِ الْجَزْرِيِّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَعَاوِيَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُهَادَةَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ الْمَكِّيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَاتَى بِطَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَتِيكَ بِوُضُوءٍ قَالَ أُرِيدُ الصَّلَاةَ .

৩২৬১। আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বর্ণিত। তিনি পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসলে তাঁর জন্য খাবার পেশ করা হলো। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনার জন্য উযুর পানি নিয়ে আসবো না? তিনি বলেন : আমি কি নামায পড়তে চাচ্ছি?

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ الْأَكْلِ مُتَكِنًا

হেলান দিয়ে খাদ্যগ্রহণ শিষ্টাচারের পরিপন্থী ।

৩২৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا أَكُلُ مُتَكِنًا .

১. এখানে উযুর অর্থ আহারের পূর্বে ও পরে দুই হাত উত্তমরূপে ধৌত করা (অনুবাদক) ।

৩২৬২। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কখনও হেলান দিয়ে আহার করি না।

৩২৬৩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحَمِصِيِّ ثَنَا أَبِي أَنبَاءَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرِقِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةً فَجَثَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجَلِيسَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جِبَارًا عَنِيدًا .

৩২৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুর (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বকরী হাদিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাঁটু উচু করে বসে আহার করছিলেন। এক বেদুঈন বললো, এটা কি ধরনের বসা! তিনি বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে অনুগ্রহপরায়ণ ও বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, হিংসুক ও অহংকারী বানাননি।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

আহার গ্রহণের সময় বিসমিল্লাহ বলা।

৩২৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَانِيِّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُمْ بِلِقَمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ لَكَفَأَكُمْ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَأَخْرَهُ .

৩২৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহাবীসহ আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে সমস্ত খাদ্য দুই গ্রাসে শেষ করে ফেললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে আহার করতো, তবে এই খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হতো। অতএব তোমাদের যে কেউ আহার গ্রহণকালে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। সে যদি আহার গ্রহণের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলেঃ 'বিসমিল্লাহ ফী আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহী' (খাদ্যের প্রারম্ভে এবং শেষেও বিসমিল্লাহ)।

৩২৬৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عُمَرَ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَكُلُ سَمَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩২৬৫। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার
আহাররত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : মহামহিম
আল্লাহর নাম স্মরণ করো।

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

ডান হাত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ।

৩২৬৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْهَيْثَلُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِيَأْكُلْ
أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلِيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلِيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلِيُعْطِ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ .

৩২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে আহার করে, ডান হাতে পান করে, ডান হাতে গ্রহণ
করে এবং ডান হাতে দান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়, বাম হাতে পান করে,
বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে গ্রহণ করে।

৩২৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ
قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي
يَا غُلَامُ سَمَّ اللَّهُ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ .

৩২৬৭। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের প্রতিপালনাধীন ছিলাম। আহার গ্রহণের সময় আমার হাত পাত্রে যত্নতর
চলে যেতো। তিনি আমাকে বলেন : এই ছেলে! আল্লাহর নাম স্মরণ করো, ডান হাতে
আহার করো এবং তোমার নিকটের খাদ্য থেকে খাও।

৩২৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ .

৩২৬৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
তোমরা বাম হাতে আহার করো না। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়।

অনুচ্ছেদ ৪৯

بَابُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ

আংগুলসমূহ চেটে খাওয়া।

৩২৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا
يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعِقَهَا قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ
عَمْرَوِ بْنَ دِينَارٍ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءٍ لَا يَمْسَحُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعِقَهَا
عَمَّنْ هُوَ قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَامَ فَاتَهُ حَدِيثُهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ
عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يُقَدَّمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا وَإِنَّمَا لَقِيَ عَطَاءٌ جَابِرًا فِي سَنَةِ
جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ .

৩২৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, তখন সে যেন নিজে হাত চেটে খাওয়ার অথবা
(অপরকে) চেটে খাওয়ানোর পূর্বে তা না মোছে। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি উমার ইবনে
কায়েসকে আমার ইবনে দীনারের নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি : আপনার মতে আতা
(র)-এর হাদীস “তোমাদের কেউ যেন হাত চেটে খাওয়ার অথবা চেটে খাওয়ানোর পূর্বে
তা না মোছে”, কোন্ সাহাবী থেকে বর্ণিত? তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে।
উমার ইবনে কায়েস (র) বলেন, আতা (র) আমাদের নিকট এ হাদীস জাবির (রা) থেকে
বর্ণনা করেছেন। আমার ইবনে দীনার (র) বলেন, জাবির (রা) আমাদের নিকট আসার
পূর্বেই আমরা তা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আতার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে মুখস্ত করেছি।
আতা (র) তো জাবির (রা)-র সাথে তার মক্কায় যাওয়ার বছর সাক্ষাত করেন।^২

২. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত।

৩২২৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَاءَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْسَحُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبِرْكَةُ .

৩২২৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন হাত চেটে খাওয়ার পূর্বে তা না মোছে। কারণ তার জানা নাই যে, তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ تَنْقِيَةِ الصُّحُفَةِ

পাতা পরিষ্কার করা।

৩২২৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَاءَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْبَرَاءُ قَالَ جَدَّثَنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قِصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ فِي قِصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقِصْعَةُ .

৩২২৮। উম্মু আসিম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস নুবাইশা (রা) আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন। তখন আমরা একটি বড় পাত্রে আহার করছিলাম। তিনি আমাদের বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আহার করার পর আহারের পাত্রে চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে, তার জন্য পাত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

৩২২৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنِي جَدَّتِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قِصْعَةٍ لَنَا فَقَالَ ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ فِي قِصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقِصْعَةُ .

৩২২৯। আবুল ইয়ামান (র) বলেন, আমার দাদী থেকে হুযাইল গোত্রের নুবাইশা আল-খায়ের (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নুবাইশা আমাদের নিকট এলেন। আমরা তখন আমাদের একটি পাত্রে আহার করছিলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন পাত্রে আহার করার পর তা চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে, তার জন্য ঐ পাত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

অনুচ্ছেদ ৪১১

بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ

নিকটের খাদ্য থেকে গ্রহণ।

৩২৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعْتَ الْمَائِدَةَ فَلْيَاكُلْ مِمَّا يَلِيهِ وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسِهِ .

৩২৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আহারের দস্তরখান বিছানো হলে যে কেউ তার নিকটের খাবার থেকে যেন আহার করে এবং নিজ সংগীর নিকটেরগুলো না নেয়।

৩২৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي السُّوَيْبَةَ حَدَّثَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوئَبٍ قَالَ أُمِّي النَّبِيُّ ﷺ بِجَفَنَةِ كَثِيرَةَ الثَّرِيدِ وَالْوَدَكِ فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ يَدِي فِي نَوَاحِيهَا فَقَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أَتَيْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ الْوَكَّانُ مِنَ الرُّطْبِ فَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ .

৩২৭৪। ইকরাশ ইবনে যুআইব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রচুর সারীদ (গোশতের ঝোলে ভিজানো রুটি) ও চর্বি ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসা হলো। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে তা আহার করতে লাগলাম। আমার হাত পাত্রের মধ্যে যত্রতত্র সঞ্চালিত হতে থাকলে তিনি বলেন : হে ইকরাশ! এক জায়গা থেকে নিয়ে খাও। কারণ গোটা পাত্রে একই খাদ্য রয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য বিভিন্ন রকমের তাজা খেজুর ভর্তি আর একটি বড় পাত্র আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত পাত্রের সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলো এবং তিনি বললেন : হে ইকরাশ! পাত্রের যেখান থেকে ইচ্ছা খাও। কারণ তাতে বিভিন্ন কিছিমের খাবার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১২

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنَ ذُرْوَةِ الشَّرِيدِ

সারীদ-এর উপরাংশ থেকে খাওয়া নিষেধ ।

৩২৭৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَصِيِّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقِ الْيَحْصَبِيِّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِقِصْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا يُبَارِكُ فِيهَا .

৩২৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি পাত্র আনা হলে তিনি বলেন : এর চারপাশ থেকে খাও এবং উপরাংশ রেখে দাও, তাহলে তাতে বরকত লাভ করা যাবে।

৩২৭৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا أَبُو حَفْصِ عُمَرُ بْنُ الدَّرَقَسِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي قَسِيمَةَ عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِ الشَّرِيدِ فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالِئِهَا وَأَعْفُوا رَأْسَهَا فَإِنَّ الْبِرْكَهَ تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا .

৩২৭৬। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারীদের উপরাংশ স্পর্শ করে বলেন : আত্মাহু নাম নিয়ে তার চারপাশ থেকে আহার করো এবং তার উপরাংশ অবশিষ্ট রাখো। কারণ এর উপরের দিক থেকেই বরকত আসে।

৩২৭৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخَذُوا مِنْ حَافَتِهِ وَذَرُوا وَسَطَهُ فَإِنَّ الْبِرْكَهَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهِ .

৩২৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খাদদেব্যা এনে রাখা হলে তার চারপাশ থেকে খাও এবং মধ্যভাগ রেখে দাও। কারণ এর মধ্যস্থলে বরকত নাযিল হয়।

অনুচ্ছেদ : ১৩

بَابُ اللَّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ

খাবারের গ্রাস নিচে পড়ে গেলে ।

۳۲۷۸- حَدَّثَنَا سُؤدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ بَسَّارٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى إِذَا سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ فَتَنَاوَلَهَا فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذَى فَآكَلَهَا فَتَغَامَزُ بِهِ الدَّهَاقِينَ فَقِيلَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنْ هُوَ لَأَيُّ الدَّهَاقِينَ يَتَغَامَزُونَ مِنْ أَخْذِكَ اللَّقْمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ هَذَا الطَّعَامُ قَالَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَدَعِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِهَذِهِ الْأَعَاجِمِ إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ أَحَدَنَا إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَيَمِيطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذَى وَيَأْكُلَهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ .

৩২৭৮। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা তিনি সকালের খাবার খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার একটি গ্রাস নিচে পড়ে গেলো। তিনি তা তুলে নিয়ে তার ময়লা দূর করে আহার করেন। এতে অনারব কৃষকরা চোখ টিপাটিপি করতে লাগলো। বলা হলো, আল্লাহ নেতাকে কল্যাণের সাথে রাখুন। এসব কৃষক নিচে পতিত খাবার তুলে নেয়ায় আপনার প্রতি চোখ টিপাটিপি করছে। তিনি বলেন, এসব অনারবের কারণে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রুত কথা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আমাদের মধ্যে কারো খাবারের গ্রাস পড়ে গেলে তাকে নির্দেশ দেয়া হতো যে, সে যেন তা তুলে নিয়ে তার ময়লা দূর করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।

۳۲۷۹- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلَهَا .

৩২৭৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো হাত থেকে খাবারের গ্রাস পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয় এবং তাতে যে ময়লা লেগেছে তা দূর করে খেয়ে নেয়।

অনুচ্ছেদ ৪ ১৪

بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ

অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের প্রাধান্য।

৩২৮০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَرْثَةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَمَلَمِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْتَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَأَسِيَّةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَإِنْ فَضَلَ عَائِشَةُ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضَلَ الثَّرِيدُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৩২৮০। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কেবল ইমরান কন্যা মরিয়ম এবং ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া এই পূর্ণতায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। আর নারী সমাজের উপর আয়েশার মর্যাদা তদ্রূপ, যেমন অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের (ঝোলে ভিজানো রুটির) মর্যাদা।

৩২৮১- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَنبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৩২৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নারী সমাজের উপর আয়েশার এমন মর্যাদা রয়েছে যেমন অন্যান্য সকল প্রকারের খাদ্যের উপর রয়েছে সারীদের প্রাধান্য।

অনুচ্ছেদ ৪ ১৫

بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ

আহারের পর হাত পরিষ্কার করা।

৩২৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ أَبُو الْحَارِثِ الْمُرَادِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَلِيلٌ مَا نَجِدُ الطَّعَامَ فَاذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ

لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلٌ إِلَّا أَكْفُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَأَقْدَامُنَا ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غَرِيبٌ لَيْسَ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ .

৩২৮২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে খাদ্য খুব কমই পেতাম। আমরা যখন তা পেতাম তখন আমাদের নিকট তোয়ালে থাকতো না, হাতের তালু, বাহ ও পায়ের পাতা ব্যতীত। অতঃপর আমরা নামায পড়তাম এবং (আহারশেষে) উযু করতাম না।

অনুচ্ছেদ : ১৬

بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَّغَ مِنَ الطَّعَامِ

আহারশেষে যে দোয়া পড়তে হয়।

৩২৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ رِيَّاحِ ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مَوْلَى لِأَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

৩২৮৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার শেষ করে বলতেন : “আলহামদু লিল্লাহিদ্দাহী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমীন” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন)।

৩২৮৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَاهِمٍ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا .

৩২৮৪। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাবার অথবা তাঁর সামনের খাবার তুলে রাখার পর তিনি বলতেন : “আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান গাইরা মাকফিয়ান ওয়ালা মুওয়াদ্ঈন ওয়ালা মুস্তাঈন” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অসংখ্য প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পবিত্র ও প্রাচুর্যময় সত্তার জন্য। তিনি সবার জন্য যথেষ্ট, তিনি কখনও পৃথক হন না। তাঁর অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না, আমাদের রব)।

৩২৮৫ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي
 أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ
 مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৩২৮৫। সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আহার করে সে যেন বলে, “আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানী হাযা ওয়া রাযাকনীহি মিন গাইরি হাওলিন মিন্নী ওয়ালা কুওয়তিন” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে আমার শক্তি ও জোর ব্যতীত আহার করিয়েছেন ও রিযিক দান করেছেন), তাহলে তার পূর্বকার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ الْأَجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

একত্রে আহার করা।

৩২৮৬ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَدَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا
 ثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ وَحَشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ
 تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
 عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ .

৩২৮৬। ওয়াহশী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহার করি, কিন্তু পরিভৃগ হতে পারি না। তিনি বলেন : তোমরা হয়ত পৃথক পৃথকভাবে আহার করো। তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন : তোমরা একত্রে আহার করো এবং আহারকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের খাদ্যে তোমাদের জন্য বরকত দেয়া হবে।

৩২৮৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ
 زَيْدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ ذَيْنَارٍ قَهْرَمَانُ أَلِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ

قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا فَإِنَّ الْبِرْكَهَ مَعَ الْجَمَاعَةِ .

৩২৮৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা একত্রে আহার করো এবং বিচ্ছিন্নভাবে করো না। কারণ বরকত থাকে সমষ্টির সাথে।

অনুচ্ছেদ : ১৮

بَابُ النَّفْعِ فِي الطَّعَامِ

খাদ্যে ফুঁ দেয়া।

৩২৮৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ .

৩২৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না এবং পাত্রে মধ্য নিঃশ্বাস ফেলতেন না।

অনুচ্ছেদ : ১৯

بَابُ إِذَا آتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ

কারো খাদ্যে তার খাদ্য নিয়ে এলে তা থেকে তাকে কিছু দেওয়া।

৩২৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ .

৩২৮৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ভোম্বাদের কারো খাদ্যে তার জন্য খাবার এনে উপস্থিত করলে সে যেন তাকে নিজের সাথে বসায় এবং নিজের সাথে খাওয়ায়। সে যদি তাকে নিজের সাথে বসাতে না চায়, তবে খাবার থেকে যেন তাকে দেয়।

৩২২৯- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِي يَدِهِ .

৩২২৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কারো ক্রীতদাস তার সামনে আহার পরিবেশন করে, যা রান্না করার কষ্ট ও গরম সে সহ্য করেছে, তখন সে যেন তাকে নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়ায়। সে যদি তা না করে, তাহলে একটি খাস তুলে যেন তার হাতে দেয়।

৩২২৯১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجْرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ خَادِمٌ أَحَدَكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيَنَاولْهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَّهُ وَدَخَانَهُ .

৩২২৯১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো খাদেম যখন তার নিকট খাদ্য নিয়ে আসে, তখন সে তাকে যেন নিজের সাথে বসায় অথবা খাদ্য থেকে তাকেও খেতে দেয়। কারণ সে খাদ্যদ্রব্য রান্না করতে গিয়ে গরম ও ধোঁয়া সহ্য করেছে।

অনুচ্ছেদ : ২০

بَابُ الْأَكْلِ عَلَى الْخَوَانِ وَالسُّفْرَةِ

খাওয়া ও দস্তরখানে আহার করা ১০

৩২২৯২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ الْأَسْكَافِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُرْجَةٍ قَالَ فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفْرِ .

৩২২৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন উঁচু জিনিসের উপর থালা রেখে আহার করেননি। কাতাদা (র) বলেন, তাহলে তারা किसের উপর রেখে খেতেন? তিনি (আনাস) বলেন, দস্তরখানের উপর রেখে।

৩. ঘরের মেঝেতে যে পাটি, কাপড়, চামড়া বা প্লাষ্টিকের ক্রোথ লেছে তার উপর আহাৰ্যাদি এনে রাখা হয় এবং যার উপর বসে আহাৰ করা হয় তাকে বলে দস্তরখান (অনুবাদক)।

৩২৯৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ ثَنَا أَبُو بَحْرٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ

৩২৯৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত কখনও খাঞ্চা ভরে আহার করতে দেখিনি।

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يَرْقَعَ وَأَنْ يَكْفَ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ

খাদ্যসামগ্রী তুলে না নেয়া পর্যন্ত উঠে যাওয়া এবং সকলের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ধোয়া নিষেধ।

৩২৯৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنُ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُنِيرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يَرْقَعَ .

৩২৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যসামগ্রী তুলে নেয়ার পূর্বে উঠে যেতে (সকলের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত) নিষেধ করেছেন।

৩২৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنَانَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تَرْقَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْقَعُ يَدَهُ وَأَنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجَلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ .

৩২৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দস্তরখান বিছানো হলে তা পুনরায় তুলে না নেয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যেন উঠে না যায় এবং সে আহারে পরিভৃগু হলেও হাত গুটিয়ে না নেয়, যতক্ষণ না অন্য সকলের আহার গ্রহণ শেষ হয়। (একান্তই যদি ওঠার প্রয়োজন হয় তবে) সে যেন ওজরখাহি করে। কারণ সে হাত গুটিয়ে নিলে তার সাথের লোক লজ্জিত হবে এবং হয়ত তার আরও খাদ্যের প্রয়োজন থাকতে পারে।

অনুচ্ছেদ : ২২

بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ غَمْرٍ

আহারের উচ্ছিষ্ট হাত থেকে পরিষ্কার না করে রাত কাটানো।

৩২৯৬- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عَبِيدُ بْنُ وَسِيمِ الْجَمَالِ ثَنِى الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا يَلُومَنَّ امْرَأُؤُا إِذَا نَفَسَتْ بِبَيْتٍ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ غَمْرٍ .

৩২৯৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাবধান! যে ব্যক্তি আহারের তেলচিটে হাতে নিয়ে (হাত পরিষ্কার না করে) রাত কাটায়, সে যেন নিজেকেই ভৎসনা করে।

৩২৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ غَمْرٍ فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ فَاصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ .

৩২৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি হাতে তেলচিটে নিয়ে ঘুমালো, তা ধুয়ে পরিষ্কার করলো না, এমনভাবেই সে কোন অনিষ্টের শিকার হলে এজন্য যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

অনুচ্ছেদ : ২৩

بَابُ عَرَضِ الطَّعَامِ

আহার পরিবেশন করা।

৩২৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِيهِ فَقَالَ لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا

৩২৯৮। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাদদ্রব্য আনা হলো। তা আমাদের সামনে পরিবেশন করা হলে আমরা বললাম, আমাদের ক্ষুধা নেই। তখন তিনি বলেন : মিথ্যা ও ক্ষুধা একত্র করো না (পেটে ক্ষুধা রেখে খেতে অস্বীকার করো না)।

৩২৯৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكِينَعٌ عَنْ أَبِي هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَدَّى فَقَالَ ادْنُ فَاكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَيَا لَهْفٍ نَفْسِي هَلَا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩২৯৯। আবদুল আশহাল গোত্রের আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি সকালের আহার করছিলেন। তিনি বলেন : এগিয়ে আসো এবং খাও। আমি বললাম, আমি রোযাদার। আফসোস আমার জন্য, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহারে অংশগ্রহণ করতাম!

অনুচ্ছেদ : ২৪

بَابُ الْأَكْلِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদের ভিতরে আহার করা।

৩৩০০ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَمِيدٍ بْنِ كَاسِبٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزَاءِ الزُّبَيْدِيِّ يَقُولُ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبَيْرِ وَاللَّحْمِ .

৩৩০০। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাব্বই আয-যুবাইদী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদে বসে রুটি ও গোশত আহার করতাম।^৪

৪. মসজিদের মধ্যে পানাহার করায় কোন দোষ নেই, বিশেষত পখিক, মুসাফির ও সাময়িকভাবে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী লোকদের জন্য। তবে মসজিদ যেন নোংরা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ : ২৫

بَابُ الْأَكْلِ قَائِمًا

দাঁড়ানো অবস্থায় আহার করা।

৩৩.১- حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ .

৩৩০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হাঁটা অবস্থায় আহার করেছি এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেছি।^৫

অনুচ্ছেদ : ২৬

بَابُ الدَّبَاءِ

লাউ।

৩৩.২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَبَانَا عُبَيْدَةَ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْقَرَعُ .

৩৩০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউয়ের তরকারী পছন্দ করতেন।

৩৩.৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَتْ مَعِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلٍ فِيهِ رُطْبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَجِدْهُ وَخَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلَى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ فَدَعَانِي لِأَكُلَ مَعَهُ قَالَ وَصَنَعَ ثَرِيدَةً بِلَحْمٍ وَقَرَعٌ قَالَ فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرَعُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ

৫. দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা এবং আহার করা সম্পর্কে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের হাদীস রয়েছে। নাযযাল থেকে বর্ণিত আছে যে, “কূফা মসজিদের দরজায় হযরত আলী (রা)-এর নিকট পানি আনা হলো। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন, অতঃপর বললেন, কোন কোন লোক দাঁড়িয়ে পানি পান করা পছন্দ করে না। তেছমরা আমাকে যেরূপ করতে দেখলে, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তদ্রূপ করতে দেখেছি” (বুখারী, আবু দাউদ)। আবদুল্লাহ ইবনে অহ্ববাস (রা) বলেন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় ঝামঝামের পানি পান করেছেন” (শুবুখারী, তিরমিযী)।

فَأُدْنِيهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعَمْنَا مِنْهُ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَوَضَّتْ الْمِكْتَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ
يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ حَتَّى فَرَّغَ مِنْ آخِرِهِ .

৩৩০৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মু সুলাইম (রা) আমাকে এক টুকরি তাজা খেজুরসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। কিন্তু আমি তাঁকে পেলাম না। তিনি তাঁর নিকটস্থ এক মুক্তদাসের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সে তাঁকে আহার গ্রহণের দাওয়াত করেছিল এবং তার জন্য খাবার তৈরি করেছিল। আমি তাঁর নিকট আসলাম, তখন তিনি আহার করছিলেন। রাবী বলেন, তিনি আমাকে তাঁর সাথে আহার করার জন্য ডাকলেন। রাবী বলেন, সে তাঁর জন্য গোশত ও লাউ দিয়ে ছারীদ তৈরি করেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি লাউ খুব পছন্দ করেন। তাই আমি লাউয়ের টুকরাগুলো একত্র করে তাঁর সামনে দিতে থাকলাম। আমরা আহার শেষ করলে পর তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন এবং আমি তাঁর সামনে টুকরিটি রাখলাম। তিনি খেজুর আহার করতে লাগলেন এবং অন্যদেরও দিতে থাকলেন, এভাবে তা দিতে দিতে শেষ করে অবসর হলেন।

৩৩. ৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هَذِهِ
الدُّبَاءُ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا قَالَ هَذَا الْقَرْعُ هُوَ الدُّبَاءُ نَكَثِرُ طِعَامَنَا .

৩৩০৪। হাকীম ইবনে জাবির (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর সামনে লাউয়ের তরকারী ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? তিনি বলেন : এটা লাউ তরকারী। আমরা তা দিয়ে আমাদের খাদদ্রব্যের পরিমাণ বাড়াই।

অনুচ্ছেদ : ২৭

بَابُ اللَّحْمِ

গোশত।

৩৩. ৫- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَكِيدِ الْخَلَالُ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا يَعْنِي بِيٍّ صَالِحٍ
حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزْرِيُّ حَدَّثَنِي مُسْلِمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَيْنِيُّ عَنْ
عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيِّدُ أَهْلِ
الدُّنْيَا وَأَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ .

৩৩০৫। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুনিয়াবাসী ও বেহেশতবাসীদের খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাদ্য হলো গোশত।

৩৩.৬- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَكِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ عَطَاءٍ الْجَزْرِيُّ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَسْجَعَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مَا دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى لَحْمٍ قَطُّ إِلَّا أَجَابَ وَلَا أُهْدِيَ لَهُ لَحْمٌ قَطُّ إِلَّا قَبِلَهُ .

৩৩০৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই গোশত খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়েছে তখনই তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন এবং যখনই তাকে গোশত উপঢৌকন দেয়া হয়েছে, তিনি তা কবুল করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৮

بَابُ أَطْيَبِ اللَّحْمِ

(দেহের) কোন্ অংশের গোশত অপেক্ষাকৃত উত্তম।

৩৩.৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ قَالَا ثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بِلَحْمٍ فَرَفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَتَهَسَّ مِنْهَا .

৩৩০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোশত আনা হলো। তাঁকে রানের গোশত দেয়া হলো এবং এটাই তিনি পছন্দ করতেন। তিনি তা চুষে চুষে খেলেন।

৩৩.৮- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْهُمْ (قَالَ وَأَطْنَهُ يُسَمَّى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا أَوْ بَعِيرًا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّحْمَ يَقُولُ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ .

৩৩০৮। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) ইবনুয যুবাইর (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাদের জন্য একটি উট যবেহ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন লোকেরা তাঁর জন্য গোশত ঢালছিলো : গোশতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম হচ্ছে পাহার (রানের) গোশত।

অনুচ্ছেদ : ২৯

بَابُ الشُّوَاءِ

ভুনা গোশত।

৩৩০৯- ৩৩১০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কখনও আস্ত ভুনা বকরী দেখেছেন বলে আমি জানি না।

৩৩১১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে কখনও খাওয়ার পর অবশিষ্ট ভুনা গোশত তুলে রাখা হয়নি (কারণ এই গোশতের পরিমাণ কম হতো এবং অভ্যাগত অধিক হওয়ায় তা অবশিষ্ট থাকতো না) এবং তাঁর জন্য কখনো মোটা বিছানা বহন করা হতো না।

৩৩১২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে কখনও খাওয়ার পর অবশিষ্ট ভুনা গোশত তুলে রাখা হয়নি (কারণ এই গোশতের পরিমাণ কম হতো এবং অভ্যাগত অধিক হওয়ায় তা অবশিষ্ট থাকতো না) এবং তাঁর জন্য কখনো মোটা বিছানা বহন করা হতো না।

৩৩১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে কখনও খাওয়ার পর অবশিষ্ট ভুনা গোশত তুলে রাখা হয়নি (কারণ এই গোশতের পরিমাণ কম হতো এবং অভ্যাগত অধিক হওয়ায় তা অবশিষ্ট থাকতো না) এবং তাঁর জন্য কখনো মোটা বিছানা বহন করা হতো না।

৩৩১৪। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনুল জায়ই আয-যুবাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মসজিদে বসে ভুনা গোশত খেয়েছি, অতঃপর কাঁকরে হাত মুছে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি, কিন্তু (গোশত খাওয়ার কারণে পুনরায়) উযু করিনি।

অনুচ্ছেদ : ৩০

بَابُ الْقَدِيدِ

গোশতের গুটিকি ।

৩৩১২- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تَرَعْدُ فَرَأَيْتُهُ فَقَالَ لَهُ هَوْنٌ عَلَيْكَ فَاِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ اِنَّمَا اَنَا ابْنُ امْرَاةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْمَاعِيلُ وَحَدُّهُ وَصَلَّهُ .

৩৩১২। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো। তিনি লোকটির সাথে কথা বলেন। তার কাঁধের গোশত (ভয়ে) কাঁপছিল। তিনি তাকে বলেন : তুমি শান্ত হও, স্বাভাবিক হও। কারণ আমি কোন রাজা-বাদশা নই, বরং আমি শুকনো গোশত খেয়ে জীবনধারিণী এক মহিলার পুত্র।

৩৩১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كُنَّا نَرْقَعُ الْكِرَاعَ فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ خَمْسِ عَشْرَةَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ .

৩৩১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছাগলের পায়া তুলে রাখতাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর পনের দিন পরও তা খেতেন।

অনুচ্ছেদ : ৩১

بَابُ الْكَيْدِ وَالطِّحَالِ

কলিজা ও প্লীহা ।

৩৩১৪- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحَلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانٍ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَيْدُ وَالطِّحَالُ .

৩৩১৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজীব ও দুই ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দু'টি হলো মাছ ও টিডিড এবং দুই প্রকারে রক্ত হলো কলিজা ও প্রীহা।

অনুচ্ছেদ : ৩২

بَابُ الْمِلْحِ

লবণ।

৩৩১৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عَيْسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى عَنْ رَجُلٍ (أَرَاهُ مُوسَى) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيْدُ آدَامِكُمُ الْمِلْحُ .

৩৩১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের তরকারীর নেতা (প্রধান উপকরণ) হলো লবণ।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

بَابُ الْأَتْنِدَامِ بِالْخَلِّ

সির্কা দিয়ে রুটি খাওয়া।

৩৩১৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْخَوَّارِيِّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعْمَ الْآدَامُ الْخَلُّ .

৩৩১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সির্কা (টক ও বাঁজযুক্ত) পানীয় উত্তম তরকারী।

৩৩১৭- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعْمَ الْآدَامُ الْخَلُّ .

৩৩১৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সির্কা উত্তম তরকারী।

৩৩১৮- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَنبَسَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَدَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ سَعْدٍ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ عَائِشَةَ وَأَنَا عِنْدَهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ وَخَلٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ الْأَدَامُ الْخَلُّ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْخَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ آدَامَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ.

৩৩১৮। উম্মু সাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-র নিকট আসলেন। আমি তখন তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন : সকালের নাস্তা আছে কি? তিনি বলেন, আমাদের নিকট রুটি, খেজুর ও সর্কা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সর্কা উত্তম তরকারী। হে আল্লাহ! সর্কায় বরকত দান করুন, কারণ তা ছিল আমার পূর্বকালের নবীগণের তরকারী। যে ঘরে সর্কা আছে সে ঘরে কখনও তরকারীর অভাব হয় না।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

بَابُ الزَّيْتِ

যায়তুন তৈল।

৩৩১৯- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْبَانًا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

৩৩১৯। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাইতুন তৈল দিয়ে রুটি খাও এবং তা দেহে মাখো। কারণ তা বরকতপূর্ণ গাছ থেকে নির্গত হয়।

৩৩২০- حَدَّثَنَا عَقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ.

৩৩২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যায়তুন তৈল খাও এবং তা দেহে মাখো। কারণ তা বরকতপূর্ণ।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

بَابُ اللَّبَنِ

দুধ।

৩৩২১- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْدِ الرَّاسِبِيِّ حَدَّثَنِي مَوْلَاتِي أُمُّ سَالِمِ الرَّاسِبِيَّةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بِلَبَنِ قَالَ بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانِ .

৩৩২১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুধ আনা হলে তিনি বলতেন : এক অথবা দুই বরকত।

৩৩২২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزَى مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ .

৩৩২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে আহার করান তখন সে যেন বলে, “আল্লাহুমা বারিক লানা ফীহি ওয়ারযুকনা খাইরাম মিনহু” (হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই খাদ্যে বরকত দান করুন এবং এর চেয়েও উত্তম রিযিক দান করুন)। আর আল্লাহ যাকে দুধ পান করান সে যেন বলে, “আল্লাহুমা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু” (হে আল্লাহ! এই দুধে আমাদের বরকত দান করুন এবং এর চেয়েও বাড়িয়ে দিন)। কারণ আমি জানি না যে, দুধ ছাড়া এমন কোন জিনিস আছে কিনা যা একইসঙ্গে আহার ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

بَابُ الْحَلْوَاءِ

হালুয়া বা মিষ্টি দ্রব্য।

৩৩২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالُوا ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

৩৩২৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালুয়া ও মধু পছন্দ করতেন।

অনুচ্ছেদ ৪৩৭

بَابُ الْقِثَاءِ وَالرُّطْبِ يَجْمَعَانِ

শসা ও তাজা খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া।

৩৩২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي لِلْسُّمْنَةِ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الْقِثَاءَ بِالرُّطْبِ فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سِمْنَةٍ .

৩৩২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসারে পাঠাতে চাচ্ছিলেন বিধায় আমার দৈহিক পরিপুষ্টির জন্য চিকিৎসা করাতেন। কিন্তু তা কোন উপকারে আসলো না। অবশেষে আমি তাজা খেজুরের সাথে শসা মিশিয়ে খেলাম এবং উত্তমরূপে দৈহিক পরিপুষ্টি লাভ করলাম।

৩৩২৫- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَاءَ بِالرُّطْبِ .

৩৩২৫। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাজা খেজুরের সাথে শসা মিশিয়ে খেতে দেখেছি।

৩৩২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ ابْنِ أَبِي هَلَالٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطْبَ بِالْبَطِيخِ .

৩৩২৬। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুর তরমুজের সাথে মিশিয়ে আহার করতেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

بَابُ التَّمْرِ

খেজুর।

৩৩২৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعَ أَهْلُهُ .

৩৩২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ঘরে খেজুর নেই সেই ঘরের বাসিন্দাগণ অভুক্ত।

৩৩২৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ سَلْمَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ .

৩৩২৮। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে তাঁর দাদী সালমা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ঘরে খেজুর নেই, সেই ঘর খাদ্যাশূন্য ঘরের ন্যায়।

অনুচ্ছেদ : ৩৯

بَابُ إِذَا أَتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

যখন (মৌসুমের) প্রথম ফল আসে।

৩৩২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثَمَارِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَتَةً مَعَ بَرَكَتِهِ ثُمَّ يَنَاولُهُ أَصْغَرَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْوِلْدَانِ .

৩৩২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মৌসুমের প্রথম ফল উপস্থিত করা হলে তিনি বলতেন : “আল্লাহুমা বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া ফী সিয়ারিনা ওয়া ফী মুদ্দিনা ওয়া ফী সাইনা বারাকাতান মাআ বারাকাতিন” (হে আল্লাহ! আমাদের বরকত দান করুন আমাদের শহরে, আমাদের ফলে, আমাদের মুদ্-এ ও আমাদের সা-এ, বরকতের উপর বরকত)। অতঃপর তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত শিশুদের তা খেতে দিতেন।

অনুচ্ছেদ : ৪০

بَابُ أَكْلِ الْبَلْحِ بِالْتَّمْرِ

ভিজা ও শুক খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া।

৩৩৩০- حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ قَيْسِ الْمَدَنِيِّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا الْبَلْحَ بِالتَّمْرِ كُلُوا الْخَلْقَ بِالْجَدِيدِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ وَيَقُولُ بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلْقَ بِالْجَدِيدِ .

৩৩৩০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তাজা খেজুর শুকনা খেজুরের সাথে মিশিয়ে খাও, পুরাতন খেজুর নতুন খেজুরের সাথে মিশিয়ে খাও। কারণ তাতে শয়তান রাগান্বিত হয় এবং বলে, আদম-সন্তান জীবিত রইলো, এমনকি পুরাতন ফল নতুন ফলের সাথে আহার করলো।

অনুচ্ছেদ : ৪১

بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

একাধিক খেজুর একত্রে মুখে দেওয়া নিষেধ।

৩৩৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُهَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ .

৩৩৩১। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন : কোন ব্যক্তি যেন নিজ সাথীদের অনুমতি ব্যতিরেকে একত্রে দুইটি খেজুর মুখে না দেয়।

৩৩৩২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ سَعْدِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ) وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ أَنْ
النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْأَقْرَانِ يَعْنِي فِي التَّمْرِ .

৩৩৩২। আবু বাকর (রা)-এর মুক্তদাস সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। সাদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতেন এবং তাঁর কথাবার্তা তার ভালো লাগতো। নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি খেজুর একসাথে মুখে দিতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৪২

بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ

ভালো খেজুর বেছে বেছে খাওয়া।

৩৩৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
أَتَى بِمِثْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفْتِشُهُ .

৩৩৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তাঁর সামনে পুরাতন খেজুর পেশ করা হলে
তিনি ভালো খেজুর খোঁজ করতেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৪৩

بَابُ التَّمْرِ بِالزَّيْدِ

মাখনের সাথে খেজুর খাওয়া।

৩৩৩৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي
سَلِيمُ ابْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ بُسْرِ السُّلَمِيِّينَ قَالَا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبًّا فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِي بَيْتِنَا وَقَدَّمْنَا لَهُ زَيْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزَّيْدَ ﷺ .

৩৩৩৪। সুলাইম গোত্রের বৃসর-এর দুই পুত্রের সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন। আমরা তাঁর বসার জন্য আমাদের একটি চাদর পেতে দিলাম। পানি ছিটিয়ে আমরা তা তাঁর জন্য নরম করে দিলাম। তিনি তার উপর বসলেন। তখন আমাদের ঘরে মহামহিম আল্লাহ তাঁর উপর ওহী নাযিল করলেন। আমরা তাঁর সামনে মাখন ও খেজুর পেশ করলাম। তিনি মাখন পছন্দ করতেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

بَابُ الْحَوَارِيِّ

ময়দা।

৩৩৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا تَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ هَلْ رَأَيْتَ النَّقِيَّ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّقِيَّ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ فَهَلْ كَانَ لَهُمْ مَنَاحِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا رَأَيْتُ مَنَاحِلًا حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنُخُولٍ قَالَ نَعَمْ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرِيئَاهُ .

৩৩৩৫। আবদুল আযীয ইবনে আবু হাযিম (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমি সাহল ইবনে সাদ (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ময়দা দেখেছেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতিকালের পূর্ব পর্যন্ত ময়দা দেখিনি। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকদের কি চালুনি ছিল? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতিকালের পূর্ব পর্যন্ত চালুনিও দেখিনি। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আপনারা চালুনি ছাড়া কিভাবে যব খেতেন? তিনি বলেন, হাঁ (আমরা তা গুড়া করে) তাতে ফুঁ দিতাম এবং যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেতো এবং যা অবশিষ্ট থাকতো তা পানিতে ভিজাতাম।

৩৩৩৬- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ تَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ أَنَّ حَنْسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا غَرَبَتْ دَقِيقًا فَصَنَعَتْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَغِيْفًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالَتْ طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا فَاحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيْفًا فَقَالَ رُدِّبِهِ فِيهِ ثُمَّ اعْجِنِيهِ .

৩৩৩৬। উম্মু আইমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আটা ছেনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রুটি তৈরি করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটা কি? তিনি বলেন, এটা আমাদের এলাকার খাবার। আমি আপনার জন্য এই খাবার তৈরি করতে আগ্রহী হলাম। তিনি বলেন : এর মধ্যে ভুষি ঢেলে দাও, তারপর ছেনে নাও।

৩৩৩৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক চোখেও (কখনও) ময়দার রুটি দেখেননি, এমনকি এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হন।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

بَابُ الرِّقَاقِ

পাতলা রুটি (চাপাতি)।

৩৩৩৮। ইবনে আতা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আতা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) তার এলাকা অর্থাৎ উবাইনায় (ইউনা) যান। লোকেরা তার জন্য মিহি রুটি পরিবেশন করলে তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এরূপ রুটি দেখেননি।

৩৩৩৯। ইবনে আতা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আতা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) তার এলাকা অর্থাৎ উবাইনায় (ইউনা) যান। লোকেরা তার জন্য মিহি রুটি পরিবেশন করলে তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এরূপ রুটি দেখেননি।

৩৩৪০। ইবনে আতা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আতা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) তার এলাকা অর্থাৎ উবাইনায় (ইউনা) যান। লোকেরা তার জন্য মিহি রুটি পরিবেশন করলে তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এরূপ রুটি দেখেননি।

৩৩৩৯। কাতাদা (র) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট যেতাম। ইসহাক (র)-এর বর্ণনায় আছে : তার রুটি প্রস্তুতকারী দাঁড়ানো থাকতো। আর দারিমীর বর্ণনায় আছে : তার খাঞ্চা বিছানো থাকতো। একদিন তিনি বলেন, তোমরা আহার করো। আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বচক্ষে মিহি রুটি এবং আস্ত ভুনা বকরী দেখেছেন কি না।

অনুচ্ছেদ : ৪৬

بَابُ الْفَالْوُذَجِ

ফালুদা।

৩৩৪০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ السُّلَمِيُّ أَبُو الْحَارِثِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوْلَى مَا سَمِعْنَا بِالْفَالْوُذَجِ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ تَفْتَحُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضَ فَيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الْفَالْوُذَجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا الْفَالْوُذَجُ قَالَ يَخْلُطُونَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيعًا فَشَهَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِذَلِكَ شَهَقَةً .

৩৩৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমরা ফালুদার নাম শুনেতে পাই, যখন জিবরীল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, আপনার উম্মাত অনেক দেশের উপর বিজয়ী হবে এবং অঢেল সম্পদ তাদের হস্তগত হবে, এমনকি তারা ফালুদা খাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন : ফালুদা কি? তিনি বলেন : তারা ঘী ও মধু একত্রে মিশাবে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান্নার মত আওয়াজ করলেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৭

بَابُ الْخُبْزِ الْمَلْبَقِ بِالسَّمَنِ

ঘীর সাথে ভূষিযুক্ত রুটি।

৩৩৪১- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّنَانِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَقْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ذَاتَ يَوْمٍ وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلْبَقَةً بِسَمْنٍ نَأْكُلُهَا
 قَالَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ قَالَ فِي عُكَّةٍ ضَبَّ قَابِي أَنْ يَأْكُلَهُ .

৩৩৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বলেন : আহা! আমার নিকট যদি ঘী মিশ্রিত সাদা মিহি আটার রুটি থাকতো, আমরা তা আহার করতাম। রাবী বলেন, একথা শুনে এক আনসার সাহাবী অনুরূপ রুটি তৈরি করে তাঁর নিকট নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই ঘী কিসের মধ্যে ছিল? সাহাবী বলেন, ওই সাপের চামড়ার তৈরী পাত্রের মধ্যে। রাবী বলেন, তিনি তা আহার করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

৩৩৪২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا حُمَيْدُ الطُّوَيْلِ
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْزَةً وَضَعَتْ فِيهَا شَيْئًا
 مِنْ سَمْنٍ ثُمَّ قَالَتْ اذْهَبْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَادْعُهُ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أُمِّي تَدْعُوكَ
 قَالَ فَقَامَ وَقَالَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ قَوْمًا قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا
 فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَاتِي مَا صَنَعْتَ فَقَالَتْ إِنَّمَا صَنَعْتُهُ لَكَ وَحَدِّكَ فَقَالَ
 هَاتِيهِ فَقَالَ يَا أَنَسُ ادْخُلْ عَلَيَّ عَشْرَةَ عَشْرَةَ قَالَ فَمَا زِلْتُ أُدْخِلُ عَلَيْهِ عَشْرَةَ
 عَشْرَةَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَكَانُوا ثَمَانِينَ .

৩৩৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলাইম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রুটি তৈরি করলেন এবং তাতে কিছু ঘী ঢেলে দিলেন। অতঃপর তিনি (আমাকে) বলেন, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও এবং তাঁকে দাওয়াত দাও। রাবী বলেন, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার মা আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন। রাবী বলেন, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সাথের লোকদের বললেন : “তোমরাও ওঠো”। রাবী বলেন, আমি তাদের আগেই বাড়ী পৌঁছে মাকে এ খবর জানালাম। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বলেন : তুমি যা তৈরি করেছো, তা নিয়ে এসো। মা বলেন, আমি তো মাত্র আপনার একার পরিমাণ খাবার তৈরি করেছি। তিনি বলেন : তাই দাও। তিনি আরও বলেন : হে আনাস! দশজন দশজন করে আমার কাছে ভেতরে পাঠাও। তিনি বলেন, আমি দশজন দশজন করে তাঁর নিকট পাঠাতে থাকি। তারা সবাই আহার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হলেন, আর তারা ছিলেন আশিজন।

অনুচ্ছেদ : ৪৮

بَابُ خُبْزِ الْبُرِّ

গমের রুটি ।

৩৩৪৩- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيٌّ اللَّهُ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْحِنْطَةِ حَتَّى تَوْفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৩৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও পরপর তিন দিন গমের রুটি পেট ভরে খেতে পাননি, এ অবস্থায় মহামহিম আল্লাহ তাঁকে তুলে নেন (ইনতিকাল করেন)।

৩৩৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ أَلْ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرِّ حَتَّى تُوْفِيَ ﷺ .

৩৩৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর থেকে তাঁর ইস্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবার কখনও একাধারে তিন দিন পেট ভরে আটার রুটি খেতে পাননি।

অনুচ্ছেদ : ৪৯

بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ

যবের রুটি ।

৩৩৪৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ تُوْفِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبْدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِي لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكَلِمَتُهُ فَنَفِي .

৩৩৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইস্তিকাল করেন, তখন আমার ঘরে আমার আলমিরায় রক্ষিত যবের সামান্য আটা ব্যতীত কোন প্রাণীর আহার করার মত আর কিছুই ছিলো না। আমি তা থেকে আহারের ব্যবস্থা করতে থাকলাম। এভাবে অনেক দিন চলে গেলো। অবশেষে একদিন আমি তা ওজন করলাম। ফলে তা শেষ হয়ে গেলো।

৩৩৪৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ أَلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ حَتَّى قُبِضَ .

৩৩৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারের সদস্যগণ কখনও যবের রুটি পেট ভরে আহার করেননি।

৩৩৪৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَوْبًا وَآهْلُهُ لَا يَجِدُونَ الْعِشَاءَ وَكَانَ عَامَةً خُبْزِهِمْ خُبْزِ الشَّعِيرِ .

৩৩৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধারে কয়েক রাত অভুক্ত অবস্থায় কেটো যেতো এবং তাঁর পরিবারের লোকদেরও রাতের আহার জুটতো না। অধিকাংশ সময় তাদের রুটি হতো যবের তৈরী।

৩৩৪৮ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَصِيِّ (وَكَانَ يُعَدُّ مِنَ الْأَبْدَالِ) ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّوفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ وَقَالَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشْعًا وَلَبِسَ خَشِنًا فَقِيلَ لِلْحَسَنِ مَا الْبَشْعُ قَالَ غَلِيظُ الشَّعِيرِ مَا كَانَ يُسَيِّغُهُ إِلَّا بِجُرْعَةٍ مَاءٍ .

৩৩৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশমী বস্ত্র ও সাধারণ জুতা পরিধান করতেন। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাদহীন খাবার খেতেন এবং মোটা বস্ত্র পরিধান করতেন। হাসানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'স্বাদহীন'-এর অর্থ কি? তিনি বলেন, মোটা যবের রুটি। তিনি তা এক চোক পানি ব্যতীত গলাধঃকরণ করতে পারতেন না।

অনুচ্ছেদ : ৫০

بَابُ الْاِفْتِصَادِ فِي الْاَكْلِ وَكِرَاهَةِ الشَّبِيعِ

পরিমিত আহার উত্তম এবং ভুরিভোজ খারাপ।

৩৩৪৯ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَمَصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي أُمِّي عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مَلَأَ أَدَمِيُّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِ حَسْبِ الْأَدَمِيِّ لَقِيَمَاتٍ يُقَمِّنُ صَلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْأَدَمِيُّ نَفْسُهُ فَتُلْتُ لِلطَّعَامِ وَتُلْتُ لِلشَّرَابِ وَتُلْتُ لِلنَّفْسِ .

৩৩৪৯। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মানুষ পেটের চাইতে নিকৃষ্ট কোন পাত্র ভর্তি করে না। (যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে পাত্র থেকে ততটুকু খাদ্য উঠানো কোন ব্যক্তির জন্য দৃশ্যীয় নয়)। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও যদি কোন ব্যক্তির উপর তার নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয়, তবে সে তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।

৩৩৫০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُكُمْ شَبِيعًا فِي دَارِ الدُّنْيَا .

৩৩৫০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঢেকুর তোললে তিনি বলেনঃ তুমি আমাদের থেকে তোমার ঢেকুর প্রতিরোধ করো। কারণ যারা পার্থিব জীবনে ভুরিভোজ করে তারাই হবে কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত।

৩৩৫১ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ وَأَكْرَهَ عَلَيَّ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ فَقَالَ حَسْبِي إِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شَبِيعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৩৫১। আতিয়া ইবনে আমের আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান (রা)-র নিকট শুনেছি যে, তাকে আহার করতে পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি বলতেন, আমার জন্য যথেষ্ট যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : দুনিয়াতে যেসব লোক ভুরিভোজ করে, তারাই হবে কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত।

অনুচ্ছেদ : ৫১

بَابُ مِنَ الْأِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّمَا اشْتَهَيْتَ

তোমার যখন যা খেতে ইচ্ছা হয় তখন তাই খাওয়া অপচয়।

৩৩৫২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ عُمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ابْنِ دِينَارِ الْحِمَصِيِّ قَالُوا ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ ذُكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ السَّرْفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ .

৩৩৫২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখনই তোমার যা খেতে লোভ জাগে, তখনই তা খাওয়াই (যথেষ্ট আহার) হলো অপচয়।

অনুচ্ছেদ : ৫২

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَاءِ الطَّعَامِ

খাদ্যদ্রব্য ফেলে দেয়া নিষেধ।

৩৩৫৩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يُونُسَ الْفَرِّيَابِيِّ ثَنَا وَسَّاجُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُوقَرِّيِّ ثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فَرَأَى كِسْرَةَ مَلْقَاءَ فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَكْرَمِي كَرِيمًا فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ .

৩৩৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ঘরে প্রবেশ করে এক টুকরা রুটি পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি তা তুলে নিয়ে ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলে আহার করলেন এবং বলেন : হে আয়েশা! সম্মান করো সম্মানিতের (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের)। কারণ কোন জাতির নিকট থেকে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক উঠে গেলে তা পুনরায় তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে না।

অনুচ্ছেদ : ৫৩

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوعِ

দুর্ভিক্ষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ।

৩৩৫৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِنَسِ الضَّجِيعِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِنَسِ الْبِطَانَةِ

৩৩৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : “আল্লাহুমা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল-জু ফাইন্নাহু বিসাদ-দাজীউ ওয়া আউযু বিকা মিনাল খিয়ানাতে ফাইন্নাহা বিসাতিল-বিতানাহ (“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কারণ তা (মানুষের) নিকৃষ্ট সাথী এবং আমি আপনার নিকট আরও আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রতারণা থেকে। কারণ তা গোপন চারিত্রিক দোষ)।

অনুচ্ছেদ : ৫৪

بَابُ تَرْكِ الْعِشَاءِ

রাতের আহার পরিত্যাগ ।

৩৩৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ الْمَخْزُومِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْعُوا الْعِشَاءَ وَكَلِّفُوا مِنْ تَمْرٍ فَإِنَّ تَرْكَهُ يُهْرَمُ .

৩৩৫৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতের আহার ত্যাগ করো না, যদিও তা এক মুঠো খেজুরও হয়। কারণ রাতের আহার ত্যাগ মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়।

অনুচ্ছেদ : ৫৫

بَابُ الضِّيَافَةِ

লোকদের দাওয়াত করা ।

৩৩৫৬ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيرٌ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْشَى مِنَ الشُّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ .

৩৩৫৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ঘরে মেহমানের ভিড় লেগে থাকে সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুততর গতিতে কল্যাণ প্রবেশ করে।

৩৩৫৭ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نُهْشَلٍ عَنْ الضَّحَّاكِ ابْنِ مُزَاهِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ مِنَ الشُّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ .

৩৩৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ঘরে (মেহমানদের) আহার করানো হয়, সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুত গতিতে কল্যাণ প্রবেশ করে।

৩৩৫৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا عَثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِنَ السَّنَةِ أَنْ يُخْرَجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ .

৩৩৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিদায়ের প্রাক্কালে মেহমানের সাথে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া সুনাত।

অনুচ্ছেদ : ৫৬

بَابُ إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا رَجَعَ

দাওয়াতের স্থানে খারাপ কিছু দেখলে মেহমান সেখান থেকে ফিরে আসবে।

৩৩৫৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ .

৩৩৫৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আহার তৈরি করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিলাম। তিনি এসে ঘরের ভেতর ছবি দেখতে পেয়ে ফিরে গেলেন।

৩৩৬০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمَهَانَ ثَنَا سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَآكَلْنَا مَعَهُ فَدَعَوَهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتِي الْبَابِ فَرَأَى قِرَامًا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقُّ فَقُلْ لَهُ مَا رَجَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخُلَ بَيْتًا مَرْوُوقًا .

৩৩৬০। সাফীনা আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর মেহমান হলো। তিনি তার জন্য আহার তৈরি করলেন। ফাতিমা (রা) বলেন, আমরা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দাওয়াত করতাম তবে তিনিও আমাদের সাথে আহার করতেন। অতএব তারা তাঁকেও দাওয়াত করলেন এবং তিনি আসলেন। তিনি ঘরের দরজার চৌকাঠে হাত রেখে ঘরের এক কোণে পাতলা নকশাযুক্ত কাপড় দেখতে পেয়ে ফিরে গেলেন। ফাতিমা (রা) আলী (রা)-কে বলেন, আপনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করুন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিলো? তিনি বলেন : এ রকম সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা আমার জন্য শোভা পায় না।

অনুচ্ছেদ : ৫৭

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمَنِ وَاللَّحْمِ

গোশত ও ঘী একত্রে মিশিয়ে খাওয়া ।

৩৩৬১- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى مَائِدَتِهِ فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَلَقِمَ لُقْمَةً ثُمَّ ثَنَّى بِأُخْرَى ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ دَسَمٍ مَا هُوَ بِدَسَمِ اللَّحْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ لِأَشْتَرِيهِ فَوَجَدْتُهُ غَالِيًا فَاشْتَرَيْتُ بِدَرَاهِمٍ مِنَ الْمَهْزُولِ وَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدَرَاهِمٍ سَمْنًا فَارَدْتُ أَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِي عَظْمًا عَظْمًا فَقَالَ عُمَرُ مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ إِلَّا أَكَلَ أَحَدُهُمَا وَتَصَدَّقَ بِالْآخَرِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ خُذْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَئِنْ يَجْتَمِعَا عِنْدِي إِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ .

৩৩৬১ | ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, তিনি আহাররত অবস্থায় উমার (রা) তার ঘরে প্রবেশ করলেন । তিনি তাকে আহারের মজলিসে মধ্যখানে জায়গা করে দিলেন । তিনি বিসমিল্লাহ বলে খাবারের পাত্রে হাত দিলেন এবং এক গ্রাস তুলে নিলেন, অতঃপর দ্বিতীয় গ্রাস তুলে নিয়ে বলেন : আমি তৈলাক্ত জিনিসের স্বাদ পাচ্ছি এবং তা গোশতের চর্বি নয় । আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি মোটা গোশত ক্রয়ের উদ্দেশে বাজারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার চড়া দাম দেখে এক দিরহামের শীর্ণকায় পশুর গোশত ক্রয় করে এবং এক দিরহামের ঘী ক্রয় করে তা ঐ গোশতের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি । আমি চাচ্ছিলাম যে, পরিবারের সকলের ভাগে অন্তত একটি করে হাড় পড়ুক । উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘী ও গোশত একত্রে উপস্থিত করা হলে, তিনি তার একটি আহার করতেন এবং অন্যটি দান-খয়রাত করতেন । আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আহার করুন । পুনরায় কখনও ঘী ও গোশত একত্র হলে আমিও তাই করবো । উমার (রা) বলেন, আমি কখনও খাবো না ।

অনুচ্ছেদ : ৫৮

بَابُ مَنْ طَبَخَ فَلْيُكْثِرْ مَا هُوَ

ভরকারী রান্না করলে ঝোল বেশী রাখবে।

৩৩৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَا هَا وَأَغْتَرِفْ لِجِيرَانِكَ مِنْهَا .

৩৩৬২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ভূমি ভরকারী রান্না করলে তাতে ঝোল বেশী দিও এবং তোমার প্রতিবেশীদের পর্যন্ত তা পৌঁছাও।

অনুচ্ছেদ : ৫৯

بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

রসুন, পিঁয়াজ ও এক প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত ভরকারী খাওয়া।

৩৩৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْعَطْفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْبِعْمَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَطَبًا فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا حَبِشَتَيْنِ هَذَا الثُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤَخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ أَكْلَهُمَا لَا بُدَّ فَلْيُمْتَهُمَا طَبَخًا .

৩৩৬৩। মাদান ইবনে আবু তালহা আল-ইয়ামুরী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জুমুআর দিন খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করেন, অতঃপর বলেন, হে লোকসকল! তোমরা দুই প্রকারের গাছ খাও, আমি তা নিকৃষ্ট জ্ঞান করি। তা হলো রসুন ও পিঁয়াজ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দেখেছি যে, এক ব্যক্তির মুখ থেকে তার দুর্গন্ধ নির্গত হলে তার হাত ধরে আল-বাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেওয়া হয়। অতএব তোমাদের কেউ যদি তা খেতেই চায়, তবে সে যেন তা রান্না করে এর দুর্গন্ধ দূর করে দেয়।

৩৩৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلْ وَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُؤْذِيَ صَاحِبِي .

৩৩৬৪। উম্মু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলাম এবং তাতে কিছু শাক-সজিও ছিল। তিনি তা ভাগ্য করে বলেন : আমি আমার সাথীকে (জিবরীল) কষ্ট দেয়া পছন্দ করি না।

৩৩৬৫- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَنبَأَنَا أَبُو شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عِمْرَانَ الْحَجْرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَفْرًا أَتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدَ مِنْهُمْ رِيحَ الْكُرَاثِ فَقَالَ أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسَانُ .

৩৩৬৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একদল লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি তাদের থেকে দুর্গন্ধ অনুভব করেন। তিনি বলেন : আমি কি তোমাদের এই বৃক্ষ খেতে নিষেধ করিনি? মানুষ যেসব জিনিসে কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও সেসব জিনিসে কষ্ট পান।

৩৩৬৬- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَثْمَانَ ابْنِ نُعَيْمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَهَيْكٍ عَنْ دُحَيْنِ الْحَجْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَا تَأْكُلُوا الْبَصَلَ ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً النَّيْءُ .

৩৩৬৬। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বললেন : তোমরা পিঁয়াজ খেও না। অতঃপর তিনি আস্তে বলেন : কাঁচা পিঁয়াজ (النَّيْءُ)।

অনুচ্ছেদ : ৬০

بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمَنِ

পনীর ও ঘী খাওয়া।

৩৩৬৭- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ ثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ .

৩৩৬৭। সালমান আল-ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘী, পনীর ও বন্য গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হালাল করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৬১

بَابُ أَكْلِ الشَّمَارِ

ফল খাওয়া।

৩৩৬৮- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَصِيِّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ عَنَبٌ مِنَ الطَّائِفِ فَدَعَانِي فَقَالَ خُذْ هَذَا الْعُنُقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ فَاكَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ أَبْلِغَهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيْالٍ قَالَ لِي مَا فَعَلَ الْعُنُقُودُ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ قُلْتُ لَا قَالَ فَسَمَّانِي غَدْرًا .

৩৩৬৮। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তায়েফ থেকে আংগুরের উপটোকন এলো। তিনি আমাকে ডেকে বলেন : এই আংগুরের গুচ্ছ তুমি লও এবং তোমার মাকে পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু আমার মাকে পৌঁছানোর পূর্বে আমি তা খেয়ে ফেললাম। কয়েক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন : আংগুরের গুচ্ছের কি হলো? তুমি কি তোমার মাকে তা পৌঁছেছিলে? আমি বললাম, না। তাই তিনি রসিকতা করে আমার নাম রাখলেন “গুদার” (দাগাবাজ)।

৩৩৬৯- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيِّ ثَنَا نُقَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِيَدِهِ سَفْرَجَلَةٌ فَقَالَ دُونَكَهَا يَا طَلْحَةَ فَإِنَّهَا تُجَمُّ الْفُؤَادَ .

৩৩৬৯। তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম তখন তাঁর হাতে ছিল এক জাতীয় অল্পফল। তিনি বলেন : হে তালহা! এগুলো লও। এগুলো অন্তরকে শান্তি দেয়।

অনুচ্ছেদ ৪-৬২

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْبَطِحًا

উপুড় হয়ে খাওয়া নিষেধ।

৩৩৭০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ
وَهُوَ مِنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ .

৩৩৭০। সালিম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে আহার করতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায় : ৩০

كِتَابُ الْأَشْرِيَةِ

(পানীয় ও পানপাত্র)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ الْخَمْرِ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

শরাব সমস্ত পাপকাজের প্রসূতি ।

৩৩৭১- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ رَاشِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ
الْحِمَّانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي
خَلِيلِي ﷺ لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ .

৩৩৭১। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (সা) আমাকে উপদেশ
দিয়েছেন : শরাব পান করো না, কারণ তা সমস্ত পাপাচারের প্রসূতি।

৩৩৭২- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا
مُنِيرُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادَةَ بْنَ نَسِيٍّ يَقُولُ سَمِعْتُ خُبَّابَ بْنَ الْأَرْتِ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا كَمَا أَنَّ
شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشُّجَرَ .

৩৩৭২। খাব্বাব ইবনুল আরাতি (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন : সাবধান! শরাব পরিহার করো। কারণ শরাবের পাপ অন্যান্য
পাপাচারকে আওতাভুক্ত করে নেয়, যেমন তার গাছ (আংগুর গাছ) অন্যান্য
গাছের উপর বিস্তারিত হয়।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করে, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

৩৩৭৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يُتُوبَ .

৩৩৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করলো, সে তা থেকে তওবা না করলে, আখেরাতে তা পান করতে পারবে না।

৩৩৭৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَقِيدٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ .

৩৩৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করে, সে আখেরাতে তা পান করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ

শরাবখোর।

৩৩৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَتَنٍ .

৩৩৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শরাবখোর (পাপের ক্ষেত্রে) মূর্তিপূজকের সমতুল্য।

৩৩৭৬ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ
ابْنُ حَلْبَسٍ عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ مَدْمِنٌ خَمْرٍ .

৩৩৭৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
শরাব পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ

যে ব্যক্তি শরাব পান করে তার নামায কবুল হয় না।

৩৩৭৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الدَّبْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ
مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ
صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ
فَشَرِبَ فَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ
تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْعَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدْعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ .

৩৩৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি শরাব পান করে এবং মাতাল হয়, চল্লিশ দিন
পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না। সে মারা গেলে দোষখে প্রবেশ করবে। আর যদি সে
তওবা করে, তবে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবেন। যদি সে পুনরায় শরাব পান
করে এবং মাতাল হয়, তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না। সে মারা গেলে
দোষখে প্রবেশ করবে। সে তওবা করলে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। সে পুনরায়
শরাব পান করে মাতাল হলে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না। সে মারা
গেলে দোষখে যাবে। সে তওবা করলে আল্লাহ তা কবুল করবেন। সে পুনর্বার শরাব পানে
লিপ্ত হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা অবশ্যি তাকে “রাদ্গাতুল খাবাল” পান
করাবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ‘রাদ্গাতুল খাবাল’ কি? তিনি
বলেন : দোষীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الْخَمْرِ

যা থেকে শরাব তৈরি হয় ।

৩৩৭৮ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ ثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ .

৩৩৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শরাব এই দু'টি গাছ থেকে তৈরি হয়ঃ খেজুর গাছ ও আংগুর গাছ।

৩৩৭৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمَحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ ابْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعْبِيرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّيْبِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا .

৩৩৭৯। নোমান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গম থেকে শরাব হয়, বালি থেকে শরাব হয়, আংগুর থেকে শরাব হয়, খেজুর থেকে শরাব হয় এবং মধু থেকে শরাব হয়।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ لُعْنَتِ الْخَمْرِ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ

শরাবের উপর দশ প্রকারে অভিসম্পাত করা হয়েছে।

৩৩৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُعْنَتِ الْخَمْرِ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعَيْنُهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَبَاتِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا .

৩৩৮০। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শরাবের উপর দশভাবে অভিসম্পাত করা হয়েছে : স্বয়ং শরাব (অভিশপ্ত), শরাব উৎপাদক, যে তা উৎপাদন করায়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তার বহনকারী, তা যার জন্য বহন করা হয়, এর মূল্য ভোগকারী, তা পানকারী ও তা পরিবেশনকারী (এদের সকলেই অভিশপ্ত)।

৩৩৮১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ شَيْبِ بْنِ سَمْعَتٍ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (أَوْ حَدَّثَنِي أَنَسٌ) قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ وَيَائِعَهَا وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ وَسَاقِيَهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشْرَةَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ .

৩৩৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশভাবে শরাবের উপর অভিসম্পাত করেছেন : শরাব প্রস্তুতকারী, তা উৎপাদনকারী, যে তা উৎপাদন করায়, তা যার জন্য উৎপাদন করা হয়, তা বহনকারী, যার জন্য তা বহন করা হয়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তা পরিবেশনকারী এবং যার জন্য পরিবেশন করা হয়। এভাবে তিনি দশজনের উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

শরাবের ব্যবসা।

৩৩৮২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .

৩৩৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হয়ে আসেন এবং শরাবের ব্যবসাও নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করেন।

৩৩৮৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتِلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا .

৩৩৮৩। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরা (রা) শরাব বিক্রয় করেন এ কথা উমার (রা) জানতে পেরে বললেন, আল্লাহ সামুরাকে ধ্বংস করুন। সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের অভিসম্পাত করুন, তাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রয় করতে”।

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

লোকেরা (শেষ যমানায়) শরাবের বিভিন্ন নামকরণ করবে।

৩৩৮৪ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ ثَنَا ثُورُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا .

৩৩৮৪। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন কোন রাত এবং দিন অতিবাহিত হবে না, যখন আমার উম্মাতের কতক লোক শরাবের ভিন্ন নামকরণ করে তা পান করবে না।

৩৩৮৫ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ السَّمْطِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا أَيَّاهُ .

৩৩৮৫। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের কতক লোক শরাবের ভিন্নতর নাম রেখে তা পান করবে।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

প্রতিটি নেশা উদ্বেককর জিনিস হারাম।

৩৩৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

৩৩৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নেশা উদ্বেককর প্রতিটি পানীয় হারাম।

৩৩৮৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الدِّمَارِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

৩৩৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি নেশা উদ্বেককর জিনিস হারাম।

৩৩৮৮- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ ابْنِ هَانِيٍّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا حَدِيثُ الْمِصْرِيِّينَ .

৩৩৮৮। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রতিটি নেশা উদ্বেককর জিনিস হারাম।

৩৩৮৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرِّقِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْرِقَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ .

৩৩৮৯। মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : প্রতিটি নেশা উদ্বেককর জিনিস প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য হারাম।

৩৩৯০- حَدَّثَنَا سَهْلٌ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ .

৩৩৯০। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি নেশা উদ্বেককর জিনিস শরাবের অন্তর্ভুক্ত এবং যে কোন শরাবই হারাম।

৩৩৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

৩৩৯১। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি জিনিস হারাম।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা উদ্বেক করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

৩৩৯২- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا أَبُو يَحْيَى ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ .

৩৩৯২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন নেশা উদ্বেককর জিনিস হারাম। আর যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

৩৩৯৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ .

৩৩৯৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা উদ্বেক করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

৩৩৯৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ .

৩৩৯৪। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

অনুচ্ছেদ : ১১

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ

দু'টি জিনিসের সংমিশ্রণে (উত্তেজক পানীয়) প্রস্তুত নিষিদ্ধ।

৩৩৯৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزُّبَيْبُ جَمِيعًا وَتَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৩৯৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর ও আংশুর একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন এবং পাকা খেজুর ও কাঁচা খেজুর একত্রে মিশিয়ে নাবীয তৈরি করতেও নিষেধ করেছেন।

৩৩৯৬ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْيَمَانِيِّ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا وَأَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِيثِهِ .

৩৩৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কাঁচা খেজুর ও শুকনা খেজুর একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করো না, তবে এর প্রতিটি পৃথকভাবে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে পারো।

৩৩৯৭ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطْبِ وَالزُّهْرِ وَلَا بَيْنَ الزُّبَيْبِ وَالتَّمْرِ وَأَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِيثِهِ .

৩৩৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কাঁচা খেজুর ও পাকা খেজুর একত্রে মিশাবে না এবং খেজুর ও আংশুরও একত্রে মিশাবে না। তবে এর প্রতিটি পৃথকভাবে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে পারো।

অনুচ্ছেদ : ১২

بَابُ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ

নাবীয বানানো এবং তা পান করা।

৩৩৭৮- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَا ثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلِ حَدَّثَنَا بَنَانَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْعَبْشَمِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَيْبٍ فَنَطْرَحُهَا فِيهِ ثُمَّ نَنْصُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَتَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَتَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ نَهَارًا فَيَشْرَبُهُ لَيْلًا أَوْ لَيْلًا فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا .

৩৩৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি পাত্রে নাবীয বানাতাম। আমরা এক মুঠো খেজুর অথবা এক মুঠো আংগুর তুলে নিয়ে পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দিতাম, অতঃপর তাতে পানি ঢেলে দিতাম। আমরা ভোরবেলা তা ভিজাতাম এবং তিনি সন্ধ্যাবেলা তা পান করতেন। আবার কখনও আমরা সন্ধ্যাবেলা তা ভিজাতাম এবং তিনি সকালবেলা তা পান করতেন। আবু মুআবিয়া (র) তার বর্ণনায় বলেন, দিনে ভিজাতেন এবং তিনি রাতের বেলা তা পান করতেন অথবা রাতের বেলা ভিজাতেন এবং তিনি দিনের বেলা তা পান করতেন।

৩৩৭৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْعَدَّةَ وَالْيَوْمَ الثَّلَاثَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ أَوْ أَمْرَبَهُ فَأَهْرِيقُ .

৩৩৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নাবীয তৈরি করা হতো এবং তিনি তা ঐ দিন অথবা পরের দিন সকাল অথবা তৃতীয় দিন পর্যন্ত পান করতেন। পান করার পর এর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা ঢেলে ফেলে দিতেন অথবা ঢেলে ফেলার নির্দেশ দিতেন।

৩৪০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ يُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ

৩৪০০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি পাথরের পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো।

অনুচ্ছেদ : ১৩

بَابُ النَّهْيِ عَنِ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ

শরাবের পাত্রে নাবীয বানানো নিষেধ।

৩৪০১। حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمَزْفَتِ وَالِدُبَاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

৩৪০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঠের পাত্রে, তৈলাক্ত পাত্রে, কদুর খোলের পাত্রে ও মাটির সবুজ পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেন : সমস্ত নেশা সৃষ্টিকর জিনিস হারাম।

৩৪০২। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُمَيْرٍ ثَنَا الْأَنْبَاءُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمَزْفَتِ وَالْقَرَعِ .

৩৪০২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈলাক্ত পাত্রে ও কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪০৩। حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِي عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالِدُبَاءِ وَالنَّقِيرِ .

৩৪০৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির সবুজ পাত্রে, কদুর খোলে ও কাঠের পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪০৪। حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا ثَنَا شَيْبَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ .

৩৪০৪। আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদুর খোল ও মাটির সবুজ পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।^১

অনুচ্ছেদ : ১৪

بَابُ مَا رَخَّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ

উপরোক্ত পাত্রগুলোতে নাবীয তৈরি করার অনুমতি।

৩৪০৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيهِ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكَرٍ .

৩৪০৫। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমাদেরকে কতগুলো পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তাতে নাবীয তৈরি করতে পারো এবং সমস্ত নেশা উদ্বেককারী জিনিস পরিহার করো।

৩৪০৬ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ ابْنِ هَانِيٍّ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ إِلَّا وَإِنْ زِعَاءٌ لَا يُحْرِمُ شَيْئًا كُلَّ مُسْكَرٍ حَرَامٌ .

৩৪০৬। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কতগুলো পাত্রে নাবীয তৈরি করতে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম। জেনে রাখো! পাত্র কোন জিনিস হারাম করে না। তবে সকল নেশাকর দ্রব্যই হারাম।

১. আরব সমাজের লোকেরা উপরোক্ত পাত্রগুলোতে মদ তৈরি করে তা সঞ্চয় করে রাখতো। ইসলামী যুগে মদ হারাম ঘোষিত হলে উপরোক্ত পাত্রসমূহও ভিন্নতর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়। লোকদের মন থেকে মদের আকর্ষণ দূরীভূত হলে এবং তার প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হলে পুনরায় ঐ পাত্রগুলো অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ৪ ১৫

بَابُ نَبِيذِ الْجَرِّ

মাটির কলসে নাবীয বানানো ।

৩৪.৭- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي رُمَيْثَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَعَجِزُ أَحَدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ كُلُّ عَامٍ مِنْ جِلْدٍ أَضْحِيَّتِهَا سِقَاءً ثُمَّ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَفِي كَذَا وَفِي كَذَا الْإِلْحَالُ .

৩৪০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন মহিলা কি প্রতি বছর তার কোরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে একটি মশক বানাতে সক্ষম নয়? তিনি পুনরায় বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির কলসে এবং এরূপ এরূপ পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন, অবশ্য সিরকা বানানো যেতে পারে।

৩৪.৮- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجِرَارِ .

৩৪০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির কলসে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছেন।

৩৪.৯- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ صَدَقَةَ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِنَبِيذِ جَرٍّ يَنْشُ فَقَالَ اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ فَإِنَّ هَذَا شَرَابٌ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .

৩৪০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাটির কলসে প্রস্তুত নাবীয নিয়ে আসা হলো, যাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বলেন : কলসটা ঐ দেয়ালের উপর নিক্ষেপ করো। কারণ তা কেবল সেইসব লোক পান করতে পারে যাদের আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান নাই।

অনুচ্ছেদ : ১৬

بَابُ تَخْمِيرِ الْأِنَاءِ

পাত্র ঢেকে রাখা ।

৩৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ غَطُّوا الْأِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَطْفِنُوا السِّرَاجَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَيَّ إِنَائِهِ عُدًّا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ .

৩৪১০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র ঢেকে রাখো, মশকের মুখ বন্ধ করো, প্রদীপ নিভিয়ে দাও এবং (শয়নকালে) ঘরের দরজা বন্ধ করো। কারণ শয়তান (মুখবন্ধ) মশক খুলতে পারে না, (বন্ধ) দরজাও খুলতে পারে না এবং (ঢেকে রাখা) পাত্রও খুলতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি পাত্র ঢাকার মত কিছু না পায় তবে সে যেন তার উপর একটি কাঠ আড়াআড়িভাবে রেখে দেয় এবং আদ্বাহর নাম স্মরণ করে। কেননা ইদুর মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দেয়।

৩৬১১- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ يَمَانَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَغْطِيَةِ الْأِنَاءِ وَإِكْفَاءِ السِّقَاءِ وَكَفَاءِ الْأِنَاءِ .

৩৪১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র ঢেকে রাখতে, মশকের মুখ বন্ধ করতে এবং খালি পাত্র উপুর করে রাখতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৬১২- حَدَّثَنَا عَصَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ثَنَا حَرِيشُ بْنُ خَرَيْتٍ أَنبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَنْبِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُحْمَرَةً إِنَاءً لَطْهُورِهِ وَإِنَاءً لِسِوَاكَهِ وَإِنَاءً لِشِرَاكِهِ .

৩৪১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রাতের বেলা তিনটি পাত্র রাখতাম এবং তিনটিই ঢেকে রাখতাম।

একটি তাঁর পবিত্রতা অর্জনের জন্য, একটি তাঁর মিসওয়াকে র জন্য এবং একটি তাঁর পান করার জন্য ।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ الشُّرْبِ فِي أَيْنَةِ الْفِضَّةِ

রূপার পাত্রে পান করা ।

৩৬১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ .

৩৪১৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে নিজের পেটে গড় গড় করে দোষখের আগুন ঢালে ।

৩৬১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشُّوَارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي أَيْنَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ .

৩৪১৪। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তা দুনিয়াতে তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং তোমাদের জন্য আখেরাতে ।

৩৬১৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ فَكَأَنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ .

৩৪১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে যেন নিজের পেটে গড় গড় করে দোষখের আগুন ঢালে ।

অনুচ্ছেদ ৪১৮

بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

তিন নিঃশ্বাসে পানীয় দ্রব্য পান করা ।

৩৪১৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ ثَابِتٍ
الْأَنْصَارِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا
وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا .

৩৪১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।

৩৪১৭ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ ثَنَا رِشْدَيْنُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ
فَتَنَفَّسَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ .

৩৪১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করলেন এবং পানের সময় দুইবার নিঃশ্বাস নিলেন।

অনুচ্ছেদ ৪১৯

بَابُ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ

মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করা ।

৩৪১৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ
شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا .

৩৪১৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ উল্টিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪১৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلْمَةَ
ابْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاتِ

الْأَسْقِيَةِ وَإِنَّ رَجُلًا بَعْدَ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنَنَتْهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ .

৩৪১৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিষেধাজ্ঞার পর এক ব্যক্তি রাতের বেলা উঠে পাত্রের মুখ উল্টে পানি পান করতে গেলে তৎক্ষণাৎ তা থেকে একটি সাপ বের হয়ে আসে।

অনুচ্ছেদ : ২০

بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা।

৩৪২০- حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوْفِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .

৩৪২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪২১- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشْرٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ .

৩৪২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা।

৩৪২২- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشْرِبَ قَائِمًا فَذَكَرَ لِعِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ .

৩৪২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযমের পানি পরিবেশন করলাম। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করলেন। শাবী (র) বলেন, আমি এ হাদীস ইকরিমার নিকট বর্ণনা করলে, তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেননি।

৩৪২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدِّهِ لَهُ (يُقَالُ لَهَا كِبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةِ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتْ فَمِ الْقِرْبَةِ تَبْتَعِي بَرَكَهَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩৪২৩। কাবশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট এলেন। নিকটেই পানির মশক ঝুলানো ছিল। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা থেকে পান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ লাগানো স্থানের বরকত লাভের আশায় কাবশা (রা) মশকের মুখ কেটে সংরক্ষণ করেন।

৩৪২৪- حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا .

৩৪২৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।^২

অনুচ্ছেদ ৪ ২২

بَابُ إِذَا شَرِبَ أُعْطِيَ الْأَيْمَنَ وَالْأَيْمَنَ

পানীয় পানের সময় পর্যায়ক্রমে ডান দিকের ব্যক্তিকে দিতে হবে।

৩৪২৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِلَبْنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يُسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أُعْطِيَ الْأَعْرَابِيُّ وَقَالَ الْأَيْمَنُ فَلَا يَمِينُ .

৩৪২৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পানি মিশ্রিত দুধ আনা হলো। তাঁর ডান পাশে ছিল এক বেদুইন এবং

২. পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৫ নং টীকা দেখুন (অনুবাদক)।

বাম পাশে ছিলেন আবু বাক্বর (রা)। তিনি তা থেকে পান করার পর বেদুইনকে দেন এবং বলেন : পর্যায়ক্রমে ডান দিক থেকে।

৩৪২৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلَبَنِي وَعَنْ يَمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَنْ بَسَّارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْقِيَ خَالِدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَحَبُّ أَنْ أُؤْتَرَ بِسُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا فَآخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ وَشَرِبَ خَالِدٌ .

৩৪২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ দেয়া হলো। তাঁর ডান দিকে ছিলেন ইবনে আব্বাস (রা) ও বাম দিকে ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন : তুমি কি আমাকে আগে খালিদকে দেয়ার অনুমতি দিবে? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চিষ্টের ব্যাপারে আমার উপর অপর কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া আমি পছন্দ করি না। অতএব ইবনে আব্বাস (রা) দুধের পাত্র নিয়ে পান করেন এবং খালিদ (রা)-ও পান করেন।

অনুচ্ছেদ : ২৩

بَابُ النَّفْسِ فِي الْإِنَاءِ

পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা নিষেধ।

৩৪২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَبْحَثِ الْإِنَاءَ ثُمَّ لِيَعُدَّ إِنْ كَانَ يُرِيدُ .

৩৪২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ পানীয় দ্রব্য পানকালে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে। নিঃশ্বাস নেয়ার প্রয়োজন হলে সে মুখ থেকে পাত্র সরিয়ে নিবে, অতঃপর আরও পান করতে চাইলে পাত্র থেকে পান করবে।

৩৪২৮ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَلْفٍ أَبُو بَشْرٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّفْقُوسِ فِي الْإِنَاءِ .

৩৪২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৪

بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া নিষেধ।

৩৪২৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ .

৩৪২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানপাত্রে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৪৩০ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ .

৩৪৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না।

অনুচ্ছেদ : ২৫

بَابُ الشَّرْبِ بِالْأَكْفِ وَالْكَرْعِ

আঁজলা ভরে পানি পান করা এবং পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা।

৩৪৩১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحَمِصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بَطُونِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَنَهَانَا أَنْ نَعْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا يَلْغُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلْغُ الْكَلْبُ وَلَا يَشْرَبُ

بَالِيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشْرَبُ بِاللَّيْلِ فِي
 آتَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ آتَاءٌ مُخْمَرًا وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى آتَاءٍ
 يُرِيدُ التَّوَاضِعَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ آتَاءٌ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
 عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إِذْ طَرَحَ الْقَدْحَ فَقَالَ أَفْ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا .

৩৪৩১। আসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উপুড় হয়ে (পাত্রের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে) পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে এক হাতের আঁজল ভরে পানি পান করতেও নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত পানিতে মুখ দিয়ে পান না করে, এক হাতেও যেন পানি পান না করে, যেমন একদল লোক পান করে থাকে, যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট; রাতের বেলা পানপাত্র আন্দোলিত না করে যেন পানি পান না করে। তবে পাত্র আবৃত অবস্থায় থাকলে ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি পাত্র থেকে পান করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাত দিয়ে পানি পান করে এবং এর দ্বারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ তার উদ্দেশ্য, তবে আল্লাহ তাআলা তার আংগুলের সম-পরিমাণ পুণ্য তার আমলনামায় লিখে দিবেন। কারণ হাত হচ্ছে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর পানপাত্র, যখন তিনি পানপাত্র ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন : আফসোস! এটাও পার্থিব উপকরণ।

৩৪৩২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ
 سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ
 كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنْ فَاسْتَقْنَا وَالْأُكْرَعْنَا قَالَ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنْ
 فَاَنْطَلَقَ وَأَنْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى الْعَرِيشِ فَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءِ بَاتَ فِي شَنْ فَشَرِبَ
 ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ .

৩৪৩২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার সাহাবীর নিকট গেলেন। তখন তিনি নিজের বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তোমার নিকট মশকের বাসি পানি থাকলে আমাদের পান করাও, অন্যথায় আমরা মুখ লাগিয়ে পান করে নিবো। তিনি বলেন, আমার নিকট মশকের বাসী পানি আছে। অতঃপর তিনি কুঁড়ে ঘরের দিকে গেলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। ঐ সাহাবী তাঁর জন্য একটি বকরী দোহন করে তার দুধ মশকের পানিতে ঢাললেন। তিনি তা পান করলেন। অতঃপর তাঁর সাথে তাঁর যে সাহাবী ছিলেন তার সাথেও একরূপ করা হলো।

৩৪৩৩- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى بَرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْرَعُوا وَلَكِنْ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ .

৩৪৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি পানির চৌবাচ্চা অতিক্রমকালে তা থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা মুখ লাগিয়ে পানি পান করো না, বরং তোমাদের হাতগুলো ধৌত করে তার সাহায্যে পান করো। কারণ হাতের তুলনায় অধিক পরিচ্ছন্ন কোন পাত্র নাই।

অনুচ্ছেদ : ২৬

بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شَرِبَا

পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে।

৩৪৩৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَسُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شَرِبَا .

৩৪৩৪। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকদের পানীয় পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে।

অনুচ্ছেদ : ২৭

بَابُ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

গ্লাসে পান করা।

৩৪৩৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مَسْعُودُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْحٌ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ .

৩৪৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কাঁচের গ্লাস ছিল। তিনি তাতে পানীয় দ্রব্য পান করতেন।

অধ্যায় : ৩১

كِتَابُ الطِّبِّ

(চিকিৎসা)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

আল্লাহ যে রোগই সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতিশোধকও সৃষ্টি করেছেন।

৩৪৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ أَعْلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا أَعْلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا فَقَالَ لَهُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ الْأَمَّنِ اقْتَرَضَ مِنْ عَرَضِ أَخِيهِ شَيْئًا فَذَكَ الَّذِي حَرَجَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا تَتَدَاوَى قَالَ تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرٌ مَا أَعْطَى الْعَبْدُ قَالَ خَلَقَ حَسَنًا .

৩৪৩৬। উসামা ইবনে শরীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় বেদুইনরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বলেন : আল্লাহর বান্দাগণ! কোন কিছুতেই আল্লাহ গুনাহ রাখেননি, তবে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইচ্ছতহানি করে তাতেই গুনাহ হবে। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি (রোগীর) চিকিৎসা না করি তবে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বলেন : আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা করো। কেননা মহান আল্লাহ বার্বক্য ছাড়া এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার সাথে প্রতিশোধকেরও ব্যবস্থা করেননি (রোগও রেখেছেন, নিরাময়ের ব্যবস্থাও রেখেছেন)। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দাকে যা কিছু দেয়া হয় তার মধ্যে উত্তম জিনিস কি? তিনি বলেন : সফরিত্র।

৩৪৩৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي خِزَامَةَ عَنْ أَبِي خِزَامَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةَ

تَدَاوَى بِهَا وَرُقَى نَسْتَرْقِي بِهَا وَتُقَى نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا
قَالَ هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ .

৩৪৩৭। আবু খিয়ামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে সকল ঔষধ দ্বারা আমরা চিকিৎসা করি, যে ঝাড়ফুক করি এবং যে সকল প্রতিরোধমূলক বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে আপনার মত কি? সেগুলো কি আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর কিছুমাত্র রদ করতে পারে? তিনি বলেন : সেগুলোও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

۳۴۳۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً .

৩৪৩৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ এমন কোন রোগ পাঠাননি, যার প্রতিশোধক পাঠাননি।

۳۴۳۹- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا ثَنَا
أَبُو أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً .

৩৪৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ এমন কোন রোগ পাঠাননি যার প্রতিশোধকের ব্যবস্থা করেননি।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ الْمَرِيضِ يَشْتَهِي الشَّيْءَ

রোগী কিছুর আশ্রয় প্রকাশ করলে।

۳۴۴۰- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ ثَنَا أَبُو مَكِينٍ
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَشْتَهِي فَقَالَ
أَشْتَهِي خُبْزَ بَرٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزٌ بَرٍّ فَلْيَبْعْهُ إِلَى أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَهَى مَرِيضٌ أَحَدَكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمَهُ .

৩৪৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি কিছুর প্রতি লোভ জাগে? সে বললো, আমি গমের রুটি খেতে চাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যার গমের(রুটি আছে সে যেন তার ভাইকে তা পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শ্রোমাদের কোন রোগী কিছু খেতে চাইলে সে যেন তস্পিক তা খাওয়ায়।

৩৪৪১- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَانِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيدَ الرُّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ أَتَشْتَهِي شَيْئًا قَالَ أَشْتَهِي كَعْكًا قَالَ نَعَمْ فَطَلَبُوا لَهُ .

৩৪৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রোগীকে দেখতে গিয়ে তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : তুমি কি কিছু (খেতে) চাও? সে বললো, আমি কেক খেতে চাই। তিনি বলেন : আচ্ছা। তারা তার জন্য সেটা তালাশ করে জোগার করলো।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ الْحُمِيَّةِ

হমিয়া (রোগীর পথ্য)।

৩৪৪২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَفْصَعَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلِيٌّ نَاقَهُ مِنْ مَرَضٍ وَكُنَّا دَوَالِي مُعَلَّقَةً وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا فَتَنَاوَلَ عَلِيُّ لِيَأْكُلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْ يَا عَلِيُّ إِنَّكَ نَاقَهُ قَالَتْ فَصَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَلِقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَاصْبِ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ .

৩৪৪২। উম্মুল মুনযির বিনতে কায়েস আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব (রা)। আলী (রা) সদ্য রোগমুক্তির কারণে দুর্বল ছিলেন।

আমাদের এখানে খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রাখা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেতে লাগলেন। আলীও তা খাওয়ার জন্য নিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : থামো হে আলী! তুমি তো অসুস্থতা জনিত দুর্বল। রাবী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রুটি ও বার্লি তৈরি করে আনলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বললেন : এটা থেকে খাও। এটা তোমার জন্য অধিক উপকারী (আ, দা, তি)।

৩৬৬৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ (مَنْ وَكَلَدَ صُهَيْبٍ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَدْنُ فِكُلْ فَأَخَذْتُ أَكُلُ مِنَ التَّمْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي أَمْضِعُ مِنْ نَاحِيَةِ أُخْرَى فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৩৪৪৩। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁর সামনে ছিল রুটি ও খেজুর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কাছে এসো এবং খাও। আমি খেজুর থেকে খেতে শুরু করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি খেজুর খাচ্ছে, তোমার তো চোখ উঠেছে। আমি বললাম, আমি অপর পাশ দিয়ে চিবাচ্ছি। এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ لَا تُكْرَهُوا الْمَرِيضَ عَلَى الطَّعَامِ

তোমরা রোগীকে জোরাঙ্কুরি করে খাওয়াবে না।

৩৬৬৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُوسَى ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُكْرَهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ

৩৪৪৪। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের রোগীকে পানাহার করতে পীড়াপীড়ি করবে না। কেননা আল্লাহ তাদের পানাহার করান।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ التَّلْبِينَةِ

তালবীনা (রোগীর পথ্য) ।

৩৪৪৫ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ بَرَكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الرَّعْكَ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتْ وَكَانَ يَقُولُ أَنَّهُ لَيَرْتُو فُوَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُوَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو أَحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهَهَا بِالْمَاءِ .

৩৪৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের জ্বর হলে, তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য তৈরি করার নির্দেশ দিতেন। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি বলতেন : এটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্রেশ ও দুঃখ দূর করে, যেমন তোমাদের কোন নারী পানি দ্বারা তার চেহারার ময়লা দূর করে (তি, হা)।

৩৪৪৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ (يُقَالُ لَهَا كَلْثُمٌ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينَةَ يَعْنِي الْحَسَاءَ قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِيَ أَحَدٌ طَرْفِيهِ يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ .

৩৪৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অপ্রিয় কিন্তু উপকারী বস্তুটি তোমরা অবশ্যই গ্রহণ করবে। তা হলো তালবীনা অর্থাৎ হাসা (দুধ ও ময়দা সহযোগে প্রস্তুত তরল পথ্য)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসা-এর পাতিল-চুলার উপর থাকতো, যাবত না রোগী সুস্থ হতো অথবা মারা যেতো।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ الْحَبَّةِ السُّودَاءِ

কালিজিরা ।

৩৪৪৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّانِ قَالَا ثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ

ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السُّودَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السُّودَاءُ الشُّونِيزُ .

৩৪৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কালিজিরায় মৃত্যু ব্যতীত সব রোগের নিরাময় আছে। ‘আস-সাম’ অর্থ মৃত্যু, হাব্বাতুস সাওদা অর্থ কালিজিরা।

۳۴۴۸- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفِ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السُّودَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ .

৩৪৪৮। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অবশ্যই তোমরা এই কালো দানা ব্যবহার করবে। কেননা তাতে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের নিরাময় রয়েছে।

۳۴۴۹- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبِجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السُّودَاءِ فَخَذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ أَقْطَرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطْرَاتٍ زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السُّودَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّامُ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ .

৩৪৪৯। খালিদ ইবনে সাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রওয়ানা হলাম এবং গালিব ইবনে আবজারও আমাদের সাথে ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি অসুস্থ থাকতেই আমরা মদীনায পৌঁছে গেলাম। ইবনে আবু আতীক (র) তাকে দেখতে এলেন। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা এই কালো দানাগুলো ব্যবহার করবে। তা থেকে পাঁচটি বা সাতটি দানা নিয়ে সেগুলো পিষে তেলের সাথে মিশিয়ে নাকের এপাশে ওপাশে অর্থাৎ উভয় ছিদ্রপথে ফোটা ফোটা করে দাও। কেননা আয়েশা (রা) তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : এই কালো দানা ‘সাম’ ব্যতীত সব রোগের ঔষধ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘সাম’ কি? তিনি বলেন : মৃত্যু।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ الْعَسَلِ

মধু।

৩৪৫০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَدَّاشٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَاءَ الْقُرَشِيُّ ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ .

৩৪৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ভোরবেলা মধু চেটে চেটে খেলে সে মারাত্মক কোন বিপদে আক্রান্ত হবে না।

৩৪৫১- حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ بَكْرٍ بْنُ حَلْفِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْعَطَّارُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ عَسَلٌ فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعَقَةً لُعَقَةً فَأَخَذْتُ لُعَقَتِي ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزْدَادُ أُخْرَى قَالَ نَعَمْ .

৩৪৫১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সান্নাুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মধু উপঢৌকন দেয়া হলে তিনি তা আমাদের মধ্যে অল্প অল্প চেটে খাওয়ার জন্য বণ্টন করেন। আমি আমার চেটে খাওয়ার পরিমাণ নেয়ার পর বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আরো একবার দিন। তিনি বলেন : আচ্ছা।

৩৪৫২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالشِّقَاءِ مِنَ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ .

৩৪৫২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই আরোগ্য দানকারী বস্তুকে অবশ্যই তোমাদের গ্রহণ করা উচিত : মধু ও কুরআন মজীদ।

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ الْكَمَاءِ وَالْعَجْوَةِ

ছত্রাক ও আঁজওয়া খেজুর।

৩৪৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْجِنَّةِ .

৩৪৫৩। আবু সাঈদ ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ছত্রাক হলো ‘মান্ন’ নামক আসমানী খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং তার পানি চক্ষুরোগের নিরাময়। ‘আজওয়া’ হলো জান্নাতের খেজুর এবং তা উন্মাদনার প্রতিশোধক।

৩৪৫৩(১) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِيقَانِ قَالَا تَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبَاسٍ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৪৫৩(১)। আলী ইবনে মায়মুন ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ-সাঈদ ইবনে মাসলামা-আমাশ-জাফর ইবনে ইয়াস-আবু নাদরা-আবু সাঈদ খুদরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৪৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَاءَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنَ نَفِيلٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْكَمَاءَ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ الْعَيْنِ .

৩৪৫৪। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছত্রাক হলো ‘মান্ন’-এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ বনী ইসরাঈলের আহারের জন্য নাখিল করেছিলেন। এর নির্যাস চক্ষুরোগের প্রতিশোধক।

৩৪৫৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ تَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ تَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنُّ نَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا الْكَمَاءَ فَقَالُوا هُوَ جُدْرِي الْأَرْضِ فَنَمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ .

৩৪৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আলোচনারত ছিলাম। আমরা ছত্রাকের উল্লেখ করলে

কতক সাহাবী বলেন, ছত্রাক জমীনের বসন্তরোগ। কথাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন : ছত্রাক হলো ‘মান্ন’-এর অন্তর্ভুক্ত। আজওয়া হলো জান্নাতের খেজুর এবং বিষের প্রতিশোধক।

৩৪৫৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا الْمُشَمْعِلُ بْنُ أَيَّاسِ الْمُزْنِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزْنِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعَجْوَةُ وَالصُّخْرَةُ (الصُّخْرَةُ) مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَفِظْتُ الصُّخْرَةَ مِنْ فِيهِ .

৩৪৫৬। রাফে ইবনে আমর আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ‘আজওয়া’ খেজুর ও সাখরা বা সাহওয়া (পাথর) হলো জান্নাতের উপকরণ।^১ আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি উর্দ্ধতন রাবীর মুখ থেকে সাখর (পাথর) শব্দটি মুখস্ত করে নিয়েছি।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ السَّنَا وَالسَّنَوَاتِ

সানা ও সান্নত (উজ্জ্ব ও ষি)।

৩৪৫৭ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ بْنِ سَرْحِ الْفَرِيَابِيِّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ بَكْرِ السُّكْسَكِيِّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عِبْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَبِي بِنِ أُمَّ حَرَامٍ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَتَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنَوَاتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ عَمْرُو قَالَ ابْنُ أَبِي عِبْلَةَ السَّنَوَاتُ الشَّبِيبُ وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنَوَاتِ لَا السَّنَ بَيْنَهُمْ * وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يَفْرَدَا .

৩৪৫৭। উম্মু হারাম (রা)-র পুত্র আবু উবাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উভয় কিবলার (বাইতুল মুকাদ্দাস ও কাবা) দিকে

১. সম্ভবত বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকার ‘সাখরা’ নামক বিশেষ পাথরখানা (অনুবাদক)।

নামায পড়েছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : অবশ্যই তোমাদের সানা ও সানুত ব্যবহার করা উচিত। কারণ তাতে সাম ছাড়া সব রোগের প্রতিশোধক রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'সাম' কি? তিনি বলেন : 'মৃত্যু'। রাবী আমর (র) বলেন, ইবনে আবু আবলা বলেছেন, সানুত হলো এক ধরনের উদ্ভিজ্জ, অন্যরা বলেন, বরং তা ঘী রাখার চামড়ার পাত্রে রক্ষিত মধু। যেমন কবি বলেন : “তারা পরস্পর মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধ থাকে ঘি ও সানুতের মত, তাই তাদের মধ্যে নাই কোন বিবাদ। তারা প্রতিবেশীকে ধোঁকার আশ্রয় নিতে বারণ করে”।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ الصَّلَاةِ شِفَاءً

নামায রোগমুক্ত করে।

৩৪৫৮ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مَسْكِينٍ ثَنَا ذُوَادُ بْنُ عَلْبَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَجَرْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَشِكَمْتُ دَرَدًا قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً .

৩৪৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন, আমিও হিজরত করলাম। আমি নামায পড়ার পর তাঁর পাশে বসলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন : তোমার পেটে কি ব্যথা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তুমি উঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। কেননা নামাযের মধ্যে রোগমুক্তি আছে।

৩৪৫৮(১) - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا ذُوَادُ بْنُ عَلْبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ أَشِكَمْتُ دَرَدًا يَعْنِي تَشْتَكِي بَطْنَكَ بِالْفَارِسِيَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ رَجُلٌ لِأَهْلِهِ فَاسْتَعْدُوا عَلَيْهِ .

৩৪৫৮(১)। আবুল হাসান আল-কাত্তান-ইবরাহীম ইবনে নাসর-আবু সালামা-দাউদ ইবনে উলবা (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে আরো আছে : তিনি ফারসী শব্দযোগে (দরদ) বলেন : “তোমার পেটে কি ব্যথা অনুভব করছো”? আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, এক ব্যক্তি এ হাদীসের বরাতে তার পরিবারবর্গকে বললো, “নামাযের দ্বারা সাহায্য নিয়ে সাফল্য অর্জন করো”।

অনুচ্ছেদ : ১১

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ

নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর ঔষধ ব্যবহার করা নিষেধ ।

৩৪৫৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ يَعْنِي السَّمَّ .

৩৪৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর ঔষধ অর্থাৎ বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪৬০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا .

৩৪৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করলো, সে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামী হয়ে এই বিষ গলাধঃকরণ করতে থাকবে।

অনুচ্ছেদ : ১২

بَابُ دَوَاءِ الْمَشْيِ

জোলাব ব্যবহার করা ।

৩৪৬১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى لِمَعْمَرِ التَّيْمِيِّ عَنْ مَعْمَرِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاذَا كُنْتَ تَسْتَمَشِينَ قُلْتُ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ ثُمَّ اسْتَمَشَيْتُ بِالسَّنِيِّ فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السَّنِيُّ وَالسَّنِيُّ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ .

৩৪৬১। আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি किसের জোলাব নাও? আমি বললাম, শুবরুম (ছোলা সদৃশ এক প্রকার দানা) দিয়ে। তিনি বলেন : তা তো খুব গরম ঔষধ। অতঃপর আমি সোনামুখী গাছের পাতা দ্বারা জোলাপ নিলাম। তখন তিনি বলেন : কোন ঔষধ যদি মৃত্যু থেকে নিরাময় দিতে পারতো তবে তা হতো সোনামুখী গাছ। সোনামুখী যেন মৃত্যু থেকে নিরাময় দানকারী।

অনুচ্ছেদ : ১৩

بَابُ دَوَاءِ الْعُذْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْغَمْرِ

কঠনালীর ব্যথার ঔষধ এবং কঠনালীতে চাপ দেয়া নিষেধ।

৪৩৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا تَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بَابِنِ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَامَ تَدْعُرْنَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةِ يَسْعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلْدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ .

৩৪৬২। উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম। তার আলজিহ্বায় ব্যথার দরুন তাতে আমি জোরে চাপ দিয়েছিলাম। তিনি বলেন : কেন তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের আলজিহ্বার ব্যথায় এভাবে চাপ দিয়ে কষ্ট দাও? এই চন্দন কাঠ অবশ্যই তোমাদের ব্যবহার করা উচিত। কেননা তাতে সাত ধরনের নিরাময় আছে। আলজিহ্বার ব্যথায় নাকের ছিদ্রপথে তা প্রবেশ করাতে হবে এবং ফুসফুসের আবরক ঝিল্লীর প্রদাহে তা মুখের ভেতর ঢেলে দিতে হবে।

৪৩৬২(১)- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ يُونُسُ أَعْلَقْتُ يَعْنِي غَمَزْتُ .

৩৪৬২(১)। আহমাদ ইবনে আমর ইবনুস সারহ-আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্ব-ইউনুস-ইবনে শিহাব-উবায়দুল্লাহ-উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৪

بَابُ دَوَاءِ عَرَقِ النِّسَاءِ

পাছার বাতরোগের চিকিৎসা ।

৩৪৬৩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيِّ قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ سَيْرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ شِفَاءُ عَرَقِ النِّسَاءِ الْيَبَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجْرَأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّتْقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءًا .

৩৪৬৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পাছার বাতরোগের চিকিৎসায় দুয়ার নিতম্ব গলিয়ে নিয়ে তা তিন ভাগ করতে হবে, অতঃপর প্রতি দিন এক ভাগ পান করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৫

بَابُ دَوَاءِ الْجَرَّاحَةِ

ক্ষত বা জখমের চিকিৎসা ।

৩৪৬৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رِجْلَاهُ وَهَشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ وَعَلَى يَسْكَبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْمِجْنِ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا الزَّمَمَتْهُ الْجُرْحَ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمَ .

৩৪৬৪। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হলেন। তাঁর সামনের পাটির দাঁত ভেঙ্গে গেলো এবং শিরদ্বাণের আংটা তাঁর মাথায় ঢুকে গেলো। আলী (রা) ক্ষতস্থানে তার ঢাল দ্বারা পানি ঢালছিলেন এবং ফাতিমা (রা) তার ক্ষতের রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে, পানিতে আরো অধিক রক্ত নির্গত হচ্ছে, তখন তিনি এক খণ্ড চাটাই নিয়ে তা পোড়ালেন, অতঃপর তার ছাই তাঁর ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত নির্গমন বন্ধ হয়ে গেলো।

৩৪৬৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ ابْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اتَى لَأَعْرِفُ يَوْمَ أَحَدٍ مَنْ جَرَحَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يُرْقِيُ الْكَلِمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُدَاوِيهِ وَمَنْ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِي الْمِجَنِّ وَيَمَّا دُووِي بِهِ الْكَلِمَ حَتَّى رَقًا قَالَ أَمَا مَنْ كَانَ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِي الْمِجَنِّ فَعَلِيَ وَأَمَا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الْكَلِمَ فَفَاطِمَةُ أَحْرَقَتْ لَهُ حِينَ لَمْ يَرْقَأْ قِطْعَةً حَصِيرٍ خَلَقَ فَوَضَعَتْ رَمَادَهُ عَلَيْهِ فَرَقَأَ الْكَلِمَ .

৩৪৬৫। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ভালো করেই চিনি যে, উহুদ যুদ্ধের দিন কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল জখম করেছিলো, কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলের জখম ধুয়েছিল এবং তাতে ঔষধ লাগিয়েছিল, কে ঢালে করে পানি বয়ে এনেছিলেন, কিসের দ্বারা জখমে প্রলেপ দেয়া হয়েছিলো যার ফলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছিল। অতএব যিনি ঢালে করে পানি বয়ে এনেছিলেন তিনি হলেন আলী (রা), যিনি জখমের চিকিৎসা করেছিলেন তিনি হলেন ফাতিমা (রা)। রক্ত বন্ধ না হলে তিনি তাঁর জন্য এক টুকরা পুরানো চাটাই পোড়ালেন এবং তার ছাই তাঁর জখমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন, ফলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেলো।

অনুচ্ছেদ : ১৬

بَابُ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ طِبِّ

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও যে চিকিৎসা করে।

৩৪৬৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَرَأْسِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيِّ قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ .

৩৪৬৬। আমার ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন না করেই চিকিৎসা করলে সে দায়ী হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ

ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহের ঔষধ ।

৩৪৬৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّهَابِ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اسْحَاقَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسًا وَقُسْطًا وَزَيْتًا يُلْدُّ بِهِ .

৩৪৬৭। য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহে ওয়ারস ঘাস, চন্দন ও যয়তুন তেল (পিষে একত্রে) মিশিয়ে প্রলেপ দেয়ার ব্যবস্থাপত্রের প্রশংসা করেছেন ।

৩৪৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ وَابْنُ سَمْعَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ (يَعْنِي بِهِ الْكُسْتُ) فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَدْوَاءٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ .

৩৪৬৮। মিহসান-কন্যা উম্মু কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা অবশ্যই উদে হিন্দী (চন্দন কাঠ) ব্যবহার করবে । কেননা তাতে সাতটি রোগের প্রতিশোধক রয়েছে । তন্মধ্যে একটি হলো ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহ । ইবনে সামআনের বর্ণায় এভাবে আছে : কেননা তাতে সাতটি রোগের প্রতিশোধক আছে, যার একটি হলো ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহ ।

অনুচ্ছেদ : ১৮

بَابُ الْحُمَى

জ্বর ।

৩৪৬৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذُكِرَتِ الْحُمَى عِنْدَ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ
كَمَا تَنْفِي النَّارُ حَبْتِ الْحَدِيدِ .

৩৪৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জ্বরের বিষয় উল্লিখিত হলে এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বরকে গালি দিও না। কেননা তা পাপসমূহ দূর করে, যেমন আগুন লোহার ময়লা দূর করে।

৩৪৭০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكَ كَانَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ هِيَ نَارِي أُسْلِطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ
حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ .

৩৪৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা (রা)-কে সাথে নিয়ে জুরাক্রান্ত এক রোগীকে দেখতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীকে বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, এটা আমার আগুন যা আমি দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার উপর চাপিয়ে দেই, যাতে আখেরাতে তার প্রাপ্য আগুনের বিকল্প হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ : ১৯

بَابُ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرَدُوهَا بِالْمَاءِ

জ্বর জাহান্নামের তাপ থেকে, তা পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করো।

৩৪৭১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرَدُوهَا بِالْمَاءِ

৩৪৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা করো।

৩৪৭২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ
جَهَنَّمَ فَأَبْرَدُوهَا بِالْمَاءِ .

৩৪৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বরের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা করো।

৩৪৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرُدُوهَا بِالْمَاءِ فَدَخَلَ عَلَيَّ ابْنُ لِعْمَارٍ فَقَالَ اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ إِلَهُ النَّاسِ .

৩৪৭৩। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা করো। তিনি আন্নার (রা)-র এক পুত্রকে দেখতে গেলেন এবং বললেন : “ইকশিফিল বাসা রব্বান নাস ইলাহান নাস” (হে মানুষের রব, হে মানবের ইলাহ! আপনি ক্ষতি বিদূরিত করুন)।

৩৪৭৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتِي بِالرَّأَةِ الْمَوْعُوكَةَ فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا وَتَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِبْرُدُوهَا بِالْمَاءِ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৩৪৭৪। আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। জ্বরাক্রান্ত কোন নারীকে তার নিকট আনা হলে তিনি পানি চেয়ে নিয়ে তার গলদেশে (বা বুকে) ঢালতেন আর বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এটাকে পানি ঢেলে ঠাণ্ডা করো। তিনি আরো বলেছেন : এটা হলো জাহান্নামের উত্তাপ থেকে।

৩৪৭৫ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفِ ثَنَا عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمَّى كَيْرٌ مِنْ كَيْرِ جَهَنَّمَ فَنَحْوُهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ .

৩৪৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বর হলো জাহান্নামের হাপরসমূহের মধ্যকার একটি হাপর। তোমরা ঠাণ্ডা পানি ঢেলে নিজেদের থেকে তা দূর করো।

অনুচ্ছেদ : ২০

بَابُ الْحِجَامَةِ

রক্তমোক্ষণ ।

৩৪৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ .

৩৪৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা যে সকল জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করো তার কোনটির মধ্যে উপকার থাকলে তা রক্তমোক্ষণের মধ্যেও আছে।

৩৪৭৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي بِمَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ .

৩৪৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেছিলাম, তাদের সকলে আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি অবশ্যই রক্তমোক্ষণ করাবেন।

৩৪৭৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ وَيُخَفِّفُ الصُّلْبَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ .

৩৪৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রক্তমোক্ষণকারী বান্দা কতই না উত্তম! সে খারাপ রক্ত বের করে দিয়ে (উর্পাজনের মাধ্যমে) পিঠের বোঝা হালকা করে এবং চোখের ময়লা দূর করে।

৩৪৭৯ - حَدَّثَنَا جِبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ سَلِيمٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي بِمَلَأٍ إِلَّا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ مَرُّ أُمَّتِكَ بِالْحِجَامَةِ .

৩৪৭৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেছি, তারা আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মাতকে রক্তমোক্ষণ করানোর নির্দেশ দিন।

৩৪৮০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) তাঁর নিকট রক্তমোক্ষণ করানোর অনুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তাইবাকে তার রক্তমোক্ষণ করার নির্দেশ দেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, আবু তাইবা তার দুধভাই ছিলেন কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

দেহে রক্তমোক্ষণের স্থান।

৩৪৮১। আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রক্তমোক্ষণের স্থান হলো হাতের তালুতে।

৩৪৮২। আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রক্তমোক্ষণের স্থান হলো হাতের তালুতে।

৩৪৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রক্তমোক্ষণের স্থান হলো হাতের তালুতে।

৩৪৮২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করানোর পরামর্শ নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন।

৩৪৮৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَعَلَى الْكَاهِلِ .

৩৪৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করান।

৩৪৮৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَيَبْنُ كَتْفَيْهِ وَيَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لَشَىءٍ .

৩৪৮৪। আবু কাবশা আল-আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার মাঝখানে এবং দুই কাঁধের মাঝ বরাবর রক্তমোক্ষণ করাতেন এবং বলতেন : যে ব্যক্তি নিজ দেহের এ অংশ থেকে রক্তমোক্ষণ করাবে, সে তার কোন রোগের চিকিৎসা না করলেও তার কোন ক্ষতি হবে না।

৩৪৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرْسِهِ عَلَى جِذْعٍ فَأَنْفَكَتْ قَدَمُهُ قَالَ وَكَيْعٌ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثءٍ .

৩৪৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘোড়া থেকে একটি খেজুর কাণ্ডের উপর ছিটকে পড়ে গেলে তাঁর পা মচকে যায়। ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ ব্যথার কারণে মচকে যাওয়া স্থানে তিনি রক্তমোক্ষণ করান।

অনুচ্ছেদ : ২২

بَابُ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ يَحْتَجِمُ

কোন দিন রক্তমোক্ষণ করানো উচিত?

৩৪৮৬- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّهَّاسِ ابْنِ قَهْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَرَادَ

الْحَجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَا يَتَّبِعْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمَ فَيَقْتُلَهُ .

৩৪৮৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ করাতে চাইলে যেন মাসের সতের, উনিশ বা একুশ তারিখকে বেছে নেয়। তোমাদের কারো যেন উচ্চ রক্তচাপ না হয়। কারণ তাতে তার জীবননাশের আশংকা আছে।

৩৪৮৭ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُجَّادَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يَا نَافِعُ قَدْ تَبَّيَعُ بِي الدَّمَ قَالَتُمْسُ لِي حَجَامًا وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنْ اسْتَطَعْتَ وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا فَاتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَجَامَةُ عَلَى الرِّبْقِ أَمْثَلُ وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبِرْكَةٌ وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفْظِ فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحَجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ تَحْرِيًّا وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللَّهُ فِيهِ أُيُوبَ مِنَ الْبَلَاءِ وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُدَامًا وَلَا بَرَصًا إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبَعَاءِ .

৩৪৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে নাফে! আমার রক্তে উচ্চাঙ্গ দেখা দিয়েছে (রক্তচাপ বেড়েছে)। অতএব আমার জন্য একজন রক্তমোক্ষণকারী খুঁজে আনো, আর সম্ভব হলে সদাশয় কাউকে আনবে। বৃদ্ধ বা বালককে আনবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : বাসি মুখে রক্তমোক্ষণ করলে তাতে নিরাময় ও বরকত লাভ হয় এবং তাতে জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব আল্লাহর বরকত লাভে ধন্য হতে তোমরা বৃহস্পতিবার রক্তমোক্ষণ করাও, কিন্তু বুধ, শুক্র, শনি ও রবিবারকে রক্তমোক্ষণ করানোর জন্য বেছে নেয়া থেকে বিরত থাকো। সোম ও মঙ্গলবারে রক্তমোক্ষণ করাও, কেননা এ দিনই আল্লাহ আইউব (আ)-কে রোগমুক্তি দান করেন এবং বুধবার তাকে রোগাক্রান্ত করেন। আর কুষ্ঠরোগ ও ধবল বুধবার দিনে বা রাতেই শুরু হয়।

৩৪৮৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحَمِصِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِعُ تَبَّيَعُ بِي الدَّمَ فَاتِنِي بِحَجَامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًّا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا قَالَ وَقَالَ

ابْنُ عُمَرَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرَّيْقِ أَمْثَلُ وَهِيَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْخَمِيسِ عَلَى إِسْمِ اللَّهِ وَاجْتَنَبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ وَاجْتَنَبُوا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْلَاءِ وَاجْتَنَبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالْبَلَاءِ وَمَا يَبْدُو جُذَامًا وَلَا بَرَصًا فِي يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبَعَاءِ

৩৪৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে নাফে! আমার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব তুমি আমার জন্য এক যুবক রক্তমোক্ষণকারীকে নিয়ে এসো, বৃদ্ধকেও নয় এবং বালককেও নয়। রাবী বলেন, ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : বাসি মুখে রক্তমোক্ষণ করনো উত্তম, তা জ্ঞান বৃদ্ধি করে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং হাফেজের মুখস্তশক্তি বৃদ্ধি করে। কেউ রক্তমোক্ষণ করতে চাইলে যেন আল্লাহর নামে বৃহস্পতিবারে তা করায়। তোমরা শুক্র, শনি ও রবিবার রক্তমোক্ষণ করনো পরিহার করো এবং সোমবার ও মঙ্গলবার রক্তমোক্ষণ করাও, কিন্তু বুধবার তা করাবে না। কারণ এদিনই আইউব (আ) বিপদে পতিত হন। আর কুষ্ঠ রোগ ও শ্বেতরোগ বুধবার দিনে বা রাতেই শুরু হয়।

অনুচ্ছেদ : ২৩

بَابُ الْكِيِّ

লোহা দ্বারা দন্ধ করা।

۳۴۸۹- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُغْبِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اِكْتَوَىٰ أَوْ اسْتَرْفَىٰ فَقَدْ بَرِيَ مِنَ التَّوَكُّلِ .

৩৪৮৯। মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি তপ্ত লোহা দ্বারা (দেহে) দাগ নেয় বা ঝাড়ফুক গ্রহণ করায় সে তাওয়াল্ল (আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা) থেকে বিচ্যুত হলো (আ, তি, না)।

۳۴۹۰- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَبُؤْسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكِيِّ فَانْكَبْتُ فَمَا أَفْلَحْتُ وَلَا أَنْجَحْتُ .

৩৪৯০। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তণ্ড লোহা দ্বারা দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমি উত্তণ্ড লোহার দাগ লাগালে ব্যর্থতা ও বিফলতা ছাড়া আর কিছু পাইনি।

৩৪৯১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ثَنَا سَالِمُ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثِ شَرِبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيْتَةِ بِنَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيْ رَفَعَهُ .

৩৪৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জিনিসে রোগমুক্তি নিহিতঃ মধুপানে, রক্তমোক্ষণে এবং তণ্ড লোহার দাগ গ্রহণে। তবে আমার উম্মাতকে আমি তণ্ড লোহার দাগ গ্রহণ করতে বারণ করছি। ইবনে আব্বাস (রা) হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৪

بَابُ مَنْ اِكْتَوَى

যে ব্যক্তি উত্তণ্ড লোহা দ্বারা দহন করে।

৩৪৯২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرًا ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ الْأَنْصَارِيُّ (سَمِعَهُ عَمِّي يَحْيَى وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا مَنَّا بِهِ شَبِيهَا) يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَّارَةَ وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قَبْلِ أُمِّهِ أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ يُقَالُ لَهُ الذُّبْحَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا بُلْعَنُ أَوْ لَا بُلَيْنُ فِي أَبِي أُمَامَةَ عُدْرًا فَكَرَاهَ بِيَدِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْتَهُ سُوءٌ لِلْيَهُودِ يَقُولُونَ أَقْلًا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ وَمَا أَمْلَكَ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْئًا

৩৪৯২। সাদ ইবনে জুরারা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তার কণ্ঠনালাতে 'যাব্বহ' নামীয় ব্যথা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আবু উমামার চিকিৎসার ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। অতঃপর তিনি নিজ হাতে তাকে তণ্ড লোহার দ্বারা সেক দিলেন। তিনি ইনতিকাল করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তার মৃত্যুতে ইহুদীদের খারাপ অপবাদ হস্তগত হলো। তারা বলবে, সে তার সাধীর মৃত্যু ঠেকাতে পারলো না; অথচ আমি নিজের জন্য অথবা কারো জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখি না।

৩৪৯৩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبِيدُ الطَّنَافِسِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرِضَ أَبِي بِنُ كَعْبٍ مَرَضًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ طَبِيبًا فَكَوَاهُ عَلَى أَكْحَلِهِ .

৩৪৯৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইবনে কাব (রা) খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট চিকিৎসক পাঠালেন। সে তার (হাতের) শিরায় তণ্ডু লোহার সঁক দিলো।

৩৪৯৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ ۝ ৩৪৯৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে মুআয (রা)-র হাতের শিরায় দু'বার গরম লোহার সঁক দিলেন।

অনুচ্ছেদ : ২৫

بَابُ الْكَحْلِ بِالْأَثْمِدِ

ইসমিদ পাথরের সুরমা ব্যবহার।

৩৪৯৫- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفِ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ .

৩৪৯৫। সালাম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা অবশ্যই ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা চোখের ময়লা দূর করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় এবং চোখের পাতায় লোম গজায়।

৩৪৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْأَثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ .

৩৪৯৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা ঘুমানোর সময় অবশ্যই ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে এবং চোখের পাতায় লোম গজায়।

৩৪৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ الْأَثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ .

৩৪৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হচ্ছে ইসমিদি। তা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের পাতায় লোম গজায়।

অনুচ্ছেদ : ২৬

بَابُ مَنْ أَكْتَحَلَ وَتَرَأَى

যে ব্যক্তি বেজোড় সংখ্যকবার সুরমা লাগায়।

৩৪৯৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَأَ فَلَا حَرَجَ .

৩৪৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যকবার লাগায়। যে তা করলো, সে ভালো করলো এবং যে তা করলো না, তার দোষ হবে না।

৩৪৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ .

৩৪৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিল। তিনি তা থেকে প্রতি চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

অনুচ্ছেদ : ২৭

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَتَدَاوَى بِالْخَمْرِ

মাদক দ্রব্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৩৫০০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنبَأَنَا سِمَاكُ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بَارِضُنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَتَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا
فَرَأَجَعْتُهُ قُلْتُ أَنَا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ .

৩৫০০। তারিক ইবনে সুয়াইদ আল-হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের এলাকায় প্রচুর আঙ্গুর হয়, আমরা তার রস নিংড়িয়ে পান করি। তিনি বলেন : না (পান করো না)। আমি পুনরায় বললাম, আমরা রোগীর ঔষধরূপে তা ব্যবহার করি। তিনি বলেন : তা ঔষধ নয়, বরং রোগ।

অনুচ্ছেদ : ২৮

بَابُ الْأَسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

কুরআন মজীদ দ্বারা আরোগ্য লাভ করা।

৩৫০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ عْتَبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ
ثَابِتٍ ثَنَا سَعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ .

৩৫০১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উত্তম আরোগ্য হলো কুরআন মজীদ।

অনুচ্ছেদ : ২৯

بَابُ الْحِنَاءِ

মেহেদী।

৩৫০২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا فَائِدُ مَوْلَى
عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَنِي مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي جَدَّتِي سَلْمَى
أُمُّ رَافِعٍ مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ ﷺ قَرْحَةٌ وَلَا
شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَاءَ .

৩৫০২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাসী সালমা উম্মু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আঘাত পেলে বা তাঁর কাঁটা বিদ্ধ হলে তিনি আহত স্থানে মেহেদী লাগাতেন।

অনুচ্ছেদ : ৩০

بَابُ أَبْوَالِ الْأَبْلِ

উটের পেশাব।

৩৫.৩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْكَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالَ ﷺ لَوْ
خَرَجْتُمْ إِلَى ذُودٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا .

৩৫০৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উরায়না গোত্রের কতক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তোমরা আমাদের উটের পালে চলে যেতে এবং সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে! তারা তাই করলো।

অনুচ্ছেদ : ৩১

بَابُ يَقَعِ الذُّبَابُ فِي الْأَنَاءِ

পাত্রে মাছি পড়লে।

৩৫.৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي
أَحَدِ جَنَاحِي الذُّبَابِ سُمٌّ وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَاْمَقْلُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ
يُقَدِّمُ السَّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ .

৩৫০৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মাছির দু'টি ডানার একটিতে বিষ এবং অন্যটিতে আরোগ্য আছে। অতএব খাদ্যদ্রব্যে মাছি পড়লে সেটিকে তাতে ডুবিয়ে দাও। কেননা সেটি বিষের ডানাকে আরোগ্যের ডানার আগে খাদ্যে লাগায়।

৩৫.৫ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ
فَلْيَغْسِسْهُ فِيهِ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ .

৩৫০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের পানীয়তে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দাও, অতঃপর সেটিকে তুলে ফেলে দাও। কেননা তার একটি ডানায় রোগ এবং অন্যটিতে আরোগ্য রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৩২

بَابُ الْعَيْنِ

বদনজর।

৩৫০৬। আমের ইবনে রাবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বদনজর সত্য।
 ৩৫০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا عَمْرُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ أُمِّهِ بْنِ هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ ابْنِ رَيْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ .

৩৫০৬। আমের ইবনে রাবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বদনজর সত্য।

৩৫০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বদনজর সত্য।
 ৩৫০৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ مُضَارِبِ ابْنِ حَزْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَيْنُ حَقٌّ .

৩৫০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বদনজর সত্য।

৩৫০৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা বদনজর সত্য বা বাস্তব ব্যাপার।
 ৩৫০৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ ثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ .

৩৫০৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা বদনজর সত্য বা বাস্তব ব্যাপার।

৩৫০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা বদনজর সত্য বা বাস্তব ব্যাপার।
 ৩৫০৯ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ابْنِ حُنَيْفٍ قَالَ مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَيْعَةَ بِسَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُحَبَّاءٍ فَمَا لَبِثَ أَنْ لَبِطَ بِهِ فَاتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ أَدْرِكُ سَهْلًا صَرِيحًا قَالَ مَنْ تَتَّهِمُونَ بِهِ قَالُوا عَامِرُ بْنُ رَيْعَةَ قَالَ عَلَامٌ يَقْتُلُ أَحَدَكُمْ

أَخَاهُ إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبِرْكََةِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَمَرَ
عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ وَرَكَبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَأَمَرَهُ
أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ قَالَ سَفِيَانُ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكْفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ

৩৫০৯। আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমের ইবনে রবীআ (রা) সাহল ইবনে হুনাইফ (রা)-র নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন গোসল করছিলেন। আমের (রা) বলেন, আমি এমন খুবসুরত সুপুরুষ দেখিনি, এমনকি পর্দানশীন নারীকেও এরূপ সুন্দর দেখিনি, যেমন আজ দেখলাম। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহল (রা) বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো এবং তাঁকে বলা হলো, ধরাশায়ী সাহলকে রক্ষা করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কাকে অভিযুক্ত করছো? তারা বললো, আমের ইবনে রবীআকে। তিনি বলেন : তোমাদের কেউ বদনজর লাগিয়ে তার ভাইকে কেন হত্যা করতে চায়? তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের মনোমুগ্ধকর কিছু দেখলে যেন তার জন্য বরকতের দোয়া করে। অতঃপর তিনি পানি নিয়ে ডাকলেন, অতঃপর আমেরকে উয়ু করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তার মুখমণ্ডল, দুই হাত কনুই পর্যন্ত, দুই পা গোছা পর্যন্ত এবং লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। তিনি আমেরকে পাত্রের (অবশিষ্ট) পানি সকলের উপর ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি সাহলের পেছন দিক থেকে পানি ঢেলে দেয়ার জন্য আমেরকে নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

بَابُ مَنْ اسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ

যে ব্যক্তি বদনজরের ঝাড়ফুক করে।

৩৫১০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرْقِيِّ قَالَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ فَاسْتَرْقَى لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ
سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقْتَهُ الْعَيْنُ .

৩৫১০। উবাইদ ইবনে রিফাআ আয-যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জাফরের সন্তানদের বদনজর লেগেছে, আপনি তাদের ঝাড়ফুক করুন। তিনি বলেন : আচ্ছা। যদি কোন কিছু তাকদীরকে পরাভূত করতে পারতো, তবে বদনজরই তাকে পরাভূত করতো।

৩৫১১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِ ثُمَّ أَعْيُنَ الْأَنْسِ فَلَمَّا نَزَلَ الْمُعَوَّذَاتَانِ أَخَذَهُمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ .

৩৫১১। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন ও মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অতঃপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হলে তিনি এ সূরা দু'টি গ্রহণ করেন এবং অন্যগুলো ত্যাগ করেন (তি, না)।

৩৫১২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ .

৩৫১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বদনজরের ঝাড়ফুক করার নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

بَابُ مَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الرَّقِيِّ

জায়েয ঝাড়ফুক সম্পর্কে।

৩৫১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ بَرِيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ .

৩৫১৩। বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বদনজর ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ছাড়া অন্য কিছুতে ঝাড়ফুক বৈধ নয়।

৩৫১৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَارَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ خَالِدَةَ بِنْتَ أَنْسِ أُمَّ بَنِي حَزْمِ السَّاعِدِيَّةِ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَّضَتْ عَلَيْهِ الرَّقِيَّ فَأَمَرَهَا بِهَا .

৩৫১৪। আবু বাক্‌র ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। আনাস-কন্যা উম্মু বনী হাযম খালিদা আস-সাইদিয়া (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন এবং ঝাড়ফুঁক করার মন্ত্র পেশ করেন। তিনি তাকে তা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দেন।

৩৫১৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيْسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ بَيْتِ مَنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ أَلْ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ يَرْقُونَ مِنَ الْحُمَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنِ الرُّقَى فَاتَوْهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَإِنَّا نَرْقِي مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَ لَهُمْ اعْرِضُوا عَلَيَّ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذِهِ هَذِهِ مَوَاتِيْقٌ .

৩৫১৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত আমর ইবনে হাযম নামক পরিবার বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করতো। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন। তারা তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো ঝাড়ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন, অথচ আমরা বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করি। তিনি তাদের বলেন : সেগুলো আমার সামনে পেশ করো। তারা তা তাঁর নিকট পেশ করেন। তিনি বলেন : এগুলোতে দোষের কিছু নেই। এগুলো নির্ভরযোগ্য।

৩৫১৬ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ .

৩৫১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষাক্ত প্রাণীর দংশন, বদনজর ও ব্রণ-ফুসকুড়ি (pimple) ইত্যাদিতে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন (তি)।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

بَابُ رُقِيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

সাপ, বিছা ইত্যাদির দংশনে ঝাড়ফুঁক।

৩৫১৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ .

৩৫১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাপ ও বিছার দংশনে ঝাড়ফুক করার অনুমতি দিয়েছেন।

৩৫১৮ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بُهْرَامَ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَدَغَتْ عَقْرَبٌ رَجُلًا فَلَمْ يَنْمَ لَيْلَتَهُ فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ فُلَانًا لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَلَمْ يَنْمَ لَيْلَتَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ حِينَ أَمْسَى [أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ] مَا ضَرَّهُ لَدَغُ عَقْرَبٍ حَتَّى يُصْبِحَ .

৩৫১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বিছা এক ব্যক্তিকে দংশন করলে ঐ রাতে সে আর ঘুমাতে পারেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, অমুক ব্যক্তিকে বিছায় দংশন করায় সে গত রাতে ঘুমাতে পারেনি। তিনি বলেন : আহা, সে যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতো, “আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা” (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের উসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই), তাহলে বিছার দংশন সকাল পর্যন্ত তার কোন ক্ষতি করতে পারতো না।

৩৫১৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ حَزْمٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ قَالَ عَرَضْتُ النَّهْشَةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا .

৩৫১৯। আমর ইবনে হায্ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমি সর্পদংশনের ঝাড়ফুকের দোয়া পেশ করলে তিনি আমাকে এর অনুমতি দেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

بَابُ مَا عُوذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا عُوذَ بِهِ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া পড়ে ঝাড়ফুক করেছেন এবং তাঁকে যে দোয়া পড়ে ঝাড়ফুক করা হয়েছে।

৩৫২০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَى الْمَرِيضَ

فَدَعَا لَهُ قَالَ أَذْهَبَ الْبَاسُ رَبِّ النَّاسِ وَأَشْفَى أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ
شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .

৩৫২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন রোগীর নিকট এলে তিনি এই দোয়া করতেন : “আযহিবিল বাসা রব্বান নাস ওয়াশফে আনতাশ শাফী লা শিফাআন ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামান” (হে মানুষের প্রভু! ব্যাধি ও কষ্ট দূর করে দাও, রোগমুক্তি দান করো, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্যদানই আসল, যা কোন রোগকেই ছাড়ে না)।

۳۵۲۱- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِبِرَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ بِسْمِ اللَّهِ تَرْبَةً
أَرْضْنَا بِرِبْقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا .

৩৫২১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংগুলে লাল লাগিয়ে রোগীর জন্য এই বলে দোয়া করতেন : “বিসমিল্লাহ তুরবাতু আরদিনা বিরীকাতি বাদিনা লিয়াশফা সাকীমুনা বিইযনি রব্বিনা” (আল্লাহর নামে আমাদের এ যমীনের মাটি আমাদের কারো লালের সাথে মিশিয়ে দিলাম, যেন তাতে আমাদের প্রভুর নির্দেশে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে)।

۳۵۲۲- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ
ابْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِنُنِي
فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اجْعَلْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَيْهِ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ
وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ ذَلِكَ فَشَفَانِي اللَّهُ .

৩৫২২। উসমান ইবনে আবুল আস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে উপস্থিত হলাম, যা আমাকে অকেজোপ্রায় করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন : তুমি তোমার বাম হাত ব্যথার স্থানে রেখে সাতবার বলো : “আউযু বি-ইজ্জাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু” (আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর অসীম সম্মান ও তাঁর বিশাল ক্ষমতার উসীলায় আমার অনুভূত এই ব্যথার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি)।

৩৫২৩- حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرَائِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ [بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ] .

৩৫২৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন : হে মুহাম্মাদ! আপনি কি রোগাক্রান্ত হয়েছেন? তিনি বলেন : হাঁ। জিবরাঈল (আ) বলেন, “বিছমিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি শায়ইন ইউযীকা মিন শাররি কুল্লি নাসফিন আও আয়নিন আও হাসিদিন, আল্লাহু ইয়াশফীকা বিসমিল্লাহি আরকীকা” (আমি আল্লাহর নামে এমন প্রতিটি জিনিস থেকে আপনাকে ঝাড়ফুক করছি যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রতিটি সৃষ্টিজীবের এবং প্রতিটি চোখের এবং প্রতিটি হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আপনাকে ঝাড়ফুক করছি। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুক করছি)।

৩৫২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ ثَوْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ يَعُوذُنِي فَقَالَ لِي الْآ أَرْقِيكَ بِرَقِيَّةٍ جَاءَنِي بِهَا جِبْرَائِيلُ قُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

৩৫২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এসে বলেন : জিবরাঈল (আ) ঝাড়ফুকের যে দোয়াসহ আমার নিকট এসেছিলেন, সেই দোয়া দিয়ে আমি কি তোমাকে ঝাড়ফুক করবো না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! হাঁ, ঝাড়ফুক করুন। তিনি তিনবার বললেন : “বিসমিল্লাহি আরকীকা ওয়াল্লাহু ইয়াশফীকা মিন কুল্লি দাইন ফীকা মিন শাররিন নাফ্ফাছাত ফিল উকাদ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইয়া হাসাদ” (আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি, আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন তোমার ভেতরের সমস্ত রোগ থেকে, সমস্ত নারীর অনিষ্ট থেকে যারা গ্রহিঁতে ফুৎকার দেয় এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে)।

৩৫২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ هِشَامِ الْبَغْدَادِيِّ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَنْهَالٍ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ [أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَةٍ] قَالَ وَكَانَ أَبُوْنَا إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَأَسْحَاقَ أَوْ قَالَ إِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَهَذَا حَدِيثٌ وَكَيْعٌ..

৩৫২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রা)-কে ঝাড়ফুক করে বলতেন : “আউযু বিকালিমা-তিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আয়নিল লাম্মাতিন” (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কল্যাণময় বাক্যাবলীর উসীলায় প্রতিটি শয়তান, প্রাণনাশী বিষাক্ত জীব ও অনিষ্টকারী বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তিনি বলতেনঃ আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-কে এই দোয়া পড়ে ঝাড়ফুক করতেন অথবা রাবী বলেছেন, ইসমাঈল ও ইয়াকুব (আ)-কে ঝাড়ফুক করতেন। শেষোক্ত বর্ণনা ওয়াকী (র)-এর (বু, তি)।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

بَابُ مَا يُعَوِّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَى

যে দোয়া পড়ে জ্বরের ঝাড়ফুক করা হয়।

৩৫২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَى وَمِنْ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ قَالَ أَبُو عَامِرٍ إِنَّا أَخَالَفُ النَّاسَ فِي هَذَا أَقُولُ يِعَارٍ .

৩৫২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে জ্বর ও যাবতীয় ব্যথার ঝাড়ফুকের জন্য এই দোয়া শিক্ষা দিতেন : “বিসমিল্লাহিল কাবীর আউযু বিল্লাহিল আজীম মিন শাররি ইরকিন নাআর ওয়া মিন শাররি হারারিন নার” (মহামহিম আল্লাহর নামে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, রক্তচাপে ফুলে উঠা শিরার অনিষ্ট থেকে এবং আগুনের তাপের অনিষ্ট থেকে)। আবু আমের (র) বলেন, সবার বিপরীতে আমি ‘ইয়াআর’ শব্দটি বলে থাকি।

৩৫২৬(১) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ يَعَارِ .

৩৫২৬(১)। আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম দিমাশকী-ইবনে আবু ফুদাইক-ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল-দাউদ ইবনুল হুসাইন-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তার শব্দ হলো : “মিন শাররি ইরকিন ইয়াআর”।

৩৫২৭ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَاصِيِّ ثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ أَتَى جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرَقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ .

৩৫২৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুরাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসেন। তিনি তাকে ঝাড়ফুক করে বলেন : “বিসমিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি শায়ইন ইয়ুযীকা মিন শাররি হাসাদি হাসিদিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিন আল্লাহু ইয়াশফীকা” (আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুক করছি এমন প্রতিটি জিনিস থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, হিংসূকের হিংসা থেকে এবং সকল বদনয়র থেকে, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন)।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

بَابُ النَّفْتِ فِي الرُّقِيَةِ

তাবিজ-তুমার ও ঝাড়ফুক।

৩৫২৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرُّقِيُّ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالُوا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ فِي الرُّقِيَةِ .

৩৫২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পড়ে ঝাড়ফুক করতেন।

৩৫২৯- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى ثَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا .

৩৫২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও অসুস্থ বোধ করলে আরোগ্য লাভের জন্য সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে নিজের দেহে ফুঁ দিতেন। তাঁর অসুস্থতা বেড়ে গেলে আমি তা তাঁর উপর পাঠ করতাম এবং তাঁর হাত তাঁর দেহে বরকতের আশায় মলে দিতাম।

অনুচ্ছেদ ৪ ৩৯

بَابُ تَعْلِيْقِ التَّمَائِمِ

তাবিজ লটকানো।

৩৫৩- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنِ ابْنِ أُخْتِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنَ الْحُمْرَةِ وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحَّحَ وَصَوَّتْ فَدَخَلَ يَوْمًا فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِي فَمَسْنِي فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ رَقِي لِي فِيهِ مِنَ الْحُمْرَةِ فَجَذَبَهُ وَقَطَعَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ لَقَدْ أَصْبَحَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ أَغْنِيَاءَ عَنِ الشَّرِكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرَّقِيَّ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَّكَ شَرِكٌ قُلْتُ فَإِنِّي خَرَجْتُ يَوْمًا فَأَبْصَرْتَنِي فَلَانَ فَدَمَعَتْ عَيْنِي الَّتِي تَلِيهِ فَإِذَا رَقِيَّتْهَا سَكَنَتْ دَمَعْتُهَا وَإِذَا تَرَكَتْهَا دَمَعَتْ قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ إِذَا أَطْعَمْتَهُ تَرَكَكَ وَإِذَا عَصَيْتَهُ طَعَنَ بِأَصْبَعِهِ فِي عَيْنِكَ وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ خَيْرًا لَكَ وَأَجْدَرَ أَنْ تَشْفِينَ تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكَ الْمَاءَ وَتَقُولِينَ أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ أَشْفَى أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .

৩৫৩০। আবদুল্লাহ (রা)-র স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসতো এবং সে চর্মপ্রদাহের ঝারফুক করতো। আমাদের একটি লম্বা পা-বিশিষ্ট খাট ছিল। আবদুল্লাহ (রা) ঘরে প্রবেশের সময় সশব্দে কাশি দিতেন। একদিন তিনি আমার নিকট প্রবেশ করলেন। সে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটু আড়াল হলো। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলে এক গাছি সুতার স্পর্শ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? আমি বললাম, চর্মপ্রদাহের জন্য সূতা পড়া বেঁধেছি। তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আবদুল্লাহর পরিবার শিরকমুক্ত হলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : “মল্ল, রক্ষাকবচ, গিটযুক্ত মল্লপূত সূতা হলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত”। আমি বললাম, আমি একদিন বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেললো। আমার যে চোখের দৃষ্টি তার উপর পড়লো তা দিয়ে পানি ঝড়তে লাগলো। আমি তার মল্ল পড়ে ফুঁ দিলে তা থেকে পানি ঝড়া বন্ধ হলো এবং মল্ল পড়া বন্ধ করলেই আবার পানি পড়তে লাগলো। তিনি বলেন, এটা শয়তানের কাজ। তুমি শয়তানের আনুগত্য করলে সে তোমাকে রেহাই দেয় এবং তার আনুগত্য না করলে সে তোমার চোখে তার আঙ্গুলের খোঁচা মারে। কিন্তু তুমি যদি তাই করতে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছিলেন, তবে তা তোমার জন্য উপকারী হতো এবং আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়ক হতো। তুমি নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তোমার চোখে ছিটিয়ে দাও : “আযহিবিল বাস রব্বান নাস, ইশফি আনতাশ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামান” (হে মানুষের প্রভু! কষ্ট দূর করে দাও, আরোগ্য দান করো, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্যদান ছাড়া আরোগ্য লাভ করা যায় না, এমনভাবে আরোগ্য দান করো যা কোন রোগকে ছাড়ে না)।

৩৫৩১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةً مِنْ صُفْرِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ قَالَ هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَنْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا .

৩৫৩১। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে পিতলের বলয় পরিহিত দেখে জিজ্ঞেস করেন : এই বলয়টা কি? সে বললো, এটা অবসন্নতা জনিত রোগের জন্য ধারণ করেছি। তিনি বলেন : এটা খুলে ফেলো। অন্যথায় তা তোমরা অবসন্নতা বৃদ্ধিই করবে।

অনুচ্ছেদ : ৪০

بَابُ النُّشْرَةِ

কোন কিছুর কুপ্রভাব (আছর)।

৩৫৩২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ

اللَّهُ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ
مَنْ حَتْمٍ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا ابْنِي
وَبَقِيَّةُ أَهْلِي وَإِنَّ بِهِ بَلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ائْتُونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ
فَأَتَى بِمَاءٍ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضَمَضَ فَاهُ ثُمَّ أَعْطَاهَا فَقَالَ اسْقِيهِ مِنْهُ وَصَبِي عَلَيْهِ
مِنْهُ وَاسْتَشْفَى اللَّهُ لَهُ قَالَتْ فَلَقَيْتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ لَوْ وَهَبْتُ لِي مِنْهُ فَقَالَتْ إِنَّمَا
هُوَ لِهَذَا الْمُبْتَلَى قَالَتْ فَلَقَيْتُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْغُلَامِ فَقَالَتْ بَرَأَ
وَعَقَلَ عَقْلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ .

৩৫৩২। উম্মু জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরবানীর দিন উপত্যকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তারপর তিনি ফিরে এলেন। তখন খাছআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর পিছনে পিছনে আসলো এবং তার কোলে ছিলো তার এক শিশু সন্তান। সে কোন অসুখের কারণে কথা বলতে পারতো না। মহিলা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ আমার পুত্র, আমার পরিবারের একমাত্র অধস্তন বংশধর। কিন্তু সে একটি বিপদে লিপ্ত, যার ফলে সে কথা বলতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা আমার নিকট একটু পানি আনো। পানি আনা হলে তিনি তাতে তাঁর হস্তদ্বয় ধৌত করলেন এবং কুলি করলেন, অতঃপর অবশিষ্ট পানি সেই মহিলাকে দিয়ে বলেন : এই পানি তাকে পান করাও, তার গায়ে ছিটাও এবং আল্লাহর নিকট তার জন্য আরোগ্য প্রার্থনা করো। উম্মু জুনদুব (রা) বলেন, আমি মহিলার সাথে দেখা করে বললাম, আমাকে যদি এ পানির কিছুটা দান করতেন। সে বললো, এটা তো এই বিপদঘণ্টের জন্য নিয়েছি। তিনি বলেন, বছর শেষে সেই মহিলার সাথে সাক্ষাত করে আমি তাকে শিশুটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, সে সুস্থ হয়েছে এবং তার মেধাশক্তি সাধারণ মানুষের মেধাশক্তির তুলনায় অধিক বেড়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৪১

بَابُ الْأَسْتِشْقَاءِ بِالْقُرْآنِ

কুরআন মজীদ দ্বারা আরোগ্য প্রার্থনা।

۳۵۳۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عْتَبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ
ابْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ .

৩৫৩৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উত্তম ঔষধ হলো কুরআন মজীদ।

অনুচ্ছেদ : ৪২

بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّفَيْتَيْنِ

দু'মুখো সাপ নিধন।

৩৫৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفَيْتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبْلَ يَعْنِي حَيْهَ حَبِيثَهُ .

৩৫৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'মুখো সাপ নিধনের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এই নিকৃষ্ট সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

৩৫৩৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَأَقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبْلَ .

৩৫৩৫। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা সাপ মেরে ফেলো, বিশেষত দু'মুখো সাপ এবং লেজবিহীন সাপ। কেননা এ দু'টি সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

بَابُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْقَالَ وَكَرَهُ الطَّيْرَةَ

যে ব্যক্তি ফাল পছন্দ করে এবং অশুভ লক্ষণ অপসন্দ করে।

৩৫৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْقَالَ الْحَسَنُ وَكَرَهُ الطَّيْرَةَ .

৩৫৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (অদৃশ্য থেকে শ্রুত) উত্তম কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় ছিল কিন্তু তিনি (কিছুকে) কুলক্ষণ মনে করা অপছন্দ করতেন।

৩৫৩৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا عَدُوِّي وَلَا طَيْرَةَ وَأَحِبُّ الْفَالَّ الصَّالِحَ .

৩৫৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রোগ সংক্রামণ ও কুলক্ষণ বলে কিছু নেই। তবে আমি (অদৃশ্য থেকে শ্রুত) উত্তম কথা পছন্দ করি।

৩৫৩৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمَةَ عَنْ عَيْسَى ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّيْرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ .

৩৫৩৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অশুভ লক্ষণ (বিশ্বাস করা) শেরেকী কাজ। রাবী বলেন, আমাদের মধ্যে অশুভ লক্ষণের ধারণা আসে, তবে আল্লাহর উপর ভরসার দ্বারা তা দূরীভূত হয়।

৩৫৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدُوِّي وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفْرًا .

৩৫৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রোগ সংক্রামণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই এবং সফর মাসও অশুভ নয়।^১

১. জাহিলী যুগে আরবরা 'হামাহ' শব্দ দ্বারা কতগুলো অশুভ লক্ষণকে বুঝাতো। তাদের বিশ্বাসমতে কোন ব্যক্তি নিহত হলে এবং তার প্রতিশোধ না নেয়া হলে তার মস্তক থেকে একটি কীটের আবির্ভাব হয়। তা তার কবরের চারপাশে চক্র দিতে থাকে আর পানি দাও বলে চিৎকার করতে থাকে। হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। এই কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসকে হামাহ বলে। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে হামাহ অর্থ পেঁচা। কারো ঘরে পেঁচা রাত যাপন করলে এটাকে অশুভ লক্ষণ গণ্য করা হতো। সে বিশ্বাস করতো যে, এটা তার বা তার কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর ইংগিতবাহী। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে, জাহিলী যুগের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, মৃত ব্যক্তির হাড়গোড় একটি উড়ন্ত পাখিতে রূপান্তরিত হয় এবং এটাকেই হামাহ বলে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কুসংস্কারকে অলীক ধারণাপ্রসূত বলে অভিহিত করেন এবং জনগণকে তা প্রত্যাখ্যান করতে বলেন। এসব জাহিলী যুগের বিশ্বাস। ইসলামে এসব বিশ্বাস করা

৩৫৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي جَنَابٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ
رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الْإِيْلُ قَالَ ذَلِكَ
الْقَدْرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوْلَى .

৩৫৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রোগ সংক্রামণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই। এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! উটের চর্মরোগ হয়, পরে অন্যান্য উট তার সংস্পর্শে এসে চর্মরোগাক্রান্ত হয়। তিনি বলেন : এটা হলো তাকদীর। আচ্ছা, প্রথমটিকে কে চর্মরোগাক্রান্ত করেছে?

হারাম। হাদীসে “ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই” এবং শেষে কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দেয়ায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ দু’টি কথাকে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে বক্তব্য দু’টিতে কোন অসামঞ্জস্য নেই। কারণ জাহিলী যুগে মনে করা হতো ছোঁয়াচে রোগীর সংস্পর্শে গেলেই রোগ হয়। এখানে যে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়ানীল, তারা এটা বিশ্বাস করতো না। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ-ব্যাধি আল্লাহর সৃষ্টি, তিনি যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা হেফাজত করেন। অবশ্য কার্যকারণ বলতে একটা জিনিস আছে। আমরা কেবল এ উপকরণ ও কার্যকারণটাই দেখি। কিন্তু এ দু’টি জিনিসের স্রষ্টাও আল্লাহ তায়ালার, তাই তিনি ‘মুসাব্বিল আসবাব’ (সব কার্যকারণ ও উপকরণের মহাকারক) ও স্রষ্টা। এ দু’টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও মর্জির উপর নির্ভরশীল। তাদের নিজস্ব এখতিয়ার বলতে কোন কিছু নেই। কিন্তু জাহিলিয়াতের যুগে মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, এ বাহ্যিক উপকরণ ও কার্যকারণ সূত্রই রোগ ছড়ায়। আল্লাহর তাতে কোন হাত নেই। ইসলাম এ বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী। তাই ইসলাম এ কার্যকারণ ও উপকরণ সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক থাকতে বলে। সেটার স্রষ্টাও সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালার। এ বিশ্বাস পোষণ করতেই ইসলাম নির্দেশ দেয়। বাহ্যিক উপকরণ ও কার্যকারণ সূত্র যতই ষোলকলায় পূর্ণ হোক, তাতে রোগ হওয়ার আশংকা হতে পারে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হুকুম ভিন্ন রোগ হতেই পারে না। এটাই হলো মুসলমানদের ঈমান। বর্তমান বিজ্ঞান উপকরণ ও কার্যকারণই আবিষ্কার করতে পেরেছে এবং এ দু’টোই রোগের মূল বলে বিশ্বাস করেছে এবং এ পর্যন্ত এসেই ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু কারণেরও কারণ আছে। ইসলাম সেই মহাকারণ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং অন্যদেরকে পৌঁছার পথ দেখিয়েছে। এ কার্যকারণ ও উপকরণ অর্থাৎ সংক্রামণ (Infection) যদি রোগ উৎপত্তি ও সৃষ্টির মূল হতো, তাহলে প্রথম যে ব্যক্তির রোগ হয় তার রোগ এলো কোথা থেকে?

ইসলামের এ বিশ্বাসের একটি মানবিক দিকও রয়েছে। এ সংক্রামণের উপর বিশ্বাস করলে এ ধরনের ব্যাধির রোগীরা সবাই অস্পৃশ্যে পরিণত হবে। তখন মানবতার হক আদায়ে নিদারুণ বাধার সৃষ্টি হবে। আল্লাহর অগণিত বান্দাহ রোগে সেবা-শুশ্রূষা পাবে না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে কুষ্ঠ, প্রেণ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ হতে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন, অপরদিকে মানবতার হক, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সব রকমের সংস্কার উপেক্ষা করে আল্লাহর উপর ভরসা করে দায়িত্ব আদায়ে তৎপর হতে নির্দেশ দেন (অনুবাদক)।

৩৫৪১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُورَدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمَصْحِ .

৩৫৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অসুস্থকে সুস্থদের সংস্পর্শে নেয়া উচিত নয়।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

بَابُ الْجُدَامِ

কুষ্ঠরোগ।

৩৫৪২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَلْفِ الْعَسْقَلَانِيِّ قَالُوا ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مَفْضَلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْدُومٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقِصْعَةِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ ثِقَةٍ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ .

৩৫৪২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ এক ব্যক্তির হাত ধরে তা নিজের আহারের পাত্রের মধ্যে রেখে বলেন : আল্লাহর উপর আস্থা রেখে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে খাও।

৩৫৪৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُدْبِمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْدُومِينَ .

২৫৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুষ্ঠ রোগীদের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকো না।

৩৫৪৪ - حَدَّثَنَا عَمْرٍو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدٍ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَرْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ .

৩৫৪৪। শারীদ গোত্রের আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে এক কুষ্ঠরোগী ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট লোক পাঠিয়ে বলেন : তুমি ফিরে যাও, আমি তোমার বাইয়াত করেছি।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

بَابُ السِّحْرِ

যাদুমন্ত্র।

৩৫৪৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودِيٍّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ ابْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَا يَفْعَلُهُ قَالَتْ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَوْمٍ أَوْ كَانَ ذَلِكَ لَيْلَةً دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اشْعُرْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلِي أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا وَجَعَ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجِيفٍ طَلَعَتْ ذَكَرٍ قَالَ وَابْنٌ هُوَ قَالَ فِي بَثْرِ ذِي أَرْوَانَ قَالَتْ فَاتَّأَمَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا عَائِشَةُ لَكَانَ مَا هَا نِقَاعَةُ الْحَنَاءِ وَلَكَانَ نَخْلُهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ قَالَ لَا أَمَا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فِدْفِنْتُ .

৩৫৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুরাইফ গোত্রের লাবীদ ইবনে আসাম নামক জনৈক ইহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু করে। শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে হতো যে, কোন কাজ তিনি করেছেন অথচ তা তিনি করেননি। আয়েশা (রা) বলেন, শেষে একদিন বা এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার ডাকার পর বললেন : হে আয়েশা! তুমি কি অবগত আছো, আমি যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন? আমার নিকট দু'জন লোক (ফেরেশতা) এসে তাদের একজন আমার শিয়রের কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসেন। আমার মাথার কাছেরজন আমার পায়ের কাছে

জনকে অথবা আমার পায়ের কাছেরজন আমার শিয়রের কাছেরজনকে বললেন, লোকটার কি অসুখ হয়েছে? সাথী বলেন, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। তিনি বলেন, কে তাকে যাদুগ্রস্ত করেছে? অপরজন বলেন, লাভীদ ইবনুল আসাম। তিনি বলেন, কোন জিনিসের মধ্যে? অপরজন বলেন, চিরুনীর ভগ্নাংশ ও চিরুনীর সাথে লেগে থাকা চুল নর খেজুর গাছের সবুজ খোলাসে ঢুকিয়ে। তিনি বলেন, তা কোথায় আছে? অপরজন বলেন, যী-আরওয়ান কূপের মধ্যে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবীসহ সেখানে গেলেন (এবং সেগুলো কূপ থেকে বের করা হলো)। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বলেন : হে আয়েশা, আল্লাহর শপথ! ঐ কূপের পানি মেহেদী পেয়া পানির মত হয়ে গেছে এবং তথাকার খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মাথার মত। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সেগুলো কেন ভয়ভূত করেছেন নাকি? তিনি বলেন : না। আল্লাহ তো আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। তাই আমি মানুষের মাঝে এর অপচর্চা ছাড়িয়ে দেয়া পছন্দ করি না। অতঃপর তিনি কূপটি ভরাট করার নির্দেশ দিলে তা ভরাট করে দেয়া হয়।

৩৫৬৬ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَصِيِّ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْعَنْسِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْمَصْرِيِّينَ قَالَا ثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ كُلُّ عَامٍ وَجَعٌ مِّنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَ قَالَ مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِّنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَأَدَمٌ فِي طَبِئَتِهِ .

৩৫৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সালামা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে বিষমিশ্রিত বকরীর গোশত আহার করেছিলেন তার ফলে প্রতি বছরই তো আপনি ব্যথা অনুভব করেন। তিনি বলেন : তাতে আমার যা ক্ষতি হয়েছে, তা আদম (আ) মাটির দলার মধ্যে থাকা অবস্থায়ই আমার তাকদীরে লেখা ছিল।

অনুচ্ছেদ : ৪৬

بَابُ الْفَرْعِ وَالْأَرْقِ وَمَا يَتَعَوَّذُ مِنْهُ

শিতিকর পরিস্থিতি ও নিদ্রাহীনতা এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার দোয়া।

৩৫৬৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وَهْبٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ سَعْدِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ حَوَلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مِنْزِلًا

قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ .

৩৫৪৭। খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ কোন গন্তব্যে পৌঁছে যদি এই দোয়া পড়ে : “আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাশ্বাতি মিন শাররি মা খালাক” (আমি আল্লাহ পাকের কল্যাণকর বাক্যাবলীর উসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি), তাহলে সে স্থান থেকে বিদায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

৩৫৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْزِضُ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أَصْلِي فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أَصْلِي قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ أَدَّبَهُ فَدَتَرْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُورِ قَدَمِي قَالَ فَضْرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ وَتَفَلَّ فِي فَمِي وَقَالَ اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ الْحَقُّ بِعَمَلِكَ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ فَلَعَمْرِي مَا أَحْسِبُهُ خَالِطِنِي بَعْدُ .

৩৫৪৮। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তায়েফের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। (তথায়) নামাযের মধ্যে আমার সামনে কিছু বাধা আসতে লাগলো। ফলে আমার মনে থাকতো না যে, আমি কত রাকআত নামায পড়েছি। আমার এই অবস্থা লক্ষ্য করে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওয়ানা হলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বলেন : আবুল আসের পুত্র নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি জিজ্ঞেস করেন : তুমি কেন এসেছো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের মধ্যে আমার সামনে কিছু বাধা আসে। ফলে আমি বলতে পারি না যে, আমি কত রাকআত পড়েছি। তিনি বলেন : এটা শয়তান। আমার নিকট এসো। আমি তাঁর নিকট এসে হাঁটু গেড়ে বসলাম। রাবী বলেন, তিনি নিজ হাতে আমার বুকে মৃদু আঘাত করলেন এবং আমার মুখে লাল দিলে তিনবার বলেন : আল্লাহর শত্রু! ভেগে যা। অতঃপর তিনি বলেন : যাও, নিজের কাজে যোগ দাও। উসমান (রা) বলেন, আমার জীবনের শপথ! এরপর থেকে শয়তান আমার অন্তরে আর তালগোল পাকাতে পারেনি।

৩৫৬৯ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ تَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنْبَاءَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ
 تَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ
 جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ لِي أَخًا وَجِئْتُكَ قَالَ مَا وَجَعُ
 أَخِيكَ قَالَ بِهِ لَمْ قَالَ أَذْهَبُ فَأَتَيْتِي بِهِ قَالَ فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ فَاجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ
 فَسَمِعْتُهُ عَوْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَأَيْتَيْنِ وَسَطِهَا
 وَالْهُكْمِ إِلَهُ وَاحِدٌ وَأَيَّةُ الْكُرْسِيِّ وَثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ خَاتَمَتِهَا وَأَيَّةٌ مِنْ آلِ عِمْرَانَ
 (أَحْسِبُهُ قَالَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) وَأَيَّةٌ مِنَ الْأَعْرَافِ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُفُسِهِ مِنَ الْمُسْمِنِينَ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَأَيَّةٌ مِنَ
 الْجِنِّ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَعَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ
 الصَّافَّاتِ وَثَلَاثَ مِنَ آخِرِ الْحَشْرِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوَّدَتَيْنِ فَقَامَ الْأَعْرَابِيُّ
 قَدْ بَرَأَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .

৩৫৪৯। আবু লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে থাকা অবস্থায় এক বেদুইন তাঁর নিকট এসে বললো, আমার এক অসুস্থ ভাই আছে। তিনি বলেন : তোমার ভাই কি রোগে আক্রান্ত? সে বললো, (কোন কিছুর) কুপ্রভাব (আছর)। তিনি বলেন : তুমি যাও এবং তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আবু লায়লা (রা) বলেন, সে গিয়ে তার ভাইকে নিয়ে আসলে তিনি তাকে নিজের সামনে বসান। আমি শুনতে পেলাম, তিনি সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত, মধ্যখানের দুই আয়াত (১৬৩-১৬৪ নং আয়াত), আয়াতুল কুরসী (২৫৫ নং আয়াত) এবং বাকারার শেষ তিন আয়াত (২৮৪-৬ আয়াত) এবং আল ইমরানের একটি আয়াত, আমার মনে হয় তিনি ১৮ নং আয়াত পড়েছিলেন এবং সূরা আরাফের এক আয়াত (৫৪ নং আয়াত), সূরা মুমিনূনের এক আয়াত (১১৭ নং আয়াত), সূরা জিন-এর এক আয়াত (৩ নং আয়াত), সূরা সাফফাত-এর প্রথম দশ আয়াত, সূরা হাশরের শেষ তিন (২২, ২৩ ও ২৪) আয়াত, সূরা ইখলাস্ এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তাকে ফুঁ দিলেন। তাতে বেদুইন এমনভাবে সুস্থ হয়ে দাড়াইলো যে, তার কোন রোগই অবশিষ্ট নেই।

كِتَابُ اللَّيْبَاسِ

(পোশাক-পরিচ্ছদ)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ لِبَاسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক ।

৩৫০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَمِيصَةَ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ إِذْ هَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَثَرُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ .

৩৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারুকর্ষ খচিত একটি পশমী চাদর পরিহিত অবস্থায় নামায পড়লেন, অতঃপর বলেন : এই চাদরের কারুকর্ষ আমাকে অমনোযোগী করেছে। এটা আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তার কারুকর্ষহীন (আবেজানী) চাদর নিয়ে এসো (বু)।

৩৫১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ لِي إِزَارًا غَلِيظًا مِنَ التِّي تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الْأَكْسِيَةِ الَّتِي تُدْعَى الْمَلْبُدَةَ وَأَقْسَمَتْ لِي لَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمَا .

৩৫১। আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি আমার সামনে ইয়ামনের তৈরী মোটা কাপড়ের একটি লুঙ্গি এবং একটি ক্বল (বা চাদর) বের করলেন এবং শপথ করে আমাকে বললেন, কাপড় দু'টি পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন (বু, মু, তি)।

৩৫২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَخْوَصِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي شِمْلَةٍ قَدْ عَقَدَ عَلَيْهَا .

৩৫৫২। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় নামায পড়েন, যা তিনি গিঠ দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন।

৩৫৫৩- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ .

৩৫৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তাঁর পরনে ছিল মোটা পাড়যুক্ত একটি নাজরানী চাদর।

৩৫৫৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسُبُّ أَحَدًا وَلَا يَطْوِي لَهُ ثَوْبًا .

৩৫৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাউকে গালি দিতে শুনিনি এবং কাউকে তাঁর কাপড় ভাঁজ করে দিতেও দেখিনি।

৩৫৫৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ (قَالَ وَمَا الْبُرْدَةُ قَالَ الشَّمْلَةُ) قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي لِأَكْسُو كَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فِيهَا وَأَنَّهَا لَأَزَارُهُ فَجَاءَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ (رَجُلٌ سَمَاهُ يَوْمَئِذٍ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْبُرْدَةُ أَكْسَيْنِيهَا قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَ طَوَّأَهَا وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا أَحْسَنَتْ كُسَيْيَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلَتْهُ أَيَّاهَا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ أَيَّاهَا لِأَلْبَسَهَا وَلَكِنْ سَأَلْتُهُ أَيَّاهَا لِتَكُونَ كَفْنِي فَقَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفْنَهُ يَوْمَ مَاتَ .

৩৫৫৫। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা একখানা চাদরসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

আপনার পরার জন্য আমি নিজ হাতে এটা বুনেছি। চাদরের প্রয়োজন অনুভব করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন, অতঃপর সেটাকে লুংগীর মত করে পরিধান করে আমাদের নিকট আসলেন। তখন অমুকের পুত্র অমুক এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! চাদরটা কি চমৎতার। এটা আমাকে পরতে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আচ্ছা। তিনি ভিতর বাড়িতে গিয়ে চাদরটা ভাঁজ করে তার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন তাকে বললো, আল্লাহর শপথ! কাজটা তুমি ভালো করোনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন অনুভব করেই তা পরেছিলেন। আর তুমি তাঁর নিকট থেকে সেটা চেয়ে নিলে! অথচ তুমি জানো যে, তিনি কোন প্রার্থীকেই বিমুখ করেন না। সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি এটা পরার জন্য তাঁর থেকে চেয়ে নেইনি, বরং আমার কাফন বানানোর জন্য চেয়ে নিয়েছি। সাহল (রা) বলেন, লোকটা যেদিন মারা গেল সেদিন সেটিই তার কাফন হলো।

৩৫৫৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحَمَصِيِّ
ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ
الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّوفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ
وَلَبِسَ ثَوْبًا حَشِنًا حَشِنًا .

৩৫৫৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশমী কাপড় পরেছেন, ছেড়া জুতা পরেছেন এবং মোটা কাপড়ও পরেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

কোন ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধানের সময় যে দোয়া পড়বে।

৩৫৫৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ
زَيْدٍ ثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا
فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَآتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَآتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثُّوبِ
الَّذِي أَخْلَقَ أَوْ أَلْقَى فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنْفِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي سِتْرِ
اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا قَالَهَا ثَلَاثًا .

৩৫৫৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাতাব (রা) নতুন কাপড় পরে বলেন, “আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী মা উওয়ারী বিহি আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহি ফী হায়াতী” (সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এমন বস্ত্র পরিধান করিয়েছেন যা দিয়ে আমি আমার লজ্জাস্থান ঢাকতে পারি এবং আমার জীবনযাত্রাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারি)। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধানকালে এই দোয়া পড়বে, “আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী উয়ারী বিহি আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহি ফী হায়াতী”, অতঃপর পুরাতন কাপড়খানা রেখে দেয়ার ইচ্ছা করে তা দান করে দেয়, তবে সে জীবনে ও মরণে আল্লাহর আশ্রয়ে ও আল্লাহর হেফাজতে থাকবে। কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

৩৫৫৮ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْبَانًا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَيْضَ فَقَالَ ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ قَالَ لَا بَلْ غَسِيلٌ قَالَ الْبَسْ جَدِيدًا وَعَشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا .

৩৫৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-র পরনে একটি সাদা জামা দেখতে পেয়ে বলেন : তোমার এ কাপড় ধোয়া না নতুন? তিনি বলেন, না, বরং ধৌত করা। তিনি বলেন : নতুন কাপড় পরিধান করো, উত্তম জীবন যাপন করো এবং শহিদী মৃত্যু বরণ করো।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ مَا نُهِِيَ عَنْهُ مِنَ اللَّبَاسِ

যেসব পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৩৫৫৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ لِبَسْتَيْنِ فَمَأْمَا اللَّيْثَانِ فَاشْتِمَالَ الصَّمَاءِ وَالْأَحْتَبَاءِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

৩৫৫৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পরিধানের দুইটি পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন। অতএব সেই দুইটি পদ্ধতি হলো : (১) এক কাঁধ খোলা রেখে একই চাদর গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয়া এবং (২) একই কাপড়ে পেট, উরু ও পায়ের গোছা ঢেকে নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দুই হাটু উঁচু করে বসা এবং লজ্জাস্থানে এর কোন অংশ না থাকা।

৩৫৬০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَعَنِ الْأَحْتِبَاءِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ يُفْضَى بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ .

৩৫৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পরিধানের দুইটি পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন : (১) এক কাঁধ খোলা রেখে একই চাদর গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয়া এবং (২) একই কাপড়ে পেট, উরু ও পায়ের গোছা ঢেকে নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দুই হাঁটু উঁচু করে বসা এবং লজ্জাস্থানে এর কোন অংশ না থাকা।

৩৫৬১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَالْأَحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ إِلَى السَّمَاءِ .

৩৫৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পরিধানের দুইটি পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন : (১) এক কাঁধ খোলা রেখে একই চাদর সমস্ত শরীরে জড়িয়ে নেয়া এবং (২) একই কাপড়ে পেট, উরু ও পায়ের গোছা ঢেকে তোমার নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দুই হাঁটু উঁচু করে বসা এবং লজ্জাস্থানে এর কোন অংশ না থাকা।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ لُبْسِ الصُّوفِ

পশমী পোশাক পরিধান।

৩৫৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي يَا بَنِي لَوْ شَهِدْتَنَا وَتَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ لَحَسِبْتَ أَنْ رِيحَنَا رِيحَ الضَّأْنِ .

৩৫৬২। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, হে বৎস! বৃষ্টির সময় তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের দেখতে তবে অবশ্যই তুমি আমাদের শরীরের গন্ধকে মেঘের গন্ধ বলে অনুভব করতে।

৩৫৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُسْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ ضَيْقَةُ الْكُمَيْنِ فَصَلَّى بِنَا فِيهَا
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا .

৩৫৬৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকীর্ণ হাতাবিশিষ্ট একটি রুমীয় পশমী জুব্বা পরিহিত অবস্থায় আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন। তিনি সেটি পরিহিত অবস্থায় আমাদের সাথে নামায পড়লেন। এটি ছাড়া তাঁর শরীরে (উপরাংশে) আর কিছু ছিলো না।

৩৫৬৪ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ
ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ السَّمْطِ حَدَّثَنِي الْوَضِئِيُّ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ
عَلْقَمَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ
عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ .

৩৫৬৪। সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার পর তাঁর পরিধানের পশমী জুব্বা উষ্টিয়ে তা দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মুছলেন।

৩৫৬৫ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ الْفَضْلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ
بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسِمُ غَنَمًا فِي أذَانِهَا
وَرَأَيْتُهُ مُتَزَرًّا بِكِسَاءٍ .

৩৫৬৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেষ পালের কানে দাগ দিতে দেখেছি এবং তাঁকে একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ

সাদা পোশাক পরিধান।

৩৫৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ ابْنِ
خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ ثِيَابِكُمُ
الْبَيَاضُ فَالْبَسُوهَا وَكَفِّنُوهَا فِيهَا مَوْتَاكُمْ .

৩৫৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের পোশাকের মধ্যে উত্তম হলো সাদা পোশাক। অতএব তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরো এবং তা দিয়া তোমাদের মৃতদের কাফন দাও (বু, মু, দা, তি)।

৩৫৬৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَسُوا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ .

৩৫৬৭। সামুয়া ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরিধান করো। কেননা তা অধিক পবিত্র ও উত্তম।

৩৫৬৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ الْأَزْرَقُ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ثَنَا مَرْوَانَ بْنَ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمْ اللَّهَ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ .

৩৫৬৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কবরসমূহে ও মসজিদসমূহে আল্লাহর সাথে সাদা পোশাকে সাক্ষাত করাই তোমাদের জন্য উত্তম।

অনুচ্ছেদ ৪ ৬

بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ

যে ব্যক্তি অহংকারবশে পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দেয়।

৩৫৬৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّيَّ يَجْرُ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৫৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশে নিজের পরিধেয় বস্ত্র গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না (মা, বু, মু, তি, না)।

৩৫৭০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ أَزَارَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَلَقَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بِالْبَلَاطِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَأَشَارَ إِلَيَّ أُذُنِيهِ سَمِعْتَهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي .

৩৫৭০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারে মত্ত হয়ে তার পরিধেয় বস্ত্র গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। রাবী আমাশ (র) বলেন, আমি 'বালাত' নামক স্থানে ইবনে উমার (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি তার নিকট পেশ করলাম। তিনি তার দুই কানের দিকে ইশারা করে বলেন, আমার এই দুই কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা আত্মস্থ করেছে।

৩৫৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَرْبَابِي هُرَيْرَةَ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ يَجْرُ سَبْلَهُ فَقَالَ يَا بَنِي أَخِي إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৫৭১। আবু সালামা (রা) থেকে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। আবু সালামা (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-এর পাশ দিয়ে এক কোরাইশ যুবক তার পরিধেয় বস্ত্র পায়েয় গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার পরিধেয় বস্ত্র গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ مَوْضِعِ الْأَزَارِ أَيْنَ هُوَ

পরিধেয় বস্ত্রের সর্বনিম্ন সীমা।

৩৫৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَسْفَلِ عِصْلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْأَزَارِ فَإِنْ آبَيْتَ فَاسْفَلَ فَإِنْ آبَيْتَ فَانِ آبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْأَزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ .

৩৫৭২। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার (অপর বর্ণনায় তাঁর নিজের) জুঙঘার পশ্চাদভাগ ধরে বললেন : এই হলো লুঙ্গির (সর্বনিম্ন) স্থান। তুমি যদি তা মানতে না চাও তবে আরো নিচে, যদি তাও মানতে না চাও আরো নিচে (নামাতে পারো)। যদি তুমি তাও মানতে না চাও তবে পায়ের গোছার নিচে যাওয়ার অধিকার লুঙ্গির নাই।

৩৫৭২(১) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حَذِيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৫৭২(১)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-আবু ইসহাক-মুসলিম ইবনে নুযাইর-হুযায়ফা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বেক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৫৭৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فِي الْأَزَارِ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَرْزَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ يَقُولُ ثَلَاثًا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ أَرْزَاهُ بَطْرًا .

৩৫৭৩। আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লুঙ্গি সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মুমিন ব্যক্তির লুঙ্গি তার দুই জুঙঘার মধ্যাংশ পর্যন্ত (প্রলম্বিত হতে পারে), তবে জুঙঘা থেকে গোছা পর্যন্ত (প্রলম্বিত হওয়ায়) কোন দোষ নেই। কিন্তু গোছার নিম্নাংশে পৌঁছলে তা জাহান্নামে যাবে। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার লুঙ্গি (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে পরে, আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

৩৫৭৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا سُفْيَانَ ابْنَ سَهْلٍ لَا تَسْبِلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ .

৩৫৭৪। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে সুফিয়ান ইবনে সাহল! পরিধেয় বস্ত্র (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে পরো না। কারণ আল্লাহ তাআলা এভাবে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে পরিধানকারীদের পছন্দ করেন না।^১

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ بُسِّ الْقَمِيصِ

জামা পরিধান।

৩৫৭৫ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ ثَنَا أَبُو تَمِيْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الْقَمِيصِ .

৩৫৭৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জামার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন পোশাক ছিলো না (আ, দা, না, তি)।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ طَوْلِ الْقَمِيصِ كَمْ هُوَ

জামা কতখানি লম্বা হবে?

৩৫৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَسْبَالُ فِي الْأَزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَغْرَبَهُ .

১. ইবনে হাজার আল-আসকালানী (র) বলেন, অহংকারবশে পায়ের গোছার নিচে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে পরা কবীরা শুনাহ এবং অহংকার ব্যতীত পরা তিরস্কারযোগ্য, তবে হারাম নয়। ইবনে আবদুল বার (র) বলেন, এই অভ্যাস তিরস্কারযোগ্য যে কোন অবস্থায়। ইমাম নববী (র) বলেন, অহংকারবশে তা হারাম এবং অহংকার ব্যতীত মাকরুহ। ইমাম শাফিঈ (র) এই মতই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, জুঙঘার অর্ধাংশ পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র বুঝানো মুস্তাহাব, গোছার উপরিভাগ পর্যন্ত বৈধ, মাকরুহ নয়, গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলানো অহংকারবশে হারাম এবং অহংকারবিহীনভাবে মাকরুহ তানযীহ। তিরমিযীর ভাষ্যকার আবদুর রহমান মুবারকপুরী (র) বলেন, এই অভ্যাসে অহংকার প্রকাশ পায়, যদিও পরিচ্ছদ পরিধানকারীর অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্য না থাকে। যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি কাপড় গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরা থেকে

সাবধান হও। কারণ এভাবে কাপড় ঝুলানো অহংকারের অন্তর্ভুক্ত (মুসনাদে আহমাদ)। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুফিয়ান ইবনে সুহাইল (রা)-র চাদর স্পর্শ করে বলতে শুনেছি : হে সুফিয়ান! এভাবে ঝুলিয়ে পরো না। কারণ আল্লাহ তাআলা এভাবে পরিচ্ছদ ঝুলিয়ে পরিধানকারীকে পছন্দ করেন না (নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

জাবির ইবনে সুলাইম (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তোমার লুঙ্গি বা পাজামা জংঘার অর্ধাংশ স্থান পর্যন্ত উত্তোলন করে রাখো। যদি তাতে রাজী না হও তবে পায়ের গোছা পর্যন্ত (তার নিচে নয়)। কাপড় (গোছার নিচে পর্যন্ত) ঝুলিয়ে পরা থেকে সতর্ক হও। কারণ তা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তাআলা অহংকার পছন্দ করেন না (আবু দাউদ)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত প্রলম্বিত করে মাটিতে) হেঁচড়ায় তার প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না। তখন আবু বাকর (রা) বলেন, আমার লুঙ্গির একদিক হেঁচড়ায়, কিন্তু তবুও আমি এ ব্যাপারে সতর্ক থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যারা অহংকারবশে তা করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও (আবু দাউদ)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত) ঝুলন্ত অবস্থায় নামায পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : যাও, তুমি উযু করে এসো। তদনুযায়ী সে উযু করে আসলে তিনি আবারও বলেন, যাও, তুমি উযু করে এসো। তখন এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি ব্যাপার আপনি তাকে উযু করে আসতে বলেন, অতঃপর তার সম্পর্কে নীরব থাকেন। তিনি বলেন : সে তার লুঙ্গি (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত) ঝুলন্ত অবস্থায় নামায পড়েছে। আল্লাহ তাআলা পরিধেয় বস্ত্র ঝুলন্তকারীর নামায কবুল করেন না (আবু দাউদ)। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে শুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা কারা? এরা তো ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কথা তিনবার বলেন এবং আমি জিজ্ঞেস করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা কারা? এরা তো ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ। তিনি বলেন : পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিম্নাংশ পর্যন্ত) ঝুলিয়ে পরিধানকারী, উপকার করে তার খোঁটাদানকারী ও মিথ্যা শপথ করে স্বীয় পণ্য বিক্রয়কারী (আবু দাউদ)। হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার (অপর বর্ণনায় তার নিজের) জঙ্ঘার পশ্চাদভাগ ধরে বলেন : এই হলো লুঙ্গির (সর্বনিম্ন) স্থান। তুমি যদি তা মানতে না চাও তবে আরো নিচে, যদি তাও মানতে না চাও তবে আরও নিচে (নামাতে পারো)। যদি তুমি তাও মানতে না চাও তবে পায়ের গোছার নিচে যাওয়ার অধিকার লুঙ্গির নাই (ইবনে মাজা)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মুমিন ব্যক্তির লুঙ্গি তার দুই জঙ্ঘার মধ্যভাগ পর্যন্ত (প্রলম্বিত হতে পারে), তবে জঙ্ঘা থেকে গোছা পর্যন্ত কোন দোষ নাই। কিন্তু গোছার নিম্নাংশে পৌঁছলে তা জাহান্নামে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা তিনবার বলেন (ইবনে মাজা)। অবশ্য মহিলাগণের জন্য পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র প্রলম্বিত করা দৃশ্যীয় নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে উত্তম (অনুবাদক)।

৩৫৭৬। সালাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'ইসবাল' (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান) লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ির বেলায়ই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি অহংকারবশে কোন কিছু (পায়ের গোছার নিচে) ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে ফিরে তাকাবেন না। রাবী আবু বাকর (র) বলেন, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে কিছুটা অপ্রসিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ كُمِّ الْقَمِيصِ كَمَا يَكُونُ

জামার হাতার দৈর্ঘ্য।

৩৫৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ ثَنَا أَبُو غَسَّانٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثَنَا أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ الْيَدَيْنِ وَالطَّوْلِ .

৩৫৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ক্ষুদ্র হাতাবিশিষ্ট জামা পরিধান করতেন।

অনুচ্ছেদ : ১১

بَابُ حَلِّ الْأَزْرَاقِ

জামার বোতাম খোলা রাখা।

৩৫৭৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ وَأَنْ زِرُّ قَمِيصِهِ لِمَطْلَقٍ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ إِلَّا مُطْلَقَةً أَزْرَاقُهُمَا .

৩৫৭৮। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁর হাতে বাইআত হলাম। তাঁর জামার বোতামগুলো খোলা ছিল। রাবী উরওয়া (র) বলেন, তাই আমি শীতকালে বা গ্রীষ্মকালে মুআবিয়া ও তার ছেলের জামার বোতাম খোলা রাখতে দেখেছি।

بَابُ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ

পায়জামা পরিধান ।

৩৫৭৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ تَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالُوا تَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ آتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَائِلَ .

৩৫৭৯। সুয়াইদ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে এসে দরদাম করে পায়জামা খরিদ করলেন।

بَابُ ذَيْلِ الْمَرَأَةِ كَمَا يَكُونُ

স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল কতখানি (দীর্ঘ হবে)?

৩৫৮০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُعْتَمِرِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا تَجْرُؤُ الْمَرَأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ شِبْرًا قُلْتُ إِذَا يَنْكَشِفَ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ .

৩৫৮০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন নারী তার পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল কতখানি (নিচে) ঝুলিয়ে পরতে পারে? তিনি বলেন : (গোরালি থেকে) এক বিঘত পরিমাণ (উপরে রাখবে)। আমি বললাম, এতে তো তার পা উদাম হয়ে থাকবে। তিনি বলেন : তাহলে সে এক হাত পরিমাণ নিচে ঝুলিয়ে রাখবে, তার বেশি নয় (না, তি)।

৩৫৮১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رُحِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعًا فَكُنَّ يَأْتِينَ فَنَذَرْنَ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا .

৩৫৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে এক হাত পরিমাণ আঁচল লম্বা করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। নারীরা আমাদের নিকট এলে আমরা তাদেরকে কাঠি দ্বারা এক হাত পরিমাণ মেপে দেখিয়ে দিতাম।

৩৫৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ ذِيكَ ذِرَاعٌ .

৩৫৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা (রা) অথবা উম্মু সালামা (রা)-কে বলেন : তোমার পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল এক হাত পরিমাণ লম্বা হতে পারে।

৩৫৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمِ عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي ذِيُولِ النِّسَاءِ شِبْرًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا تَخْرُجُ سَوْقُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ .

৩৫৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল সম্পর্কে বলেন : তা এক বিঘত পরিমাণ (গোড়ালির উপরে থাকবে)। আয়েশা (রা) বললেন, তাহলে তো তাদের পায়ের জুঙঘা অনাবৃত হয়ে যাবে। তিনি বলেন : তবে এক হাত পরিমাণ (নিচের দিকে) লম্বা হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৪

بَابُ الْعِمَامَةِ السُّودَاءِ

কালো পাগড়ি।

৩৫৮৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ .

৩৫৮৪। আমর ইবনে ছরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিন্বারের উপর খুতবা দিতে দেখেছি।

৩৫৮৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ .

৩৫৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করেন।

৩৫৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنَانَا مُوسَى بْنُ عَبِيدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ
عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ .

৩৫৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করেন।

অনুচ্ছেদ : ১৫

بَابُ اِرْحَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكُتْفَيْنِ

দুই কাঁধের মাঝ বরাবর পাগড়ির প্রান্তভাগ ঝুলানো।

৩৫৮৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ
ابْنُ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ
سَوْدَاءٌ قَدْ اِرْحَى طَرْفَيْهَا بَيْنَ كُتْفَيْهِ .

৩৫৮৭। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মাথার কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর পাগড়ির দুই প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের মাঝ বরাবর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুচ্ছেদ : ১৬

بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ

রেশমী বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ।

৩৫৮৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي
الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ .

৩৫৮৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করলো, আখেরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

৩৫৮৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ
أَشْعَثِ ابْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَنِ الدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْأَسْتَبْرَقِ .

৩৫৮৯। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীবাজ, হারীর ও ইসতাবরাক নিষিদ্ধ করেছেন।^২

৩৫৯০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَقَالَ هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ .

৩৫৯০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী বস্ত্র ও সোনার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন : এটা দুনিয়াতে তাদের (কাফেরদের) জন্য এবং আখেরাতে আমাদের জন্য।

৩৫৯১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءً مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ ابْتَعْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ لِلْوَفْدِ وَلِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ .

৩৫৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) লাল বর্ণের একটি ছদ্মা (রেশম মিশ্রিত চাদর) দেখে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাত দানকালে এবং জুমুআর দিন ব্যবহারের জন্য যদি আপনি এটা কিনতেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটা এমন লোকে পরতে পারে , আখেরাতে যার কোন অংশ নেই।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ مَنْ رُحِّصَ لَهُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

যাকে রেশমী বস্ত্র পরাধানের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

৩৫৯২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ نَبَّأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَكَعْبِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قَمِيصَيْنِ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا حِكَّةٌ

২. দীবাজ (খাঁটি রেশমী বস্ত্র), ইসতাবরাক (মোটা রেশমী বস্ত্র), হারীর (মিহি রেশমী বস্ত্র), মীসারা (ব.ব.মায়াসির=তুলতুলে রেশমী বস্ত্র), কাসসী (মিসরে উৎপাদিত এক প্রকার রেশমী বস্ত্র) ইত্যাদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকারের রেশমী বস্ত্র (অনুবাদক)।

৩৫৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে তাদের চর্মরোগের কারণে রেশমী জামা পরার অনুমতি দেন।

অনুচ্ছেদ : ১৮

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَلَمِ فِي الثُّوبِ

কাপড়ে চিহ্ন লাগানোর অনুমতি।

৩৫৯৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالِدَيْبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ثُمَّ أَشَارَ بِإصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ الرَّابِعَةَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ

৩৫৯৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হারীর ও দীবাজ এতটুকু পরিমাণের অধিক ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। অতঃপর তিনি তার হাতের প্রথম আংগুল, এরপর দ্বিতীয়টি, এরপর তৃতীয়টি এবং এরপর চতুর্থটি দিয়ে ইশারা করলেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন।

৩৫৯৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى عِمَامَةً لَهَا عَلَمٌ فَدَعَا بِالْجَلْمَيْنِ فَقَصَّهُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ بُوَسًّا لِعَبْدِ اللَّهِ يَا جَارِيَةُ هَاتِي جِبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْ بِجِبَّةٍ مَكْفُوفَةٍ الْكُمَيْنِ وَالْجَيْبِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالِدَيْبَاجِ

৩৫৯৪। আসমা (রা)-র মুক্তদাস আবু উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে রেশমী বস্ত্রের প্রান্তযুক্ত একটি পাগড়ি ক্রয় করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি কাঁচি আনিয়ে তা কেটে ফেলেন। আমি আসমা (রা)-র নিকট প্রবেশ করে বিষয়টি তার নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, আবদুল্লাহর জন্য দুঃখ হয়। হে মেয়ে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুব্বাটা নিয়ে এসো। সে জুব্বাটা নিয়ে আসলো, যার দুই হাতা, গলা ও বুকে রেশমের 'ফিতা' লাগানো ছিল।

بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

মহিলাদের রেশমী বস্ত্র ও সোনা ব্যবহার ।

৩৫৯৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ أَبِي الْأَفْلَحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ ذُكُورٍ أُمَّتِي حِلٌّ لِأُنثَاهُمْ .

৩৫৯৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাম হাতে কিছু রেশমী বস্ত্র এবং ডান হাতে কিছু সোনা নিলেন এবং সেগুলোসহ তাঁর দুই হাত উপরে তুলে বলেন : আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য এ দু'টির ব্যবহার হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।

৩৫৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي فَاخْتَةَ حَدَّثَنِي هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً مَكْفُوفَةً بِحَرِيرٍ أَمَّا سَدَاهَا وَأَمَّا لِحْمَتُهَا فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بِهَا الْبَسُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ اجْعَلْهَا خُمْرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ .

৩৫৯৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমী সূচিকর্ম খচিত একটি চাদর উপহার দেয়া হলো, যার টানা অথবা পড়েন ছিল রেশমী সূতার। তিনি সেটি লোক মারফত আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা দিয়ে আমি কি করবো, আমি কি এটা পরবো? তিনি বলেনঃ না, এটা দ্বারা ফাতেমাদের ওড়না বানিয়ে দাও।

৩৫৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْأَفْرِقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي

৩. “ফাতেমাদের” দ্বারা রাসূল-কন্যা ফাতিমা (রা), আলী (রা)-র মাতা ফাতিমা এবং হামযা (রা)-র কন্যা ফাতিমাকে বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

أَحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَيَّ ذُكُورِ
أُمَّتِي حِلٌّ لَنَاثِمِهِمْ .

৩৫৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন। তাঁর এক হাতে ছিল একটি রেশমী বস্ত্র এবং অপর হাতে ছিল এক টুকরা সোনা। তিনি বলেন : এ দু'টি জিনিস আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।

৩৫৯৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ
قَالَ رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِرَاءً .

৩৫৯৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যয়নব (রা)-র পরিধানে লাল রং-এর রেশমী কাপড়ের জামা দেখেছি।

অনুচ্ছেদ : ২০

بَابُ لُبْسِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

পুরুষদের লাল রংয়ের কাপড় ব্যবহার।

৩৫৯৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَتَرَجِلًا فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ

৩৫৯৯। বারআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাল রং-এর পোশাকে ও পরিপাটি চুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর আর কাউকে আমি দেখিনি।

৩৬০০ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ بَرَادٍ بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ
بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَاضِي مَرْوَانَ
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَأَقْبَلَ
حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْتُرَانِ وَيَقُومَانِ فَتَزَلَّ النَّبِيُّ ﷺ
فَأَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ) رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ ثُمَّ أَخَذَ فِي حُطْبَتِهِ .

৩৬০০। অবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন (শিশু) হাসান ও হোসাইন (রা) লাল জামা পরিহিত অবস্থায় আছাড়-পাছাড় খেতে খেতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বাব থেকে নেমে এসে তাদের উভয়কে তাঁর কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন, “তামাদের সম্পদ ও সম্মান-সম্মতি তো পরীক্ষাবিশেষ” (সূরা তাগাবুন : ১৫)। এ দু’জনকে দেখে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। অতঃপর তিনি আবার খুতবা দিতে শুরু করেন।

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُعْصِفِرِ لِلرِّجَالِ

পুরুষদের জন্য হলুদ রং-এর পোশাক পরিধান মাকরুহ।

৩৬০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুফাদ্দাম’ পরতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি হাসান ইবনে সুহাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘মুফাদ্দাম’ কি? তিনি বলেন, হলুদ রং-এ রঞ্জিত বস্ত্র।

৩৬০২। আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং আমি বলি না যে, তোমাদেরকেও হলুদ রং-এ রঞ্জিত পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন।

৩৬০৩। আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং আমি বলি না যে, তোমাদেরকেও হলুদ রং-এ রঞ্জিত পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন।

৩৬০৪। আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং আমি বলি না যে, তোমাদেরকেও হলুদ রং-এ রঞ্জিত পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন।

৩৬০৩। আমার ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আযাখির উপত্যকা থেকে আসছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন, আমার পরনে ছিল হলুদ রং-এ রঞ্জিত লুঙ্গি। তিনি বলেনঃ এটা কি? আমি তাঁর কিসে অপসন্দ তা অনুভব করলাম। আমি আমার পরিজনের কাছে এলাম, তখন তারা তাদের চুলায় আঙুন ধরাচ্ছিল। আমি লুঙ্গিটি চুলায় নিক্ষেপ করলাম। পরদিন সকালে আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বলেন : হে আবদুল্লাহ! লুঙ্গিটা কি করেছো? বিষয়টি আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন : তোমার পরিবারের কাউকে তা পরতে দিলে না কেন? কেননা নারীদের এই রং ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই।

অনুচ্ছেদ : ২২

بَابُ الصَّفْرَةِ لِلرِّجَالِ

পুরুষলোকদের হলুদ বর্ণের পোশাক পরিধান।

৩৬০৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْوَرَسِ عَلَى عُنُقِهِ .

৩৬০৪। কায়েস ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসেন। আমরা তাঁর ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য পানি রাখি। তিনি গোসল করলেন। আমি তাঁর জন্য হলুদ রং-এর একটি চাদর নিয়ে এলাম। আমি তাঁর পিঠে হলুদ রং-এর ছাপ দেখতে পেলাম।

অনুচ্ছেদ : ২৩

بَابُ الْبَسِّ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَاكَ سَرْفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

অপচয় ও অহংকার এড়িয়ে তুমি যে কোন ধরনের পোশাক পরতে পারো।

৩৬০৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّوْا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ اسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ .

৩৬০৫। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা পানাহার করো, দান-খয়রাত করো এবং পরিধান করো যাবত না তার সাথে অপচয় বা অহংকার যুক্ত হয়।

অনুচ্ছেদ : ২৪

بَابُ مَنْ لَبَسَ شُهْرَةَ مِنَ الثِّيَابِ

যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের মানসে পোশাক পরে।

৩৬০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের মানসে পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন।

৩৬০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের মানসে পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন।

৩৬০৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যশ লাভের উদ্দেশ্যে পোশাক পরে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করবেন।

৩৬০৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যশ লাভের উদ্দেশ্যে পোশাক পরে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করবেন।

৩৬০৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি যশের পোশাক পরে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রম্বেপ করবেন না যাবত না তাকে যেখানে ইচ্ছা ফেলে রাখেন।

৩৬০৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি যশের পোশাক পরে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রম্বেপ করবেন না যাবত না তাকে যেখানে ইচ্ছা ফেলে রাখেন।

بَابُ لُبْسِ جُلُودِ الْمَيِّتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

যে ব্যক্তি মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর পরিধান করে ।

৩৬০৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ .

৩৬০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে কোন চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলেই তা পাক হয়ে যায়।

৩৬১০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَدَبَّغَتْهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا .

৩৬১০। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার মুক্তদাসীকে যাকাত থেকে একটা বকরী দান করেছিলেন। বকরিটি মারা গেলে তা ফেলে দেয়া হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটির পাশ অতিক্রমকালে বলেন : এরা এর চামড়াটা খুলে নিলো না কেন, এটা প্রক্রিয়াজাত করে কাজে লাগাতে পারতো! সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো মৃত। তিনি বলেন : মৃত জীব খাওয়া হারাম।

৩৬১১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ فَمَاتَتْ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا ضَرُّ أَهْلِ هَذِهِ لَوْ انْتَفَعُوا بِهَا .

৩৬১১। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক উম্মুল মুমিনীনের একটি বকরী মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি অতিক্রমকালে বলেন : তারা এর চামড়াটা কাজে লাগালে তাদের কোন ক্ষতি হতো না।

৩৬১২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .

৩৬১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর তা কাজে লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৬

بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

যে ব্যক্তি মৃতজীবের চামড়া ও শিরা কাজে লাগানো নাজায়েয মনে করে।

৩৬১৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلِّهِمْ
عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ أَتَانَا
كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .

৩৬১৩। আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এই মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনামা এলো : তোমরা মৃতজীবের চামড়া ও শিরা কোন কাজে ব্যবহার করো না।

অনুচ্ছেদ : ২৭

بَابُ صِفَةِ النَّعَالِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্যান্ডেল।

৩৬১৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عَبْدِ
لِلَّهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قِبَالَانِ
مَشْنِيَّ شِرَاكُهُمَا .

৩৬১৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতাজোড়ার সামনের দিকে দু'টি ফিতা ছিলো।

২৬১০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قِبَالَانِ .

৩৬১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতাজোড়ার দু'টি ফিতা ছিলো।

অনুচ্ছেদ : ২৮

بَابُ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا

জুতা পরিধান করা ও তা খুলে রাখা।

৩৬১৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمْنِيِّ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرِيِّ .

৩৬১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ জুতা পরিধানের সময় যেন ডান পায়ে আগে পরে এবং খোলার সময় যেন বাম পায়ে জুতা আগে খোলে (বু, মু, তি, আ)।

অনুচ্ছেদ : ২৯

بَابُ الْمَشْيِ فِي النُّعْلِ الْوَاحِدِ

এক পায়ে জুতা পরে হাঁটা।

৩৬১৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ لِيُخْلِعَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَمْشِيَ فِيهِمَا جَمِيعًا .

৩৬১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে বা এক পায়ে মোজা পরে না হাঁটে। হয় সে উভয় পায়ে জুতা পরবে, অন্যথা উভয় পা খোলা রাখবে (বু, মু, তি)।

অনুচ্ছেদ : ৩০

بَابُ الْأَنْتِعَالِ قَائِمًا

দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরা।

৩৬১৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعَلَ الرَّجُلُ قَائِمًا .

৩৬১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরতে নিষেধ করেছেন (তি)।

৩৬১৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْتَعَلَ الرَّجُلُ قَائِمًا .

৩৬১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩১

بَابُ الْخِفَافِ السُّودِ

কালো মোজা।

৩৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحِ الْكِنْدِيِّ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُفَيْنِ سَاذَجِينَ أَسْوَدَيْنِ فَلَبِسَهُمَا .

৩৬২০। বুয়াদা (রা) থেকে বর্ণিত। নাজ্জাশী (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিশমিশে কালো রংয়ের একজোড়া মোজা উপঢৌকন দেন। তিনি তা পরিধান করেন।

অনুচ্ছেদ : ৩২

بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَاءِ

মেহেদির খেঁষাব।

৩৬২১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَارٍ يُخْبِرَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَحَالْفُؤْمِ .

৩৬২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইহুদী ও খৃস্টানরা খেযাব ব্যবহার করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করো।^৪

৩৬২২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَدْرِيسَ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيْرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتْمُ .

৩৬২২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেসব জিনিস দিয়ে তোমরা বার্ধক্যকে পরিবর্তন করতে পারো তার মধ্যে মেহেদি ও কাতাম হলো সর্বোত্তম।

৩৬২৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَخْضُوبًا بِالْحِنَاءِ وَالْكُتْمِ .

৩৬২৩। উসমান ইবনে মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। রাবী বলেন, তিনি আমার সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু চুল বের করলেন, যা মেহেদি ও কাতাম দ্বারা রঞ্জিত ছিল।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

بَابُ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

কালো খেযাব ব্যবহার।

৩৬২৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ رَأْسُهُ ثَغَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتَغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ

৩৬২৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হলো। তার মাথার চুল ছিল ধবধবে সাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তাকে তার কোন স্ত্রীর নিকট নিয়ে যাও এবং সে যেন তার (চুলের) রং পরিবর্তন করে দেয়। তবে তোমরা তার জন্য কালো রং পরিহার করো।

৪. বুখারী, নং ৩৪৬২, ৫৮৯৯; মুসলিম, ৫৫১০; আবু দাউদ, ৪২০৩; নাসাই, ৫২৪৩ (অনুবাদক)।

৩৬২৫- حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكْرِيَّا الرَّاسِبِيُّ ثَنَا دَقَّاعُ بْنُ دَعْفَلِ السَّدُوسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لِهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ .

৩৬২৫। সুহাইব আল-খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যা দিয়ে চুল রঙ্গিন করো-তার মধ্যে এই কালো খেযাব খুবই উত্তম। তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টিকর।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

بَابُ الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

হলুদ রংয়ের খেযাব ব্যবহার।

৩৬২৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنْ عُبَيْدَ بْنَ جُرَيْجٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُكَ تُصْفِرُ لِحْيَتَكَ بِالْوَرْسِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَا تَصْفِيرِي لِحْيَتِي فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصْفِرُ لِحْيَتَهُ .

৩৬২৬। সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে জুরাইজ (র) ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো আপনাকে ওয়ারস ঘাসের রং দিয়ে আপনার দাড়ি রঞ্জিত করতে দেখছি। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমার দাড়ি হলুদ রংয়ে রঞ্জিত করার কারণ এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দাড়ি হলুদ রংয়ে রঞ্জিত করতে দেখেছি।

৩৬২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالكَتْمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ . قَالَ وَكَانَ طَاوُسٌ يُصْفِرُ .

৩৬২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহেদির খেযাব ব্যবহারকারী এক লোকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন : এটা কতই না উত্তম! অতঃপর তিনি মেহেদি ও কাতামের খেযাব গ্রহণকারী এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করার সময় বলেন : এটা ওটার চেয়েও উত্তম। অতঃপর তিনি হলুদ রঙের খেযাব গ্রহণকারী এক ব্যক্তিকে অতিক্রমকালে বলেন : এটা ঐ সবগুলোর চেয়ে উত্তম। রাবী বলেন, তাউস (র) হলুদ রঙের খেযাব ব্যবহার করতেন।^৫

অনুচ্ছেদ : ৩৫

بَابُ مَنْ تَرَكَ الْخِضَابَ

যে ব্যক্তি খেযাব বর্জন করে।

৩৬২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ يَعْنِي عَنَقَتَهُ .

৩৬২৮। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অংশটা অর্থাৎ তাঁর চিবুকের নিচের ও উপরের কিছু চুল সাদা দেখেছি।

৩৬২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَخْضَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا نَحْوَ سَبْعَةِ عَشَرَ أَوْ عِشْرِينَ شَعْرَةً فِي مُقَدِّمِ لِحْيَتِهِ .

৩৬২৯। হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খেযাব ব্যবহার করেছেন? তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর দাড়ির সম্মুখভাগে মাত্র সতের বা বিশটি সাদা চুল দেখেছেন।

৫. কাতাম এক প্রকার ঘাস, যার রস কালো এবং যা খেযাবরূপে ব্যবহৃত হত (অনু.)। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) কাতাম (কালো রস নিঃসারী এক প্রকার ঘাস) ও মেহেদির খেযাব ব্যবহার করতেন এবং উমার ফারুক (রা) কেবল মেহেদির খেযাব ব্যবহার করতেন। এতে জানা গেল যে, আবু বাক্‌র (রা) সব সময় উভয় বস্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত খেযাব ব্যবহার করতেন। কারণ শুধু কাতামের রং ব্যবহারে চুল কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তা নিষিদ্ধ ও খুব নিন্দনীয় যা অন্য হাদীস থেকে জানা যায় (কারামাত আলী জৌনপুরী)।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক সাহেব তাঁর বাংলা (অনূদিত) বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ডের (২৫১ নং পৃষ্ঠায়) ২২৬৯ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো : আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহুদী-নাসারাগণ চুল-দাড়িতে রং ব্যবহার করে না, তোমরা তাদের রীতি বর্জন করে চলো (সহীহ মুসলিম ও তিরমিযীতেও উদ্ধৃত)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে চুল-দাড়ি রং করতে বলা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ রঙ্গের উল্লেখ হয় নাই, এতদ্দ্বিষ্টে এক শ্রেণীর আলেম বিনা দ্বিধায় কালো রং কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলেছেন। কিন্তু মুসলিম শরীফে কালো খেযাব নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ থাকায় অপর এক শ্রেণীর আলেম তা নাজায়েয বলেছেন। উভয় হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানকল্পে এক শ্রেণীর আলেম বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শেহাব যুহরীর বিবৃতি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন—

كنا نخضب السواد اذا كان الوجه جديدا فلما نقص الوجه والاسنان تركناه
অর্থ : “আমরা কালো খেজাব ব্যবহার করতাম যাবত চেহারার উপর ভাঙ্গন সৃষ্টি না হত। আর যখন চেহারার উপর ভাঙ্গন এসে যেত এবং দাঁতও খসিয়ে পড়ত তখন কালো খেজাব বর্জন করতাম” (ফতহুল বারী, ২-০২)।

সাহাবীগণের মধ্যে সাদ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রা), ওকবা ইবনে আমের (রা), হাসান (রা) এবং হোসাইন (রা) কালো খেজাব ব্যবহার জায়েয বলতেন (শায়খুল হাদীস)।

কালো রং-এর খেযাব (চুলের কলপ) ব্যতীত অন্যান্য রং-এর খেযাব ব্যবহার বৈধ হওয়ার বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। যারা কালো খেযাব ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাদের মধ্যে আবু বাকুর (রা), সাদ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রা), আবু হুরায়রা (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা), উকবা ইবনে আমের (রা), ইমাম হাসান (রা), ইমাম হুসাইন (রা) ও জারীর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীগণের মধ্যে ইবনে শিহাব যুহরী, ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এই মত সমর্থন করেছেন। ইমাম নববী (র) কালো খেযাব ব্যবহার মাকরুহ তাহরীম বলেছেন। বস্তৃত কালো খেযাব ব্যবহার মাকরুহ তানযিহী পর্যায়ের। ইমাম তাবারানী (র) বলেন, “এখানে খেযাব ব্যবহারের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা কোনটিই অপরিহার্যরূপে পালনীয় পর্যায়ের নয় এবং এটাই সর্বজন স্বীকৃত মত। এ কারণেই এই বিষয়ে পরস্পর ভিন্নমত পোষণকারীগণ একে অপরের সমালোচনা করেননি” (সহীহ মুসলিমের নববীকৃত ভাষ্য দ্র.)।

কালো খেযাব ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা মাকরুহ তাহরীমের পর্যায়ভুক্ত হলে খেযাব না লাগিয়ে চুল-দাড়ি সাদা রাখাও মাকরুহ তাহরীমের পর্যায়ভুক্ত হতো। কারণ হাদীসে সাদা চুল-দাড়ি খেযাব ব্যবহার করে ভিন্ন রং-এ পরিবর্তনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু কোন আলেমই চুল-দাড়ি সাদা রাখাকে মাকরুহ বলেননি। কালো খেযাব ব্যবহারের অনুকূলেও রাসূলুল্লাহ (রা)-এর বাণী এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমরা যা দিয়ে চুল রংগিন করো তার মধ্যে কালো খেযাব খুবই উত্তম, তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা কাফেরদের জন্য ভীতি সৃষ্টিকর (ইবনে মাজা, কিতাবুল লিবাস, বাবুল খিদাব বিস-সাওয়াদ)।

ফাতাওয়া আলমগীরীতে বলা হয়েছে : বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, পুরুষের জন্য লাল রং-এর খেযাব ব্যবহার সুনাত এবং তা মুসলমানদের পরিচয়বাহী চিহ্ন (আলামত)। আর শত্রুবাহিনীর মধ্যে আতংক সৃষ্টির জন্য মুসলিম সৈনিকদের জন্য কালো খেযাব ব্যবহার প্রশংসনীয়। আর নারীদের জন্য আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে কারো কালো খেযাব ব্যবহার মাকরুহ, অবশ্য কতক বিশেষজ্ঞ আলেম তা সাধারণভাবেই জায়েয হিসেবে অনুমোদন করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, নারীরা যেমন পুরুষদের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করে, আমিও তেমন তাদের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করি (যাখীরা)। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে হেনা, কাতাম (কালো রংবাহী উদ্ভিজ্য) ও ওয়াসমা দ্বারা দাড়ি ও মাথার চুল খেযাব করা উত্তম। যুদ্ধাবস্থা ছাড়াও সাধারণ অবস্থায় সর্বাধিক সহীহ মত অনুযায়ী তা দূষণীয় নয় (আল-যীনাহ, ৫ খ., পৃ. ৩৫৯; আরও দ্র. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া, ২ খ., পৃ. ২৮০; মোল্লা আলী আল-কারীকৃত মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থ আল-মিরকাত, পোশাক অধ্যায়, ৮ খ., পৃ. ৩০৪ প.) (অনুবাদক)।

৩৬৩০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ عَشْرِينَ شَعْرَةً .

৩৬৩০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্বক্য বলতে ছিল গোটা বিশেক (সাদা) চুল।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

بَابُ اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالذَّوَابِ

কেশ শুদ্ধকরা বা শুদ্ধহীন রাখা।

৩৬৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ نَجِيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ وَكَهْ أَرْبَعُ غَدَائِرَ تَعْنِي ضَفَائِرَ .

৩৬৩১। মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হানী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথার চুলে চারটি বেগি ছিলো (দা, তি)।

৩৬৩২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَسَدَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ .

৩৬৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব সম্প্রদায় তাদের মাথার চুল পিছনের দিকে ছেড়ে দিতো এবং মুশরিকরা মাথার মাঝ বরাবর সিঁখি কাটতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত না হওয়া-পর্যন্ত) কিতাবীদের সাথে সামঞ্জস্যতা পছন্দ করতেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর মাথার সামনের দিকের চুল স্ব-অবস্থায় পিছনের দিকে ছেড়ে দিতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সিঁখি কাটতেন।

৩৬৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرِقُ خَلْفَ يَافُوخِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَسْدِلُ نَاصِيَتَهُ .

৩৬৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন দিকের চুলে সিঁথি কেটে দিতাম, পরে আমি তাঁর মাথার সামনের চুল স্ব-অবস্থায় পিছনের দিকে ছেড়ে দিতাম।

৩৬৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعْرًا رَجُلًا بَيْنَ أَدْنِيهِ وَمَنْكِبِيهِ .

৩৬৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ছিল সামান্য কোঁকড়ানো এবং দুই কান ও দুই কোঁধের মাঝ বরাবর ঝুলানো।

৩৬৩৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعْرٌ دُونَ الْجُمَّةِ وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ .

৩৬৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল ছিলো তাঁর কানের লতির নিম্নভাগ অতিক্রম করে প্রায় কাঁধ বরাবর প্রলম্বিত (তি)।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الشَّعْرِ

লম্বা চুল অপছন্দনীয়।

৩৬৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَلِيَّ شَعْرٍ طَوِيلٍ فَقَالَ ذُبَابٌ ذُبَابٌ فَأَنْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُهُ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ .

৩৬৩৬। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথার লম্বা চুল দেখে বললেন : দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য!! আমি ফিরে গিয়ে তা খাটো করে ফেললাম। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বলেন : আমি তো তোমার সম্পর্কে মন্তব্য করিনি। তবে এটা উত্তম।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَرْعِ

মাথার অংশবিশেষের চুল কামানো নিষেধ।

৩৬৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَرْعِ قَالِ وَمَا الْقَرْعُ قَالَ أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ وَيُتْرَكَ مَكَانٌ .

৩৬৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাযা' নিষিদ্ধ করেছেন। রাবী জিজ্ঞাসা করেন, 'কাযা' কি? ইবনে উমার (রা) বলেন, 'কাযা' হলো- শিশুর মাথার একাংশের চুল কামানো এবং একাংশের চুল রেখে দেয়া।

৩৬৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا شَبَابَةُ تَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَرْعِ .

৩৬৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার অংশবিশেষের চুল কামাতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৯

بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

আংটিতে নকশা করা।

৩৬৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ ثُمَّ نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَيَّ نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا .

৩৬৩৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি গ্রহণ করলেন এবং তার গায়ে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” খোদাই করান। অতঃপর তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যেন তার আংটিতে আমার আংটির নকশা খোদাই না করে।

৩৬৪০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ اصْطَنَعْنَا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ .

৩৬৪০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আংটি তৈরি করান, তারপর বলেন : আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তাতে কিছু নকশা করিয়েছি। সুতরাং কেউ যেন এর অনুরূপ নকশা খোদাই না করায়।

৩৬৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا يُوْسُفُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ لَهُ فَصَّ حَبَشِيٌّ وَنَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

৩৬৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি গ্রহণ করেন। তাতে আবিসিনিয় পাথর বসানো ছিল এবং তার গায়ে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” খোদাইকৃত ছিল।

অনুচ্ছেদ : ৪৪০

بَابُ النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

সোনার আংটি পরা নিষেধ।

৩৬৪২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ .

৩৬৪২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

৩৬৪৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ ابْنِ سُهَيْلٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

৩৬৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি পরা নিষিদ্ধ করেছেন।

৩৬৪৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَهْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَلَقَةً فِيهَا خَاتَمٌ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعُودٍ وَأَنَّهُ لَمُعْرَضٌ عَنْهُ أَوْ يَبْعَضُ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا بِابْنَةِ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ فَقَالَ تَحَلَّى بِهَذَا يَا بِنْتِئِ .

৩৬৪৪। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোনার একটি আংটি উপহার দেন। তাতে আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি অপছন্দ করায় একটি কাঠি বা হাতের আংগুল দ্বারা তা নিলেন, অতঃপর তাঁর কন্যার কন্যা (নাতনী) উমামা বিনতে আবুল আসকে ডেকে বলেন : নাতনী! এটা তুমি পরো।

অনুচ্ছেদ : ৪১

بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ

যে ব্যক্তি আংটির পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখে।

৩৬৪৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ .

৩৬৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংটির পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

৩৬৪৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فَضَّةٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ .

৩৬৪৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি পরেন, তাতে আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল। তিনি পাথরটি তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

অনুচ্ছেদ : ৪২

بَابُ التَّخْتُمِ بِالْيَمِينِ

ডান হাতে আংটি পরা।

৩৬৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ .

৩৬৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

بَابُ التَّخْتُمِ فِي الْأَيْمَانِ

বৃদ্ধাংশে আংটি পরা।

৩৬৪৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَدْرِيسَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخْتَمَ فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْأَيْمَانَ .

৩৬৪৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই আংগুলে এবং এই আংগুলে অর্থাৎ বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাতে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

بَابُ الصُّورِ فِي الْبَيْتِ

ঘরে ছবি রাখা।

৩৬৪৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ .

৩৬৪৯। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।

৩৬৫০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সেই ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।

৩৬৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিবরাঈল (আ)-এর একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু তাতে বিলম্ব হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হলেন এবং দেখলেন, জিবরাঈল (আ) দরজায় দাঁড়ানো। তিনি বলেন : ভিতরে প্রবেশ করতে কিসে আপনাকে বাঁধা দিলো? তিনি বলেন : এ ঘরে একটি কুকুর আছে। যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।

৩৬৫২। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে অবহিত করে যে, তার স্বামী একটি জিহাদে গিয়েছে। সে তাঁর নিকট তার ঘরে একটি খেজুর গাছের ছবি আঁকার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

بَابُ الصُّورِ فِيمَا يُوْطَأُ

পদদলিত হওয়ার স্থানের ছবি।

৩৬৫৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي تَعْنِي الدَّخْلَ بِسِتْرِ فِيهِ تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ هَتَكَهُ فَجَعَلَتْ مِنْهُ مَنْبُودَتَيْنِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَكِنًا عَلَى أَحَدَاهُمَا .

৩৬৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের দরজায় ছবিযুক্ত একটি পর্দা টানালাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তা ছিঁড়ে ফেলেন। পরে আমি তা দিয়ে দু'টি তাকিয়ার গেলাফ বানালাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার একটিতে হেলান দিয়ে বসতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ : ৪৬

بَابُ الْمِيَاثِرِ الْحُمْرِ

লাল জিনপোষ ব্যবহার।

৩৬৫৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمِيَاثِرَةِ يَعْنِي الْحُمْرَاءَ .

৩৬৫৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি এবং লাল রঙের জিনপোষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৭

بَابُ رُكُوبِ النُّمُورِ

চিতা বাঘের চামড়ার উপর সওয়ার হওয়া।

৩৬৫৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمَيْرِيُّ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرِ

الْحَجْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رِيحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَى
عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ .

৩৬৫৫। আমের আল-হাজরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু রায়হানা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিতা বাঘের চামড়ার উপর সওয়ার হতে নিষেধ করতেন।

৩৬৫৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ ابْنِ
سَيْرِينَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ .

৩৬৫৬। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিতা বাঘের চামড়ার উপর সওয়ার হতে নিষেধ করতেন।

অধ্যায় : ৩৩

كِتَابُ الْأَدَبِ (শিষ্টাচার)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার।

৩৬৫৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي سَلَامَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصِيْ امْرَأًا بِأَمِّهِ أَوْصِيْ امْرَأًا بِأَمِّهِ أَوْصِيْ امْرَأًا بِأَمِّهِ ثَلَاثًا أَوْصِيْ امْرَأًا بِأَبِيهِ أَوْصِيْ امْرَأًا بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَدَى يُؤْذِيهِ .

৩৬৫৭। আবু সালামা আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি লোককে তার মায়ের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, আমি লোককে তার মায়ের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, আমি লোককে তার মায়ের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, তিনি তিনবার এ কথা বলেন। আমি লোককে তার পিতার সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, আমি মানুষকে তার অধীন দাসের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে তার সাথে কষ্টদায়ক আচরণ করে।

৩৬৫৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُّ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ الْأَدْنَى قَالَ الْأَدْنَى .

৩৬৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কার সাথে সদাচরণ করবো? তিনি বলেন : তোমার মায়ের সাথে। তারা বললেন, অতঃপর কার সাথে? তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে। তারা বললেন, অতঃপর কার সাথে? তিনি বলেন : তোমার পিতার সাথে। তারা বললেন, অতঃপর কার সাথে? তিনি বলেন, অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তীদের সাথে।

৩৬৫৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْزِي وَكَدَّ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ .

৩৬৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন সন্তান তার পিতার হক আদায় করতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি তাকে দাসরূপে পায় এবং তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেয় (তাহলে কিছু হক আদায় হয়)।

৩৬৬০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أَوْقِيَّةٍ كُلُّ أَوْقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارٍ وَكَذَلِكَ لَكَ .

৩৬৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক কিন্তার হলো বারো হাজার উকিয়ার সমান এবং উকিয়া হলো আসমান-যমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন : জান্নাতে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে। সে বলবে, এটা (মর্যাদা বৃদ্ধি) কিভাবে হলো? বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে।

৩৬৬১ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُوَصِّيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ يُوَصِّيكُمْ بِأَبَائِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُوَصِّيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَأَلْقُرَبِ .

৩৬৬১। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। একথা তিনি তিনবার বলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পর্যায়ক্রমে তোমাদের নিকটবর্তীদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন (সদাচারের)।

৩৬৬২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ
الْوَالِدَيْنِ عَلَيَّ وَكَدِّهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَتَارُكَ .

৩৬৬২। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার আছে? তিনি বলেন : তারা তোমার বেহেশত এবং তোমার দোষখ।

৩৬৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
فَأَضَعُ ذَلِكَ الْبَابِ أَوْ أَحْفَظُهُ .

৩৬৬৩। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : পিতা হলো জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী দরজা। অতএব তুমি ঐ দরজা নষ্টও করতে পারো অথবা তার হেফাজতও করতে পারো।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ صِلِ مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ

যার সাথে তোমার পিতা সম্পর্ক রেখেছেন তুমিও তার সাথে সেই সম্পর্ক বজায় রাখো।

৩৬৬৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سُلَيْمَانَ عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبِيدٍ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَسِيدِ
مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْقَى مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٍ أَبْرَهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ
الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْأَسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِيْقَاءُ بَعْهُرْهُمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَكَرَامُ
صَدِيقِيهِمَا وَصَلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا .

৩৬৬৪। আবু উসাইদ মালেক ইবনে রাবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার

মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদাচারের কিছু অবশিষ্ট আছে কি, যা আমি তাদের সাথে করতে পারি? তিনি বলেন : হাঁ, তাদের জন্য দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করা, তাদের বন্ধুদের সম্মান করা এবং (অপরের সাথে) তাদের গড়ে তোলা সম্পর্ক উজ্জীবিত রাখা।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ وَالْأَحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ

কন্যা সন্তানদের সাথে পিতার সদাচরণ ও দয়া প্রদর্শন।

৩৬৬৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا اتَّقِبِلُونَنَا صَبِيَانَكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَقَالُوا لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقْبَلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ .

৩৬৬৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আপনারা কি আপনাদের শিশুদের চুমু দেন? সাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ। তারা বললো, কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমরা চুমু দেই না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নিয়ে থাকেন তাহলে আমি আর কি করতে পারি!

৩৬৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وَهْبُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ حُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعِيَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَالِدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ

৩৬৬৬। ইয়ালা আল-আমেরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ও হোসাইন (রা) দৌড়াতে দৌড়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তিনি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন : সন্তান মানুষকে কাপুরুষ ও দুর্বল বানিয়ে দেয়।

৩৬৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ سَرَّاقَةَ بِنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْتَتَكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ .

৩৬৬৭। সুরাকা ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম দান-খয়রাতের পথ নির্দেশ করবো না? তোমার

যে কন্যা তোমার নিকট ফিরে এসেছে এবং তুমি ছাড়া তার আর কোন উপার্জনকারী নেই। তার জন্য কৃত দান-খয়রাত সর্বোত্তম।

৩৬৬৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ عَمِّ الْأَخْنَفِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَأَعْطَتْهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً ثُمَّ صَدَعَتْ الْبَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا قَالَتْ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ فَقَالَ مَا أَعْجَبُكَ لَقَدْ دَخَلْتُ بِهِ الْجَنَّةَ .

৩৬৬৮। আহনাফ (রা)-এর পিতৃব্য সাসাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার দুই কন্যা সন্তানসহ আয়েশা (রা)-এর নিকট এলো। তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিলেন। সে তাদের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিলো এবং অবশিষ্ট খেজুরটিও দুই টুকরা করে তাদের মাঝে বন্টন করলো। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে আমি তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন : তুমি তো অবাক হচ্ছে, এর ফলে সে অবশ্য জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

৩৬৬৯ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بِنِ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُرْسَانَ الْمَعَاظِرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَّرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطَعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৬৬৯। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কারো তিনটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করলে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।

৩৬৭০ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ فَطْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ تَذَرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أَدْخَلْتَاهُ الْجَنَّةَ .

৩৬৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির দুইটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করলে যত দিন তারা একত্রে বসবাস করবে, তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

৩৬৭১ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ .

৩৬৭১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণ করো এবং তাদেরকে উত্তমরূপে সদাচার শিক্ষা দাও।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ حَقِّ الْجَوَارِ

প্রতিবেশীর অধিকার।

৩৬৭২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَ كُنْتَ

৩৬৭২। আবু গুরায়হ আল-খুযায়ি (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সমাদর করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অন্যথায় নীরবে থাকে।

৩৬৭৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِيهِ .

৩৬৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই তিনি তাকে হয়তো ওয়ারিস বানাবেন।

৩৬৭৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا يُوْسُ بْنُ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى
ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُثُهُ .

৩৬৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমার মনে হলো যে, অচিরেই তিনি হয়তো তাকে ওয়ারিস বানাবেন।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

মেহমানের অধিকার।

৩৬৭৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُرَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمِ ضَيْفَهُ وَجَازِئْتُهُ يَوْمَ وَلِيْلَتِهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ
أَنْ يَثْوَى عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ الضِّيَافَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৩৬৭৫। আবু শুরায়হ আল-খুরায়ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর মেহমানের অধিকার হলো এক দিন ও এক রাত। আপ্যায়নকারীর কষ্ট হতে পারে এরূপ দীর্ঘ সময় তার নিকট মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়। আপ্যায়ন তিন দিন। তিন দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য যা সে ব্যয় করবে তা তার জন্য দান হিসাবে গণ্য হবে।

৩৬৭৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْكَ تَبِعْتُنَا
فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ
فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ
الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ .

৩৬৭৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আপনি আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে থাকেন। আমরা এমন সব জনপদে যাত্রাবিরতি করি যারা আমাদের আপ্যায়ন করে না। এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেন : যদি তোমরা কোন বসতি এলাকায় যাত্রাবিরতি করো এবং তারা মেহমানের আপ্যায়নযোগ্য ব্যবস্থা করলে তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যদি তারা তা না করে, তবে তাদের থেকে তাদের সামর্থ্য অনুসারে মেহমানদারির ন্যায্য দাবি আদায় করো।

৩৬৭৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ افْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

৩৬৭৭। মিকদাম আবু কারীমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতে আগত মেহমানকে আপ্যায়ন করা বাধ্যতামূলক। কারো বাড়ির আসিনায় মেহমান (অভুক্ত) রাত কাটালে সেটা (বাড়ির মালিকের জন্য) ঋণ স্বরূপ। মেহমান ইচ্ছা করলে এই ঋণ উসূল করতেও পারে অথবা ত্যাগও করতে পারে।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ حَقِّ الْيَتِيمِ

ইয়াতীমের অধিকার।

৩৬৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللَّهُمَّ اِنِّي اُحْرَجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْءَةِ .

৩৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বলের অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীর অধিকার (নস্যাৎ করা) নিষিদ্ধ করছি।

৩৬৭৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ .

৩৬৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে যে ঘরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে সদয় ব্যবহার করা হয়, সেই ঘরই সর্বোত্তম। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে যে ঘরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে নির্দয় ব্যবহার করা হয়, সেই ঘরই সর্বাধিক নিকৃষ্ট।

৩৬৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তিনজন ইয়াতীমের ভরণপোষণ করে, সে ঐ ব্যক্তি সমতুল্য যে রাতভর ইবাদতরত থাকে, দিনভর রোযা রাখে এবং সকাল-সন্ধ্যা আত্মাহুর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ করে। জান্নাতে আমি ও সেই ব্যক্তি এই দুই বোনের মত দুই ভাইরূপে বসবাব করবো, (এই বলে) তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে দেখান।

অনুচ্ছেদ ৪৭

بَابُ اِمَاطَةِ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

যাতায়াতের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ।

৩৬৮১। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের পথনির্দেশ দিন যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বলেন : মুসলমানদের যাতায়াতের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলো।

৩৬৮২। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের পথনির্দেশ দিন যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বলেন : মুসলমানদের যাতায়াতের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলো।

৩৬৮৩। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের পথনির্দেশ দিন যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বলেন : মুসলমানদের যাতায়াতের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলো।

৩৬৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক রাস্তার উপর একটি গাছের ডাল এসে পড়েছিল যা মানুষকে কষ্ট দিতো। এক ব্যক্তি তা সরিয়ে ফেললে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।

২৬৮৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَانَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَرَضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنَهَا وَسَيِّئَهَا فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُنْحَى عَنِ الطَّرِيقِ وَرَأَيْتُ فِي سَيِّئِ أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ .

৩৬৮৩। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার উম্মাতের ভালো ও মন্দ কার্যাবলী আমার সামনে পেশ করা হলে, আমি তাদের ভালো কার্যাবলীর মধ্যে যাতায়াতের পথ থেকে তাদের কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলাম এবং তাদের নিকৃষ্ট কার্যাবলীর মধ্যে মসজিদে থুথু ফেলাও অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলাম যা (মাটি দিয়ে) ঢেকে দেয়া হয়নি।

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الْمَاءِ

পানি দান করার ফযীলাত।

৩৬৮৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدُّسْتَوَانِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقَى الْمَاءِ .

৩৬৮৪। সাদ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন প্রকারের দান সর্বোত্তম? তিনি বলেন : পানি পান করানো।

৩৬৮৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصِفُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوفًا (وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَهْلُ الْجَنَّةِ) فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا فَلَانُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتَكَ شَرِبَةً قَالَ فَيَشْفَعُ لَهُ وَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُولُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتَكَ طَهُورًا فَيَشْفَعُ

لَهُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَقُولُ يَا فُلَانُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَثْنِي فِي حَاجَةٍ كَذَا وَكَذَا
فَذَهَبْتُ لَكَ فَيَشْفَعُ لَهُ .

৩৬৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকেরা বা জান্নাতবাসীরা কিয়ামতের দিন কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে। তখন এক জাহান্নামী এক জান্নাতীর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে, হে অমুক! তোমার কি মনে পড়ে, এক দিন তুমি পানি পান করতে চেয়েছিলে এবং আমি তোমাকে শরবত পান করিয়েছিলাম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জান্নাতী লোকটি তার জন্য শাফায়াত করবে। আরেক ব্যক্তি যাওয়ার সময় বলবে, তোমার কি মনে আছে, এক দিন আমি তোমাকে উয়ুর পানি দিয়েছিলাম? তখন সে তার জন্য শাফায়াত করবে। ইবনে নুমাইর (র)-র বর্ণনায় আরো আছে : আরেক ব্যক্তি বলবে, হে অমুক! তোমার কি মনে আছে, এক দিন তুমি আমাকে অমুক অমুক প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলে এবং আমি তোমার প্রয়োজন সমাধা করতে গিয়েছিলাম? তখন সে তার জন্য শাফায়াত করবে।

৩৬৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِيهِ سُرَّاقَةَ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْأَبْلِ تَغْشَى حِيَاضِي قَدْ لَطَّيْتُهَا لِابِلِي فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا قَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرِيٍّ أَجْرٌ .

৩৬৮৬। সুরাকা ইবনে জুশুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার উটের জন্য পানির যে চৌবাচ্চা তৈরি করে রেখেছি, পথ ভুলে আসা উটও তার পানি পান করে। আমি যে সেটিকে পানি পান করতে দিলাম, তাতে কি আমার সওয়াব হবে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, প্রতিটি কলিজাধারী অর্থাৎ প্রাণধারীর বেলায় সওয়াব রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ الرَّفْقِ

নম্র ব্যবহার।

৩৬৮৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ .

৩৬৮৭। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নম্র স্বভাব বঞ্চিত, সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

৩৬৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
 ৩৬৮৮- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ الْأَيْلِيِّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ
 الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ
 الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ .

৩৬৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ হলেন রফীক (নম্র), তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার সাথে (দীনের) দাওয়াত দানকারীকে যে পরিমাণ সওয়াব দান করেন, কঠোরতা প্রদর্শনকারীকে তদ্রূপ দান করেন না।

৩৬৮৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح
 وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا
 الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ
 يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ .

৩৬৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ হলেন নম্র ও দয়ালু, তিনি প্রতিটি বিষয়ে নম্রতা ও দয়ালুতা প্রদর্শন পছন্দ করেন।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ الْأِحْسَانِ إِلَى الْمَمَالِكِ

দাস-দাসীর সাথে দয়ালু ব্যবহার।

৩৬৯০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ
 سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ
 فَاطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ
 كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ .

৩৬৯০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (এরা) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। অতএব তোমরা যা খাও, তাদেরকেও তা খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান করো,

তাদেরকেও তা পরিধান করাও এবং তাদের উপর তাদের সাধ্যাভীত কাজ চাপিও না, যদি চাপাও তবে তোমরা (সেই কাজে) তাদের সাহায্য করো।

৩৬৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا اسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فَرْقَدِ السَّبْحِيِّ عَنْ مُرَّةِ الطَّيِّبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سِوَى الْمَلَكَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَتَتَامَى قَالَ نَعَمْ فَأَكْرَمُوهُمْ كَرَامَةَ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا قَالَ فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَمْلُوكُكَ يَكْفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ .

৩৬৯১। আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অধীনস্তদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাদের অবহিত করেননি যে, এই উম্মাতের অধিকাংশ হবে গোলাম ও ইয়াতীম? তিনি বলেন : হাঁ। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানের মত তাদের সাথে ব্যবহার করো এবং তোমরা যা আহার করো তা তাদেরকেও আহার করাও। সাহাবীগণ বলেন, দুনিয়াতে কি জিনিস আমাদের উপকারে আসবে? তিনি বলেন : আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করার উদ্দেশে ভূমি যে ঘোড়া প্রতিপালন করো এবং যে গোলাম তোমার দায়িত্ব পালন করে। সে যদি নামায পড়ে, তবে সে তোমার ভাই।

অনুচ্ছেদ : ১১

بَابُ أَفْشَاءِ السَّلَامِ

সালামের প্রসার ঘটানো।

৩৬৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشَا السَّلَامِ بَيْنَكُمْ .

৩৬৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না

করা পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের প্রতি পথনির্দেশ দিবো না যা করলে তোমরা পরস্পরকে মহব্বত করবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটানো।

৩৬৯৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَمَرْنَا نَبِيَّنَا ﷺ أَنْ نُفْسِيَ السَّلَامَ .

৩৬৯৩। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন সালামের প্রসার ঘটাই।

৩৬৯৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ .

৩৬৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা দয়াময় রহমানের ইবাদত করো এবং সালামের প্রসার ঘটানো।

অনুচ্ছেদ : ১২

بَابُ رَدِّ السَّلَامِ

সালামের উত্তর দেওয়া।

৩৬৯৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ .

৩৬৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। সে নামায পড়ার পর এসে সালাম করলো। তিনি উত্তরে বলেন : তোমার প্রতিও সালাম।

৩৬৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرَائِيلَ يقرأ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

৩৬৯৬। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা (রা) বলেন, তার প্রতিও সালাম এবং আল্লাহর রহমত।

অনুচ্ছেদ ৪ ১৩

بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

যিস্মীদের সালামের উত্তর দেওয়া।

৩৬৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ .

৩৬৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আহলে কিতাবের কেউ তোমাদের সালাম দিলে তোমরা বলবে, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের প্রতিও)।

৩৬৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ .

৩৬৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদল ইহুদী এসে বললো, আস-সামু আলাইকা ইয়া আবাল কাসিম! (হে আবুল কাসেম! তোমার মৃত্যু হোক)। তিনি উত্তরে বলেন : ওয়া আলাইকুম (তোমাদের মৃত্যু হোক)।

৩৬৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ .

৩৬৯৯। আবু আবদুর রহমান আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আগামী কাল আমি জন্মাবনে করে ইহুদীদের এলাকায় যাবো। তোমরা আগে তাদের সালাম করো না। তারা তোমাদেরকে সালাম করলে তোমরা বলবে, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের প্রতি)।

بَابُ السَّلَامِ عَلَى الصَّبِيَّانِ وَالنِّسَاءِ

শিশু ও নারীদের সালাম করা।

৩৭০০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَنَحْنُ صَبِيَّانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا .
 ৩৭০০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন, আমরা ছিলাম বালক। তিনি আমাদের সালাম দিলেন।

২৭০১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَنَحْنُ صَبِيَّانٌ بِنُ عَيْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ أَخْبَرْتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ قَالَتْ مَرُّوا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا .
 ২৭০১। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মহিলাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় আমাদের সালাম দিয়েছেন।

بَابُ الْمُصَافَحَةِ

মুসাফাহা (করমর্দন) করা।

৩৭০২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدُوسِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آيْتَحِنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ قَالَ لَا قُلْنَا أَيَعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَصَافَحُوا .
 ৩৭০২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমরা কি (পারস্পরিক সাক্ষাতে) একে অপরের সামনে মাথা ঝুঁকাবো? তিনি বলেন : না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি পরস্পর মুআনাকা (আলিঙ্গন) করবো? তিনি বলেন : না, বরং তোমরা পরস্পর মুসাফাহা করো।

৩৭০৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا .
 ৩৭০৩। আব্দুল্লাহ ইবনে নুমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম দু'জনের মধ্যে যখন সাক্ষাৎ হয় এবং তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, তবে তাদের পাপের ক্ষমা হয়ে যায় তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে।

৩৭০৩। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'জন মুসলমান পারস্পরিক সাক্ষাতে মুসাফাহা করলে তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করা হয়।

অনুচ্ছেদ : ১৬

بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ

একে অপরের হাতে চুমা দেয়া।

৩৭০৪। হাদীস নং ৩৭০৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৭০৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে চুমা দিয়েছি।

৩৭০৫। হাদীস নং ৩৭০৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ وَعَنْدَرُ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجَلِهِ .

৩৭০৫। সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। একদল ইহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ও পদদ্বয়ে চুমা দিয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ الْأَسْتِئْذَانِ

অনুমতি প্রার্থনা।

৩৭০৬। হাদীস নং ৩৭০৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَانصَرَفَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ الْأَسْتِئْذَانَ الَّذِي أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا فَإِنْ أُنْزِلْنَا دَخَلْنَا وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنَ لَنَا رَجَعْنَا قَالَ فَقَالَ لَتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا بَيْنَةَ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ فَشَهِدُوا لَهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ .

৩৭০৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা (রা) উমার (রা)-র নিকট তিনবার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তিনি অনুমতি পেলেন না। তাই তিনি ফিরে গেলেন। উমার (রা) তার নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ফিরে যাওয়ার কারণ কি? তিনি বলেন, আমি অনুমতি প্রার্থনা করেছি যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হলে আমরা প্রবেশ করেছি এবং অনুমতি না দেয়া হলে ফিরে গেছি। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, উমার (রা) বললেন, এ বিষয়ে অবশ্যই আপনাকে আমার নিকট সাক্ষী পেশ করতে হবে, অন্যথায় আমি অবশ্যই একটা কিছু করবো (আপনাকে শাস্তি দিবো)। আবু মূসা (রা) তার সম্প্রদায়ের সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদের সাক্ষ্য তলব করেন। তারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে উমার (রা) তার পথ ছেড়ে দেন।

৩৭০৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سُوْرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ فَمَا الْأِسْتِئْذَانُ قَالَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيْحَةً وَتَكْبِيْرَةً وَتَحْمِيْدَةً وَيَتَنَحَّنُ وَيُوْذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ .

৩৭০৭। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই সালাম তো বুঝলাম, কিন্তু অনুমতি প্রার্থনা কি? তিনি বলেন : আগলুক মুখে আল্লাহর গুণগান, মহত্ব ও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করে বা গলা খাকারি দিয়ে বাড়ির লোকজনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবে।

৩৭০৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدْخَلَانِ مُدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمُدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّيُ يَتَنَحَّنُ لِي .

৩৭০৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার হাজির হওয়ার দুইটি সময় নির্দিষ্ট ছিলো : রাতে একবার এবং দিনে একবার। আমি তাঁর নিকট তাঁর নামাযরত অবস্থায় উপস্থিত হলে তিনি আমার উদ্দেশে গলা খাকারি দিতেন।

৩৭০৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا أَنَا .

৩৭০৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কে? আমি বললাম, আমি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি! আমি (নাম বলতে পারো না)!

অনুচ্ছেদ : ১৮

بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحَتْ

কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার রাত কেমন গেলো?

৩৭১০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا وَلَمْ يَعُدْ سَقِيمًا .

৩৭১০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার রাত কেমন গেলো? তিনি বলেন : ভালোভাবেই কেটেছে, সেই লোকের চেয়ে যে রোযা অবস্থায় প্রভাত করেনি এবং রুগ্ন ব্যক্তিকেও দেখতে যায়নি।

৩৭১১ - حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ اسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو أُمَى مَالِكُ ابْنُ حَمَزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ قَالُوا بِخَيْرٍ نَحْمَدُ اللَّهَ فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ بَابِنَا وَأُمَّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَصْبَحْتُ بِخَيْرٍ أَحْمَدُ اللَّهُ .

৩৭১১। আবু উসাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-র ওখানে প্রবেশ করে তাকে বলেন : আসসালামু আলাইকুম। তারা উত্তরে বলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের রাত কেমন গেলো? তারা বলেন, ভালোভাবেই কেটেছে, আল্লাহর প্রশংসা করছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনার রাত কেমন কেটেছে? তিনি বলেন : আল্লাহর প্রশংসা করছি, আমার রাতও ভালোই কেটেছে।

অনুচ্ছেদ : ১৯

بَابُ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَأَكْرَمُوهُ

তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি এলে তোমরা তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে।

৩৭১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبَانَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَأَكْرَمُوهُ .

৩৭১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি এলে তোমরা তাকে যথাযথ সম্মান করো।

অনুচ্ছেদ : ২০

بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

হাঁচির জবাব দেওয়া।

৩৭১৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا (أَوْ سَمَّتْ) وَكَمْ يُشَمِّتِ الْأَخْرَفَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَكَمْ تُشَمِّتِ الْأَخْرَفَقِيلَ قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدُ اللَّهِ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ .

৩৭১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি দিলে, তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপর জনের জবাব দেননি। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার নিকট দুই ব্যক্তি হাঁচি দিয়েছে। আপনি তাদের একজনের জবাব দিলেন এবং অপর জনের জবাব দেননি। তিনি বলেন : এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেনি।

৩৭১৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَارٍ عَنْ إِبَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَرْكُومٌ .

৩৭১৪। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হাঁচিদাতার উত্তর দিতে হবে তিনবার, এর অধিক বার হাঁচি দিলে সে ঠাণ্ডায় আক্রান্ত।

৩৭১৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَيْسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَوْلِهِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَلْيَرُدُّ عَلَيْهِمْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ .

৩৭১৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে যেন বলে, আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)। তার আশেপাশে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমায় অনুগ্রহ করুন)। প্রতিউত্তরে হাঁচিদাতা যেন বলে, ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম (আল্লাহ তোমাদের সংপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের অবস্থার সংশোধন করুন)।

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيسَهُ

যে কেউ নিজ সহযোগীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

৩৭১৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِي يَحْيَى الطَّوِيلِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ وَإِذَا صَافَحَهُ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ (مِنْ يَدِهِ) حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا وَلَمْ يَرُ مُتَقَدِّمًا بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيسًا لَهُ قَطُّ

৩৭১৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতেন এবং কথা বলতেন, তখন সে মুখ ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিতেন না এবং যখন কারো সাথে

মুসাফাহা করতেন, তখন সে তার হাত সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি তার থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিতেন না। তাঁর সাথে উপবিষ্ট লোকদের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে তাঁকে কখনো বসতে দেখা যায়নি।

অনুচ্ছেদ : ২২

بَابُ مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

কোন ব্যক্তি মজলিসে নিজ স্থান থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হকদার।

৩৭১৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

৩৭১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ তার বসার স্থান থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হকদার।

অনুচ্ছেদ : ২৩

بَابُ الْمُعَازِرِ

ওযর বা অপারগতা প্রকাশ।

৩৭১৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ مِينَاءَ عَنْ جَوْدَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ .

৩৭১৮। জাওদান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট ওযর বা অপারগতা প্রকাশ করলে এবং সে তা গ্রহণ না করলে, সে কর আদায়কারীর অপরাধের সমান অপরাধী গণ্য হবে।

৩৭১৮(১)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (هُوَ ابْنُ مِينَاءَ) عَنْ جَوْدَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৭১৮(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)-ওয়াকী-সুফিয়ান-ইবনে জুরাইজ-আব্বাস ইবনে আবদুর রহমান-জাওদান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْمَزَاحِ

রসিকতা ।

৩৭১৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَكَيْعَبُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعَبُ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِي تِجَارَةٍ إِلَى بَصْرَى قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ بَعَامٍ وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُوَيْبُ بْنُ حَرْمَلَةَ وَكَانَا شَهَدَاءَ بَدْرًا وَكَانَ نُعَيْمَانُ عَلَى الزَّادِ وَكَانَ سُؤْبَيْطُ رَجُلًا مَزَاحًا فَقَالَ لِنُعَيْمَانَ اطْعَمْنِي قَالَ حَتَّى يَجِيءَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ فَلَا غَيْظَ لَكَ قَالَ فَمَرُّوا بِقَوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ سُؤْبَيْطُ تَشْتَرُونَ مِنِّي عَبْدًا لِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ كَلَامٌ وَهُوَ قَائِلٌ لَكُمْ أَنِّي حُرٌّ فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ تَرَكَتُمُوهُ فَلَا تُفْسِدُوا عَلَيَّ عَبْدِي قَالُوا لَا بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلَائِصَ ثُمَّ أَتَوْهُ فَوَضَعُوا فِي عُنُقِهِ عِمَامَةً أَوْ حَبْلًا فَقَالَ نُعَيْمَانُ إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَإِنِّي حُرٌّ لَسْتُ بِعَبْدٍ فَقَالُوا قَدْ أَخْبَرْنَا خَبْرَكَ فَانْطَقُوا بِهِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ قَالَ فَاتَّبَعَ الْقَوْمَ وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْقَلَائِصَ وَأَخَذَ نُعَيْمَانَ قَتَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَخْبَرُوهُ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ حَوْلًا .

৩৭১৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের এক বছর পূর্বে আবু বাকর (রা) ব্যবসা উপলক্ষে বুসরা যান। নুআইমান (রা) এবং হারমালার পুত্র সুয়াইবিত তার সাথে ছিলেন। তারা উভয়ে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নুআইমান (রা) রসদপত্রের দায়িত্বে ছিলেন। সুয়াইবিত (রা) ছিলেন কৌতুক প্রিয়। তিনি নুআইমান (রা)-কে বলেন, আমাকে কিছু আহার দিন। তিনি বলেন, আবু বাকর (রা) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তিনি বলেন, না, আমি আপনাকে পেরেশান করে ছাড়বো। রাবী বলেন, অতঃপর তারা একদল লোককে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। সুয়াইবিত (রা) তাদের বলেন, তোমরা কি আমার নিকট থেকে আমার একটি গোলাম খরিদ করবে? তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, সে এমন গোলাম যার

একটা কথা আছে। সে তোমাদের বলবে, আমি স্বাধীন। তোমরা তার এ কথায় বিশ্বাস করে তাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে কিন্তু আমার এ গোলামের ব্যাপারে ফ্যাসাদে ফেলো না যেন। তারা বললো, না, আমরা বরং তাকে তোমার থেকে ক্রয় করবো। তারা তার থেকে তাকে দশটি উটের বিনিময়ে ক্রয় করে তার নিকট এলো। তারা তার গলায় পাগড়ি অথবা রশি বাঁধলো। নুআইমান (রা) বলেন, এলোক কিন্তু তোমাদের সাথে উপহাস করেছে, সত্যি আমি স্বাধীন, গোলাম নই। তারা বললো, তোমার ব্যাপারটি আমাদের অবহিত করা হয়েছে। তারা তাকে নিয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে আবু (রা) এসে গেলে তার সঙ্গীরা তাকে বিষয়টি অবহিত করলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাদের নিকট গেলেন এবং তাদের উট তাদেরকে ফেরত দিয়ে নুআইমান (রা)- কে ছাড়িয়ে আনলেন। রাবী বলেন, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ তাকে নিয়ে (এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে) প্রায় এক বছর হাসি-তামাশা করেন।

৩৭২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ
أَسَّ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخِي صَغِيرٍ يَا
أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعِيرُ قَالَ وَكَيْعٌ يَعْنِي طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ بِهِ .

৩৭২০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি তিনি আমার এক ছোট ভাইকে বলতেন : হে আবু উমাইর! কি করেছে নুগাইর? ওম্মাকী (র) বলেন, অর্থাৎ যে পাখিটি নিয়ে আবু উমাইর খেলা করতো।

অনুচ্ছেদ : ২৫

بَابُ نَتْفِ الشَّيْبِ

সাদা চুল উপড়ানো।

৩৭২১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
اسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ .

৩৭২১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা চুল উপড়াতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : এটা মুমিনের নূর।

بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

ছায়া ও রোদের মাঝামাঝি বসা ।

৩৭২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ .

৩৭২২। ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছায়া ও রোদের মাঝামাঝি বসতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاِضْطِجَاعِ عَلَى الوَجْهِ

উপুড় হয়ে শোয়া নিষেধ।

৩৭২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَخْفَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَصَابَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي فَرَكَّضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ مَا لَكَ وَلِهَذَا النَّوْمُ هَذِهِ نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَا اللَّهُ أَوْ يُبْغِضُهَا اللَّهُ .

৩৭২৩। কায়েস ইবনে তিখফা (তাহফা) আল-গিফারী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মসজিদে উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থায় পেলেন। তিনি তাঁর পা দ্বারা আমাকে ঝাঁটা মেরে বলেন : তোমার এ ধরনের শোয়া কিরূপ। এ ধরনের শোয়া তো আল্লাহ অপছন্দ করেন বা ঘৃণা করেন।

৩৭২৪- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَعِيمٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ طَخْفَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَّضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَا جُنَيْدُ إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةٌ أَهْلِ النَّارِ .

৩৭২৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে তাঁর পা দ্বারা খোঁচা মেরে বলেন : হে জুলাইদিব! এটা তো জাহান্নামীর শয়ন।

৩৭২৫ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا سَلْمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلِ الدَّمَشْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ مَرُّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجْهِهِ فَضْرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ قُمْ وَأَقْعُدْ فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ .

৩৭২৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপুড় হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যেতে তাঁর পা দ্বারা তাকে খোঁচা মেরে বলেন : দাঁড়াও অথবা বসো। কেননা এটা জাহান্নামীর শয়ন।

অনুচ্ছেদ : ২৮

بَابُ تَعَلُّمِ النُّجُومِ

জ্যোতিষ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন।

৩৭২৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ .

৩৭২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু শিক্ষা করলো, সে যেন যাদু বিদ্যার একটা শাখা আয়ত্ত করলো, এখন তা যত বাড়ায় বাড়াক।

অনুচ্ছেদ : ২৯

بَابُ النَّهْيِ عَنِ سَبِّ الرِّيحِ

বাতাসকে গালি দেওয়া নিষেধ।

৩৭২৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ثَنَا ثَابِتُ الزُّرْقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ رُوحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنْ سَلُّوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَتَوَدُّوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا .

৩৭২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। কারণ তা আল্লাহর রহমাতের অন্তর্ভুক্ত, তা রহমাত ও শান্তি বয়ে আনে। তোমরা আল্লাহর নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রার্থনা করো এবং তার মধ্যে নিহিত অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।

অনুচ্ছেদ : ৩০

بَابُ مَا يَسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

যেসব নাম পছন্দনীয়।

৩৭২৮। হাদীস - ৩৭২৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ .

৩৭২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।

অনুচ্ছেদ : ৩১

بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

যেসব নাম অপছন্দনীয়।

৩৭২৯। হাদীস - ৩৭২৯ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنْهَيْنَ أَنْ يُسْمَى رِيَّاحٌ وَنَجِيعٌ وَأَفْلَحُ وَنَافِعٌ وَيَسَارٌ .

৩৭২৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইনশাআল্লাহ আমি বেঁচে থাকলে রাবাহ, নাজীহ, আফলাহ, নাফে ও ইয়াসার নাম রাখতে নিষেধ করবো।

৩৭৩০। হাদীস - ৩৭৩০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرَّكِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْمَى رَقِيقًا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ أَفْلَحُ وَنَافِعٌ وَرِيَّاحٌ وَيَسَارٌ .

৩৭৩০। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দাসদের চারটি নামে নামকরণ করতে নিষেধ করেছেন : আফলাহ, নাফে, রাবাহ ও ইয়াসার।

৩৭৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ
مَسْرُوقُ ابْنُ الْأَجْدَعِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ .

৩৭৩১। মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, তুমি কে? আমি বললাম, মাসরুক ইবনুল আজদা। উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আজদা এক শয়তানের নাম।

অনুচ্ছেদ : ৩২

بَابُ تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ

নাম পরিবর্তন করা।

৩৭৩২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَتْ إِسْمَهَا بَرَّةَ فَقِيلَ لَهَا تُزَكِّي
نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ .

৩৭৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যয়নব (রা)-র নাম ছিলো বাররাহ (পুণ্যবতী)। এতে বলাবলি হলো যে, তিনি নিজেই নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখলেন যয়নব।

৩৭৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ مُوسَى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَةَ لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةَ فَسَمَّاهَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ جَمِيلَةَ .

৩৭৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা)-র এক কন্যাকে আসিয়া (শুনাহগার) নামে ডাকা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখলেন জামীলা (সুন্দরী)।

৩৭৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّبَةِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَيْسَ اسْمِي عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَسَمَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ .

৩৭৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমার নাম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও তাঁর উপনাম একত্র করা।

৩৭৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤُوا بِكُنْيَتِي .

৩৭৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রেখো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।

৩৭৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤُوا بِكُنْيَتِي .

৩৭৩৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।

৩৭৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَقِيعِ فَنَادَى رَجُلٌ رَجُلًا يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤُوا بِكُنْيَتِي .

৩৭৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বকী' নামক স্থানে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ডাক দিয়ে বললো, হে আবুল কাসেম! এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ফিরে তাকালেন। সে বললো, আমি আপনাকে ডাকিনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।

بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَنِي قَبْلَ أَنْ يُؤَلَّدَ لَهُ

সন্তান ভূমিষ্ঠ না হতেই কোন ব্যক্তির উপনাম গ্রহণ।

৩৭৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَصُهَيْبٍ مَا لَكَ تَكْتَنِي بِأَبِي يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَكَدُّ قَالَ كُنَّا نِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي يَحْيَى .

৩৭৩৮। হামযা ইবনে সুহাইব (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) সুহাইব (রা)-কে বললেন, ব্যাপার কি, তুমি যে আবু ইয়াহুইয়া উপনাম গ্রহণ করেছো, অথচ তোমার কোন সন্তান নেই? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপনাম রেখেছেন আবু ইয়াহুইয়া।

৩৭৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مَوْلَى لِلزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلُّ أَزْوَاجِكَ كُنَيْتُهُ غَيْرِي قَالَ فَأَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ .

৩৭৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আপনি আমি ছাড়া আপনার সকল স্ত্রীর উপনাম রেখেছেন। তিনি বলেন : তাহলে তুমি উম্মু আবদুল্লাহ।

৩৭৪০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينَا فَيَقُولُ لَأَخٍ لِي وَكَانَ صَغِيرًا يَا أَبَا عُمَيْرٍ .

৩৭৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসতেন এবং আমার এক ছোট্ট ভাইকে আবু উমাইর বলে ডাকতেন।

بَابُ الْأَلْقَابِ

উপাধি।

৩৭৪১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جَبْرِةَ ابْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ (وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ)

قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَالرُّجُلُ مِنَّا لَهُ الْأَسْمَانُ وَالثَّلَاثَةُ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رِيْمًا دَعَاهُمْ بِبَعْضِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ فَيُقَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا فَتَزَلَتْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ .

৩৭৪১। আবু জাবীরা ইবনুদ দাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না” (সূরা হুজুরাত : ১১) আয়াতটি আমাদের আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন। আমাদের কারো কারো দুই-তিনটি নাম ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো সে সব নামের কোন কোনটি ধরে ডাকতেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ নামে সে চটে যায়। তখন “তোমরা পরস্পরকে মন্দ নামে ডেকো না” শীর্ষক আয়াত নাযিল হয়।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

بَابُ الْمَدْحِ

কারো প্রশংসা বা চাটুকারিতা।

৩৭৪২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَعْمَرٍ عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَحْتُو فِي وَجْهِهِ الْمَدَاحِينَ التُّرَابَ .

৩৭৪২। মিকদাদ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চাটুকারদের মুখে ধুলা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৭৪৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مَعْبِدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اِبَّاكُمْ وَالتَّمَادِحُ فَانَّهُ الذُّبْحُ .

৩৭৪৩। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা পরস্পরের সামনাসামনি প্রশংসা করো না। কেননা তা হত্যার সমতুল্য।

৩৭৪৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَبِحَاكٍ قَطَعَتْ عُنُقَ صَاحِبِكَ مَرَارًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ كَانَ أَحَدِكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ
فَلْيُقِلْ أَحْسِبُهُ وَلَا أُرَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا .

৩৭৪৪। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আরেক ব্যক্তির প্রশংসা করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি তোমার সাথীকে হত্যা করলে। তিনি কথাটি কয়েকবার বললেন। অতঃপর তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতে চায়, তবে সে যেন বলে, আমি এরূপ ধারণা করি। আমি আল্লাহ্র নিকট কারো সাফাই গাওয়ার অধিকারী নাই।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

بَابُ الْمُسْتَشَارِ مُؤْتَمِنٍ

পরামর্শদাতা আমানতদার।

৩৭৪৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ .

৩৭৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পরামর্শদাতা হলো আমানতদার।

৩৭৪৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ .

৩৭৪৬। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, তাকে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে।

৩৭৪৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَشَارَ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ .

৩৭৪৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট পরামর্শ চাইলে সে যেন তাকে সঠিক পরামর্শ দেয়।

بَابُ دُخُولِ الْحَمَامِ

গোসলখানায় প্রবেশ করা ।

৩৭৪৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلى وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمِ الْأَفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْأَعَاجِمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بَيْوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَامَاتُ فَلَا يَدْخُلُهَا الرَّجَالُ إِلَّا بِإِزَارٍ وَامْتَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَهَا إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نَفْسَاءَ .

৩৭৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কতক অনারব ভূমি তোমাদের করায়ত্ত হবে। সেখানে তোমরা হাম্মাম (গোসলখানা) নামে কিছু ঘর দেখতে পাবে। তোমাদের পুরুষরা যেন লুঙ্গি ব্যতীত সেখানে প্রবেশ না করে এবং নারীদেরকে তাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখবে, তবে অসুস্থ কিংবা হায়েয-নিফাসগ্রস্ত হলে ঢুকতে পারবে।

৩৭৪৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ عَنْ أَبِي عُدْرَةَ قَالَ (وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى الرَّجَالَ وَالنِّسَاءَ مِنَ الْحَمَامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمِيَازِرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ .

৩৭৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ ও নারীদের গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। পরে তিনি পুরুষদেরকে লুঙ্গিসহ প্রবেশের অনুমতি দেন, কিন্তু নারীদের অনুমতি দেননি।

৩৭৫০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ح عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهَذَلِيِّ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ حِمصَ اسْتَأْذَنَ عَلِيَّ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَعَلَّكُمْ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَامَاتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ .

৩৭৫০। আবুল মালীহ আল-ছ্যালী (রা) থেকে বর্ণিত। হিম্‌স নীবাসী কতক নারী আয়েশা (রা)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা গোসলখানায় প্রবেশকারিনীদের অন্তর্ভুক্ত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে কোন নারী স্বামীগৃহ ব্যতীত অন্যত্র তার পরিধেয় বস্ত্র খোলে, সে তার ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দা ছিন্ন করলো।

অনুচ্ছেদ : ৩৯

بَابُ الْإِطْلَاءِ بِالنُّورَةِ

চুনা ব্যবহার করা।

৩৭৫১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَانِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَطْلَى بَدَأَ بَعُورَتِهِ فَطَلَّاهَا بِالنُّورَةِ وَسَاطِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ .

৩৭৫১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুনা ব্যবহারকালে প্রথমে তাঁর লজ্জাস্থানে তা লাগাতেন, অতঃপর সমস্ত শরীরে তাঁর স্ত্রীগণ চুনা লাগিয়ে দিতেন।

৩৭৫২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَطْلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ .

৩৭৫২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুনা ব্যবহার করেছেন এবং নাভির নীচে নিজ হাতে তা লাগিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪০

بَابُ الْقِصَصِ

কিসসা-কাহিনী।

৩৭৫৩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْهَيْثَلُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْصُ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ .

৩৭৫৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শাসক অথবা তার অধীনস্ত কর্মচারী অথবা ফেরেববাজরাই মানুষের মধ্যে কিছা-কাহিনী বলে বেড়ায়।

৩৭৫৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ لَمْ يَكُنِ الْقِصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا زَمَنِ عُمَرَ

৩৭৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বাকর ও উমার (রা)-র যুগে কিসসা-কাহিনী বর্ণনার প্রচলন ছিলো না।

অনুচ্ছেদ : ৪৪১

بَابُ الشُّعْرِ

কবিতা।

৩৭৫৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ
الزُّهْرِيِّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ
مِنَ الشُّعْرِ لِحِكْمَةً .

৩৭৫৫। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা আছে।

৩৭৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمًا .

৩৭৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : কোন কোন কবিতায় অবশ্যই প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা থাকে।

৩৭৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا
الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لَيْدٍ :

الْأَكْلُ شَيْءٌ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ + وَكَادَ أُمِيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسَلَّمَ .

৩৭৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সবচাইতে সত্য কথা যা কোন কবি বলেছে, তা হলো লাবীদের কথাঃ “জেনে রাখো! আল্লাহ ছাড়া সবই নশ্বর। আর উমাইয়া ইবনে আব্বাস সাল্ত তো প্রায় মুসলমান হয়েই গিয়েছিল”।

৩৭৫৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْشَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ أُمِّيَّةِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ هَيْهَ وَقَالَ كَادَ أَنْ يُسْلِمَ .

৩৭৫৮। আমর ইবনুশ শারীদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমাইয়া ইবনে আবুস সালতের কবিতা থেকে এক শত পংক্তি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। প্রতিটি পংক্তির পরেই তিনি বলতেন : আরো শুনাও। তিনি বলেন : সে তো মুসলমান হয়েই গিয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : ৪২

بَابُ مَا كَرِهَ مِنَ الشِّعْرِ

মন্দ কবিতা।

৩৭৫৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَفْصٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفَ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا إِلَّا أَنْ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيَهُ .

৩৭৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কারো উদর দুর্গন্ধময় বসিতে পূর্ণ হওয়া কবিতায় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে উত্তম। হাফস-এর বর্ণনায় "দুর্গন্ধময়" শব্দটি উক্ত হয়নি।

৩৭৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفَ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا .

৩৭৬০। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কারো উদর দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজে পূর্ণ হয়ে যাওয়া তা কবিতায় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে উত্তম।

৩৭৬১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لِرَجُلٍ هَاجَى رَجُلًا فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرَهَا وَرَجُلٌ أَنْتَفَى مِنْ أَبِيهِ وَزَنَى أُمَّهُ .

৩৭৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন লোকের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা বলতে গিয়ে তার গোটা গোত্রের কুৎসা করে এবং যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতৃপরিচয়ে নিজের মাকে ব্যভিচারিনী বানায়, তারা হলো মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণ্য।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

بَابُ اللَّعْبِ بِالنَّرْدِ

দাবা ও পাশা খেলা।

৩৭৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

৩৭৬২। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দাবা বা পাশা খেলে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করে।

৩৭৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرٍ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ .

৩৭৬৩। বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি দাবা বা পাশা খেললো, সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিলো।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

بَابُ اللَّعْبِ بِالْحَمَامِ

কবুতর খেলা।

৩৭৬৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَّارَةَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى إِنْسَانٍ يَتَّبِعُ طَائِرًا فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانًا .

৩৭৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি পাখিকে অনুসরণ করতে দেখে বলেন : এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছে লেগেছে।

৩৭৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বলেন : এক শয়তান আরেক শয়তানীর পিছু নিয়েছে।

৩৭৬৬। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছে পিছে যেতে দেখে বলেন : এক শয়তান আরেক শয়তানীর পিছে লেগেছে।

৩৭৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের অনুসরণ করতে দেখে বলেন : এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছে লেগেছে।

৩৭৬৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের অনুসরণ করতে দেখে বলেন : এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছে লেগেছে।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَحْدَةِ

একাকীত্ব অপছন্দনীয়।

৩৭৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ .

৩৭৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি জানতো যে, একাকীত্বের মধ্যে কি (বিপদ) আছে, তবে সে রাতে একা চলাচল করতো না।

অনুচ্ছেদ : ৪৬

بَابُ اطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمَيِّتِ

শয়নকালে আলো নিভিয়ে দেওয়া।

৩৭৬৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ .

৩৭৬৯। সালাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা (রাতে) ঘুমানোর সময় তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না।

৩৭৭০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي سَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ فَحَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَانِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ عَدْوٌ لَكُمْ فَاذَا نِمْتُمْ فَاطْفِئُوهَا عَنْكُمْ .

৩৭৭০। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় একটি পরিবারের ঘরে আগুন লেগে পুড়ে যায়। তাদের বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে তিনি বলেন : নিশ্চয় এ আগুন তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা ঘুমানোর সময় তা নিভিয়ে দাও।

৩৭৭১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَهَانَا فَأَمَرَنَا أَنْ نُطْفِئَ سِرَاجَنَا .

৩৭৭১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশও দিলেন এবং নিষেধও করলেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন, আমরা যেন (ঘুমানোর সময়) আমাদের বাতি নিভিয়ে রাখি।

অনুচ্ছেদ : ৪৭

بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّزُولِ عَلَى الطَّرِيقِ

রাস্তায় অবস্থান করা নিষেধ।

৩৭৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْحَاجَاتِ .

৩৭৭২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা রাস্তার উপর অবস্থান করো না এবং তাতে পেশাব-পায়খানাও করো না।

অনুচ্ছেদ : ৪৮

بَابُ رُكُوبِ ثَلَاثَةِ عَلَى دَابَّةٍ

একই জন্তুয়ানে তিনজনের আরোহণ।

৩৭৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ ثَنَا مُورِقُ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تَلَقَى بِنَا قَالَ فَتَلَقَى بِي وَيَا لِحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ قَالَ فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ .

৩৭৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসে আমাদের সাথে মিলিত হতেন। আমরা তাকে স্বাগতম জানাতে এগিয়ে গেলে তিনি আমার ও হাসান বা হুসাইনের সাথে মিলিত হন। রাবী বলেন, তিনি আমাদের একজনকে বাহনে তাঁর সামনে এবং অপর জনকে তাঁর পিছনে বসালেন, এভাবে আমরা মদীনায় উপনীত হলাম।

بَابُ تَثْرِيْبِ الْكِتَابِ

চিঠিতে মাটি লাগানো ।

৩৭৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ أَنْبَاءِ أَبِي أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَرْتَبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ .

৩৭৭৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তোমাদের লেখার উপর ধূলা মাটি ছড়িয়ে দাও। সেগুলোর জন্য তা অধিক সফলতার কারণ। কেননা মাটি বরকতপূর্ণ।

بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّلَاثِ

তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে যেন কান পরামর্শ না করে।

৩৭৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزَنُهُ .

৩৭৭৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তিনজন একত্র হলে একজনকে বাদ দিয়ে যেন দুইজনে কান পরামর্শ না করে। কেননা তাতে সে চিন্তিত হতে পারে।

৩৭৭৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّلَاثِ .

৩৭৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কান পরামর্শ করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا

কারো সাথে তীর থাকলে সে যেন তার ফলা হাতের মুঠোয় রাখে।

৩৭৭৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ .

৩৭৭৭। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, আমি আমার ইবনে দীনার (র)-কে বললাম, আপনি কি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, “এক ব্যক্তি তীরসহ মসজিদ অতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তীরের ‘ফলা’ মুষ্টিবদ্ধ রাখো”? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

৩৭৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيَمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ أَوْ فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا

৩৭৭৮। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ তীরসহ আমাদের মসজিদ অথবা আমাদের বাজার অতিক্রম করলে সে যেন তার তীরের ফলার অংশটুকু মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে, যাতে তা কোন মুসলমানের গায়ে না লাগতে পারে।

بَابُ ثَوَابِ الْقُرْآنِ

কুরআন অধ্যয়নের সওয়াব।

৩৭৭৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرُؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ .

৩৭৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআন মজীদে দক্ষ ব্যক্তি (আখেরাতে) সম্মানিত নেককার লিপিকর ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। যে ব্যক্তি ঠেকে ঠেকে কষ্ট করে কুরআন পড়ে সে দু'টি পুরস্কার পাবে (বু, মু, দা, তি, না)।

৩৭৮০। আবু সাদ্দ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআনের বাহককে জান্নাতে প্রবেশকালে বলা হবে, তুমি পাঠ করতে থাকো এবং উপরে আরোহণ করতে থাকো। অতঃপর সে পড়তে থাকবে এবং প্রতিটি আয়াত পড়ার সাথে সাথে একটি স্তর অতিক্রম করবে। এভাবে সে তার জ্বাত শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পড়বে।

৩৭৮১। আবু সাদ্দ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআনের বাহককে জান্নাতে প্রবেশকালে বলা হবে, তুমি পাঠ করতে থাকো এবং উপরে আরোহণ করতে থাকো। অতঃপর সে পড়তে থাকবে এবং প্রতিটি আয়াত পড়ার সাথে সাথে একটি স্তর অতিক্রম করবে। এভাবে সে তার জ্বাত শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পড়বে।

৩৭৮২। আবু সাদ্দ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআনের বাহককে জান্নাতে প্রবেশকালে বলা হবে, তুমি পাঠ করতে থাকো এবং উপরে আরোহণ করতে থাকো। অতঃপর সে পড়তে থাকবে এবং প্রতিটি আয়াত পড়ার সাথে সাথে একটি স্তর অতিক্রম করবে। এভাবে সে তার জ্বাত শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পড়বে।

৩৭৮৩। আবু সাদ্দ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআনের বাহককে জান্নাতে প্রবেশকালে বলা হবে, তুমি পাঠ করতে থাকো এবং উপরে আরোহণ করতে থাকো। অতঃপর সে পড়তে থাকবে এবং প্রতিটি আয়াত পড়ার সাথে সাথে একটি স্তর অতিক্রম করবে। এভাবে সে তার জ্বাত শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পড়বে।

৩৭৮৪। আবু সাদ্দ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআনের বাহককে জান্নাতে প্রবেশকালে বলা হবে, তুমি পাঠ করতে থাকো এবং উপরে আরোহণ করতে থাকো। অতঃপর সে পড়তে থাকবে এবং প্রতিটি আয়াত পড়ার সাথে সাথে একটি স্তর অতিক্রম করবে। এভাবে সে তার জ্বাত শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পড়বে।

৩৭৮৫। আবু সাদ্দ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআনের বাহককে জান্নাতে প্রবেশকালে বলা হবে, তুমি পাঠ করতে থাকো এবং উপরে আরোহণ করতে থাকো। অতঃপর সে পড়তে থাকবে এবং প্রতিটি আয়াত পড়ার সাথে সাথে একটি স্তর অতিক্রম করবে। এভাবে সে তার জ্বাত শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পড়বে।

৩৭৮৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْأَيْلِ الْمَعْقَلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعَقْلِهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ أَطْلَقَ عَقْلَهَا ذَهَبَتْ .

৩৭৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআনের উদাহরণ হলো বেধে রাখা উটের (উদাহরণ) তুল্য। উটের মালিক তাকে রশি দিয়ে বেধে রাখলে সে তাকে আয়ত্তাধীন রাখতে পারে, সে যদি তার রশির বাঁধন খুলে দেয় তবে তা ভেগে যায়।

৩৭৮৪ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي شَطْرَيْنِ فَانصَفْتُهَا لِي وَانصَفْتُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقرءوا يَقُولُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِي عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَيَقُولُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فَيَقُولُ أَتْنِي عَلَى عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ فَيَقُولُ اللَّهُ مَجِدَنِي عَبْدِي فَهَذَا لِي وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ يَقُولُ الْعَبْدُ أَيَّاكَ نَعْبُدُ وَأَيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَعْنِي فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَهَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .

৩৭৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মহামহিম আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি। নামাযের অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তাই তাকে দেয়া হয়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা পড়ো। বান্দা বলে, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর)। মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তাই তাকে দেয়া হবে। সে বলে, আর-রহমানির রাহীম (তিনি দয়াময় পরম দয়ালু)। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। আমার বান্দা যা

প্রার্থনা করেছে তা সে পাবে। সে বলে, মালিকি ইয়াওমিন্দীন (প্রতিফল দিবসের মালিক)। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। এটা হলো আমার জন্য, আর এই আয়াতটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি। বান্দা বলে : ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতান্নিন (আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই)। এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তাই সে পাবে। সূরার শেষ পর্যন্ত আমার বান্দার জন্য। বান্দা বলে : ইহুদিনাস সিরাতাল মুসতাকীম সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন (আমাদেরকে সরল ও মজবুত পথ দেখাও। সেই লোকদের পথ যাদের তুমি নিআমত দিয়েছো, যারা অভিশপ্ত হয়নি, যারা পথভ্রষ্ট হয়নি)। এটা আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তাই সে পাবে (মু, দা, তি, না)।

৩৭৮৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَعْلِمُكُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَخْرُجَ فَأَذْكَرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ .

৩৭৮৫। আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : আমি কি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা শিক্ষা দিবো না? রাবী বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। তখন আমি তাঁকে স্বরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন : সূরা আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা)। এটা হলো “সাবউল মাছানী” (বারবার পঠিত সপ্তক) ও মহান কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।

৩৭৮৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ .

৩৭৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুরআন মজীদে তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য শাফাআত করবে, শেষে তাকে ক্ষমা করা হবে। তা হলো : তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্ক” (সূরা মুল্ক)।

৩৭৮৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعَدَّلْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .

৩৭৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “কুল হুয়াল্লাহু আহাদ” সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

৩৭৮৮ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعَدَّلْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .

৩৭৮৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “কুল হুয়াল্লাহু আহাদ” সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

৩৭৮৯ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ تَعَدَّلْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .

৩৭৮৯। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আল-আহাদুল ওয়াহিদুস সামাদ” (ইখলাস) সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

অনুচ্ছেদ : ৫৩

بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ

যিকিরের ফযীলাত।

৩৭৯০ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ بْنِ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بَحْرَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِلَّا أَنْبَيْتُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا وَمَا

ذَٰكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ اللَّهُ وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَكَرِ اللَّهَ .

৩৭৯০। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কি তোমাদের আমলসমূহের সর্বোত্তমটি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবো না, যা তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, তোমাদের মর্যাদাকে অধিক উন্নীতকারী, তোমাদের সোনা-রূপা দান করার চেয়ে এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের শত্রুদের হত্যা করা এবং তোমাদের নিহত হওয়ার চেয়ে উত্তম? সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! সেটি কি? তিনি বলেন : আল্লাহর যিকির। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, কোন মানুষের জন্য আল্লাহর যিকিরের চেয়ে উত্তম কোন আমল নাই, যা তাকে মহামহিম আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে।

৩৭৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ عَمَارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ يَشْهَدَانِ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ .

৩৭৯১। আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি বলেছেন : লোকজন কোন মজলিসে সমবেত হয়ে আল্লাহর যিকিরে রত হলে ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হতে থাকে এবং আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণের সামনে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৩৭৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتَاهُ .

৩৭৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যখন আমার যিকির করে এবং আমার যিকিরে তার দুই ঠোঁট নড়াচড়া করে তখন আমি তার সাথে অবস্থান করি।

৩৭৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ

شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَنْبِئْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ
لِسَانَكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৭৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, ইসলামের বিধিবিধান আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে। আমাকে তার মধ্য থেকে এমন কিছু বলে দিন, যা আমি আকড়ে থাকবো। তিনি বলেন : মহান আল্লাহর যিকিরে তোমার জিহবা যেন সর্বদা সজীব থাকে।

অনুচ্ছেদ : ৫৪

بَابُ فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর ফযীলাত।

৩৭৯৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمْرَةَ الزُّبَيَّاتِ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ
صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ
الْحَمْدُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِي قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ ثُمَّ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ شَيْئًا لَمْ أَفْهَمُهُ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مَا
قَالَ فَقَالَ مَنْ رَزَقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ .

৩৭৯৪। আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দা যখন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান) বলে, তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং আমিই মহান। বান্দা যখন বলে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ” (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে, আমি একা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। বান্দা যখন বলে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা শারীকা লাহ” (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাঁর

কোন শরীক নাই), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং আমার কোন শরীক নাই। বান্দা যখন বলে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু” (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনিই সার্বভৌমত্বের মালিক এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, সার্বভৌমত্ব আমারই এবং সকল প্রশংসা আমারই। যখন সে বলে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ হাসিলের কোন শক্তি নাই), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং আমি ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ হাসিলের কোন শক্তি নাই। আবু ইসহাক (র) বলেন, আল-আগার (র) আরো কিছু বলেছিলেন, যা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তাই আমি আবু জাফর (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কি বলেছিলেন? তিনি বলেন, আল্লাহ যাকে মৃত্যুর সময় এই বাক্য বলার সৌভাগ্য দান করবেন, দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

৩৭৯০- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ سَعْدَى الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَقَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا لَكَ كَثِيبًا أَسَاءَتْكَ امْرَأَةٌ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ لَا وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا لَصَحِيفَتِهِ وَإِنْ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ أَسْأَلْهُ حَتَّى تُوْفِيَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُهَا هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَمُّهُ عَلَيْهَا وَلَوْ عَلِمَ أَنْ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ .

৩৭৯৫। সুদা আল-মুররিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর উমার (রা) তালহা (রা)-র নিকট দিয়ে যেতে তাকে বলেন, তোমার কি হয়েছে, তুমি বিষন্ন কেন? তোমার চাচাতো ভাইয়ের খেলাফত কি তোমার অপছন্দ হয়েছে? তালহা (রা) বলেন, না। বরং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার এমন একটি বাক্য জানা আছে, যা কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় বললে সেটা তার আমলনামার জন্য নূর হবে এবং নিশ্চয় তার দেহ ও আত্মা মৃত্যুর সময় তাকে শান্তি ও স্বস্তি দিবে। সেটি আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি, এরই মধ্যে তিনি ইনতিকাল করেন। উমার (রা) বলেন, আমি সেটি জানি। তা হলো সেই কলেমা যা তিনি তাঁর চাচার নিকট পেশ করেছিলেন। যদি তিনি জানতেন যে, সেই কলেমার চেয়েও অধিক নাজাত দানকারী কিছু আছে, তবে অবশ্যই তিনি সেটি তাঁর চাচার নিকট পেশ করতেন।

৩৭৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِصَانَ بْنِ الْكَاهِلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنٍ إِلَّا غُفِرَ اللَّهُ لَهَا .

৩৭৯৬। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি সর্বান্তকরণে এই সাক্ষ্য দিয়ে মারা গেলো যে, “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল”, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

৩৭৭৭- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ مَبْنُورٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلَا تَتْرُكُ ذَنْبًا .

৩৭৯৭। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (বান্দার) কোন আমলই “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-কে অতিক্রম করতে পারে না এবং তা কোন গুনাহকেই (মাফ না করিয়ে) ছাড়ে না।

৩৭৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَخْبَرَنِي سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عَدَلٌ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً وَمُحِيَ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَكُنَّ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ سَائِرَ يَوْمِهِ إِلَى اللَّيْلِ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا أَتَى بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ أَكْثَرَ .

৩৭৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনে এক শতবার বলে, “আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান”, তার জন্য দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব লেখা হয়, এক শত নেকী লেখা হয় এবং তার এক শত গুনাহ বিলোপ করা হয়, তার এ শব্দগুলি সারা দিন রাত পর্যন্ত তার জন্য শয়তান থেকে প্রতিবন্ধক হয় এবং তাকে যা দান করা হয় তার চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে অপর কেউ হাজির হতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি এ বাক্য তার চেয়ে অধিক সংখ্যায় পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র।

৩৭৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عَيْسَى
 بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ فِي دُبْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَعْتَاقِ
 رَقَبَةٍ مِنْ وَدِّ اسْمَاعِيلَ .

৩৭৯৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর বলে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীক লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর” (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই, সার্বভৌমত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তাঁর হাতেই কল্যাণ নিহিত এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান), সে ইসমাইলের (আ) বংশের একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে।

অনুচ্ছেদ : ৫৫

بَابُ فَضْلِ الْحَامِدِينَ

প্রশংসাকারীদের ফযীলাত।

৩৮০০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
 كَثِيرٍ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ الْفَاكِهِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ ابْنَ عِمِّ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ
 جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ .

৩৮০০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির হলো “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া হলো “আলহামদু লিল্লাহ” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)।

৩৮০১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى الْعُمَرِيِّينَ
 قَالَ سَمِعْتُ قُدَامَةَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ غُلَامٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعْصَفَرَانِ قَالَ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ

كَمَا يَنْبَغِي لَجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَعَضَلْتُ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ
يَكْتُبَانَهَا فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَا يَا رَبَّنَا إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي
كَيْفَ نَكْتُبُهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي قَالَ يَا
رَبِّ إِنَّهُ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لَجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَقَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا

৩৮০১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যকার এক বান্দা বললো, “হে প্রভু! আপনার মহিমাম্বিত চেহারার এবং আপনার মহান রাজত্বের উপযোগী প্রশংসা আপনার জন্য”। দু’জন ফেরেশতা একথা শুনে হতবাক হলেন এবং তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না যে, তা কিভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। তাই তারা আসমানে আরোহণ করে বলেন, হে আমাদের প্রভু! আপনার এক বান্দা এমন একটি বাক্য বলেছে, যা আমরা কিভাবে লিখবো তা বুঝে উঠতে পারছি না। মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, যদিও তাঁর বান্দা যা বলেছে তা তিনি সম্যক অবগত, আমার বান্দা কী বলেছে? ফেরেশতাদ্বয় বলেন, হে আমাদের প্রভু! সে বলেছে, “হে প্রভু! তোমার মহিমাম্বিত চেহারার এবং তোমার মহান রাজত্বের উপযোগী প্রশংসা তোমার জন্য”। মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেন, আমার বান্দা যেভাবে বলেছে তদ্রূপই লিখে রাখো। আমার সাথে সাক্ষাত লাভের সময় আমি তাকে তার বিনিময় দান করবো।

৩৮০২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ابْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَمْدُ
لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي قَالَ
هَذَا قَالَ الرَّجُلُ أَنَا وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَمَا
نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُونَ الْعَرْشِ .

৩৮০২। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। এক ব্যক্তি বললো, “আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, পর্যাপ্ত, পবিত্র ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে বলেন : একথা যে বলেছে, সে কে? লোকটি বললো, আমি, তবে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি বলেন : এই কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে এবং আরশে উপনীত হওয়ার পথে কোন কিছুই তার প্রতিবন্ধক হয়নি।

৩৮০৩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْرَقِ أَبُو مَرْوَانَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَمَّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

৩৮০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন : “আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনিমাতিহি তাতিমুস সালিহাত” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর করুণায় নেক কাজসমূহ পূর্ণতা লাভ করে)। তিনি অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন : “আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল” (সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

৩৮০৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ .

৩৮০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : “আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল, রব্বি আউযু বিকা মিন হালি আহলিন নার” (সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি)।

৩৮০৫- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ شَيْبِ بْنِ بَشْرِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَيُّ كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ .

৩৮০৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ কোন বান্দাকে যখন যে নিয়ামতই দান করেন, তাতে সে যদি বলে, “আলহামদু লিল্লাহ”, তবে তা (প্রশংসা) তাকে প্রদত্ত জিনিসের চেয়ে অধিক উত্তম।

অনুচ্ছেদ : ৫৬

بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ

তাসবীহ-এর ফযীলাত।

৩৮০৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَتَانِ

حَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ .

৩৮০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'টি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করতে সহজ, তুলাদণ্ডে পরিমাপে খুবই ভারী এবং করুণাময়ের নিকট খুবই প্রিয় : “সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম” (মহাপবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহান)।

৩৮০৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ
يَغْرِسُ غَرْسًا فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِي تَغْرِسُ قُلْتَ غِرَاسًا لِي قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ
عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يَغْرِسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجْرَةً فِي الْجَنَّةِ .

৩৮০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি চারাগাছ রোপণরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করলেন : আবু হুরায়রা! কি রোপণ করছো? আমি বললাম, আমার একটি চারা রোপণ করছি। তিনি বলেন : আমি কি তোমাকে এমন কিছু রোপণের কথা বলে দিবো না, যা তোমার জন্য এর চেয়েও উত্তম? তিনি বলেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন : তুমি বলো, “সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালাহু আকবার” (সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান)। প্রতিবারের বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ রোপিত হবে।

৩৮০৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشْرٍ ثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي رَشْدِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ مَرَّ بِهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ صَلَّى الْغَدَاةَ أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ وَهِيَ تَذْكُرُ اللَّهُ فَرَجَعَ
حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ (أَوْ قَالَ انْتَصَفَ) وَهِيَ كَذَلِكَ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ مِنْذُ قُمتُ عَنْكَ
أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهِيَ أَكْثَرُ وَأَرْجَحُ (أَوْ أَوْزَنُ) مِمَّا قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ
خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضًا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِينَةً عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

৩৮০৮। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জুয়াইরিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযশেষে তার নিকট গেলেন। তখন তিনি (জুয়াইরিয়া) আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত ছিলেন। বেলা বাড়লে বা দিনের অর্ধেক অতিবাহিত হলে তিনি পুনরায় ফিরে এসে জুয়াইরিয়া (রা)-কে একই অবস্থায় দেখলেন। তিনি বলেন : তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি কথা তিনবার বলেছি এবং তা তুমি এতক্ষণ যা বলেছো তার চেয়ে ওজনে অনেক বেশি। “সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহি” (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর সৃষ্টি সংখ্যার সমান), “সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহী” (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি, তাঁর সত্ত্বষ্টি মোতাবেক), “সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহি” (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর আরশের ওজনের সমপরিমাণ) এবং “সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহী” (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর কালামসমূহের সমপরিমাণ)।

৩৮০৯। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তাস্বীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাহমীদের (আলহামদু লিল্লাহ)-এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর যে মহিমা বর্ণনা করো তা মোমাছির গুণের ন্যায় শব্দ করে আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে। সেগুলো নিজ নিজ প্রেরকের কথা উল্লেখ করতে থাকে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে না যে, আল্লাহর নিকট অনবরত তার উল্লেখকারী কেউ থাকুক?

৩৮১০। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম; ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে একটা আমল বলে দিন। কেননা এখন আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, দুর্বল হয়ে গেছি এবং আমার দেহও ভারী হয়ে

গেছে। তিনি বলেন : তুমি শতবার আল্লাহ্ আকবার, শতবার আলহামদু লিল্লাহ্ এবং শতবার সুবহানাল্লাহ পড়ো। তা জিনপোষ ও লাগামসহ এক শত ঘোড়া আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) দান করার চেয়ে উত্তম, এক শত উটের চেয়ে উত্তম এবং এক শত গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম।

৩৮১১- حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ أَفْضَلُ الْكَلَامِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

৩৮১১। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : চারটি শ্রেষ্ঠ বাক্য আছে তার যে কোনটি দিয়ে শুরু করাতে তোমার ক্ষতি নেই, সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ মহাপবিত্র) ওয়ালহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র) ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই) ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান)।

৩৮১২- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَشَاءُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ۖ

৩৮১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি” শতবার বললো, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় (অধিক) হয়।

৩৮১৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهَا يَغْنِيُ يَحْطُطْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَحْطُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا .

৩৮১৩। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : তুমি অবশ্যই “সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার” পড়তে থাকো। কারণ তা গুনাহসমূহ বারিয়ে দেয়, যেমন গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।

بَابُ الْأَسْتِغْفَارِ

ক্ষমা প্রার্থনা ।

৩৮১৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَالْمَحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مِائَةَ مَرَّةٍ .
৩৮১৪ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা গণনা করে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই মজলিসে শতবার বলতেন, রবিবগফির লী ওয়াতুব আলাইয়া ইল্লাকা আনতাত তাওয়াবুর রহীম” (প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার তওবা কবুল করো । কেননা তুমিই তওবা কবুলকারী ও করুণাময়) ।

৩৮১৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ .

৩৮১৫ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আমি দৈনিক শতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি ।

৩৮১৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ أَبِي الْحَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ابْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً .

৩৮১৬ । আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আমি দৈনিক সত্তরবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি ।

৩৮১৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ فِي لِسَانِي ذَرْبٌ عَلَى أَهْلِي وَكَانَ لَا يَعْدُوهُمْ

إِلَىٰ غَيْرِهِمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْأَسْتَغْفَارِ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً .

৩৮১৭। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাগে আমার জিহবা আমার পরিবারের উপর অসংযত হয়ে যেতো, তবে তা তাদের অতিক্রম করে অন্যদের স্পর্শ করতো না। বিষয়টা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন : তুমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা থেকে কোথায় আছো? দৈনিক সত্তরবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।

৩৮১৮ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحَمِصِيِّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرِقٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَسْرِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا .

৩৮১৮। আবদুল্লাহ ইবনে বুরস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার আমলনামায় অধিক পরিমাণে “ক্ষমা প্রার্থনা” যোগ করতে পেরেছে, তার জন্য সুসংবাদ, আনন্দ।

৩৮১৯ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْأَسْتَغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

৩৮১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ ও প্রতিটি সংকট থেকে উদ্ধারের পথ বের করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন।

৩৮২০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا

৩৮২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : হে আল্লাহ! যারা উত্তম কাজ করতে পেরে আনন্দিত হয় এবং নিকৃষ্ট কাজ করলে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো।

بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ

আমলের ফযীলাত ।

৩৪২১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَازِيدٌ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلَهَا أَوْ أَعْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً وَمَنْ لَقِينِي بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطْبِينَةً ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً .

৩৮২১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করলো, তার জন্য রয়েছে তার দশ গুণ। আমি অবশ্য বাড়াতেও পারি। যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করলো, তার পাপের শাস্তি হবে তার সম-পরিমাণ অথবা আমি তা ক্ষমাও করতে পারি। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিষত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি এক হাত আমার দিকে অগ্রগামী হয়, আমি এক বাহু তার দিকে অগ্রগামী হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। কোন ব্যক্তি আমার সাথে কোন কিছু শরীক না করা অবস্থায় পৃথিবীপূর্ণ গুনাহ নিয়ে আমার সাথে মিলিত হলেও আমি অনুরূপ পরিমাণ ক্ষমাসহ তার সাথে মিলিত হবো।

৩৪২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً .

৩৮২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণা

মোতাবেক আচরণ করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথেই থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে যদি কোন মজলিসে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে তার আলোচনা করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয় তবে আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।

৩৮২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ .

৩৮২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজের সওয়াব দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তবে রোযা ব্যতীত। কেননা তা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দিবো।

অনুচ্ছেদ : ৫৯

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”-এর ফযীলাত।

৩৮২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَانَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ قَيْسٍ إِلَّا أَدْلَكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

৩৮২৪। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” বলতে শুনে বললেন : হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! আমি কি তোমাকে এমন এক বাক্যের সন্ধান দিবো না, যা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের অন্তর্ভুক্ত? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তুমি বলো, “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।”

৩৮২৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

৩৮২৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধনসমূহের একটির সন্ধান দিবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”।

৩৮২৬- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زَيْنَبٍ مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي يَا حَازِمُ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَانْهَازِ مَنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ .

৩৮২৬। হাযিম ইবনে হারমালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন : হে হাযিম! তুমি অধিক সংখ্যায় “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” বাক্যটি পড়ে। কেননা তা হলো জান্নাতের গুপ্তধন।

كِتَابُ الدُّعَاءِ

(দোয়া)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

দোয়ার ফযীলাত ।

৩৮২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعُ تَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ .

৩৮২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

৩৮২৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا وَكَيْعُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زُرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ سُبَيْعِ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) .

৩৮২৮। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দোয়াই হলো ইবাদত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : “এবং তোমাদের প্রভু বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো” (৪০ : ৬০) (আ, দা, তি, না, হা)।

৩৮২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى تَنَا أَبُو دَاوُدَ تَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ .

৩৮২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহর নিকট দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন জিনিস নাই (আ,তি, হা)।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া।

৩৮৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ ثَنَا وَكَيْعٌ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ فِي مَجْلِسِ الْأَعْمَشِ مِنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجَمَلِيُّ فِي زَمَنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُكْتَبِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ الْحَنْفِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَأَهْدِنِي وَسِّرِ الْهُدَى لِي وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شُكَّارًا لَكَ ذِكَّارًا لَكَ رَهَابًا لَكَ مُطِيعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوْهَا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاسْأَلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ قُلْتُ لَوْ كَيْعٌ أَقُولُهُ فِي قُنُوتِ الْوَيْتْرِ قَالَ نَعَمْ .

৩৮৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়ায় বলতেন : “হে প্রভু! আমাকে সাহায্য করো এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না, আমাকে সহযোগিতা করো এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করো না, আমার জন্য কৌশল এঁটো, আমার বিরুদ্ধে কৌশল এঁটো না, আমাকে হেদায়াত দান করো, আমার জন্য হেদায়াতের পথ সহজতর করো এবং যে ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার ও সীমা লংঘন করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো। হে প্রভু! আমাকে তোমার জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা বানাও, তোমার জন্য অনেক যিকিরকারী, তোমাকে অধিক ভয়কারী, তোমার অধিক আনুগত্যকারী, তোমার নিকট অনুময়-বিনয়কারী ও তোমার দিকে প্রত্যাভর্জনকারী বানাও। হে আমার রব! আমার তওবা কবুল করো, আমার সমস্ত গুড়াহ ধুয়ে-মুছে ফেলো, আমার দোয়া কবুল করো, চামার অন্তরকে হেদায়াত দান করো, আমার যবানকে সোজা রাখো, আমার যুক্তি-প্রমাণ বহাল করো এবং অছমার মনের সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করো (দা,শি,না,হা)। আবুল হাসান আত-তানাকফিসী (র) বলেন-আমি ওয়াকী (র)-কে বললাম, আমি কি তা বেতেরের কুনুতে পড়তে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

৩৮৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ثَنَا أَبِي عَنْ
 الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آتَتْ فَاطِمَةَ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ
 خَادِمًا فَقَالَ لَهَا مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ فَرَجَعَتْ فَآتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ الَّذِي
 سَأَلَتْ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا عَلَيَّ قَوْلِي لَا بَلَّ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ
 فَقَالَتْ فَقَالَ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ
 كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ
 وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ
 فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ أَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَآغِنْنَا مِنَ الْفَقْرِ .

৩৮৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি খাদেম চাওয়ার জন্য আসলেন। তিনি তাকে বলেন :
 আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা আমি তোমাকে দিতে পারি। অতএব তিনি ফিরে
 গেলেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট এসে বলেন : যা তুমি
 চেয়েছো, সেটাই কি তোমার কাছে অধিক প্রিয়, না যা তার চেয়ে উত্তম সেটি? আলী
 (রা) তাকে বলেন, তুমি বলো, বরং অধিক উত্তমটিই আমার নিকট অধিক প্রিয়। ফাতিমা
 (রা) তাই বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি বলো, “হে
 আল্লাহ, সাত আসমানের প্রতিপালক ও মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রতিপালক এবং
 প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক, তাওরাত, ইনজীল ও মহান কুরআন নাযিলকারী, তুমিই
 আদি, তোমার পূর্বে কিছুই নাই, তুমিই অন্ত তোমার পরেও কিছুই নাই, তুমিই
 প্রবল, বিজয়ী ও প্রকাশ্য, তোমার উপরে কিছুই নাই, তুমিই গুপ্ত, তুমি ছাড়া আর কিছু
 নাই। অতএব তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দরিদ্রতা থেকে
 স্বাবলম্বী বানাও” (তি)।

৩৮৩২- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ
 الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالعِفَافَ وَالعِغْنَى

৩৮৩২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন :
 “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত, তাকওয়া, চরিত্রের নির্মলতা ও
 আত্মনির্ভরশীলতা প্রার্থনা করি” (মু,তি)।

৩৮৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ .

৩৮৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে জ্ঞান দান করেছো, তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করো, আমার জন্য উপকারী জ্ঞান আমাকে শিখিয়ে দাও এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমি দোষখের শাস্তি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি”।

৩৮৩৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَقَالَ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا وَأَشَارَ الْأَعْمَشُ بِأَصْبَعِيهِ .

৩৮৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যাণ্ড পরিমাণে বলতেন : “হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো”। এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ব্যাপারে আশংকা করেন? আমরা তো আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন সেই বিষয়ে আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নিয়েছি। তিনি বলেন : অন্তরসমূহ মহামহিমাম্বিত করণাময়ের দুই আংগুলের মাঝে অবস্থিত। তিনি সেগুলোকে ওলট-পালট করেন। আমাশ (র) তার দুই আংগুল দ্বারা ইশারা করেন।

৩৮৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

৩৮৩৫। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি আমার নামাযের মধ্যে দোয়া করতে পারি। তিনি বলেন : তুমি বলো, “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার সত্তার উপর অনেক অত্যাচার করেছি, তুমি ভিন্ন গুনাহ মাফ করার আর কেউ নাই। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কেননা তুমিই কেবল ক্ষমা করতে পারো এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী, অতি দয়ালু” (বু, মু, না, তি)।

৩৮৩৬- ৩৮৩৭। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বলেন : পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের সাথে যেরূপ করে, তোমরা তদ্রূপ করো না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন! তিনি বলেন : “হে আল্লাহ! আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি দয়া করো, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, আমাদের দোয়া কবুল করো, আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাও, আমাদেরকে দোষখ থেকে নাজাত দাও এবং আমাদের যাবতীয় বিষয় সংশোধন করে দাও”। রাবী বলেন, আমরা আশা করছিলাম, তিনি আমাদের জন্য আরো অধিক দোয়া করবেন। তখন তিনি বলেন : আমি কি তোমাদের সকল প্রয়োজন একত্র করে দেইনি?

৩৮৩৬। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বলেন : পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের সাথে যেরূপ করে, তোমরা তদ্রূপ করো না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন! তিনি বলেন : “হে আল্লাহ! আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি দয়া করো, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, আমাদের দোয়া কবুল করো, আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাও, আমাদেরকে দোষখ থেকে নাজাত দাও এবং আমাদের যাবতীয় বিষয় সংশোধন করে দাও”। রাবী বলেন, আমরা আশা করছিলাম, তিনি আমাদের জন্য আরো অধিক দোয়া করবেন। তখন তিনি বলেন : আমি কি তোমাদের সকল প্রয়োজন একত্র করে দেইনি?

৩৮৩৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাইঃ এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, এমন অন্তর থেকে যা জীত-বিহ্বল হয় না, এমন আত্মা থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে যা কবুল করা হয় না”।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

যা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।

৩৮৩৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغَنِيِّ وَشَرِّ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَتَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَقِيَتِ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدُّسِّ وَتَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا تَاعِدَتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ

৩৮৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসকল বাক্যে দোয়া করতেন : “হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই আপনার নিকট আশ্রয় চাই দোযখের বিপর্যয় থেকে, দোযখের শাস্তি থেকে, কবরের বিপর্যয় থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, প্রাচুর্যের বিপর্যয়কর ক্ষতি থেকে, দারিদ্র্যের বিপর্যয়কর অভিশাপ থেকে এবং দাজ্জালের বিপর্যয়কর ক্ষতি থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ বরফ-শিলা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলো, আমার অন্তরকে সমস্ত পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করো, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করো এবং আমার ও আমার পাপগুলোর মাঝে এতোটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, তুমি যতটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা থেকে, বার্ষক্য থেকে, গুনাহ প্রলুদ্ধকর বস্তু থেকে এবং ঋণভার থেকে” (বু, মু, তি, না)।

৩৮৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرُؤَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ .

৩৮৩৯। ফারওয়া ইবনে নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বাক্যে দোয়া করতেন, আমি আয়েশা (রা)-র নিকট সেই দোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই আমার কৃতকর্মের ক্ষতি থেকে এবং যে কাজ আমি (এখনো) করিনি তার অনিষ্ট থেকে”।

৩৮৪০ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الْخِرَاطُ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

৩৮৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দোয়াটি আমাদেরকে এতো গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দিতেন যত গুরুত্ব সহকারে তিনি আমাদের কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই, কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই, মাসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে এবং তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে (মু, দু, না, তি)।

৩৮৪১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْتِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عِقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ .

৩৮৪১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। আমার হাত তাঁর দুই পায়ের পাতার নীচে গিয়ে লাগলো। তিনি তখন সিজদারত ছিলেন এবং তাঁর পায়ের পাতা দু'টি দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। তিনি বলছিলেনঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির উসীলায় তোমার অসন্তোষ থেকে আশ্রয় চাই, তোমার ক্ষমার উসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিকট তোমা থেকে আশ্রয় চাই, তোমার পূর্ণ প্রশংসা করা আমার সাধ্যাতীত, তুমি যেকোনো তোমার প্রশংসা বর্ণনা করেছো সেরূপই” (মু, তি)।

৩৮৪২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ جَعْفَرِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ .

৩৮৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা দারিদ্র্য, স্বল্পতা, অপমান, অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।

৩৮৪৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ .

৩৮৪৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট উপকারী জ্ঞান লাভের প্রার্থনা করো এবং অপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।

৩৮৪৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَرْدَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الصِّدْرِ قَالَ وَكَيْعٌ يَعْنِي الرَّجُلَ يَمُوتُ عَلَى فِتْنَةٍ لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا .

৩৮৪৪। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ভীরুতা, কাপুরুষতা, কাপণ্য, অথর্বজনক বার্ষিক্য, কবরের শাস্তি ও অন্তরের বিপর্যয় থেকে। ওয়াকী (র) বলেন, অন্তরের বিপর্যয়ের অর্থ হলো যে ব্যক্তি তার পথভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করে মারা যায়।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ الْجَوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ

দোয়ার সমষ্টি।

৩৮৪৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ

أَسْأَلُ رَبِّي قَالِ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ
الْأَرْمَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ .

৩৮৪৫। তারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ হাদীস শুনেছেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করতে গিয়ে কিভাবে বলবো? তিনি বলেন : তুমি বলো, “হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে আরোগ্য দান করো এবং আমাকে রিযিক দান করো”। অতঃপর তিনি তাঁর বৃদ্ধাংগুলি ছাড়া অবশিষ্ট চার আংগুল একত্র করে বলেন : এই চারটি প্রার্থনা তোমার দীন ও দুনিয়াকে তোমার জন্য একত্র করবে।

৩৮৪৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي
جَبْرُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهَا
هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ
أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَتَبِيئِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَ بِهِ
عَبْدُكَ وَتَبِيئِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ
قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا .

৩৮৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এই দোয়া শিখিয়েছেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ইহকাল ও পরকালের আমার জানা-অজানা যাবতীয় কল্যাণ কামনা করি। আমি তোমার নিকট ইহকাল ও পরকালের আমার জানা-অজানা যাবতীয় অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকট যেসব কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন, আমিও তোমার নিকট সেইসব কল্যাণ কামনা করি এবং তোমার বান্দা ও তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকট যেসব ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আমিও তোমার নিকট সেইসব ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করি এবং যেসব কথা ও কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী করে তদ্রূপ কথা ও কাজের তৌফিক চাই, আমি তোমার নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং যে কথা ও কাজ দোযখের নিকটবর্তী করে তদ্রূপ কথা ও কাজ থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি তোমার নিকট আমার সাথে সংশ্লিষ্ট তোমার প্রতিটি সিদ্ধান্তের কল্যাণ কামনা করি”।

৩৮৪৭- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَتَشْهَدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ أَمَا وَاللَّهِ مَا أَحْسَنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ قَالَ حَوْلَهَا نُدْنُدُنْ .

৩৮৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন : নামাযের মধ্যে তুমি কি বলো? সে বললো, আমি তাশাহুদ পড়ি, অতঃপর আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করি এবং জাহান্নাম থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তবে আপনার ও মুআয (রা)-র দোয়া কতই না উত্তম! তিনি বললেন : আমরাও প্রায় অনুরূপ দোয়া করে থাকি।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ الدُّعَاءِ بِالْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ

ক্ষমা ও নিরাপত্তা লাভের দোয়া।

৩৮৪৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي سَلْمَةُ ابْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلِّ رَبِّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلِّ رَبِّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلِّ رَبِّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ .

৩৮৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি বলেন : তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। অতঃপর সে দ্বিতীয় দিন তাঁর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি বলেন : তুমি তোমার প্রভুর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। অতঃপর সে তৃতীয় দিন তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি বলেন : তুমি তোমার রবের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। যদি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করা হয়, তাহলে তুমি পরম সাফল্য লাভ করলে (তি)।

৩৮৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ (ثُمَّ بَكَى أَبُو بَكْرٍ) ثُمَّ قَالَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهَمَّا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهَمَّا فِي النَّارِ وَسَلُوا اللَّهَ الْمَعْفَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمَعْفَاةِ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُوثِرُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْرَانًا .

৩৮৪৯। আওসাত ইবনে ইসমাঈল আল-বাজালী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর তিনি আবু বাকর (রা)-কে বলতে শুনেন : গত বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই স্থানে দাঁড়ালেন, অতঃপর আবু বাকর (রা) কেঁদে দিলেন, অতঃপর বললেন : অবশ্যই তোমরা সততা অবলম্বন করবে। কারণ তা পুণ্যের সাথী এবং এ দু'টির অবস্থান জান্নাতে। তোমরা অবশ্যই মিথ্যাকে পরিহার করবে। কারণ তা পাপাচারের সাথী এবং এ দু'টির অবস্থান জাহান্নামে। তোমরা আল্লাহর নিকট সুস্থতা ও নিরাপত্তা কামনা করো। কেননা ঈমানের পর কাউকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার চাইতে অধিক উত্তম কিছু দান করা হয়নি। তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না এবং পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।

৩৮৫০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَفْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو قَالَ تَقُولِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي .

৩৮৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি কদরের রাত পেয়ে যাই তবে কী দোয়া পড়বো? তিনি বলেন : তুমি বলবে, “হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতেই ভালোবাসো। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও” (আ,তি,না,হা)।

৩৮৫১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنَ اللَّهِمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمَعْفَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

৩৮৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দা যত রকম দোয়া করে তার মধ্যে “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করি” এই দোয়ার চেয়ে উত্তম কোন দোয়া নাই।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

দোয়াকারী প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করবে।

৩৮৫২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَأَخَا عَادٍ .

৩৮৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “আল্লাহ আমাদেরকে এবং আদ জাতির ভাই (হুদ আ)-কে দয়া করুন।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ

তোমাদের কেউ তাড়াছড়া না করলে তার দোয়া কবুল হয়।

৩৮৫৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ قِيلَ وَكَيْفَ يَعْجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ فَلَمْ يَسْتَجِبِ اللَّهُ لِي .

৩৮৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের যে কোন লোকের দোয়াই কবুল হয়ে থাকে, যাবত না সে তাড়াছড়া করে। বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকে তাড়াছড়া কিভাবে করে? তিনি বলেন : দোয়াকারী বলে, আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করলাম কিন্তু আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেননি (বু, মু, দা, তি)।

بَابُ لَا يَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

কোন ব্যক্তি এভাবে বলবে না, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো।

৩৮৫৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَدْرِيسَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعِزِّمْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرَهَ لَهُ .

৩৮৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে : “হে আল্লাহ তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো”, বরং সে যেন পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে কামনা করে। কেননা কোন কাজই আল্লাহর জন্য বাধ্যতামূলক নয় (বু, মু, দা, তি)।

بَابُ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ

আল্লাহর মহান নাম (ইসমে আযম)।

৩৮৫৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَقَاتِحَةَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ .

৩৮৫৫। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর মহান নাম (ইসমে আযম) এই দুই আয়াতের মধ্যে নিহিত আছে (অনুবাদ) : “আর তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি দয়াময় অতি দয়ালু” (২ঃ ১৬৩) এবং সূরা আল ইমরানের প্রথম আয়াত (আ, দা, তি)।

৩৮৫৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي سُورَةِ ثَلَاثِ الْبَقَرَةِ وَالْأَلِ عِمْرَانَ وَطَهُ .

৩৮৫৬। কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর ইসমে আযম, যার উল্লেখ করে দোয়া করলে তা কবুল হয়, তা তিনটি সূরায় রয়েছে : সূরা বাকারা, সূরা আল ইমরান ও সূরা তাহা।

৩৮৫৬(১) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلْمَةَ قَالَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَيْسَى بْنِ مُوسَى فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ غَيْلَانَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৮৫৬(১)। আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম-আমর ইবনে আবু সালামা-ঈসা ইবনে মুসা-গাইলান ইবনে আনাস-কাসিম-আবু উমামা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৮৫৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أُجَابَ .

৩৮৫৭। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এই বিশ্বাসে প্রার্থনা করছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই”। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নিশ্চয় এই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাঁর মহান নামের উসীলায় প্রার্থনা করেছে, যার উসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই দান করেন এবং যার উসীলায় দোয়া করলে তিনি অবশ্যই কবুল করেন (দা,তি,না,হা)।

৩৮৫৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا أَبُو خُرَيْمَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَنَانُ بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أُجَابَ .

৩৮৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, কেননা সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তুমি একক সত্তা, তোমার কোন শরীক নেই, তুমি অনুগ্রহকারী, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং মহিমা ও সম্মানের অধিকারী”। তিনি বলেন : এই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাঁর ইসমে আযমের (মহান নামের) উসীলায় প্রার্থনা করেছে, যার উসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন এবং যার উসীলায় দোয়া করলে তিনি কবুল করেন।

৩৮৫৯ - حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الصَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْفَزَارِيِّ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَحْبَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أُعْطِيَْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ قَالَتْ وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ دَنَّنِي عَلَى الْأِسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي فَعَلِمْنِيهِ قَالَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ فَتَنَحَيْتُ وَجَلَسْتُ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَقَبِلْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْنِيهِ قَالَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ يَا عَائِشَةُ أَنْ أُعَلِّمَكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْأَلِينَ بِهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا قَالَتْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهُ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنُ وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي قَالَتْ فَاسْتَضْحَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَفِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَوْتُ بِهَا .

৩৮৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার পবিত্র, উত্তম, বরকতপূর্ণ এবং আপনার অধিক প্রিয় নামের উসীলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, যে নামের উসীলায় আপনাকে ডাকলে আপনি সাড়া দেন, যে নামের উসীলায় প্রার্থনা করলে আপনি দান করেন, যেই নামের উসীলায় রহমত প্রার্থনা করা হলে আপনি রহমত নাযিল করেন এবং যেই নামের উসীলায় বিপদমুক্তি কামনা করা হলে আপনি বিপদমুক্ত করেন”। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন তিনি বললেন : হে আয়েশা! তুমি কি জানো, আল্লাহ

আমাকে সেই নামটি বলে দিয়েছেন, যে নামের উসীলায় ডাকলে তিনি সাড়া দেন? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন : হে আয়েশা! তা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, তখন আমি সরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম, অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় চুমা দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন : হে আয়েশা! তা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি যদি তোমাকে শিখিয়ে দেই তবে সেই নামের উসীলায় পার্থিব জগতের কিছু প্রার্থনা করা তোমার জন্য সংগত হবে না। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি উঠে গিয়ে উয় করলাম এবং দুই রাকআত নামায পড়ার পর বললাম, “হে আল্লাহ ! আমি তোমাকে ‘আল্লাহ’ নামে ডাকছি, আমি তোমাকে রহমান নামে ডাকছি, আমি তোমাকে ‘বারক্বর রহীম’ নামে ডাকছি এবং আমি তোমাকে আমার জানা-অজানা তোমার যাবতীয় সর্বোত্তম নামে ডাকছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া করো”। আয়েশা (রা) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অকৃত্রিম হাসি দিলেন, অতঃপর বললেন : তুমি যেসব নামে ডাকলে, সেই নামটি অবশ্যই এগুলোর মধ্যে আছে।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহান আল্লাহর নামসমূহ।

৩৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً الْوَاحِدُ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৩৮৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে অর্থাৎ এক কম এক শত। যে ব্যক্তি এই নামগুলো কণ্ঠস্থ করলো বা গুণে গুণে পড়লো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো (বু, মু, তি)।

৩৮৬১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً الْوَاحِدُ إِنَّهُ وَتَرَّ يُحِبُّ الْوَتْرَ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهِيَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ

الْأَوَّلُ الْأَخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْمَلِكُ الْحَقُّ السَّلَامُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
 السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْبَارُّ الْمُتَعَالُ الْجَلِيلُ الْجَمِيلُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ الْغَنِيُّ الْوَهَّابُ الْوَدُودُ الشَّكُورُ
 الْمَاجِدُ الْوَاجِدُ الْوَاقِي الرَّاشِدُ الْعَفْوُ الْغَفُورُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ التَّوَّابُ الرَّبُّ الْمَجِيدُ
 الْوَكِيلُ الشَّهِيدُ الْمُبِينُ الْبُرْهَانُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ
 الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْبَاقِي الْوَاقِي الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ
 الْمُعِزُّ الْمُدْلُ الْمُقْسِطُ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ الْقَائِمُ الدَّائِمُ الْحَافِظُ الْوَكِيلُ
 الْقَاطِرُ السَّامِعُ الْمُعْطَى الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْمَانِعُ الْجَامِعُ الْهَادِي الْكَافِي الْأَبْدُ
 الْعَالِمُ الصَّادِقُ النُّورُ الْمُنِيرُ التَّامُّ الْقَدِيمُ الْوَتَرُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
 يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . قَالَ زُهَيْرٌ قَبَلْنَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ
 أَوْلَهَا يَفْتَحُ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ
 الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .

৩৮৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
 বলেন : আল্লাহর নিরানব্বই নাম আছে অর্থাৎ এক কম এক শত। নিশ্চয় তিনি বেজোড়
 এবং তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি এই নামগুলোর হেফাজত করবে সে
 জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেগুলো এই : اللَّهُ (আল্লাহ), الْوَاحِدُ (একক), الصَّمَدُ (স্বয়ং
 সম্পূর্ণ), الْأَوَّلُ (অনাদি), الْآخِرُ (অনন্ত), الظَّاهِرُ (প্রকাশ্য), الْبَاطِنُ (লুকায়িত),
 الْمَلِكُ (শ্রষ্টা), الْبَارِئُ (সৃজনকর্তা), الْمُصَوِّرُ (অবয়ব দানকারী), الْحَقُّ (স্বত্বাধিকারী),
 الْمُؤْمِنُ (পরম শাস্তিদাতা), السَّلَامُ (পরম শান্তিদাতা), الْجَبَّارُ (নিরাপত্তাদানকারী),
 الْمُتَكَبِّرُ (চিরসাক্ষী), الْعَزِيزُ (মহাপরাক্রমশালী), الرَّحْمَنُ (মহাশক্তিধর), الرَّحِيمُ (পরম
 করুণাময়), اللَّطِيفُ (সূক্ষ্মদর্শী), الْخَبِيرُ (মহাসংবাদরক্ষক), السَّمِيعُ (শ্রবণকারী),
 الْبَصِيرُ (মহাদ্রষ্টা), الْعَلِيمُ (মহাজ্ঞানী), الْعَظِيمُ (মহান), الْبَارُّ (কল্যাণদাতা),
 الْمُتَعَالُ (চিরউন্নত), الْجَلِيلُ (মহামহিমাশিত), الْجَمِيلُ (পরম সৌন্দর্যময়), الْحَيُّ

(চিরঞ্জীব), الْقَيُّومُ (চিরস্থায়ী), الْقَادِرُ (সর্বশক্তিমান), الْقَاهِرُ (সর্বজয়ী), الْعَلِيُّ (মহাউন্নত), الْحَكِيمُ (মহাবিজ্ঞ), الْقَرِيبُ (নিকটতম), الْمُجِيبُ (কবুলকারী), الْغَنِيُّ (ঐশ্বর্যশালী), الْوَهَّابُ (মহান দাতা), الْوَدُودُ (মহন্তম বন্ধু), الشُّكُورُ (কৃতজ্ঞতাপ্রিয়), الْمَاجِدُ (মহাগৌরবান্বিত), الْوَاجِدُ (ইচ্ছামাত্র সম্পাদনকারী), الْوَالِيُّ (অধিপতি), الْحَلِيمُ (ক্ষমাকারী), الْغَفُورُ (ক্ষমাকারী), الرَّاشِدُ (হেদায়াত দানকারী), الْعَفُوفُ (ক্ষমাকারী), الرَّبُّ (মহাসহিষ্ণু), الْكَرِيمُ (মহাঅনুগ্রহশীল), التَّوَاتُ (তওবা কবুলকারী), الْوَالِيُّ (প্রতিপালক), الْمَجِيدُ (মহাগৌরবান্বিত), الْوَلِيُّ (মহাঅভিভাবক), الشَّهِيدُ (সর্বদর্শী), الْمُبِينُ (সুস্পষ্টকারী), الْبُرْهَانُ (সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী), الرَّؤُوفُ (পরম দয়ালু), الْبَاعِثُ (ফেরতদাতা), الْمُعِيدُ (সৃষ্টির সূচনাকারী), الرَّحِيمُ (পরম করুণাময়), الْوَارِثُ (স্বত্বাধিকারী), الْقَوِيُّ (মহাশক্তিধর), الشَّدِيدُ (মহাপ্রচণ্ড), الْوَأْقَى (অনিষ্টকারী), النَّافِعُ (উপকারকারী), الْبَاقِي (চির বিরাজমান), الضَّارُّ (হেফযতকারী), الْخَافِضُ (অবনতকারী), الرَّافِعُ (উন্নতি দানকারী), الْفَاضِلُ (হরণকারী), الْبَاسِطُ (সম্প্রসারণকারী), الْمُعِزُّ (ইচ্ছতদাতা), الْمُدُلُّ (অপমানকারী), الْمُقْسِطُ (ন্যায়বান), الرَّزَّاقُ (الرَّزِيقُ) (রিযিকদাতা), ذَوَالْقُوَّةِ الْمَتِينُ (দৃঢ় শক্তির অধিকারী), الْقَائِمُ (চিরস্থায়ী), الدَّائِمُ (চিরস্থায়ী), الْخَافِظُ (হেফাজতকারী), الْوَكِيلُ (চিরস্থায়ী), الْفَاطِرُ (সৃষ্টিকর্তা), السَّامِعُ (শ্রবণকারী), الْمُعْطَى (দানকারী), الْجَامِعُ (জীবনদাতা), الْمُمِيتُ (মৃত্যুদাতা), الْمَنَاعُ (প্রতিরোধকারী), الْمُحْيِ (সমবেতকারী), الْهَادِي (পথপ্রদর্শক), الْكَافِي (যথেষ্ট), الْآبِدُ (অনাদি ও অনন্ত), الْمُنِيرُ (আলো, জ্যোতি), الْأَحَدُ (আলোকিতকারী), التَّامُّ (পরিপূর্ণ), الْقَدِيمُ (চিরনিত্য), الْوَتْرُ (বেজোড়), الصَّمَدُ (একক), الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (যিনি কাউকে জন্ম দেননি, যিনি জাতকও নন), وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (এবং যার সমকক্ষ কেউ নয়)। যুহাইর (র) বলেন, আমরা একাধিক বিশেষজ্ঞ আলেমের অভিমত অবহিত হয়েছি যে, উক্ত নামগুলো নিম্নোক্তভাবে গুর করতে হবে : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁর জন্য রাজত্ব, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তাঁর হাতে যাবতীয় কল্যাণ নিহিত, তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ)।

بَابُ دَعْوَةِ الْوَالِدِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

পিতার দোয়া ও মজলুমের দোয়া ।

৩৪৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرِ السَّهْمِيُّ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لَوْلَدِهِ .

৩৮৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তির দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের জন্য পিতার দোয়া (আ,দা,তি)।

৩৪৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُبَابَةُ ابْنَةُ عَجْلَانَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعِ الْخَزَاعِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ دُعَاءُ الْوَالِدِ يُفْضَى إِلَى الْحِجَابِ .

৩৮৬৩। উম্মু হাকীম বিনতে ওয়াদ্দাআ আল-খুযাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পিতার দোয়া (আল্লাহর নূরের) পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ

দোয়ায় অতিরঞ্জন নিষিদ্ধ।

৩৪৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنبَأَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَغْفَلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا فَقَالَ أَيُّ بَنِي سَلِّ اللَّهُ

الْجَنَّةَ وَعُذِّبَ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ .

৩৮৬৪। আবু নাআমা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) তার ছেলেকে বলতে শুনলেন, “হে আল্লাহ! আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আপনার নিকট জান্নাতের ডান দিকের স্বেত প্রাসাদ প্রার্থনা করি”। তখন তিনি বলেন, হে বৎস! আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করো এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা দেয়ায় অতিরঞ্জন করবে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

দোয়া করতে দুই হাত তোলা।

৩৮৬৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بُكْرُ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ رَأَيْتُمْ حَيًّا كَرِيمًا يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدُّهُمَا صِفْرًا أَوْ قَالَ خَائِبَتَيْنِ .

৩৮৬৫। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, দানশীল। তাঁর কোন বান্দা নিজের দুই হাত তুলে তাঁর নিকট দোয়া করলে তিনি তার শূন্যহাত বা তাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

৩৮৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفْيِكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَعْتَ فَاَمْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ .

৩৮৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি যখন আল্লাহর নিকট দোয়া করবে, তখন তোমার দুই হাতের তালু উপর দিকে রেখে দোয়া করবে, দুই হাতের পিঠ উপর দিকে রেখে দোয়া করবে না। তুমি দোয়া শেষ করে হাতের তালুদ্বয় তোমার মুখমণ্ডলে মাসেহ করবে।

بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى

কেউ সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে যে দোয়া পড়বে।

৩৮৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عَدَلٌ رَقَبَةٌ مِنْ وَدِّ اسْمَاعِيلَ وَحُطُّ عَنْهُ عَشْرُ حَطِينَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِذَا أَمْسَى فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فَرَأَى رَجُلًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عِيَّاشٍ يَرُؤِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عِيَّاشٍ .

৩৮৬৭। আবু আইয়াশ আয-যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ভোরে উপনীত হয়ে বলে : “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব-সার্বভৌমত্ব তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান”, সে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সত্ত্বাব পাবে, তার দশটি গুনাহ মোচন হবে, তার মর্যাদা দশ গুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। সে সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে অনুরূপ দোয়া করলে ভোর হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ প্রতিদান পাবে। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু আইয়াশ আপনার নামে এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আবু আইয়াশ সত্য বলেছে।

৩৮৬৮- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، بِنِ كَاسِبِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَقُولُوا اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيُ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُمْ فَقُولُوا اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيُ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

৩৮৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা ভোরে উপনীত হয়ে বলবে, “হে আল্লাহ! তোমার হুকুমই

আমরা প্রভাতে উপনীত হই এবং তোমার হুকুমেই আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই, তোমার হুকুমেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার হুকুমেই আমরা মৃত্যুবরণ করি”। আর তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েও বলবে, “হে আল্লাহ্! আমরা তোমার হুকুমেই সন্ধ্যায় উপনীত হই, তোমার হুকুমেই আমরা ভোরে উপনীত হই, তোমার হুকুমেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার হুকুমেই আমরা মৃত্যুবরণ করি। তোমার নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন” (আ, দা, তি, না)।

৩৮৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 أَبَانَ بْنِ عُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
 مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ
 اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ
 شَيْءٌ قَالَ وَكَانَ أَبَانٌ قَدْ أَصَابَهُ طَرْفٌ مِنَ الْفَالِجِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ
 لَهُ أَبَانٌ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ أَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا قَدْ حَدَّثْتِكَ وَلَكِنِّي لَمْ أَقْلَهُ يَوْمَئِذٍ
 لِيَمْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدْرَهُ .

৩৮৬৯। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে কোন বান্দা প্রতিদিন সকালে ও প্রতি রাতে সন্ধ্যায় তিনবার করে এ দোয়াটি পড়লে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না : “আল্লাহর নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যম্বীনের কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বোজ্ঞ”। অধস্তন রাবী বলেন, আবান (র)-এর দেহের একাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (উক্ত হাদীস বর্ণনাকালে) এক ব্যক্তি (অধস্তন রাবী) তার দিকে তাকাতে থাকলে তিনি তাকে বলেন, তুমি কি দেখছো? শোন! আমি তোমার নিকট যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা হুবহু বর্ণনা করেছি। তবে যেদিন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছি সেদিন ঐ দোয়া পড়িনি এবং আল্লাহ তাআলা তাকদীরের লিখন আমার উপর কার্যকর করেছেন (দা, তি, না, হা)।

৩৮৭০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا أَبُو
 عَقِيلٍ عَنْ سَابِقٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ
 مُسْلِمٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ يُمَسِّي وَحِينَ يُصْبِحُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا
 وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮৭০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আবু সাল্লাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন মুসলমান বা কোন মানুষ বা কোন

বান্দা সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে “আল্লাহ আমার প্রভু, ইসলাম আমার দীন এবং মুহাম্মাদ (সা) আমার রাসূল হওয়ায় আমি সর্বাস্তকরণে সন্তুষ্ট আছি” এ কথা বললে, কিয়ামতের দিন তার উপর সন্তুষ্ট হওয়া আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যায়।

৩৮৭১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِيسِيُّ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا عَبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُ هُوَ لَاءِ الدُّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَامِنْ رَوْعَاتِي وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ قَوْفِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ وَكَيْعُ يَعْنِي الْحَسَنَ .

৩৮৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে গোপন রাখো, আমার ভয়কে শান্তিতে পরিণত করো এবং আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে ও আমার উপরের দিক থেকে আমাকে হেফাজত করো। আমি তোমার নিকট আমার নিচের দিক দিয়ে আমাকে ধসিয়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

৩৮৭২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عِيْنَةَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوؤُا بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوؤُا بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَهَا فِي يَوْمِهِ وَكَلِمَتِهِ فَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

৩৮৭২। বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পড়েছেন : “হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দা, আমি তোমার প্রতিশ্রুতিতে

বথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আমি আমার কৃতকর্মের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় চাই, আমি তোমার নিয়ামতসমূহ স্বীকার করছি, আমি আমার অপরাধও স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমার অপরাধসমূহ মাফ করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নাই”। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি দিনে ও রাতে এই দোয়া পড়লে এবং সেই দিনে বা রাতে মারা গেলে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে দাখিল হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৫

بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا أُوِيَ إِلَى فِرَاشِهِ

যে কোন ব্যক্তি শয্যা গ্রহণকালে যে দোয়া পড়বে।

৩৮৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُوِيَ إِلَى فِرَاشِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ .

৩৮৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন : “হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভু, প্রতিটি জিনিসের প্রভু, শস্যবীজ ও আটির অংকুর উদগমকারী, তাওরাত, ইনজীল ও মহান কুরআন নাযিলকারী। আমি প্রত্যেক প্রাণীর অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। এগুলো তোমার আয়ত্তাধীন। তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই নাই। তুমিই অন্ত, তোমার পরেও কিছুই নাই। তুমিই ব্যক্ত, তোমার উপরে কিছুই নাই। তুমিই গুণ, তোমার থেকে কিছুই গোপন নয়। সুতরাং তুমি আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও এবং আমাকে দারিদ্র্য থেকে স্বাবলম্বী করো” (যু, দা, তি, না)।

৩৮৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى فِرَاشِهِ فَلْيَتَزَعْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ثُمَّ لِيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا

خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ رَبِّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي
وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ
عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ .

৩৮৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যখন শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা করে, তখন সে যেন তার লুক্কীর ভেতরাংশ ঝেড়ে নেয়, অতঃপর তা দিয়ে তার বিছানা ঝেড়ে ফেলে। কেননা সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে বিছানায় কি পতিত হয়েছে। অতঃপর সে যেন তার ডান কাতে শোয়, অতঃপর বলে, “হে আমার রব! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় এলিয়ে দিলাম এবং তোমার নামেই আবার তা উঠাবো। যদি তুমি আমার জান রেখে দাও (মৃত্যু দান করো) তবে তার প্রতি দয়া করো, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তার সেইভাবে হেফাজত করো যেভাবে তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের হেফাজত করো (বু, মু, দা, তি)।

৩৮৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يُونُسَ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدُ بْنُ شُرْحَبِيلَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ .

৩৮৭৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তাঁর দুই হাতে ফুঁ দিয়ে তা তাঁর সমস্ত শরীর মলতেন (বু, মু, দা, তি, না)।

৩৮৭৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ أَوْ أَوَيْتَ إِلَى
فِرَاشِكَ فَقُولِ اللَّهُمَّ اسْكُنْ وَجْهِي الْيَمِينِ وَالْجَنَاتِ ظَهْرِي الْيَمِينِ وَقَوِّضْ أَمْرِي
الْيَمِينِ رَغْبَةً وَرَهْبَةً الْيَمِينِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَأَ مِنْكَ إِلَّا الْيَمِينُ أَمَّنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي
أَنْزَلْتَ وَتَبَيَّنَكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنَّ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ
أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا .

৩৮৭৬। বারাআ ইবনে আয়েব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলেন : যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবো বা বিছানাগত হবে তখন বলবে, “হে আল্লাহ! আমি আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার পিঠ তোমার

আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম, তোমার রহমতের আশা ও তোমার আযাবের ভয় সহকারে আমার যাবতীয় বিষয় তোমার উপর সোপর্দ করলাম। তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ভিন্ন আর কোন ঠিকানা নাই। তুমি যে কিতাব নাখিল করেছো এবং যে নবী পাঠিয়েছো আমি তার উপর ঈমান এনেছি”। তুমি যদি সে রাতে মারা যাও তাহলে তুমি ফিতরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর তুমি যদি সকালে উপনীত হও তবে পর্যাণ্ড কল্যাণ প্রাণ্ড হয়ে সকালে উপনীত হবে (তি)।

৩৮৭৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ يَعْزِي الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فَنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ .

৩৮৭৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন তাঁর ডান হাত তাঁর গণ্ডদেশের নিচে স্থাপন করে বলতেন : “হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থিত করবে এবং সমবেত করবে, সেদিন আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা করো”।

অনুচ্ছেদ : ১৬

بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

রাতে কারো ঘুম ভেঙে গেলে সে যে দোয়া পড়বে।

৩৮৭৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَاهِمٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ثُمَّ دَعَا رَبِّ اغْفِرْ لِي غُفْرَةً لَهُ قَالَ الْوَكِيدُ أَوْ قَالَ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قَبِلَتْ صَلَاتُهُ .

৩৮৭৮। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলে, “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, সার্বভৌমত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান, আল্লাহ মহা পবিত্র, আল্লাহই সমস্ত

প্রশংসার অধিকারী, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ সুমহান, মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত অন্যায় থেকে বিরত থাকার কিংবা ভালো কাজ করার শক্তি কারো নাই”, অতঃপর বলে “প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো”, তাকে ক্ষমা করা হয়। রাবী ওলীদ ইবনে মুসলিমের বর্ণনায় আছে : এই দোয়া করলে তার দোয়া কবুল করা হয়। অতঃপর সে উঠে গিয়ে উযু করে নামায পড়লে তার নামায কবুল করা হয় (বু, মু, দা, তি, না)।

৩৮৭৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ أَيْبَانًا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَيْبَعَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِنَ اللَّيْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهُوَى ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ .

৩৮৭৯। রবীআ ইবনে কাব আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের দ্বারদেশে রাত যাপন করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতে দীর্ঘ সময় ধরে বলতে শুনতেন, “বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ মহাপবিত্র”, অতঃপর বলতেন : “আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র এবং প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য” (আ, তি, না)।

৩৮৮০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

৩৮৮০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলতেন : “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন”।

৩৮৮১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ عَلَى طُحُورٍ ثُمَّ تَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَأَلَ اللَّهَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا أَوْ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ .

৩৮৮১। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন বান্দা পবিত্র অবস্থায় রাত যাপন করলে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর নিকট দুনিয়া বা আখেরাতের কিছু প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন।

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

বিপদকালে পড়ার দোয়া।

৩৮৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بَشْرٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي هَلَالٌ مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

৩৮৮২। আসমা বিনতে উমাইস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিপদকালে পড়ার জন্য কয়েকটি বাক্য শিখিয়েছেন : “আল্লাহ, আল্লাহ, আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কোন কিছুই শরীক করি না”।

৩৮৮৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدُّسْتَوَائِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ رُوبِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ قَالَ وَكَيْعٌ مَرَّةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِيهَا كُلُّهَا .

৩৮৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদকালে নিম্নোক্ত দোয়া করতেন : “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি পরম সহিষ্ণু, মহা সম্মানিত, পরম দয়ালু, মহান আরশের প্রভু আল্লাহ মহাপবিত্র, সাত আসমানের প্রভু ও মহান আরশের প্রভু আল্লাহ মহাপবিত্র” (বু, মু, তি, না)। একদা ওয়াকী (র) প্রতিটি বাক্যের সাথে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলেছেন।

بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার থাকালে যে দোয়া পড়বে।

৩৮৮৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ .

৩৮৮৪। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে, পদস্খলন ঘটা থেকে, অত্যাচার করা থেকে, অত্যাচারিত হওয়া থেকে, অজ্ঞতা সুলভ আচরণ করা থেকে বা আমার প্রতি কারো অজ্ঞতা সুলভ আচরণ থেকে (আ, দা, তি, না, হা)।

৩৮৮৫ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ التُّكْلَانُ عَلَى اللَّهِ .

৩৮৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন : “আল্লাহর নামে, আল্লাহ ছাড়া ক্ষতি রোধ করা বা কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারো নেই। ভরসা আল্লাহর উপর”।

৩৮৮৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي هَارُونُ ابْنُ هَارُونَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ أَوْ مِنْ بَابِ دَارِهِ كَانَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلَانِ بِهِ فَإِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَا وَقَيْتَ وَإِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ قَالَا كُفَيْتَ قَالَ فَيَلْقَاهُ قَرِينَاهُ فَيَقُولَانِ مَاذَا تُرِيدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ .

৩৮৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন কোন লোক তার ঘরের বা বাড়ির দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়, তখন দু'জন ফেরেশতাকে তার সঙ্গী হিসাবে তার জন্য নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর যখন সে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, তোমাকে হেদায়াত দান করা হয়েছে। যখন সে বলে, আল্লাহ ব্যতীত ক্ষতি রোধ করার বা বলাগণ লাভ করার শক্তি কারো নাই, তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। যখন সে বলে, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, তখন তারা বলেন, তোমার জন্য (আল্লাহ) যথেষ্ট হয়েছে। অতঃপর তার সাথে তার জন্য নিযুক্ত দুই সাথী সাক্ষাত করে। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে তোমরা কি করতে চাও, যাকে হেদায়াত দান করা হয়েছে, যাকে রক্ষা করা হয়েছে এবং যার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছে।

بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে যে দোয়া পড়বে।

৩৪৮৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ بُرَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يُدْعِي بِهَذَا إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ .

৩৮৮৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে এবং খাবার গ্রহণকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করলে শয়তান (তার সংগীদেরকে) বলে, তোমাদের রাত্রি বাস এবং রাতের আহারের কোন ব্যবস্থা হলো না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি বাসের জায়গা পেয়ে গেলে। সে আহারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাতের আহার ও শয্যা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

কোন ব্যক্তি সফরের প্রাক্কালে যে দোয়া পড়বে।

৩৪৪৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ يَتَعَوَّذُ إِذَا سَافَرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بِعَدِ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسَوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا .

৩৮৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রওয়ানার প্রাক্কালে বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার

নিকট সফরের ব্যর্থতা, প্রাচুর্যের পরে রিক্ততা, নির্যাতিতের বদদোয়া এবং পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি”। আবু মুআবিয়ার বর্ণনায় আরো আছে : তিনি ফিরে এসেও অনুরূপ বলতেন (যু, তি, না)।

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى السَّحَابَ وَالْمَطَرَ

লোকে মেঘ-বৃষ্টি দেখে যে দোয়া পড়বে।

৩৮৮৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أَفْقٍ مِنَ الْأَفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ سَيِّبًا نَافِعًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ .

৩৮৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের কোন দিক থেকে মেঘ ভেসে আসতে দেখলে তাঁর হাতের কাজ ছেড়ে দিতেন, এমনকি নামাযে রত থাকলেও, অতঃপর মেঘমালার দিকে মুখ করে বলতেন : “হে আল্লাহ! এই মেঘমালাকে যে অনিষ্টসহ পাঠানো হয়েছে তা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি”। মেঘমালা বৃষ্টি বর্ষণ করলে তিনি দুইবার বা তিনবার বলতেন : “হে আল্লাহ! লাভজনক পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ করুন”। মহান আল্লাহ যদি মেঘমালা সরিয়ে নিতেন এবং বৃষ্টি না হতো তবে সেজন্যও তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন (দা)।

৩৮৮৯ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعَشْرِينَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِئًا .

৩৮৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন : “হে আল্লাহ! তুমি একে লাভজনক পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণ বানাও”।

৩৮৯১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً تَلَوْنَ وَجْهَهُ وَتَغَيَّرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا أَمْطَرَ سَرِيَّ عَنْهُ قَالَ فَذَكَرْتُ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ

مَا رَأَتْ مِنْهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ هُودٍ (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطَّرْنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ) الْآيَةَ .

৩৮৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঘমালা দেখলে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে পরিবর্তিত হয়ে যেতো এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বেরিয়ে আসতেন, আর সামনে যেতেন এবং পিছনে আসতেন। বৃষ্টি বর্ষণের পর তাঁর এই অবস্থা দূরীভূত হতো। অধস্তন রাবী বলেন, আয়েশা (রা) তাঁর এইরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : তুমি কী জানো, হয়তো তা সেই মেঘই হবে, যে সম্পর্কে হুদ (আ)-এর জাতি বলেছিলো, “অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখলো তখন বললো, এতো মেঘ আমাদের বৃষ্টি দান করবে। অথচ তা সেই আযাব যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছো” (সূরা আহ্কাফ : ২৪)।

অনুচ্ছেদ : ২২

بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ

কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত লোক দেখে যে দোয়া পড়বে।

৩৮৯২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَمْرٍو ابْنِ دِينَارٍ (وَكَيْسَ بِصَاحِبِ ابْنِ عَيْنَةَ) مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَجِئَهُ صَاحِبُ بَلَاءٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا عُوْفِي مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ كَأَنَّمَا كَانَ .

৩৮৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি হঠাৎ কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে বলবে, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি তোমাকে যে বিপদে লিপ্ত করেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তার অসংখ্য সৃষ্টির উপর আমাকে মর্যাদা দান করেছেন”, তাহলে সে তার জীবৎকাল পর্যন্ত উক্ত বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে (তি)।

অধ্যায় : ৩৫

كِتَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

(স্বপ্নের ব্যাখ্যা)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ

যে উত্তম স্বপ্ন মুসলমান ব্যক্তি দেখে বা তাকে দেখানো হয় ।

৩৮৯৩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ .

৩৮৯৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সৎলোকের উত্তম স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

৩৮৯৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ .

৩৮৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

৩৮৯৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَتْبَانَا شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ .

৩৮৯৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নেককার মুসলমান ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়াতের সত্তর ভাগের একভাগ।

৩৮৯৬- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَيَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَِّّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ .

৩৮৯৬। উম্মু কুরয আল-কাবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নবুয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু মুবাশশিরাত (শুভ সংবাদ) অবশিষ্ট আছে।

৩৮৯৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ .

৩৮৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উত্তম স্বপ্ন নবুয়াতের সত্তর ভাগের একভাগ।

৩৮৯৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) قَالَ هِيَ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ .

৩৮৯৮। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহর বাণী : “তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ” (১০ : ৬৪) সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : ভালো স্বপ্ন যা মুসলিম ব্যক্তি দেখে অথবা তাকে দেখানো হয়।

৩৮৯৯- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اسْمَاعِيلَ الْأَيْلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُهَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السِّتَارَةَ فِي مَرَضِهِ وَالصُّفُوفُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَبَشِّرَاتِ النَّبُوءَةِ إِلَّا الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ .

৩৮৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রোগগ্রস্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা তুলে দেখলেন, লোকেরা সারিবদ্ধভাবে আবু বাকর (রা)-এর পেছনে আছে। তিনি বললেন : হে লোকসকল! মুসলিম ব্যক্তি যে

ভালো স্বপ্ন দেখে অথবা তাকে যে ভালো স্বপ্ন দেখানো হয়, তা ব্যতীত নবুয়াদের সুসংবাদের কিছুই অবশিষ্ট নাই।

অনুচ্ছেদ : ২

بَابُ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ।

৩৯০০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فِي الْيَقِظَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ عَلَيَّ صُورَتِي .

৩৯০০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখালো, সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখালো। কেননা শয়তান আমার স্বরূপ (সাদৃশ্য) ধারণ করতে পারে না।

৩৯০১- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي .

৩৯০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কেননা শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না।

৩৯০২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي .

৩৯০২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে। কেননা আমার স্বরূপ ধারণ শয়তানের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩৯০৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عَيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي .

৩৯০৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

৩৯০৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحِ اللَّخْمِيِّ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَكَأَنَّمَا رَأَى فِي الْيَقَظَةِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّمَثَلَ بِي .

৩৯০৪। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে। কেননা আমার আকৃতি ধারণ করার সামর্থ্য শয়তানের নাই।

৩৯০৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمَارٍ هُوَ الدَّهْنِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَّمَثَلَ بِي .

৩৯০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ

স্বপ্ন তিন প্রকার।

৪৯০৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هُوْدَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقْصُ أَنْ شَاءَ وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقْصُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّي .

৩৯০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : স্বপ্ন তিন প্রকার। (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, (২) বান্দার মনের খেয়াল এবং (৩) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনমূলক কিছু। অতএব তোমাদের কেউ পছন্দনীয়

কিছু স্বপ্নে দেখলে তা ইচ্ছা করলে অপরের কাছে ব্যক্ত করতে পারে। আর সে অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে যেন তা ব্যক্ত না করে এবং উঠে নামায পড়ে।

৩৭.৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ مُسْلِمٌ بْنُ مِشْكَمٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ مِنْهَا أَهَابِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ وَمِنْهَا مَا بِهِمُ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَفْقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩৯০৭। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : স্বপ্ন তিন প্রকার। (এক) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতিজনক স্বপ্ন যার দ্বারা সে আদম সন্তানকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে।। (দুই) মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা দেখলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় স্বপ্নে তা দেখে। (তিন) স্বপ্ন হলো নবুয়াতের ছেচলিশ ভাগের একভাগ। অধস্তন রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনি কি ঐ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বললেন, এটা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি, এটা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ مَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে।

৩৭.৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْعٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ .

৩৯০৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, তিনবার আদানাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সে যে দিকে কাঁৎ হয়ে গিয়েছিলো তা যেন পরিবর্তন করে।

৩৭০. ৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ .

৩৯০৯। আবু কাদাতা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব তোমাদের কেউ স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যে পাশে শোয়া ছিলো তা পরিবর্তন করে।

৩৭১. ০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتْفَلَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا .

৩৯১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে সে যে কাতে শোয়া ছিলো তা যেন পরিবর্তন করে, তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহর নিকট স্বপ্নের কল্যাণ কামনা করে এবং তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

অনুচ্ছেদ ৪৫

بَابُ مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ

ঘুমের মধ্যে যার সাথে শয়তান খেলা করে, সে যেন তা লোকের নিকট ব্যক্ত না করে।

৩৭১১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَأْسِي ضَرْبَ فَرَأَيْتُ يَتَدَهَّدُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَغْدُو يُخْبِرُ النَّاسَ .

৩৯১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথায় প্রহার করা হচ্ছে। আর প্রহারকারীকে দেখলাম যে, সে থর থর করে কাঁপছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শয়তান তোমাদের কারো সাথে তামাশা করে, যাতে সে ভয় পায়। অতঃপর সকাল বেলা সে লোকদের নিকট তা বলে বেড়ায়।

৩৯১২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَانَ عُنْقِي ضُرِبَتْ وَسَقَطَ رَأْسِي فَاتَّبَعْتُهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَعَدْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثَنَّ بِهِ النَّاسَ .

৩৯১২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণদানরত অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখে, আমিও গত রাতে তদ্রূপ স্বপ্নে দেখলাম। আমার ঘাড়ে আঘাত করার ফলে আমার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেলো। আমি সেটির অনুসরণ করে তা ধরে ফেললাম এবং পুনরায় ঘাড়ে স্থাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঘুমের মধ্যে তোমাদের কারো সাথে শয়তান খেলা করলে সে যেন তা লোকের কাছে না বলে।

৩৯১৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرِ النَّاسَ بِتَلْعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ .

৩৯১৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন ঘুমের মধ্যে তার সাথে শয়তানের খেলা লোকের নিকট ব্যক্ত না করে।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ الرُّؤْيَا إِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ فَلَا يَقْضُهَا إِلَّا عَلَىٰ وَادٍ

স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হলে তা বাস্তবায়িত হয়। অতএব তা শুভাকাংক্ষী ব্যক্তির কারো কাছে বলবে না।

৩৯১৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكَيْعِ بْنِ عُدْسٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا عَلَىٰ رَجُلٍ طَائِرٌ مَا

لَمْ تُعْبِرْ فَأَذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ
قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَا يَقْضِيهَا إِلَّا عَلَىٰ وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ .

৩৯১৪। আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : স্বপ্নের ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত তা উদ্ভূত পাখির পায়ে ঝুলন্ত জিনিস সদৃশ। তার ব্যাখ্যা করা হলে তা ছিটকে পড়ে যায় (বাস্তবায়িত হয়)। তিনি আরো বলেনঃ স্বপ্ন হচ্ছে নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় তিনি আরো বলেছেন : সে যেন বন্ধু অথবা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত কারো কাছে তা ব্যক্ত না করে।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ عَلَىٰ مَا تُعْبَرُ بِهِ الرُّؤْيَا

কিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হবে?

৩৯১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدِ
الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَعْتَبِرُوا بِأَسْمَائِهَا
وَكَتُوبِهَا بِكُنَاهَا وَالرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ .

৩৯১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তাদের নামসমূহ দ্বারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করো, তাদের উপনাম দ্বারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করো এবং প্রথম ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা মোতাবেক সাধারণত তা বাস্তবায়িত হয়।

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ مَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا كَاذِبًا

যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে।

৩৯১৬- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا كَاذِبًا كَلِفَ
أَنْ يُعْقَدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَيُعَذَّبَ عَلَىٰ ذَلِكَ .

৩৯১৬। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে তাকে দু'টি যবের দানার মধ্যে গিট লাগাতে বাধ্য করা হবে এবং এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ أَصْدَقِ النَّاسِ رُؤْيَا أَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا

অধিক সত্যবাদী লোকের স্বপ্ন অধিক পরিমাণে সত্য হয়।

৩৯১৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَّبَ الزَّمَانَ لَمْ تَكْذُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقَهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ .

৩৯১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শেষ যমানায় মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন কচিৎই অবাস্তব হবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী তার স্বপ্নও অধিক সত্য হবে। মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

৩৯১৮- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَمِيدٍ بْنِ كَاسِبِ الْمَدَنِيِّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أَحَدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطَفُ سَمْنَا وَعَسَلًا وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثَرُ وَالْمُسْتَقْتَلُ وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَاصِلًا إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُكَ أَخَذَتْ بِهِ فَعَلَوَتْ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وَصَلَ لَهُ فَعَلَا بِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ دَعْنِي اعْبُرْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اعْبُرْهَا قَالَ أَمَا الظُّلَّةُ

فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا مَا يَنْطَفُ مِنْهَا مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَهُوَ الْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ وَكَيْتُهُ
وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ فَالْآخِذُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا وَقَلِيلًا وَأَمَّا السَّبَبُ
الْوَاصِلُ إِلَى السَّمَاءِ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَّا بِكَ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ
مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ
قَالَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
لَتُخْبِرْتَنِي بِالذِّئْبِ أَصَبْتَ مِنَ الذِّئْبِ أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُقْسِمُ يَا أَبَا بَكْرٍ .

৩৯১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ থেকে নবী সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের ফেরার পথে এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি স্বপ্নে একটি ছায়াদার মেঘ দেখেছি, যা থেকে ফোটায় ফোটায় ঘি ও মধু পড়ছিলো। লোকদেরকে দেখলাম যে, তারা হাতে তুলে নিয়ে তা পান করছে। কেউ বেশি পাচ্ছে এবং কেউ কম পাচ্ছে। আমি আরো দেখলাম যে, আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত একটি রশি ঝুলছে। আমি দেখলাম যে, আপনি তা ধরে উপরে উঠে গেছেন। আপনার পর আরেকজন তা ধরে উপরে উঠে গেল, তার পরে আরেকজন তা ধরে উপরে উঠে গেলো। তার পরে আরেকজন তা ধরলে রশিটি ছিড়ে গেলো। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেলো এবং সেও তা ধরে উপরে উঠে গেলো। আবু বাক্র (রা) বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে দিন। তিনি বলেন : আচ্ছা, তুমি এর ব্যাখ্যা করো। আবু বাক্র (রা) বলেন, মেঘখণ্ড হলো ইসলামের ছায়া। পতিত ঘি ও মধু হলো কুরআন এবং কুরআনের মাধুর্যতা বা কোমলতা। আর বেশি ও কম লাভকারী হলো কুরআন থেকে বেশি ও কম লাভকারী। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশি হলো সেই মহাসত্য যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত। আপনি রশিটি ধরলেন এবং আন্বাহ আপনাকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। আপনার পর তা আরেকজন ধরবে এবং আন্বাহ তাকেও উপরে তুলে নিবেন। তার পরে আরেকজন ধরবে, সেও তা ধরে উপরে উঠে যাবে। এরপর আরেকজন রশিটি ধরবে এবং তা ছিড়ে যাবে। আবার তা জোড়া লাগবে এবং সেও তা ধরে উপরে উঠে যাবে। রাসূলান্নাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি কিছু তো ঠিক বলেছো এবং কিছু বলেছো ভুল। আবু বাক্র (রা) বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে বলে দিন, আমি কোথায় ঠিক করেছি এবং কোথায় ভুল করেছি। নবী সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আবু বাক্র! শপথ দিয়ে বলো না (বু, মু, তি)।

৩৯১৮(১) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ ظِلَّةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تَنْظِفُ سَمْنًا وَعَسَلًا
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ .

৩৯১৮(১)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি স্বপ্নে আসমান-যমীনের মাঝে একটি ছায়াদার মেঘখণ্ড দেখলাম, যা থেকে ঘি ও মধু ঝড়ে পড়ছে। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩৯১৯ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَامِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الصَّنْعَانِيِّ
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا فِي
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ أُبَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ مَنْ رَأَى مِنَّا رُؤْيَا يَقْصُهَا
عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اَللَّهُمَّ اِنْ كَانَ لِيْ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَاَرِنِيْ رُؤْيَا يُعْبِرُهَا لِيْ
النَّبِيُّ ﷺ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ اَتَيَانِيْ فَاَنْطَلَقَا بِيْ فَلَقِيَهُمَا مَلِكٌ اٰخَرٌ فَقَالَ لَمْ
تُرْعَ فَاَنْطَلَقَا بِيْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِيَ مَطْوِيَةٌ كَطَيِّ الْبِشْرِ وَاِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ
بَعْضَهُمْ فَاَخَذُوْا بِيْ ذَاتِ الْيَمِيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ فَرَزَعَمَتْ
حَفْصَةَ اَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ عَبْدُ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ
يُكْتَرُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُكْتَرُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ .

৩৯১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমি ছিলাম অবিবাহিত যুবক। আমি মসজিদেই রাত কাটাতাম। আমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে সে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করতো। আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমার জন্য কোন কল্যাণ থাকলে তা আমাকে একটি স্বপ্নে দেখাও যার ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলে দিবেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নে আমার নিকট দু'জন ফেরেশতাকে আসতে দেখলাম। তারা আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন, পশ্চিমধ্যে আরেকজন ফেরেশতা তাদের সাথে মিলিত হন। তিনি বলেন, তুমি ভয় পেয়ো না। ফেরেশতাঘর আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চললো। তা ছিলো একটি কূপের ন্যায়। তাতে আমি কিছু সংখ্যক লোক দেখতে পেলাম, যাদের কতককে আমি চিনতে পেরেছি। তারা আমাকে ডান দিকে নিয়ে গেলো। ভোর হলে আমি বিষয়টি হাফসা (রা)-কে বললাম। হাফসা (রা) তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বললেন। তিনি বলেনঃ আবদুল্লাহ একজন সৎলোক। সে যদি রাতে অধিক নামায পড়তো! যুহরী (র) বলেন, তখন থেকে আবদুল্লাহ (রা) রাতে বেশী বেশী নামায পড়তেন।

৩৯২. - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشَيْبِيُّ ثَنَا
 حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَرِ
 قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى شَيْخَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ
 عَلَى عَصَا لَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى
 هَذَا فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةِ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ
 كَذَا وَكَذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدْخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ وَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُؤْيَا رَأَيْتُ كَانَ رَجُلًا أَتَانِي فَقَالَ لِي انْطَلِقْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَلَكَ
 بِي فِي نَهْجٍ عَظِيمٍ فَعَرَضَتْ عَلَيَّ طَرِيقٌ عَلَى يَسَارِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكَهَا فَقَالَ
 إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ عَرَضَتْ عَلَيَّ طَرِيقٌ عَنْ يَمِينِي فَسَلَكَتُهَا حَتَّى إِذَا
 انْتَهَيْتُ إِلَى جَبَلٍ زَلِقَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَرَجَلَنِي بِي فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرْوَتِهِ فَلَمْ أَتَقَارَّ وَلَمْ
 أَتَمَاسِكْ وَإِذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ فِي ذُرْوَتِهِ حَلَقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَخَذَ بِيَدِي فَرَجَلَنِي بِي
 حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ اسْتَمْسَكَتُ قُلْتُ نَعَمْ فَضَرَبَ الْعَمُودَ بِرِجْلِهِ
 فَاسْتَمْسَكَتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ قَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ خَيْرًا أَمَا
 الْمَنْهَجُ الْعَظِيمُ فَالْمَحْشَرُ وَأَمَا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَسَارِكَ فَطَرِيقُ
 أَهْلِ النَّارِ وَكَسَتْ مِنْ أَهْلِهَا وَأَمَا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَمِينِكَ فَطَرِيقُ
 أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَمَا الْجَبَلُ الرَّزَقُ فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَأَمَا الْعُرْوَةُ الَّتِي اسْتَمْسَكَتَ بِهَا
 فَعُرْوَةُ الْأَسْلَامِ فَاسْتَمْسَكَتَ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
 فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ .

৩৯২০। খারাশা ইবনুল হর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় পৌঁছে মসজিদে নববীতে শ্রবীণদের এক মজলিসে বসলাম। একজন শ্রবীণ লোক তার লাঠিতে ভর দিয়ে আসলেন। লোকেরা বললো, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী লোক দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এই ব্যক্তির দিকে তাকায়। তিনি খুঁটির পেছনে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন। আমি উঠে গিয়ে তাকে বললাম, লোকেরা এই এই বলেছে। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, জান্নাত আল্লাহর এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করাবেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি

দেখলাম, এক ব্যক্তি যেন আমার নিকট এসে আমাকে বললো, চলুন। আমি তার সাথে গেলাম। সে আমাকে একটি বিরাট প্রশস্ত রাস্তায় পৌঁছে দিলো। আমার বাঁ দিকে একটি পথ দেখানো হলো। আমি সেই পথ ধরে অগ্রসর হতে চাইলাম। সে বললো, তুমি এ পথের উপযুক্ত নও। অতঃপর আমার ডানে একটি রাস্তা দেখানো হলো। আমি সেই রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হলাম। আমি একটি পিচ্ছিল পাহাড়ে পৌঁছলে সে আমার হাত ধরে আমাকে ধাক্কা দিলো এবং আমি এর চূড়ায় পৌঁছে গেলাম, কিন্তু আমি সেখানে স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। আমি এর চূড়ায় লোহার একটি খুঁটি দেখতে পেলাম। এর চূড়ায় ছিলো একটি সোনার হাতল। সে (ফেরেশতা) আমার হাত ধরে ধাক্কা দিলে আমি সেই হাতল ধরে ফেললাম। সে বললো, তুমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে তার পা দ্বারা খুঁটিতে আঘাত করলে আমি হাতলটি দৃঢ়ভাবে ধরে ফেললাম। তিনি বললেন, আমি ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন : তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছো। বিরাট প্রশস্ত রাস্তাটি হলো হাশরের ময়দান। তোমার বাঁ দিকে যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে তা হলো জাহান্নামীদের রাস্তা। তুমি জাহান্নামী নও। তোমার ডান দিক দিয়ে যে রাস্তা চলে গিয়েছে তা হলো জান্নাতীদের রাস্তা। পিচ্ছিল পাহাড়টি হলো শহীদদের মনখিল। যে হাতলটি তুমি আঁকড়ে ধরেছিলে, সেটি হলো ইসলামের হাতল। অতএব তুমি আমৃত্যু এটি আঁকড়ে ধরে রাখবে। আশা করি আমি জান্নাতবাসী হবো। স্বপ্নটি দেখেছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)।

৩৯২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ثَنَا بُرَيْدَةُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلَيْ إِلَى أَهْلِهَا يَمَامَةَ أَوْ هَجَرَ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمْ النَّفْرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا مَا جَاءَ الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَتَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بِهِ يَوْمَ بَدْرٍ .

৩৯২১। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে খেজুর গাছ সমৃদ্ধ এক এলাকায় হিজরত করছি। আমার মনে হলো যে, সেই এলাকা ইয়ামামা অথবা হাজার। কিন্তু আসলে তা মদীনা, যার নাম ইয়াসরিব। আমি আমার এ স্বপ্নে আরও দেখলাম যে, আমি তারবারি নাড়াচাড়া করছি এবং তা মাঝখান দিয়ে ভেংগে গেলো। আসলে তা ছিলো উহুদ যুদ্ধে মুমিনদের

উপর আগত বিপদ। আমি পুনরায় তরবারি নাড়া দিলে তা পূর্বাপেক্ষা আরো উত্তম রূপ ধারণ করলো। আসলে তা ছিলো আল্লাহ প্রদত্ত পরবর্তী সময়ের বিজয় (মক্কা বিজয়) এবং মুসলমানদের সম্মিলিত অভ্যুত্থান। আমি স্বপ্নে আরও দেখতে পেলাম একটি গাভী। আল্লাহ কল্যাণময়। এরা ছিলেন উহদের যুদ্ধের শহীদ একদল মুমিন। তাও ভালো, যা আল্লাহ গনীমতের মাল হিসাবে পরে আমাদের দান করেছেন এবং তাও ভালো, যা সত্যের বিনিময় হিসাবে আল্লাহ আমাদের বদর যুদ্ধের দিন দান করেছিলেন।

৩৯২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ فِي يَدِي سَوَارِينَ مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتُهُمَا فَأَوْلَتْهُمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْسِيَّ .

৩৯২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি স্বপ্নে আমার হাতে দু'টি সোনার চুড়ি দেখতে পেলাম। আমি ফুঁ দিতেই তা উড়ে চলে গেলো। আমি এই চুড়িদ্বয়ের এই ব্যাখ্যা করেছি যে, নবুয়াতের দুই মিথ্যা দাবিদারের আবির্ভাব হবে। তারা হলো : মুসায়লামা ও আনসী (বু, মু, তি)।

৩৯২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ قَابُوسٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي بَيْتِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ قَالَ خَيْرًا رَأَيْتُ تَلِدُ فَاطِمَةٌ غَلَامًا فَتَرْضِعُهُ فَوَلَدَتْ حُسَيْنًا أَوْ حَسَنًا فَأَرْضَعْتَهُ بَلْبَنٍ قُتْمٍ قَالَتْ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ فَضَرَبْتُ كَتِفَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْجَعْتَ ابْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ .

৩৯২৩। কাবুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল ফাদল (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি স্বপ্নে আপনার দেহের কোন একটি অঙ্গ আমার ঘরে দেখতে পেলাম। তিনি বলেন : তুমি ভালোই দেখেছো। ফাতেমা একটি সন্তান প্রসব করবে এবং তুমি তাকে দুধ পান করাবে। অতএব ফাতেমা (রা) হুসায়ন অথবা হাসান (রা)-কে প্রসব করেন এবং তিনি তাকে কুছাম এর ভাগের দুধ পান করান। তিনি বলেন, আমি তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম এবং তাকে তাঁর কোলে রাখলাম। সে পেশাব করে দিলে আমি তার কাঁধে আঘাত করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি আমার সন্তানকে কষ্ট দিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।

৩৯২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً

سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِالْمَهْيَعَةِ وَهِيَ الْجُحْفَةُ
فَأَوْلَتْهَا وَبَاءَ بِالْمَدِينَةِ فَنَفَلَ إِلَى الْجُحْفَةِ .

৩৯২৪। অবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এলোমেলো চুলবিশিষ্ট এক কৃষ্ণকায় নারী নির্গত হয়ে মাহুইয়াআ অর্থাৎ জুহফায় পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলো। আমি স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা করলাম যে, মদীনার মহামারী জুহফায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

৩৯২৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ
ابْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ
رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ اسْلَامُهُمَا جَمِيعًا فَكَانَ
أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرَ فَعَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ
بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ قَالَ طَلْحَةُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا
بِهِمَا فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَآذِنَ لِلَّذِي تُوُفِّيَ الْآخَرَ مِنْهُمَا ثُمَّ خَرَجَ فَآذِنَ لِلَّذِي
اسْتَشْهَدَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ فَاصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ
النَّاسَ فَعَجِبُوا لِلذَّكَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ مِنْ أَيِّ
ذَلِكَ تَعْجَبُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا ثُمَّ اسْتَشْهَدَ
وَدَخَلَ هَذَا الْآخَرَ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً
قَالُوا بَلَى قَالَ وَادْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ
قَالُوا بَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا بَيْنَهُمَا أَبَعْدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

৩৯২৫। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি দূর-দূরান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে উপস্থিত হলো। তারা ছিলো খাঁটি মুসলমান। তাদের একজন ছিলো অপরজন অপেক্ষা শক্তিশালী মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হলো এবং অপরজন এক বছর পর মারা গেলো। তালহা (রা) বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি বেহেশতের দরজায় উপস্থিত এবং আমি তাদের সাথে আছি। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এলো এবং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়েছিল তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলো। সে পুনরায় বের হয়ে এসে শহীদ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলো। পরে সে আমার নিকট ফিরে এসে বললো, তুমি চলে যাও। কেননা তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) সময় এখনও হয়নি, তোমার

পালা পরে। সকাল বেলা তালহা (রা) উক্ত ঘটনা লোকদের নিকট বর্ণনা করলেন। তারা এতে বিস্ময়াভিভূত হলো। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানেও গেলো এবং তারাও তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলো। তিনি বলেন : কি কারণে তোমরা বিস্মিত হলে? তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ব্যক্তি তাদের দু'জনের মধ্যে অধিকতর শক্তিদর মুজাহিদ। তাকে শহীদ করা হয়েছে। অথচ অপর লোকটি তার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকেনি? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন : সে একটি রমযান মাস পেয়েছে, রোযা রেখেছে এবং এক বছর যাবত এই এই নামায কি পড়েনি? তারা বললো, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আসমান-জমীনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তাদের দু'জনের মধ্যে রয়েছে তার চাইতে অধিক ব্যবধান।

৩৯২৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْرَهُ الْغِلُّ وَأَحَبُّ الْقَيْدِ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ .

৩৯২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি স্বপ্নে গলায় চাকতি দেখা অপছন্দ করি, কিন্তু আংটা পছন্দ করি। কারণ আংটা অর্থ দীনের উপর অবিচলতা।

অধ্যায় : ৩৬

كِتَابُ الْفِتَنِ

(কলহ-বিপর্যয়)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ الْكُفِّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

যে ব্যক্তি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে, তার উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা।

৩৯২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৯২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যাবত না তারা বলে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)। তারা এটা বললে আমার থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। কিন্তু দীন ইসলামের অধিকারের বিষয়টি স্বতন্ত্র।^১ তাদের চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

৩৯২৮- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .

৩৯২৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” না বলা পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে

১. দীন ইসলামের অধিকার বলতে বুঝায়, কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর অপরাধকর্মে লিপ্ত হলে ইসলামের বিধান মোতাবেক তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে (অনুবাদক)।

যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তারা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বললে আমার থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। কিন্তু দীন ইসলামের অধিকারের বিষয়টি স্বতন্ত্র। তাদের চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণের বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

৩৯২৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السُّهْمِيُّ ثَنَا حَاتِمُ ابْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا أَخْبَرَهُ قَالَ إِنَّا لَلْعُودُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُقْصُّ عَلَيْنَا وَيُذَكِّرُنَا إِذَا آتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَذْهَبُوا بِهِ فَاقتُلُوهُ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبُوا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرَّمَ عَلَيَّ دِمَاؤَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ .

৩৯২৯। আওস (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাদেরকে (অতীতের) ঘটনাবলী উল্লেখপূর্বক উপদেশ দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁর সাথে একান্তে কিছু বললো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করো। লোকটি ফিরে গেলে রাসূলুল্লাহ সাংল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই”? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন : যাও, তোমরা তাকে তার পথে ছেড়ে দাও। কারণ লোকেরা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” না বলা পর্যন্ত আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা তাই করলে তাদের জান-মালে হস্তক্ষেপ আমার জন্য হারাম হয়ে গেলো।

৩৯৩- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ عَاصِمٍ عَنِ السَّمِيطِ ابْنِ السَّمِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَتَى نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ قَالَ مَا هَلَكْتُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَا الَّذِي أَهْلَكَنِي قَالُوا قَالَ اللَّهُ (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) قَالَ قَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى نَفَيْنَاهُمْ فَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا لَقَوْهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالًا

شَدِيدًا فَمَنَحُوهُمْ أَكْتَاْفَهُمْ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِّنْ لِّحْمَتِي عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
بِالرَّمْحِ فَلَمَّا غَشِيَهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنِّي مُسْلِمٌ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَأَتَى
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
فَأَخْبِرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَلَّا شَقَقْتُ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا
فِي قَلْبِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ قَالَ فَلَا أَنْتَ
قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ فَدَفَنَاهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَقَالُوا لَعَلَّ
عَدُوًّا نَبَشَهُ فَدَفَنَاهُ ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحْرُسُونَهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَقُلْنَا
لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا فَدَفَنَاهُ ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ
فَالْقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ .

৩৯৩০। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফে ইবনুল আযরাক (রা) ও তার সাথীরা (আমার নিকট) এসে বললো, হে ইমরান! তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো। তিনি বলেন, আমি ধ্বংস হইনি। তারা বলেন, হাঁ (তুমি বরবাদ হয়েছো)। তিনি বলেন, কিসে আমাকে ধ্বংস করলো? তারা বলেন, আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়” (৮ : ৩৯)। তিনি বলেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে এতটা যুদ্ধ করেছি যে, তাদেরকে নির্বাসিত করেছি। ফলে আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করতে পারি, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। তারা বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি সামরিক বাহিনী মুশরিকদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। মুসলমানরা তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মুশরিকরা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলো। আমার এক বন্ধু পলায়নপর এক মুশরিকের উপর বর্শা দ্বারা হামলা করলো, তিনি তাকে পাকড়াও করলে সে বলতে লাগলো, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। নিশ্চয় আমি একজন মুসলিম”। তিনি তাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে একবার বা দুইবার বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। অতঃপর তিনি যা করেছেন তা তার নিকট বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি তার পেট চিরে দেখলে না কেন? তাহলে তো তুমি তার অন্তরের খবর জানতে পারতে! তিনি

বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার পেট চিরে ফেললেও তার অন্তরের খবর জানতে পারতাম না। তিনি বলেন : তাহলে তুমি তার উচ্চারিত স্বীকারোক্তি কেন কবুল করলে না, অথচ তুমি তার অন্তরের খবর জানতে না? ইমরান (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। অবশেষে লোকটি মারা গেলে আমরা তাকে দাফন করলাম। ভোরে উঠে আমরা দেখলাম যে, তার লাশ কবরের বাইরে যমীনের উপরে পড়ে আছে। তারা বললেন, হয়ত কোন শত্রু কবর খুঁড়ে একে বের করে তুলে রেখেছে। অতঃপর আমরা তাকে আবার দাফন করলাম এবং আমাদের যুবকদের তার কবর পাহারা দিতে নির্দেশ দিলাম। আমরা পরদিন ভোরবেলা দেখতে পেলাম যে, তার লাশ কবরের বাইরে যমীনের উপর পড়ে আছে। আমরা বললাম, হয়ত প্রহরীরা তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা পুনরায় তাকে দাফন করলাম এবং নিজেরাই প্রহরায় রত হলাম। প্রত্যুষে আমরা দেখলাম, সে কবরের বাইরে যমীনের উপর পড়ে আছে। অবশেষে আমরা তাকে এক গিরিসংকটে নিক্ষেপ করলাম।

৩৯৩(১) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ الْأَيْلِيِّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ السَّمِيطِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَةٍ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ فَنَبَذَتْهُ الْأَرْضُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبِلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَبُّ أَنْ يُرِيكُمْ تَعْظِيمَ حُرْمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

৩৯৩(১)। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠান। তাতে এক মুসলমান এক মুশরিকের উপর চড়াও হলো। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন...। এই বর্ণনায় আরো আছে : যমীন তাকে উৎক্ষিপ্ত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দেওয়া হলো। তিনি বলেন : যমীন তো অবশ্যি তার চেয়ে নিকৃষ্টি ব্যক্তিকেও গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেখাতে চান যে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কত বেশী!

অনুচ্ছেদ ৪২

بَابُ حُرْمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ

মুমিন ব্যক্তির জ্ঞান-মালের নিরাপত্তা।

৩৯৩১ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ إِلَّا أَنْ أُخْرِيَ

الْأَيَّامِ يَوْمِكُمْ هَذَا الْآءِ وَأَنَّ أَحْرَمَ الشُّهُورِ شَهْرُكُمْ هَذَا الْآءِ وَأَنَّ أَحْرَمَ الْبِلَدِ بِلَدِكُمْ هَذَا الْآءِ وَأَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بِلَدِكُمْ هَذَا الْآءِ هَلْ بَلَغْتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ .

৩৯৩১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছেন : সাবধান! তোমাদের এই দিন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত দিন। সাবধান তোমাদের এই মাস সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মাস। সাবধান! তোমাদের এই শহর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত শহর। সাবধান! তোমাদের জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের ইজ্জত-আবরু তোমাদের পরম্পরের জন্য এতো পবিত্র, যেমন এই দিন, এই মাস ও এই শহর। শোন! আমি কি (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি? সমবেত জনমণ্ডলী বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।

৩৯৩২- حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي ضَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَمَصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسِ النَّصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ مَا أَطْيَبَكَ وَأَطْيَبَ رِيْحَكَ مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لِحُرْمَةِ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَأَنَّ نَظْنَ بِهِ الْآءِ خَيْرٌ .

৩৯৩২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবা ঘর তাওয়াফ করতে দেখলাম এবং তিনি বলছিলেন : কত উত্তম তুমি হে কাবা! আকর্ষণীয় তোমার খোশবু, কত উচ্চ মর্যাদা তোমার (হে কাবা)! কত মহান সম্মান তোমার। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর নিকট মুমিন ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জতের মর্যাদা তোমার চাইতে অনেক বেশী। আমরা মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে সুধারণাই পোষণ করি।

৩৯৩৩- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَوَيْثُسُ بْنُ يَحْيَى جَمِينًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَرِيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ .

৩৯৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল ও মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলমানের জন্য হারাম।

৩৯৩৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ
عَنْ أَبِي هَانِيءٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ أَنَّ فَضَالَهَ بْنَ عَبِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ
هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ .

৩৯৩৪। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুমিন সেই ব্যক্তি যার হস্তক্ষেপ থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে মন্দ কাজ ও গুনাহ ত্যাগ করেছে।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّهْبَةِ

লুট-তরাজ ও ছিনতাই নিষিদ্ধ।

৩৯৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ
انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا .

৩৯৩৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে লুটতরাজ ও ছিনতাই করলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩৯৩৬- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ
حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ
نُهْبَةً يَرِيقُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

৩৯৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যেনাকারী যখন যেনায় লিগু হয় তখন সে মুমিন থাকে না। মদ্যপ যখন মদ পানে লিগু হয় তখন সে মুমিন থাকে না। চোর যখন চৌর্যবৃত্তিতে লিগু হয় তখন সে মুমিন থাকে না। আর লুটতরাজ ও ছিনতাইকারী যখন লুটতরাজ ও ছিনতাই করে এবং লোকজন তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, তখন সে মুমিন থাকে না।

৩৯৩৭- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حُمَيْدُ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ
عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ انْتَهَبَ نَهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا .

৩৯৩৭। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ছিনতাই ও লুটতরাজ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩৯৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ
ابْنِ الْحَكَمِ قَالَ أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْغَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَتَصَبْنَا قُدُورَنَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ
بِالْقُدُورِ فَاَمْرَبَهَا فَأَكْفَنْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّهْبَةَ لَا تَحِلُّ .

৩৯৩৮। সালামা ইবনুল হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা শত্রুপক্ষের মেঘপালের নাগাল পেয়ে তা লুট করলাম। অতঃপর আমরা সেগুলোর গোশত পাতিলে করে রান্না করছিলাম। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাতিলগুলো অতিক্রমকালে (সেগুলো উল্টে) ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলে তা উল্টে ফেলে দেয়া হলো। অতঃপর তিনি বলেন : লুটতরাজ করা হালাল নয়।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ سِبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।

৩৯৩৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৩৯৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।

৩৯৪০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ثَنَا
أَبُو هَالِلٍ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ
فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৩৯৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।

৩৯৪১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৩৯৪১। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিগু হয়ে কুফরীতে ফিরে যেও না।

৩৯৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ اسْتَنْصَتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৩৯৪২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে লোকদেরকে নীরব নিস্তন্ধ করিয়ে বলেন : আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিগু হয়ে কুফরীতে ফিরে যেও না।

৩৯৪৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيَحْكُمُ أَوْ وَيَلْكُمُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৩৯৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের জন্য আফসোস! তোমাদের জন্য দুর্ভাগ্য! আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিগু হয়ে কুফরীতে ফিরে যেও না।

৩৯৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَأَنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ فَلَا تَقْتُلُنَّ بَعْدِي .

৩৯৪৪। সুনাবিহী আল-আহমাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাবধান! আমি হাওযে কাওসারে তোমাদের আগেই

উপস্থিত থাকবো এবং আমি অন্যান্য উম্মাতদের উপর তোমাদের সংখ্যাধিক্যের গৌরব প্রকাশ করবো। সুতরাং তোমরা আমার পরে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ো না।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ الْمُسْلِمُونَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

মুসলমানগণ মহামহিমাম্বিত আল্লাহর যিম্মায় থাকে।

৩৯৬৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحَمِصِيِّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الذَّهَبِيِّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجَشُونُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنِ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَابِسِ الْيَمَامِيِّ (الْيَمَانِيِّ) عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكْبَهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ .

৩৯৬৫। আবু বাক্বর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো, সে আল্লাহর যিম্মায় থাকলো। অতএব তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারিকে নষ্ট করো না। যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে তলব করে এনে উল্টো মুখে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

৩৯৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৯৬৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো সে মহান আল্লাহর যিম্মায় রইলো।

৩৯৬৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو الْمُهَزَّمِ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ .

৩৯৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর কোন কোন ফেরেশতার চেয়েও অধিক মর্যাদাবান।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ الْعَصْبِيَّةِ

গোত্রবাদ।

৩৯৪৮- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوْفِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا أَيُّوبُ
عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عَمِيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصْبِيَّةٍ أَوْ يَغْضِبُ لِعَصْبِيَّةٍ فَقَتَلْتَهُ جَاهِلِيَّةٌ
৩৯৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি লোকদেরকে গোত্রবাদের দিকে আহ্বান করে অথবা
গোত্রবাদে উন্নত হয়ে ভ্রষ্টতার পতাকাভলে যুদ্ধ করে নিহত হলো সে জাহিলিয়াতের
মৃত্যুবরণ করলো।

৩৯৪৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّيْبِغِ الْيُحْمَدِيُّ عَنْ عَبَّادِ
ابْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسَيْلَةٌ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصْبِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا
وَلَكِنْ مِنَ الْعَصْبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ .

৩৯৪৯। ফাসীলা নামী এক সিরীয় মহিলা বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি,
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর
রাসূল! নিজ গোত্রের প্রতি ভালোবাসা কি গোত্রবাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন : না। তবে
নিজ গোত্রকে অন্যের উপর অত্যাচারে সহায়তা করা গোত্রবাদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ

সর্ববৃহৎ দল।

৩৯৫০- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَعَانُ
ابْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو خَلْفٍ الْأَعْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَاذَا رَأَيْتُمْ
اِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ .

৩৯৫০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাত পথভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। তোমরা মতভেদ দেখতে পেলে অবশ্যই সর্ববৃহৎ দলের সাথে থাকবে।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ

যেসব বিপর্যয় সংঘটিত হবে।

৩৯৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجَاءِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا صَلَاةً فَأَطَالَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا (أَوْ قَالُوا) يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةً رَغْبَةً وَرَهْبَةً سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِأُمَّتِي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكَهُمْ غَرَقًا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّهَا عَلَيَّ .

৩৯৫১। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। তিনি অবসর হলে আমরা বললাম, বা তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি নামায দীর্ঘায়িত করেছেন। তিনি বলেন : আমি আশাব্যঞ্জক ও ভীতিজনক নামায পড়েছি। আমি মহামহিমাবিত্ত আল্লাহর নিকট আমার উম্মাতের জন্য তিনটি জিনিস প্রার্থনা করেছি। তিনি আমাকে দু'টি দান করেছেন এবং একটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করলাম যে, তাদের ব্যতীত তাদের উপর তাদের শত্রুপক্ষ যেন আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। তিনি আমাকে এটা দান করলেন। আমি তাঁর নিকট আরো প্রার্থনা করলাম যে, আমার গোটা উম্মাত যেন পানিতে ডুবিয়ে মারা না হয়। তিনি এটাও আমাকে দান করেছেন। আমি তাঁর নিকট আরো প্রার্থনা করলাম যে, আমার উম্মাত যেন পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। তিনি আমার এ প্রার্থনা আমাকে ফেরত দিলেন।

৩৯৫২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْجَرْمِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ زُوِيَتْ

لِي الْأَرْضِ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَأُعْطِيتُ الْكَتْرَيْنِ الْأَصْفَرَ (أَوِ
 الْأَحْمَرَ) وَالْأَبْيَضَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقِيلَ لِي إِنَّ مُلْكَكَ إِلَيَّ حَيْثُ زُوِيَ لَكَ
 وَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيَّ أُمَّتِي جُوعًا فَيُهْلِكَهُمْ بِهِ
 عَامَةً وَأَنْ لَا يَلْبَسَهُمْ شَيْعًا وَيَذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ وَإِنَّهُ قِيلَ لِي إِذَا قَضَيْتُ
 قَضَاءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَإِنِّي لَنْ أَسْلُطَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ جُوعًا فَيُهْلِكَهُمْ فِيهِ وَلَكِنْ أَجْمَعَ
 عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يُفْنِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَإِذَا
 وُضِعَ السِّيفُ فِي أُمَّتِي فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيَّ
 أُمَّتِي أُمَّةٌ مُضِلِّينَ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي
 بِالْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ دَجَالِينَ كَذَّابِينَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلَّهُمْ
 يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَكِنْ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ
 مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ لَمَّا فَرَعَ أَبُو عَبْدِ
 اللَّهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَا أَهْوَكُهُ .

৩৯৫২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার জন্য পৃথিবীকে গুটিয়ে দেয়া হলো। ফলে আমি তার পূর্ব-পশ্চিম সবদিক দেখতে পেলাম। আমাকে হরিদ্রাভ বা লাল এবং সাদা বর্ণের দু'টি খনিজ ভাণ্ডার অর্থাৎ সোনা-রূপার ভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে। আমাকে বলা হলো, পৃথিবীর যতখানি তোমার জন্য গুটানো হয়েছিল, তোমার রাজত্ব সেই সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অতঃপর আমি মহান আল্লাহর নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করলাম : আমার উম্মাত যেন ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে তার দ্বারা ধ্বংস না হয়। তাদেরকে দলে উপদলে বিচ্ছিন্ন করে তাদের এক দলকে অপর দলের সশস্ত্র সংঘর্ষের স্বাদ আন্বাদন না করার আবেদন করলাম। আমাকে বলা হলো, “আমি কোন ফয়সালা করলে তা মোটেও পরিবর্তিত হওয়ার নয়। তবে আমি তোমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষপীড়িত করে তাদের ধ্বংস করবো না এবং তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল বিরোধী শক্তিকে যুগপৎ একত্র করবো না, যতক্ষণ না তারা পরস্পরকে ধ্বংস করে এবং একে অপরকে হত্যা করে”। আমার উম্মাতের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হলে কিয়ামত পর্যন্ত আর অস্ত্রবিরতি হবে না। আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে অধিক ভয় করছি পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের। অচিরেই আমার উম্মাতের কোন কোন গোত্র বা সম্প্রদায় প্রতীমা পূজায় লিপ্ত হবে এবং আমার উম্মাতের কতক গোত্র মুশরিকদের সাথে যোগ দিবে। অচিরেই কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী দাবি

করবে। আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মহান আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশ (কিয়ামত) না আসা পর্যন্ত। তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আবুল হাসান (র) বলেন, অতঃপর আবু আবদুল্লাহ (র) এই হাদীস বর্ণনাশেষে বললেন, কতই না ভয়াবহ এই হাদীস।

৩৯৫৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ مُخَمَّرٌ وَجْهَهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنِلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدَمٍ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَعَقَدَ بِيَدَيْهِ عَشْرَةَ قَالَ زَيْنَبُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ .

৩৯৫৩। যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তিমাত মুখমণ্ডল নিয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন এবং তিনি বলছিলেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই), ঘনিয়ে আশা দুর্যোগে আরবদের দুর্ভাগ্য। ইয়াজ্জ-মাজ্জের প্রাচীর এতোটুকু ফাঁক হয়ে গেছে। তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে দশ সংখ্যার বৃত্ত করে দেখান। যয়নব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায় কি আমরা ধ্বংস হবো? তিনি বলেন : (হাঁ) যখন পাপাচারের বিস্তার ঘটবে (বু, মু, তি, না)।

৩৯৫৪- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيِّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَكُونُ فِتْنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ .

৩৯৫৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অচিরেই বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে যখন সকালবেলা মানুষ মুমিন থাকবে, বিকেলবেলা কাফের হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে দীনের জ্ঞানের বদৌলতে জীবিত রাখবেন তার কথা স্বতন্ত্র।

৩৯৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حَدِيقَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ إِنَّكَ لَجَرِيٌّ قَالَ كَيْفَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ قَالَ لَا بَلَّ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقُ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مِنَ الْبَابِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنْ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةِ إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ فَهَبْنَا أَنْ يَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ .

৩৯৫৫। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপর্যয় সম্পর্কে যেসব কথা বলে গেছেন, তোমাদের মধ্যে কে সেগুলো অধিক স্মরণ রাখতে পেরেছে? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি। উমার (রা) বলেন, তুমি তো অবশ্যই বাহাদুর ছিলে। তিনি আরও বলেন, তা কিরূপ? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজনে, সন্তান ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যে বিপদ অর্থাৎ ক্রটিবিচ্যুতি হয়, এগুলোর কাফফারা হলো নামায, রোযা, দান-খয়রাত, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান। উমার (রা) বলেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি। আমি সেই ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাই যা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় মাথা তুলে আসবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এই ফিতনা ও আপনার মধ্যে কি সম্পর্ক? আপনার ও সেই ফিতনার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা আছে। উমার (রা) বলেন, সে দরজাটি কি ভাঙ্গা হবে, না খুলে দেয়া হবে? হুযায়ফা (রা) বলেন, না, বরং তা ভাঙ্গা হবে। উমার (রা) বলেন, অতঃপর তা তো আর বন্ধ হওয়ার নয়। শাকীক (র) বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-কে বললাম, উমার (রা) কি সেই দরজা সম্পর্কে জানতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এতটা জানতেন যেমনিভাবে আগামী কালকের দিন গত হওয়ার পর রাত আসা সম্পর্কে জানতেন। আমি তার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা ছিল নির্ভুল। অতঃপর আমরা হুযায়ফা (রা)-কে সেই দরজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমরা মাসরুক (র)-কে বললাম, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সেই দরজাটি ছিল উমার (রা) (বু, মু, তি)।

৩৯৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ انْتَهَيْتُ

إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلَ مَنزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جِشْرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ الصَّلَاةُ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنذِرُهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَإِنْ أُمَّتُكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوْلِيَّهَا وَإِنْ أَخْرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنٌ يُرْقِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزْحَجَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَدْرِكْهُ مَوْتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ أَمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَمِينَهُ وَتَمْرَةً قَلْبَهُ فَلْيَطْعُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ قَالَ فَادْخَلْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ أَنْشُدْكَ اللَّهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتَهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي .

৩৯৫৬। আবদুর রহমান ইবনে আবদে রব্বিল কাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকট পৌঁছে দেখলাম, তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় উপবিষ্ট এবং তার চারপাশে জনতার ভীড়। আমি তাকে বলতে শুনলাম, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। তিনি এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। আমাদের কেউ তাঁর টানাচ্ছিল, কেউ তীর-ধনুক ঠিক করছিলো এবং কেউ পশুপাল চড়াতে গেলো। এই অবস্থায় তাঁর মুয়াজ্জিন নামাযের জন্য সমবেত হতে ডাক দিলেন। আমরা সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশে বলেন : আমার পূর্বে যে নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন, তিনিই তাঁর উম্মাতের জন্য কল্যাণকর বিষয় বলে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য ক্ষতিকর বিষয়ে লিগু হতে তাদের নিষেধ করেছেন। আর তোমাদের এই উম্মাতের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে নিরাপত্তা এবং শেষ পর্যায়ে বলা-মুসীবত আসতে থাকবে এবং তোমাদের জ্ঞাত অন্যান্য কার্যকলাপের প্রসার ঘটবে। তারপর এমনভাবে বিপদ আসতে থাকবে যে, একটি অপরটির (পূর্বেরটির) চাইতে লঘুতর মনে হবে। মুমিন ব্যক্তি

বলতে থাকবে, এই বিপদে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর সেই বিপদ কেটে যাবে এবং আরেকটি বিপদ এসে পতিত হবে। তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, হায়! এই বিপদে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর সেই বিপদও দূরীভূত হবে। অতএব যে ব্যক্তি দোযখ থেকে নাজাত পেয়ে এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে আনন্দিত হতে চায় সে যেন আল্লাহর প্রতি ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমানদার অবস্থায় মুতুবরণ করে এবং লোকদের সাথে এমন ব্যবহার করে, যেমনটি সে নিজের জন্য কামনা করে। যে ব্যক্তি ইমামের নিকট আনুগত্যের বায়আত করলো এবং প্রতিশ্রুতি দিলো, সে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। পরে অপর কেউ নেতৃত্ব দখলে তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে এই শেষোক্ত জনকে হত্যা করো। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি (একথা শুনে) লোকদের ভীড় থেকে আমার মাথা বের করলাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-কে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই হাদীস শুনেছেন? তিনি তার হাত দ্বারা তার দুই কানের দিকে ইশারা করে বলেন, আমার দুই কান তাঁর নিকট এ হাদীস শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ التَّثْبِيْتِ فِي الْفِتْنَةِ

নৈরাজ্য ও বিপর্যয় চলাকালে অবিচল থাকা।

৩৯৫৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا تَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ بَكُمْ وَيَزَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ يُغْرِبِلُ النَّاسُ فِيهِ غَرِبْلَةٌ وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهْوُدُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ فَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هُكْدَا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالُوا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَالَ تَأْخِذُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ وَتَدْعُونَ مَا تُتَكْرَهُونَ وَتَقْبَلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَدْرُونَ أَمْرَ عَوَامِكُمْ .

৩৯৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অচিরেই এমন যুগ আসবে যখন উত্তম লোকদেরকে ছাটাই করা হবে এবং নিকৃষ্ট লোকেরা বহাল থাকবে, তাদের অংগীকার, প্রতিশ্রুতি ও আমানত বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা মতবিরোধে লিপ্ত হবে, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তিনি এই বলে তার আঙ্গুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন অবস্থা এরূপ হবে তখন আমরা কি করবো? তিনি বলেন : যেসব বিষয় তোমরা উত্তম দেখবে তা গ্রহণ করবে এবং যা কিছু কদর্য লক্ষ্য করবে তা বর্জন করবে, নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করবে এবং সাধারণের কার্যকলাপ বর্জন করবে।

৩৯৫৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ تَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ
 الْمُسَعَّثِ ابْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ وَمَوْتًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى يُقَوْمَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيفِ
 يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَصَبَّرْ
 قَالَ كَيْفَ أَنْتَ وَجُوعًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَكَ فَلَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَرْجِعَ
 إِلَى فِرَاشِكَ وَلَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْعِفَّةِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ
 وَقَتْلًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تُغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ بِالِدَمِ قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهُ لِي
 وَرَسُولُهُ قَالَ الْحَقُّ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْذُ بِسَيْفِي
 فَأَضْرِبَ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذَا وَلَكِنْ ادْخُلْ بَيْتَكَ قُلْتُ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ دَخَلَ بَيْتِي قَالَ إِنْ حَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شِعَاعُ السَّيْفِ فَالِقِ طَرْفَ
 رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ فَيَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ .

৩৯৫৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আবু যার! যখন মানুষ মরতে থাকবে, এমনকি একটি কবরের মূল্য হবে এক গোলামের মূল্যের সমান, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পছন্দ করেন অথবা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বলেন : তুমি ধৈর্য ধারণ করবে। পুনরায় তিনি বলেন : যখন লোকেরা মারাত্মক দুর্ভিক্ষে পতিত হবে, এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় তুমি তোমার মসজিদে (নামায পড়তে) এসে (নামাযশেষে) নিজের বিছানায় ফিরে আসার শক্তি হারিয়ে ফেলবে অথবা তুমি তোমার বিছানা থেকে উঠে মসজিদে যেতে সক্ষম হবে না, তখন তোমার কি অবস্থা হবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা ভালো মনে করেন। তিনি বলেন : তখন তুমি অবশ্যই হারাম থেকে দূরে থাকবে। পুনরায় তিনি বলেন : যখন ব্যাপক গণহত্যা চলবে, এমনকি “হিজারাতুয যাইত” রক্তে প্লাবিত হবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পছন্দ করেন। তিনি বলেন : তুমি যাদের (মদীনাবাসী) সাথে আছে তাদের দলে যুক্ত থেকে। আবু যার (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যারা গণহত্যা করবে, আমি কি তরবারির আঘাতে তাদের হত্যা করবো না? তিনি বলেন : তুমি যদি তাই করো, তাহলে তুমিও বিপর্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বরং তুমি নিজের ঘরে আশ্রয় নিবে। আমি বললাম,

যদি আমার ঘরে ঢুকে পড়ে? তিনি বলেন : যদি তুমি তরবারির চাকচিক্যে ভীত হও তবে তোমার চাদর দিয়ে তোমার মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে। (তুমি নিহত হলে) হত্যাকারী তার ও তোমার গুনাহের বোঝা বহন করবে এবং দোষখের বাসিন্দা হবে।

৩৯৫৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ ثَنَا
 أَسِيدُ بْنُ الْمُتَشَّسِ قَالَ ثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ
 السَّاعَةِ لَهَرَجًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْهَرَجُ قَالَ الْقَتْلُ فَقَالَ بَعْضُ
 الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا
 وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
 حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 وَمَعَنَا عُقُوبُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنَزِعُ عُقُوبُ أَكْثَرَ ذَلِكَ الزَّمَانِ
 وَيَخْلَفُ لَهُ خَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لَا عُقُوبَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ وَآيَمُ اللَّهِ إِنِّي لَاظْنُهَا
 مُدْرِكْتِي وَإِيَّاكُمْ وَآيَمُ اللَّهِ مَا لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ إِنْ أَدْرَكْتَنَا فِيمَا عَهْدَ الْبَيْنَا
 نَبِينَا ﷺ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا .

৩৯৫৯। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন : কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে “হারজ” হবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! “হারজ” কি? তিনি বলেন : ব্যাপক গণহত্যা। কতক মুসলমান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এখন এই এক বছরে এত এত মুশরিককে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তা মুশরিকদের হত্যা করা নয়, বরং তোমরা পরস্পরকে হত্যা করবে; এমনকি কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে, চাচাতো ভাইকে এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনকে পর্যন্ত হত্যা করবে। কতক লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তখন কি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অধিকাংশ লোকের জ্ঞান লোপ পাবে এবং অবশিষ্ট থাকবে নির্বোধ ও মূর্খরা। অতঃপর আবু মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি ধারণা করেছিলাম যে, হয়তো এই যুগ তোমাদেরকে ও আমাদেরকে পেয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! যদি এই যুগ তোমাদেরকে ও আমাকে পেতো, তাহলে তা থেকে আমার ও তোমাদের বের হয়ে আসা মুশকিল হয়ে যেতো, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, আমরা ঐ অনাচারে যতো সহজে জড়িয়ে পড়বো তা থেকে আমাদের নিষ্কমণ ততোধিক দূর হবে।

৩৯৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ تَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ مُؤَدِّنٌ مَسْجِدِ حُرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُدَيْسَةُ بِنْتُ أَهْبَانَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هَهُنَا الْبَصْرَةَ دَخَلَ عَلِيُّ أَبِي فَقَالَ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَلَا تُعِينُنِي عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَالَ بَلَى قَالَ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ أَخْرِجِي سَيْفِي قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ فَسَلَّ مِنْهُ قَدْرَ شِبْرِ فَإِذَا هُوَ خَشَبٌ فَقَالَ إِنَّ خَلِيلِي وَابْنَ عَمِّكَ ﷺ عَهْدَ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ الْفِتْنَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ مَعَكَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ وَلَا فِي سَيْفِكَ .

৩৯৬০। উহ্বান কন্যা উদায়সা (র) বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এখানে বসরায় আসেন এবং আমার পিতার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, হে আবু মুসলিম! তুমি কি এই গোষ্ঠীর (সিরীয়দের) বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবে না? আবু মুসলিম বলেন, হাঁ (করবো)। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তার এক দাসীকে ডেকে বলেন, হে দাসী! আমার তরবারিটা বের করো। রাবী বলেন, সে তরবারিটা বের করলো। আবু মুসলিম তা খাপের মধ্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের করলেন। দেখা গেলো যে, তা এক খণ্ড কাঠ। আবু মুসলিম বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তোমার চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই উপদেশ দেন যে, “মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ-বিশৃংখলা চলাকালে তুমি একটি কাঠের তরবারি ধারণ করবে”। এখন আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে রওয়ানা হতে পারি। আলী (রা) বলেন, তোমাকেও আমার প্রয়োজন নেই এবং তোমার তরবারিও নয় (দা, তি)।

৩৯৬১- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ تَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ تَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شَرْحَبِيلَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا أَلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَسِرُوا قَسِيكُمْ وَقَطِّعُوا أوتَارَكُمْ وَأَضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ فَإِنْ دَخَلَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنِي آدَمَ .

৩৯৬১। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার

ন্যায় চরম বিপর্যয় আসতে থাকবে। ঐ সময় সকাল বেলা যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সন্ধ্যাবেলা কাফের হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যাবেলা যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সকাল বেলা কাফের হয়ে যাবে। এই সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। এ সময় তোমরা তোমাদের ধনুক ভেংগে ফেলো, ধনুকের ছিলা কেটে ফেলো এবং তোমাদের তরবারিগুলো পাথরের উপর আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলো। তোমাদের কারো ঘরে বিপর্যয় চুকে পড়লে সে যেন আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই পুত্রের মধ্যে উত্তমজনের (হাবিল) ন্যায় হয়ে যায়।

৩৯৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ أَوْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ شَكَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً وَفُرْقَةً وَاخْتِلَافٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَتِ بِسَيْفِكَ أَحَدًا فَأَضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ فَقَدْ وَقَعَتْ وَقَعَلَتْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৩৯৬২। আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অচিরেই কলহ, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ ছড়িয়ে পড়বে। এই অবস্থা চলাকালে তুমি তোমার তরবারিসহ উহুদ পাহাড়ে আসো, তা তাতে আঘাত করো, যাতে তা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর তুমি তোমার ঘরে বসে থাকো, যতক্ষণ না কোন বিদ্রোহী বা অনিষ্টকারী তোমাকে হত্যা করে বা তোমার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) বলেন, সেই বিপর্যয় এসে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন আমি তাই করেছি।

অনুচ্ছেদ : ১১

بَابُ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِأَسْيَافِهِمَا

দুই মুসলমান পরস্পর সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত হলে।

৩৯৬৩- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ التَّقَى بِأَسْيَافِهِمَا إِلَّا كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ .

৩৯৬৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুইজন মুসলমান পরস্পর সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে দোযখে যাবে।

৩৯৬৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ وَسَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ .

৩৯৬৪। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই মুসলমান তাদের তরবারিসহ পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে দোযখে যাবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো হত্যাকারী, কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি হলো? তিনি বলেন : সেও তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে উদ্যত ছিলো।

৩৯৬৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ ابْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَا أَحَدَهُمَا عَلَى أَخِيهِ السَّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرْفٍ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَهَا جَمِيعًا .

৩৯৬৫। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুই মুসলমান পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদের একজন অপরজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র বহন (ধারণ) করলে তারা উভয়ে জাহান্নামের পাদদেশে উপনীত হবে। অতঃপর তাদের একজন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করলে উভয়ে সম্পূর্ণরূপে দোযখে যাবে।

৩৯৬৬ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ السُّدُوسِيِّ ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ أَخْرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ .

৩৯৬৬। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি অপরের পার্থিব স্বার্থে নিজের আখেরাত বরবাদ করেছে, কিয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

بَابُ كَفِّ اللِّسَانِ فِي الْفِتْنَةِ

কলহ-বিপর্যয় চলাকালে রসনা সংযত রাখা ।

৩৯৬৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زِيَادِ سَيْمِينَ كَوْشَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقَعِ السَّيْفِ .

৩৯৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন এক ফিতনার উদ্ভব হবে, যা সমগ্র আরবকে গ্রাস করবে। এই ফিতনায় নিহত ব্যক্তির হবে দোষী। তখন জিহবা হবে তরবারির চাইতেও মারাত্মক (দা,তি,না)।

৩৯৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالْفِتْنَةَ فَإِنَّ اللِّسَانَ فِيهَا مِثْلُ وَقَعِ السَّيْفِ .

৩৯৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কলহ-বিপর্যয় থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে। কেননা তাতে রসনা হবে তরবারির ন্যায় ধারালো।

৩৯৬৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَلْقَمَةَ بِنْتِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ إِنَّ لَكَ رَحِمًا وَإِنَّ لَكَ حَقًّا وَإِنِّي رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَمْرَاءِ وَتَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَزْنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيْتَكُمْ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يُظَنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيْتَكُمْ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ مَا يُظَنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ

فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِهَا سُخْطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ قَالَ عَلْقَمَةُ فَاَنْظُرْ
وَيَحْكَمْ مَاذَا تَقُولُ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ قَرُبُ كَلَامٍ قَدْ مَنَعَنِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ مَا سَمِعْتُ
مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ .

৩৯৬৯। আলকামা ইবনে ওয়াস্কাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার নিকট দিয়ে একজন শরীফ লোক যাচ্ছিলেন। আলকামা (র) তাকে বলেন, তোমার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে এবং অন্যবিধ অধিকারও আছে। আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি এসব আমীর-ওমরার নিকট যাতায়াত করো এবং তাদের সাথে তাদের মর্জিমাফিক কথাবার্তা বোলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, অথচ তার প্রতিদান সম্পর্কে সে জ্ঞাত নয়। আল্লাহ তায়ালা এই কথার বিনিময়ে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তোষ লিখে দেন। পক্ষান্তরে তোমাদের কেউ আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, যার পরিণতি সম্পর্কে সে বেখবর। আল্লাহ এই কথার বিনিময়ে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে দেন। আলকামা (র) বলেন, লক্ষ্য করো, ভেবে দেখ, তুমি কি বলছো এবং মুখ থেকে কি কথা বের করছো। বিলাল ইবনুল হারিস (রা)-র নিকট আমি যে হাদীস শুনেছি তা আমাকে অনেক কথাই বলতে বাধা দেয়।

۳۹۷- حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الصَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
سَلْمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا
فِيهِوَى بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

৩৯৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে এবং তাকে দুষণীয় মনে করে না। অথচ এই কথার দরুন সত্তর বছর ধরে সে জাহান্নামে পতিত হতে থাকবে।

۳۹۷۱- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ
خَيْرًا أَوْ لَيْسَ كُنْتُ .

৩৯৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথা নীরব থাকে।

৩৯৭২- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَامِرِيِّ أَنَّ سَفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
الثَّقَفِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلْ رَسَى اللَّهُ
ثُمَّ اسْتَقَمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا .

৩৯৭২। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যাকে আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবো। তিনি বলেন : তুমি বলো, “আল্লাহ আমার প্রভু,” এবং এর উপর অবিচল থাকো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে আপনি কোন্ জিনিসের অধিক ভয় করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের জিহ্বা ধরে বলেন : এটির।

৩৯৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مَعْمَرٍ
عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ
ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي
بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيمًا وَأَنْهُ لَيْسَ سِيرٌ
عَلَى مَنْ يَسِرُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَبُدُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي
الزُّكُوةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَدُلَّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمِ
جَنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارَ الْمَاءُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ
الْجَنَّةِ ثُمَّ قَرَأَ تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّىٰ بَلَغَ جِزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرُوءِ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَخْبِرُكَ
بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ قُلْتُ بَلَىٰ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ تَكْفٌ عَلَيْكَ هَذَا قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهُ
وَأَنْ لَمْؤَاخِذُونَ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ تَكَلَّمْتُكَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ هَلْ يَكُفُّ النَّاسَ عَلَى
وَجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ السِّنْتِهِمْ .

৩৯৭৩। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। একদিন ভোরবেলা আমি তাঁর সাথে পথ

অতিক্রমকালে তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং দোষখ থেকে দূরে রাখবে। তিনি বলেন : তুমি এক কঠিন প্রশ্ন করলে। তবে বিষয়টি যার জন্য আল্লাহ সহজ করেন তার জন্য সহজ। তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, রমযান মাসের রোযা রাখো এবং আল্লাহর ঘরের হজ্জ করো। অতঃপর তিনি বলেন : আমি কি তোমাকে কল্যাণের পথসমূহ বলে দিবো না? (তাহলো) রোযা ঢালস্বরূপ, যাকাত পাপরাশি মুছে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয় এবং মানুষের গভীর রাতের নামায। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন : “তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশা ও ভয়ে এবং আমি তাদেরকে সে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা থেকে তারা খরচ করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ” (সূরা আস-সাজদা : ১৬-১৭)। অতঃপর তিনি বলেন : আমি কি তোমাকে কাজের মূল, তার স্তম্ভ ও শীর্ষ চূড়া সম্পর্কে অবহিত করবো না? তা হলো জিহাদ। তারপর তিনি বলেন : আমি কি তোমাকে এই সব কাজের নির্যাস সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তাঁর জিহবা ধরে বলেন : তুমি এটা সংযত রাখো। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা যা কিছু বলি সেজন্য কি পাকড়াও হবো? তিনি বলেন : হে মুআয! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক। মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিষ্ক্রিণ্ড হবে।

৩৯৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسِ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلَّمَ ابْنَ آدَمَ عَلَيْهِ لَأْ لَهُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৯৭৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সং কাজের আদেশ, অসং কাজের নিষেধ এবং মহান আল্লাহর যিকির ব্যতীত মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

৩৯৭৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ قِيلَ لَابْنِ عُمَرَ أَنَا نَدْخُلُ عَلَى أَمْرَانَا فَتَقُولُ الْقَوْلَ فَاذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النَّفَاقَ .

৩৯৭৫। আবুশ শাহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে বলা হলো, আমরা আমাদের শাসকবর্গের নিকট যাতায়াত করি এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলি, কিন্তু আমরা সেখান থেকে বের হয়ে এসে উল্টো কথা বলি। তিনি বলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এরূপ আচরণকে মোনাফিকী গণ্য করতাম।

৩৯৭৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ
عَنْ قُرَّةِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ .

৩৯৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা।

অনুচ্ছেদ : ১৩

بَابُ الْعَزَلَةِ

নির্জনতা অবলম্বন।

৩৯৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَخْبَرَنِي أَبِي
عَنْ بَعْجَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ الْجَهَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ
مَعَايِشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ
كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ إِلَيْهَا يَتَّبِعِي الْمَوْتَ أَوْ الْقَتْلَ مَطَانُهُ وَرَجُلٌ
فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَافِ أَوْ بَطْنٍ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ .

৩৯৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে তার জীবনযাত্রাই সর্বোত্তম। যখনই শত্রুর উপস্থিতি বা শত্রুর দিকে ধাবমান হওয়ার শব্দ শুনতে পায় তখন সে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে দ্রুত বের হয়ে পড়ে এবং যথাস্থানে পৌঁছে শত্রু নিধন ও শহীদ হওয়ার মর্যাদা সন্ধান করে। অথবা যে ব্যক্তি তার মেসপাল নিয়ে কোন পাহাড় চূড়ায় বা (নির্জন) উপত্যকায় বাস করে যথারীতি নামায কায়েম করে, যাকাত পরিশোধ করে এবং আমৃত্যু তার প্রভুর ইবাদতে লিপ্ত থাকে তার জীবনযাত্রাই সর্বোত্তম। এই ধরনের লোক সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকে (মুসলিম ৪৭৩৫)।

৩৯৭৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ
أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ رَجُلٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ
ثُمَّ امْرُؤٌ فِي شَعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شِرِّهِ .

৩৯৭৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, কোন্ লোক অধিক উত্তম? তিনি বলেন : জান-মালসহ আল্লাহর পথে জিহাদকারী। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন গিরিসংকটে অবস্থান করে মহান আল্লাহর ইবাদতে রত থাকে এবং মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে।

৩৯৭৯ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو أَدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حَدِيثَهُ بِنَ الْيَمَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمُ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَفَهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جَلَدَتْنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالسِّنْتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَدْرِكُنِي ذَلِكَ قَالَ فَالزَّمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَامَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ فَأَعْتَزَلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْضُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ.

৩৯৭৯। হুয়ায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামের দরজাসমূহে আহ্বানকারী ফেরেশতাগণ থাকবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। তিনি বলেন : তারা আমাদের মধ্য থেকে হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, তারা যদি আমাকে পায় তবে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেন : তুমি অপরিহার্যরূপে মুসলমানদের সংঘভুক্ত থাকবে এবং তাদের ইমামের আনুগত্য করবে। যদি মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ না থাকে এবং তাদের ইমামও না থাকে তাহলে তুমি তাদের সকল বিচ্ছিন্ন দল থেকে দূরে থাকো এবং কোন গাছের কাণ্ড আঁকড়ে ধরো এবং সেই অবস্থায় যেন তোমার মৃত্যু হয়।

৩৯৮০ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

৩৯৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অচিরেই মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা উত্তম সম্পদ হবে মেঘ-বকরী। তারা ফিতনা-ফাসাদ থেকে তাদের দীন ও জীবন বাঁচাতে সেগুলো নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এবং পানির উৎস সমৃদ্ধ চারণভূমিতে পলায়ন করবে।

৩৯৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُرْطِبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكُونُ فِتْنٌ عَلَى آبَائِهَا دُعَاءُ إِلَى النَّارِ فَإِنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ .

৩৯৮১। ছয়ায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অচিরেই এমন কতক নৈরাজ্যকর বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, যার সম্মুখভাগে থাকবে দোষের দিকে আহ্বানকারীরা। এমন পরিস্থিতিতে তুমি যদি বৃক্ষের কাণ্ড আকড়ে ধরে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারো তবে তা তোমার জন্য ওদের কারো আহ্বানে সাড়া দেওয়া থেকে উত্তম।

৩৯৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ .

৩৯৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

৩৯৮৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ .

৩৯৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

অনুচ্ছেদ : ১৪

بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা।

৩৯৮৪- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ وَأَهْوَى بِاصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ

وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى
يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ إِلَّا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىٍّ إِلَّا وَإِنْ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ إِلَّا
وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ .

৩৯৮৪। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নোমান ইবনে বশীর (রা)-কে মিস্বারের উপর দাঁড়িয়ে তার হাতের দুই আঙ্গুলে দুই কানের দিকে ইশারা করে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, এতদুভয়ের মাঝখানে কতক সন্দেহজনক বিষয় আছে, যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক অজ্ঞাত। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকলো, সে তার দীন ও সন্তানকে পবিত্র রাখালো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়সমূহে জড়িয়ে পড়লো সে হারাম বিষয়ের মধ্যে পতিত হলো। যেমন কোন রাখাল রাষ্ট্রের সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে তার পশুপাল চরালে সেগুলো তাতে ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। জেনে রাখো, প্রত্যেক শাসকের একটি সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। জেনে রাখো, আল্লাহর চারণভূমি হচ্ছে তার হারামকৃত বিষয়সমূহ। জেনে রাখো! দেহের মধ্যে এক খণ্ড মাংসপিণ্ড আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সারা দেহও সুস্থ থাকে। যখন তা নষ্ট হয় তখন সারা দেহই নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখো! সেটাই হচ্ছে কলব (অন্তর)।

৩৯৮৫। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কলহ ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বিরাজমান কালে ইবাদতে লিপ্ত থাকা আমার কাছে হিজরত করে চলে আসার সমতুল্য।

অনুচ্ছেদ : ১৫

بَابُ بَدَأِ الْإِسْلَامِ غَرِيبًا

অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছে।

৩৯৮৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ
وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ

أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ .

৩৯৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের জন্য মোবারকবাদ (স্বাগতম)।

৩৯৮৭ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَنبَانَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَأَبْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ .

৩৯৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের জন্য মোবারকবাদ (স্বাগতম)।

৩৯৮৮ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قَالَ قِيلَ وَمَنْ الْغُرَبَاءُ قَالَ النَّزَاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ .

৩৯৮৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের জন্য মোবারকবাদ (স্বাগতম)।

অনুচ্ছেদ : ১৬

بَابُ مَنْ تُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ مِنَ الْفِتَنِ

যার জন্য অনাচার থেকে নিরাপদ থাকার আশা করা যায়।

৩৯৮৯ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَيْسَى ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ

عَلَيْهِ سَلَامٌ يَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ سَيْرَ الرِّبَاءِ شَرُّهُ وَأَنَّ مَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يَعْرِفُوا قُلُوبَهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَيْرَاءٍ مُظْلَمَةٍ .

৩৯৮৯। উমার ইবনুল খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত। এক দিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে গিয়ে মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পাশে উপবিষ্ট অবস্থায় কান্নারত দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কাঁদছো কেন? তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত কিছু বিষয় আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : সামান্যতম কপটতাও শিরক। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন বন্ধুর (ওলী) সাথে শত্রুতা করলো, সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহভীরু আত্মগোপনকারী বান্দাদের, যারা দৃষ্টির অন্তরাল হলে কেউ তাদের খোঁজ করে না, সামনে উপস্থিত থাকলে কেউ তাদের আপ্যায়ন করে না এবং তাদের পরিচয়ও নেয় না। তাদের অন্তরসমূহ হেদায়াতের আলোকবর্তিকা। তারা সব ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন কদর্যতা থেকে নিরাপদে বের হয়ে যাবে।

৩৯৯০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا زَيْدُ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسُ كَابِلٌ مِائَةِ لَأِ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً .

৩৯৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ শত উটের মত, যার মধ্যে তুমি হয়ত একটিও ভারবাহী (দায়িত্ব বহনে সক্ষম) লোক পাবে না (মুসলিম ৬২৬৮)।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ افْتِرَاقِ الْأُمَّمِ

উম্মাতের বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ।

৩৯৯১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى أَحَدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً .

৩৯৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইহুদী জাতি একাত্তর ফেরকায় (উপদলে) বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে (তি ২৫৭৭, দা, না, হা)।

৩৯৯২ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَاصِيِّ ثَنَا
عَبَادُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ أَحَدِي وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي
الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَأَحَدِي
وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي
عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ .

৩৯৯২। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইহুদী জাতি একাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। তার মধ্যে একটি ফেরকা জান্নাতী এবং অবশিষ্ট সত্তর ফেরকা জাহান্নামী। খৃষ্টানরা বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। তার মধ্যে একাত্তর ফেরকা জাহান্নামী এবং একটি ফেরকা জান্নাতী। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি মাত্র ফেরকা হবে জান্নাতী এবং অবশিষ্ট বাহাত্তরটি হবে জাহান্নামী। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ফেরকাটি জান্নাতী। তিনি বলেন : জামাআত (একতাবদ্ধ দলটি)।

৩৯৯৩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو عَمْرٍو ثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتِ عَلَىٰ أَحَدِي
وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَأَنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا
وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ .

৩৯৯৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বনী ইসরাঈল একাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। একটি ফেরকা ব্যতীত সকলেই হবে জাহান্নামী। সেটি হচ্ছে জামাআত।

৩৯৯৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ

قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ وَذَرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشَبْرًا حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ إِذَا .

৩৯৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা (পথভ্রষ্ট হয়ে) তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে বাহুতে বাহুতে, হাতে হাতে, বিষতে বিষতে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢোকে, তবে তোমরাও অবশ্যই তাতে ঢোকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (পূর্ববর্তীগণ কি) ইহুদী-খৃষ্টান জাতি? তিনি বলেন : তবে আর কারা!

অনুচ্ছেদ : ১৮

بَابُ فِتْنَةِ الْمَالِ

ধন-সম্পদ সৃষ্ট বিপর্যয়।

২৭৭৫- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَاتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ خَيْرٌ هُوَ أَنْ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يَلِمُ إِلَّا أَكَلَهُ الْخَضِرُ أَكَلْتُ حَتَّىٰ إِذَا امْتَلَأَتْ (امْتَدَّتْ) خَاصَرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ فَثَلَطَتْ وَبَاكَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلْتُ فَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارِكُ لَهُ وَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الذِّبْيِ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ .

৩৯৯৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন : না, আল্লাহর শপথ, হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে মোহনীয় পার্থিব ধন-সম্পদ নির্গত করবেন, তার অনিষ্ট ছাড়া তোমাদের ব্যাপারে আমি অন্য কিছুই আশংকা করি না। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদের প্রাচুর্য কি বিপর্যয় ডেকে আনবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষণিক নীরব থাকলেন, অতঃপর বলেন : তুমি কি বলেছিলে? সে

বললো, আমি বলেছিলাম যে, সম্পদের প্রাচুর্য কি বিপর্যয় ডেকে আনবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কল্যাণ তো কল্যাণই বয়ে আনে। কল্যাণ (মাল) কি সম্পূর্ণই কল্যাণকর? নিশ্চয় বসন্ত ঋতু যা কিছু (ঘাসপাতা) উৎপন্ন করে তা (অপরিমিত ভোজে) মৃত্যু ঘটায় বা মৃতপ্রায় করে দেয়। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা ভক্ষণ করে এবং উদর পূর্ণ হলে সূর্যের দিকে মুখ করে (জাবর কাটে), মলমূত্র ত্যাগ করে এবং পুনরায় চরতে শুরু করে (তার ক্ষতি করে না)। যে ব্যক্তি সজ্ঞত পন্থায় সম্পদ অর্জন করে তাকে বরকত দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অসজ্ঞত পন্থায় সম্পদ অর্জন করে সে এমন ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

৩৯৯৬- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ابْنَانَا عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رِيَّاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ أَيْ قَوْمِ أَنْتُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَقَوْلُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ ثُمَّ تَحَاسَدُونَ ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ ثُمَّ تَتَبَاغِضُونَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ .

৩৯৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন পারস্য ও রোমের ধনভাণ্ডার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে! আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আল্লাহ আমাদের যেরূপ নির্দেশ দিবেন আমরা তদ্রূপ বলবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অন্য কিছু বলবে না? তখন তোমরা পরস্পরকে ঈর্ষা করবে, তারপর হিংসা করবে, তারপর সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তারপর শত্রুতা পোষণ করবে অথবা অনুরূপ কিছু করবে। অতঃপর তোমরা দরিদ্র মুহাজিরদের নিকট যাবে, তারপর তাদের কতককে কতকের উপর শাসক নিয়োগ করবে।

৩৯৯৭- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمَسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرٍو ابْنِ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ صَالِحَ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو

عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَاهُمْ ثُمَّ قَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنْ
 الْبَحْرَيْنِ قَالُوا أَجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبْشُرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ
 أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَيَّ
 مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ .

৩৯৯৭। আমরা ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আমার ইবনে লুয়াই-এর মিত্র ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে বাহরাইনে জিয়া আদায় করার জন্য পাঠান। তিনি বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এবং আলা ইবনুল হাদরামী (রা)-কে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছিল। আবু উবায়দা (রা) বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে (মদীনায়ে) ফিরে আসেন। আনসারগণ তার আগমনের কথা শুনতে পেলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযান্তে ঘুরে বসলে তারা তাঁর সামনে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে মুচকি হাসি দিয়ে বলেন : আমার মনে হয় তোমরা শুনতে পেয়েছো যে, আবু উবায়দা বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে ফিরে এসেছে। তারা বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে এই আশা রাখো। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না। আমি তোমাদের ব্যাপারে আশংকা করি যে, তোমাদের পূর্বকালের লোকদের জন্য পৃথিবী যেমনিভাবে প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিলো, তদ্রূপ তা তোমাদের জন্যও প্রশস্ত হবে। অতঃপর তোমরাও তাদের মত (সম্পদের) প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। অবশেষে এই প্রতিযোগিতা তাদের মত তোমাদেরও ধ্বংস ডেকে আনবে (যু)।

অনুচ্ছেদ : ১৯

بَابُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

নারীদের সৃষ্ট বিপর্যয়।

৩৯৯৮ - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوْفِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
 التَّمِيمِيِّ حَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ

عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَدْعُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضْرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

৩৯৯৮। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিক বিপর্যয়কর আর কিছু রেখে যাবো না।

৩৯৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ مُصْعَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيُلُّ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ . وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ .

৩৯৯৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন ভোর হয় তখন দুইজন ফেরেশতা ঘোষণা দেন যে, নারীদের কারণে পুরুষদের ধ্বংস অনিবার্য এবং পুরুষদের কারণে নারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

৪০০০- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ ابْنِ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حَاطِبًا فَكَانَ فِيمَا قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ .

৪০০০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : নিশ্চয় দুনিয়া সবুজ-শ্যামল ও লোভনীয়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তোমাদেরকে খলীফা (শাসক) বানিয়েছেন। তিনি দেখবেন যে, তোমরা কেমন কাজ করো। সাবধান! দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের সম্পর্কেও সতর্ক হও।

৪০০১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ مَزِينَةَ تَرَفُّلٌ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ

لُبْسِ الزَّيْنَةِ وَالتَّبَخُّثُرِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبَسَ نِسَاءَهُمُ الزَّيْنَةَ وَتَبَخُّثَرْنَ فِي الْمَسَاجِدِ .

৪০০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। ইতিমধ্যে মুযায়না গোত্রের এক নারী মোহনীয় সাজে সজ্জিত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের জৌলুসপূর্ণ ও চোখ ধাঁধানো পোশাক পরিহিত অবস্থায় মসজিদে আসতে নিষেধ করো। কেননা বনী ইসরাঈলের নারীরা জৌলুসপূর্ণ সাজে সজ্জিত হয়ে মসজিদে না আসা পর্যন্ত তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়নি।

৪০০২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ وَأَسْمُهُ عُبَيْدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ قَالَتْ الْمَسْجِدَ قَالَ وَكَيْه تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ .

৪০০২। আবু রুহমের মুক্তদাস উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) এক নারীকে সুগন্ধি মেখে মসজিদে যেতে দেখলেন। তিনি বললেন, হে মহাপরাক্রমশালীর বান্দী! কোথায় যাচ্ছে? সে বললো, মসজিদে। তিনি বললেন, সেজন্য সুগন্ধি মেখেছ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে নারী সুগন্ধি মেখে মসজিদে যায় তার নামায কবুল হয় না, যাবত না সে (তা) ধুয়ে ফেলে।

৪০০৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْأَسْتِغْفَارِ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَغْلَبَ لَدَى لُبِّ مَنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالِدَيْنِ قَالَ أَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدُلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نَقْصَانِ الْعَقْلِ وَتَمَكُّثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا مِنْ نَقْصَانِ الدِّينِ .

৪০০৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে নারী সমাজ! তোমরা অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত করো এবং অধিক সংখ্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা আমি তোমাদের বহু নারীকে দোষখবাসী দেখেছি। তাদের মধ্যকার এক বুদ্ধিমতী নারী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কি কসুর যে, আমাদের অধিক সংখ্যক দোষখবাসী হবে? তিনি বলেন : তোমরা বেশী বেশী অভিশাপ দাও এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো। আমি তোমাদের স্বল্পবুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান বিচক্ষণ পুরুষদের উপর বিজয়ী হতে পারঙ্গম আর কাউকে দেখিনি। মহিলা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বিবেক-বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে কমতি কি? তিনি বলেন : বুদ্ধির স্বল্পতা এই যে, তোমাদের দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর তোমাদের দীনের স্বল্পতা এই যে, তোমরা কয়েক দিন নামায থেকে বিরত থাকো এবং রমযান মাসের কয়েক দিন রোযা থেকে বিরত থাকো (তি ২৫৫১; মু ১৪৫)।

অনুচ্ছেদ : ২০

بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎকাজের নির্দেশদান এবং অসৎ কাজে বাধাদান করা।

৪০০৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَرُّوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ .

৪০০৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে এমন সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল হবে না।

৪০০৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا يَغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يُعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ قَالَ أَبُو
أَسَامَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ .

৪০০৫। কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (রা) দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো এই আয়াত তিলাওয়াত করো (অনুবাদ) : “হে ঈমানদারগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য, তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না” (সূরা মাইদা : ১০৫)। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : লোকেরা মন্দ কাজ হতে দেখে তা পরিবর্তনের চেষ্টা না করলে অচিরেই আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান। আবু উসামা (র)-এর অপর সনদে এভাবে উক্ত হয়েছে : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।

٤٠٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ بَدِيْمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا وَقَعَ
فِيهِمُ النُّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَحَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ
يَمْنَعُهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكْبَلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَخَلِيْطَهُ فَضْرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ
بِبَعْضٍ وَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ لِعَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ
دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَتَّى بَلَغَ وَكُوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَكِنًا
فَجَلَسَ وَقَالَ لَا حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدِي الظَّالِمِ فَتَأْطِرُوهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا .

৪০০৬। আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বনী ইসরাঈলের মধ্যে এভাবে পাপাচারের সূচনা হয় যে, কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে পাপাচারে লিপ্ত দেখলে সে তাকে তা থেকে বারণ করতো। কিন্তু পরদিন সে তাকে পাপাচারে লিপ্ত দেখে নিষেধ করতো না, বরং তার সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করতো এবং তার সাথে পানাহারে অংশগ্রহণ করতো। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের পরস্পরের অন্তরকে মৃত্যুদান করেন। তাদের সম্পর্কে তিনি কুরআন মজীদে আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলেনঃ “বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম-তনয় ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এজন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অপরকে বারণ করতো না। তারা যা করতো তা কতই না নিকৃষ্ট। তাদের অনেককে তুমি কাফেরদের

সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম যে কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং যা তার প্রতি নাযিল হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অনেকেই সত্যত্যাগী” (সূরা মাইদা : ৭৮-৮১)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন : না! তোমরা জালেমের হাত ধরে তাকে জোরপূর্বক সত্যের উপর দাঁড় করিয়ে দিবে।

৬.০৬(১)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَمْلَاهُ عَلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
الْوَضَّاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَدِيْمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

৪০০৬(১)। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার (র)-আবু দাউদ-আলী-মুহাম্মাদ ইবনে আবুল ওয়াদাহ-আলী ইবনে বাযীমা-আবু উবায়দা-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭.০৬- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى أَبَانًا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ
جَدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حَطِيبًا
فَكَانَ فِيمَا قَالَ أَلَا لَا يَمْنَعُنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ
فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهَيْنَا .

৪০০৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ভাষণে বলেন : সাবধান! মানুষের ভয় যেন কোন ব্যক্তিকে সজ্ঞানে সত্য কথা বলতে বিরত না রাখে। রাবী বলেন (এ হাদীস বর্ণনাকালে) আবু সাঈদ (রা) কেঁদে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা বহু কিছু লক্ষ্য করেছি কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছি।

৮.০৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْقُرُ
أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَحْقُرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ قَالَ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ
فِيهِ مَقَالٌ ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا مَنَعَكَ أَنْ
تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ خَشِيَةَ النَّاسِ فَيَقُولُ فَأَيَّ كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى .

৪০০৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন নিজেকে অপমানিত না করে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ নিজেকে কিভাবে অপমানিত করতে পারে? তিনি

বলেন : সে কোন বিষয়ে আল্লাহর বিধান অবহিত থাকা সত্ত্বেও তার পরিপন্থী কিছু হতে দেখেও সে সম্পর্কে কিছুই বললো না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন : অমুক অমুক ব্যাপারে কথা বলতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিলো? সে বলবে, মানুষের ভয়। তখন আল্লাহ বলবেন : আমাকেই তো তোমার ভয় করা উচিত ছিলো।

৬০০৯ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ .

৪০০৯। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপাচার হতে থাকে এবং তাদের প্রভাবশালী ব্যক্তির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পাপাচারীদের বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান।

৬০১০ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهَاجِرَةٌ الْبَحْرِ قَالَ أَلَا تَحَدِثُونِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَتِيَةٌ مِنْهُمْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِيْنِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ فَمَرَّتْ بِفَتَى مِنْهُمْ فَجَعَلَ أَحَدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ التَّفَتَّتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غَدْرُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الْكُرْسِيَّ وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَتَكَلَّمَتِ الْإَيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَتْ صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعْفِهِمْ مِنْ شِدِيدِهِمْ .

৪০১০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমুদ্রের মুহাজিরগণ (হাবশায় হিজরতকারী প্রথম দল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে, তিনি বলেন : তোমরা হাবশায় যেসব অনিষ্টজনক বিষয় প্রত্যক্ষ করেছো তা কি আমার নিকট ব্যক্ত করবে না? তাদের মধ্য থেকে এক যুবক বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! একদা আমরা বসা ছিলাম, আমাদের সামনে দিয়ে সেখানকার এক বৃদ্ধা রমনী মাথায় পানি ভর্তি কলসসহ যাচ্ছিল। সে তাদের এক যুবককে অতিক্রমকালে সে তার

কাঁধে তার এক হাত রেখে তাকে ধাক্কা দিলে সে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং এর ফলে তার কলসটি ভেঙ্গে যায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে যুবকের দিকে তাকিয়ে বললো, হে দাগাবাজ! তুমি অচিরেই জানতে পারবে যখন আল্লাহ তাআলা ইনসাফের আসনে উপবিষ্ট হয়ে পূর্বাপর সকল মানুষকে সমবেত করবেন এবং হাত-পাগুলো তাদের কৃতকর্মের বিবরণ দিবে তখন তুমিও জানতে পারবে সেদিন তোমার ও আমার অবস্থা কি হবে। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই বৃদ্ধা সত্য কথাই বলেছে, সত্য কথাই বলেছে। আল্লাহ তাআলা সেই উম্মাতকে কিভাবে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন, যাদের সবলদের থেকে দুর্বলদের প্রাপ্য আদায় করে দেয়া হয় না।

৬০১১- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُصْعَبٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّاسِطِيِّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ثَنَا اسْرَائِيلُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

৪০১১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা অধিক উত্তম জিহাদ।

৬০১২- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيِّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ سَأَلَهُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغُرْزِ لِيَرْكَبَ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

৪০১২। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জামরাতুল উলাতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিহাদ অধিক উত্তম? তিনি তাকে কিছু না বলে নীরব থাকলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় কংকর নিষ্ক্ষেপকালে সে পুনরায় একই প্রশ্ন করলো। তিনি এবারও নিশ্চুপ থাকলেন। তিনি জামরাতুল আকাবা-তে কংকর নিষ্ক্ষেপ করলে পর বাহনে আরোহণের জন্য পাদানিতে পা রেখে জিজ্ঞাসা করলেন : প্রশ্নকারী কোথায? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই যে আমি। তিনি বলেনঃ যালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা (উত্তম জিহাদ)।

১৩. ৪ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمَنْبَرِ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمَنْبَرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ وَيَدَاةُ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبَدَأُ بِهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ .

৪০১৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ঈদের দিন ঈদের মাঠে মিস্বার বের (স্থাপন) করলো এবং ঈদের নামাযের পূর্বে খোতবা দিলো। এক ব্যক্তি বললো, হে মারওয়ান! তুমি সূনাতের বিপরীত করেছো, তুমি আজকের এই দিনে মিস্বার বের (স্থাপন) করেছো, অথচ এই দিন তা বের করা (ঈদের মাঠে মিস্বার নেয়া) হতো না। উপরন্তু তুমি নামাযের আগে খোতবা শুরু করেছো, অথচ নামাযের পূর্বে খোতবা দেয়া হতো না। আবু সাঈদ (রা) বলেন, এই ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে এবং তার দৈহিক শক্তি দিয়ে প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন তা সেভাবেই প্রতিহত করে। তার সেই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন মুখের কথা দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার সেই সামর্থ্যও না থাকলে সে যেন মনে মনে তাকে ঘৃণা করে। তা হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

আল্লাহর বাণী : “আত্মসংশোধনই তোমাদের কর্তব্য”।

১৪. ৪ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي عْتَبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَمِيٌّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِي أُمِيَّةِ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ آيَةُ آيَةٍ قُلْتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ قَالَ سَأَلْتُ عَنْهَا

خَبِيرًا سَأَلَتْ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَلِ اثْتَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتَ شَحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً وَأَعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانَ لَكَ بِهِ فَعَلَيْكَ خَوِصَّةٌ نَفْسِكَ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِنَّ عَلَىٰ مِثْلِ قَبْضٍ عَلَىٰ الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلَ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ .

৪০১৪। আবু উমাইয়া আশ-শাবানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সালাবা আল-খুশানী (রা)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, কোন আয়াত? আমি বললাম, এই আয়াত (অনুবাদ) : “হে মুমিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না” (সূরা মাইদা : ১০৫)। তিনি বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে অধিক অবহিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছি। আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন : বরং তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ নিষেধ করতে থাকো। শেষে এমন এক যুগ আসবে যখন তুমি লোকদেরকে কৃপণতার আনুগত্য করতে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে নিজের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অহংকার করতে দেখবে। আর তুমি এমন সব গর্হিত কাজ হতে দেখবে যা প্রতিহত করার সমর্থ্য তোমার থাকবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে তুমি নিজেকে হেফাজত করো এবং সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দাও। তোমাদের পরে আসবে কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষার যুগ। তখন ধৈর্যধারণ করাটা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় রাখার মত কঠিন হবে। সে যুগে কেউ নেক আমল করলে তার সমকক্ষ পঞ্চাশ ব্যক্তির সওয়াব তাকে দান করা হবে (তি, ২৯৯৭, দা)।

১৫-৪- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الْخُزَاعِيِّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الرَّعِينِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى نَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الْأُمَّةِ قَبْلَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ظَهَرَ فِي الْأُمَّةِ قَبْلَنَا قَالَ الْمَلِكُ فِي صِغَارِكُمْ وَالْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ قَالَ زَيْدٌ تَفْسِيرٌ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ إِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي الْفُسَاقِ .

৪০১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা কখন ত্যাগ করবো? তিনি বলেন : যখন তোমাদের মাঝে সেইসব বিষয় প্রকাশ পাবে, যা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছিলো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পূর্বকার উম্মাতগণের যুগে কি কি বিষয় প্রকাশ পেয়েছিলো? তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট তরুণদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাবে। বয়স্ক লোক অশীল কার্যকলাপে লিপ্ত হবে এবং নিকৃষ্ট লোক জ্ঞানের অধিকারী হবে। রাবী য়ায়েদ (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী : “নিকৃষ্ট ও নীচ ব্যক্তির জ্ঞানের অধিকারী হবে”, এর তাৎপর্য হলো : পাপাচারীরা জ্ঞানের বাহক হবে।

৪০১৬। হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তির নিজেকে অপমানিত করা সমীচীন নয়। লোকেরা বললো, কিভাবে সে নিজেকে অপমানিত করতে পারে? তিনি বলেন : যে বিপদ সহ্য করতে সে সক্ষম নয় তাতে তার লিপ্ত হওয়া।

৪০১৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন অবশ্যই বান্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, শেষে বলবেন : তুমি অন্যায কাজ হতে দেখে তা প্রতিহত করোনি কেন? (সে জবাবদানে অসমর্থ হলে) আল্লাহ তাকে তার যথাযথ উত্তর শিখিয়ে দিবেন। তখন বান্দা বলবে, হে প্রভু! আমি তোমার রহমাতের প্রত্যাশী হয়ে লোকদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়েছি।

৪০১৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন অবশ্যই বান্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, শেষে বলবেন : তুমি অন্যায কাজ হতে দেখে তা প্রতিহত করোনি কেন? (সে জবাবদানে অসমর্থ হলে) আল্লাহ তাকে তার যথাযথ উত্তর শিখিয়ে দিবেন। তখন বান্দা বলবে, হে প্রভু! আমি তোমার রহমাতের প্রত্যাশী হয়ে লোকদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়েছি।

بَابُ الْعُقُوبَاتِ

অপরাধের শাস্তি ।

১৪. ৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَمْلِكُ لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ .

৪০১৮। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা যালেমকে অবকাশ দেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) : “এরূপই তোমার রবের পাকড়াও, তিনি যখন কোন অত্যাচারী জনবসতিকে পাকড়াও করেন” (১১ঃ১০২)।

১৯. ৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ تَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ حَمْسٌ إِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِهِمْ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُمْ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّىٰ يُعْلَنُوا بِهَا إِلَّا فَنَسًا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضُوا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَثُورَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَكَلُوا لَا الْبَهَائِمَ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أُمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ .

৪০১৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন : হে মুহাজিরগণ! তোমরা

পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামরী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওয়ন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যালেম শাসক তাদেরকে নিপীড়িত করে। যখন কোন জাতি তাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভংগ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীল করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন।

৪০২০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْشَرَّيْنِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُؤُسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ وَالْمُغْنِيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ .

৪০২০। আবু মালেক আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের কতক লোক মদের ভিন্নতর নামাকরণ করে তা পান করবে। (তাদের পাপাসক্ত অবস্থায়) তাদের সামনে বাদ্যবাজনা চলবে এবং গায়িকা নারীরা গীত পরিবেশন করবে। আল্লাহ তাআলা এদেরকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিবেন এবং তাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।

৪০২১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زَادَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ قَالَ دَوَابُّ الْأَرْضِ .

৪০২১। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদের অভিসম্পাত করে” (সূরা বাকারা : ১৫৯)। রাবী বলেন, জীব-জানোয়ারের অভিশাপের কথা বুঝানো হয়েছে।

৪০২২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

৪০২২। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সৎকর্ম ব্যতীত অন্য কিছু আয়ুষ্কাল বাড়াতে পারে না এবং দোয়া ব্যতীত অন্য কিছুতে তাকদীর রদ হয় না। মানুষ তার পাপকাজের দরুন তার প্রাপ্য রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।

অনুচ্ছেদ : ২৩

بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ

বিপদে ধৈর্যধারণ।

৪০২৩- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ وَيَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ .

৪০২৩। সাদ ইবনে আবু ওয়ায়্যাকাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হয়? তিনি বলেন : নবীগণের। অতঃপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীদের, অতঃপর তাদের পরবর্তীগণের। বান্দাকে তার দীনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দীনদারিতে অবিচল হয় তবে তার পরীক্ষাও হয় ততটা কঠিন। আর যদি সে তার দীনদারিতে নমনীয় হয় তবে তার পরীক্ষাও তদনুপাতে হয়। অতঃপর বান্দা অহরহ বিপদ-আপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। শেষে সে পৃথিবীর বুকে গুনাহমুক্ত হয়ে পাকসাফ অবস্থায় বিচরণ করে।

৪০২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوْقَ اللَّحَافِ

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَشَدُّهَا عَلَيْكَ قَالَ إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ الصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدَهُمْ إِلَّا الْعِبَاءَ يُحَوِّثُهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرِّخَاءِ .

৪০২৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম, তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর উপর আমার হাত রাখলে তার গায়ের চাদরের উপর থেকেই তাঁর দেহের প্রচণ্ড তাপ অনুভব করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কত তীব্র জ্বর আপনার। তিনি বলেনঃ আমাদের (নবী-রাসূলগণের) অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ আসে এবং দ্বিগুণ পুরস্কারও দেয়া হয়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কার উপর সর্বাধিক কঠিন বিপদ আসে? তিনি বলেন : নবীগণের উপর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারপর কার উপর? তিনি বলেন : তারপর নেককার বান্দাদের উপর। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র্য পীড়িত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে তার পরিধানের কম্বলটি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাদের কেউ বিপদে এত শান্ত ও উৎফুল্ল থাকে, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকে।

৪০২৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন। তাঁর জাতি তাঁকে বেদম প্রহার করছে এবং তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন আর বলছেন : প্রভু! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন। কেননা তারা জানে না।

৪০২৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন। তাঁর জাতি তাঁকে বেদম প্রহার করছে এবং তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন আর বলছেন : প্রভু! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন। কেননা তারা জানে না।

وَهَبِ أَخْبَرَنِي يُوْسُفُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْكُمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وَرَحِمَ اللَّهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَكَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طَوَّلًا مَا لَبِثْتُ يُوْسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ .

৪০২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তুলনায় আমিই অধিক সংশয়ী হওয়ার যোগ্য। যখন তিনি বলেছিলেন : “প্রভু! আমাকে একটু দেখাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করো। তিনি বলেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না? তিনি বলেন, হাঁ, (নিশ্চয় আমি বিশ্বাস করি) তবে আমার হৃদয়ের প্রশান্তির জন্যে” (সূরা বাকারা : ২৬০)। আল্লাহ লৃত (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী আশ্রয় কামনা করেছিলেন। ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘকাল জেলখানায় অন্তরীণ ছিলেন, আমি তত কাল অন্তরীণ থাকলে অবশ্যই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম।

৪০২৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا تَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ تَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ كُسِرَتْ رِجْلُ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَجَّ فَجَعَلَ الدَّمَ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ
وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضِبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمُ بِالْدَمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَانزَلَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ .

৪০২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের সামনের পাটির চারটি দাঁতের একটি ভেঙে যাওয়ায় এবং তাঁর মাথায় আঘাত লাগায় তাঁর মুখমণ্ডল বেয়ে রক্ত বরতে থাকে। তিনি তাঁর মুখমণ্ডলের রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন : যে জাতি তাদের নবীর মুখমণ্ডল রক্তরঞ্জিত করে সেই জাতি কিভাবে মুক্তি পেতে পারে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের আহবান জানাচ্ছেন। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “এই বিষয়ে তোমার কিছু করণীয় নাই” (সূরা আল ইমরান : ১২৮)।

৪০২৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيقٍ تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ
عَنْ أَنَسِ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ
حَزِينٌ قَدْ خُضِبَ بِالْدِمَاءِ قَدْ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ فَعَلَ
بِي هَؤُلَاءِ وَقَعَلُوا قَالَ أَتَحِبُّ أَنْ أُرِيكَ آيَةً قَالَ نَعَمْ أَرِنِي فَنَظَرَ إِلَى شَجْرَةٍ مِنْ
وَرَاءِ الْوَادِيَّ قَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّجْرَةَ فَدَعَاهَا فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ
بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتَرْجِعْ فَقَالَ لَهَا فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَسْبِيَ .

৪০২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। জৈনক মক্কাবাসী তাঁকে আঘাত করায় তিনি রক্তরঞ্জিত ছিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনার কি হয়েছে? তিনি বলেন : এই দুর্বৃত্তরা আমার সাথে এই এই আচরণ করেছে। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি চাইলে আমি আপনাকে একটি নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনি বলেনঃ হাঁ, দেখান। অতঃপর তিনি প্রান্তরের অপর পাশে একটি গাছের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, আপনি গাছটিকে ডাকুন। তিনি গাছটিকে ডাক দিলেন। সেটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। জিবরাঈল (আ) বলেন, একে স্বস্থানে ফিরে যেতে বলুন। তিনি গাছটিকে ফিরে যেতে বললে তা স্বস্থানে ফিরে গেলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

২৯. ৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْصُوا لِي كُلَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْكُمْ لَا تَدْرُونَ لِعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا قَالَ فَاَبْتَلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّي الْأَسْرَاءَ .

৪০২৯। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা ইসলাম গ্রহণকারীদের আদমশুমারী করো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাদের উপর কোন বিপদাশংকা করছেন? অথচ (এখন) আমাদের সংখ্যা ছয় শত থেকে সাত শত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের জানা নেই যে, অচিরেই তোমরা বিপদে পতিত হবে। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা বিপদে পতিত হলাম, এমনকি আমাদের কেউ কেউ গোপনে নামায পড়তে বাধ্য হলো।

৩৩. ৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ تَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ تَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ وَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ قَالَ هَذِهِ رِيحُ قَبْرِ الْمَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَرُؤُوسِهَا قَالَ وَكَانَ بَدَأَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَ مَمْرُهُ بِرَاهِبٍ فِي صَوْمَعَتِهِ فَيَطْلُعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ فَيُعَلِّمُهُ الْإِسْلَامَ فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوْجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعَلِّمَهُ أَحَدًا وَكَانَ لَا يَقْرُبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ

عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعَلِّمَهُ أَحَدًا فَكَتَمَتْ أَحَدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى فَاَنْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ فَأَقْبَلَ رَجُلَانِ يَحْتَضِبَانِ فَرَأَاهُ فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الْأُخْرَى وَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ فَقِيلَ وَمَنْ رَأَهُ مَعَكَ قَالَ فُلَانٌ فَسُئِلَ فَكَتَمَ وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنْ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ قَالَ فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي ابْنَةً فَرَعُونَ إِذْ سَقَطَ الْمُسْطُ فَقَالَتْ تَعَسَ فَرَعُونَ فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا فَأَبَيَا فَقَالَ أَنِّي قَاتِلُكُمْمَا فَقَالَ أَحْسَانًا مِنْكَ الْيْنَا أَنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ فَفَعَلَ فَلَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً فَسَأَلَ جَبْرِيلَ فَأَخْبَرَهُ .

৪০৩০। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গমনের রাতে পরিচ্ছন্ন সুবাস লাভ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : হে জিবরাঈল! এই পরিচ্ছন্ন সুবাস কিসের? তিনি বলেন, এই সুগন্ধি এক কেশবিন্যাসকারিনী, তার পুত্রের ও তার স্বামীর কবর থেকে আসছে। রাবী বলেন, তিনি ঘটনার বর্ণনা এভাবে শুরু করেন : খিযির বনী ইসরাঈলের অভিজাতবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি এক পাদ্রীর গীর্জার নিকট দিয়ে যাতায়াত করতেন। পাদ্রী তার সম্পর্কে জানতে পেরে তাকে দীন ইসলামের তালীম দিলেন। খিযির যৌবনে পদার্পণ করলে তার পিতা এক মহিলার সাথে তার বিবাহ দেন। খিযির এই মহিলাকে দীন ইসলামের তালীম দিলেন। তিনি তার থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, সে যেন কাউকে এই দীনের শিক্ষা না দেয়। তিনি নারীসঙ্গ পছন্দ করতেন না। তাই তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দেন। অতঃপর তার পিতা অপর এক নারীর সাথে তার বিবাহ দেন। তিনি তাকেও দীন ইসলামের শিক্ষা দিলেন এবং তার থেকেও প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে যেন কারো কাছে এ কথা প্রকাশ না করে। এক নারী বিষয়টি গোপন রাখলো এবং অপরজন তা প্রকাশ করে দিলে তিনি দেশত্যাগ করে সমুদ্রের এক দ্বীপে পালিয়ে গেলেন। সেখানে দুই ব্যক্তি লাকড়ি সংগ্রহের জন্য এসে খিযিরকে দেখতে পায়। তাদের একজন খিযিরের অবস্থানের বিষয় গোপন রাখলেন এবং অপর জন ফাঁস করে দিলো এবং বললো, আমি খিযিরকে দেখেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার সাথে তাকে আর কে দেখেছে? সে বললো, অমুক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বিষয়টি গোপন রাখলো। তাদের বিধানে মিথ্যাবাদীর শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। রাবী বলেন, অতঃপর সে দীন গোপনকারিনী মহিলাকে বিবাহ করলো। সেই মহিলা ফিরআওন তনয়ার কেশ বিন্যাসকালে তার হাত থেকে চিরুণী পড়ে গেলো। আর তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, ফিরআওন নিপাত যাক। ফিরআওন তনয়া এই কথা তার পিতাকে অবহিত করে। এই মহিলার ছিল দুই পুত্র ও স্বামী। ফিরআওন তাদেরকে ডেকে এনে উক্ত মহিলা ও তার স্বামীকে তাদের দীন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয়। তারা উভয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ফিরআওন বললো, আমি তোমাদের দু'জনকে হত্যা করবো। তারা বললো, আপনি

আমাদেরকে হত্যা করলে আমাদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করবেন যে, আমাদের দু'জনকে একই করবে দাফন করবেন। সে তাই করলো। অতঃপর যে রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন তিনি পূত-পবিত্র সুঘ্রাণ পেয়ে জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে বিষয়টি অবহিত করেন।

৪.৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ عَظُمَ الْجَزَاءُ مَعَ عَظْمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السُّخْطُ .

৪০৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বিপদ যত তীব্র হবে, প্রতিদাও তদনুরূপ বিরাট হবে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতিকে ভালোবাসলে তাদের পরীক্ষা করেন। যে কেউ তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে কেউ তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি।

৪.৩২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا اسْحَاقُ ابْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى إِذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى إِذَاهُمْ .

৪০৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে সে এমন মুমিন ব্যক্তির তুলনায় অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়, যে জনগণের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণ করে না।

৪.৩৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَقَالَ بِنْدَارٌ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ يَحِبُّ الْمَرْءَ لَا يَحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ .

৪০৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি জিনিস যার মধ্যে আছে সে-ই ঈমানের স্বাদ

পেয়েছে। (এক) যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সত্ত্বাষ্টি লাভের আশায় মানুষকে ভালোবাসে। (দুই) যে ব্যক্তির নিকট অন্যসব কিছুর তুলনায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক প্রিয়। (তিন) কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কুফরী থেকে বের করে আনার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়ার তুলনায় সে আঙনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক পছন্দ করে।

৪.৩৪ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا
ابْرَاهِيمُ ابْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ ثَنَا رَاشِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ
الْحِمَّانِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي
خَلِيلِي ﷺ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعَتْ وَحُرِّقَتْ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً
مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ
فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ .

৪০৩৪। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই উপদেশ দিয়েছেন : তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করে ছিন্নভিন্ন করা হয় অথবা আঙনে ভস্মীভূত করা হয়। তুমি স্বেচ্ছায় ফরয নামায ত্যাগ করো না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে তার থেকে (আল্লাহর) যিম্মদারি উঠে যায়। তুমি মদ্যপান করো না। কেননা তা সর্বপ্রকার অনিষ্টের চাবিকাঠি।

অনুচ্ছেদ : ২৪

بَابُ شِدَّةِ الزَّمَانِ

যুগের কষ্টকাঠিন্য।

৪.৩৫ - حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّحْبِيُّ أَنبَانَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ ابْنَ
جَابِرٍ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبِّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ
يَقُولُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ .

৪০৩৫। মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : দুনিয়াতে বলা-মুসীবত ও ফিতনা-ফাসাদ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

৪.৩৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
قُدَّامَةَ الْجَمْحِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَخُونُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّؤْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّؤْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافَهُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ .

৪০৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অচিরেই লোকদের উপর প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যুগ আসবে। তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী গণ্য করা হবে, আমানতের খিয়ানতকারীকে আমানতদার আমানতদারকে খিয়ানতকারী গণ্য করা হবে এবং রুওয়াইবিয়া হবে বক্তা। জিজ্ঞাসা করা হলো, রুওয়াইবিয়া কি? তিনি বলেন : নীচ প্রকৃতির লোক সে জনগণের হর্তাকর্তা হবে।

৪০৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এক ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে, হায়! আমি যদি এই কবরবাসীর পরিবর্তে এই স্থানে থাকতাম। তার ধর্মের কারণে একথা বলবে না, বরং বালা-মুসীবতের কারণে বলবে।

৪০৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের বাছাই করা হবে, যেভাবে ভালো খেজুর মন্দ খেজুর থেকে আলাদা করা হয়। তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকগুলো বিদায় নিবে এবং মন্দ লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে। অতএব সম্ভব হলে তোমরাও মরে যাও।

৪০৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের বাছাই করা হবে, যেভাবে ভালো খেজুর মন্দ খেজুর থেকে আলাদা করা হয়। তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকগুলো বিদায় নিবে এবং মন্দ লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে। অতএব সম্ভব হলে তোমরাও মরে যাও।

৪০৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের বাছাই করা হবে, যেভাবে ভালো খেজুর মন্দ খেজুর থেকে আলাদা করা হয়। তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকগুলো বিদায় নিবে এবং মন্দ লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে। অতএব সম্ভব হলে তোমরাও মরে যাও।

৪০৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের বাছাই করা হবে, যেভাবে ভালো খেজুর মন্দ খেজুর থেকে আলাদা করা হয়। তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকগুলো বিদায় নিবে এবং মন্দ লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে। অতএব সম্ভব হলে তোমরাও মরে যাও।

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزِدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا ادِّبَارًا وَلَا النَّاسُ إِلَّا شِحًّا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ .

৪০৩৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দিনে দিনে বিপদাপদ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। দুনিয়াতে অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ বাড়তেই থাকবে এবং কৃপণতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। নিকৃষ্ট লোকদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-ই মাহ্দী।^২

২. “ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-ই মাহ্দী” : এই রিওয়াযটি হাদীসের গন্থাবলীতে সন্নিবেশিত মাহ্দী সম্পর্কিত সমস্ত হাদীসের বিপরীত এবং এই রিওয়াযাতের সমর্থনে দ্বিতীয় কোন হাদীস বিদ্যমান নেই। কাদিয়ানীদের রচিত তালিকা অনুযায়ী ৮ম হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন, “এই রিওয়াযাতটি মাহ্দী সম্পর্কিত সহীহ হাদীসের বিপরীত” (ফাতহুল বারী, ৬খ, পৃ. ৩৫৮)। আল্লামা কুরতবী (র) তার তায়কিরা গ্রন্থে লিখেছেন, “উপরোক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল”। উপরন্তু মহানবী (স)-এর অন্য যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, মাহ্দী রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশ তথা তার কন্যা ফাতিমা (রা)-র অধস্তন বংশধরদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন। এসব হাদীস উপরোক্ত হাদীসটির তুলনায় অধিকতর সহীহ। তাই এটির পরিবর্তে ঐসব হাদীস মানতে হবে এও হতে পারে যে, “লা মাহ্দী ইল্লা ঈসা” বলে হয়ত রাসূলুল্লাহ (স) বুঝাতে চেয়েছেন যে, নিষ্পাপ হওয়ার গুণ সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মাহ্দী (সংপঞ্চপ্রাণ) কেবল হযরত ঈসা (আ) হবেন (আল-হাদী লিল-ফাতওয়া, পৃ. ৮৫-৮৬)।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) বলেন, “পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, হাদীসটি ঐ সমস্ত হাদীসের বিপরীত যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, মাহ্দী স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং ঈসা (আ)-ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তথাপি চিন্তা করলে জানা যায় যে, এ হাদীস পূর্বেই হাদীসসমূহের পরিপন্থী নয়, বরং এ কথার অর্থ এই যে, পূর্ণ হেদায়াত প্রাপ্ত, যেমন হওয়া উচিত, ঈসা (আ)-ই হবেন এবং তার অর্থ এই যে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি মাহ্দী হতে পারবেন না” (আল-হাদী লিল-ফাতওয়া, পৃ. ৮৬)।

কাদিয়ানীদের প্রণীত তালিকা অনুযায়ী ৯ম হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) আল-যাজ্জাজাহ’ (ইবনে মাজার ভাষ্যগ্রন্থ) এই হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক লিখেছেনঃ হাদীসটি গ্রহণের অযোগ্য। আল্লামা যাহাবী তার মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে এটিকে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীস আখ্যায়িত করেছেন। কারণ হাদীসটির সনদসূত্র কর্তিত। কেননা ইমাম শাফিঈ (র)-এর সাথে রাবী ইউনুসের সাক্ষাত হয়নি। ইমাম আওযাই (র) হাদীসের অধস্তন রাবী খালিদকে প্রত্যাখ্যাত রাবী আখ্যায়িত করেছেন। আল-হাকেম নীশাপুরী ও ইমাম বায়হাকী তাকে অখ্যাত ব্যক্তি বলেছেন। বায়হাকী হাদীসটিকেও প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) বলেছেন। অবশ্য আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাকে বিশ্বস্ত রাবী বলেছেন, কিন্তু তার মতে হাদীসের অর্থ তাই যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশিষ্ট ওলী হযরত শায়খ মুহাম্মদ আমরাম সাবিরীর ‘ইকতিবাসুল আনওয়ার’ নামক যে গ্রন্থের বরাত দিয়ে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর প্রেতাঙ্গা মসীহ মওউদ ও মাহ্দী মাহ্দ হিসেবে তার মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে, ঠিক সেই গ্রন্থেই আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে লেখা আছে যে, “হাদীসটির চূড়ান্তভাবে যদ্দফ” (পৃ. ৫২)। এই গ্রন্থের ৭২ নং পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলেন, “এক ফেরকা বলে যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) আখিরী যামানার মাহ্দী যে হাদীসের ভিত্তিতে তারা একথা বলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ের একটি দুর্বল রিওয়াযাত। কারণ সহীহ ও

بَابُ اشْرَاطِ السَّاعَةِ

কিয়ামতের আলামতসমূহ ।

৪০৪ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو هِشَامٍ الرَّقَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ تَنَا أَبُو بَكْرٍ ابْنُ عَبَّاسٍ تَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اصْبَعَيْهِ .

৪০৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি এবং কিয়ামত এমনভাবে প্রেরিত হয়েছি, এই বলে তিনি তাঁর দুইটি আংগুল একত্র করলেন।

৪০৪১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أَطَّلَعَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ السَّاعَةَ فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتِ الدَّجَالِ وَالِدُّخَانُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

৪০৪১। হুয়ায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হুজরা থেকে আমাদের পানে উকি দিয়ে তাকালেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেন : দশটি আলামত প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তন্মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব, ধোঁয়া নির্গত হওয়া এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত।

৪০৪২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ تَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي بَسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو أَدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ

মুতাওয়্যাতির সূত্রে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে ফাতিমা (রা)-র বংশধর থেকে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) তার পেছনে ইকতিদা করে নামায পড়বেন। মহিমাময় আওলিয়া-দরবেশগন (আরিফীন) সকলে এ ব্যাপারে একমত।”

অতএব গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর দাবি যে সর্ব মিথ্যা তা অত্র আলোচনা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে। কারণ তিনি সহীহ হাদীসগুলো অযৌক্তিক ভাবে প্রত্যাখান করেছেন এবং দুর্বলতম ও প্রত্যাখ্যান হাদীসটিকে সহীহ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন (অনুবাদক)।

مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي خَبَاءٍ مِنْ أَدَمَ فَبَجَلَسْتُ بِنَاءِ الْخَبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْخُلْ يَا عَوْفُ فَقُلْتُ بِكَلْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكَلْبِكَ ثُمَّ قَالَ يَا عَوْفُ احْفَظْ خَلَاةً سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ إِحْدَاهُنَّ مَوْتِي قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجَمَةً شَدِيدَةً فَقَالَ قُلْ أَحَدِي ثُمَّ فَتَحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ دَاءٌ يَظْهَرُ فِيكُمْ يَسْتَشْهَدُ اللَّهُ بِهِ ذَرَارِيَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَيُزَكِّي بِهِ أَعْمَالَكُمْ ثُمَّ تَكُونُ الْأَمْوَالُ فِيكُمْ حَتَّى يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظْلُ سَاخِطًا وَفِتْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مُسْلِمٍ إِلَّا دَخَلْتَهُ ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا .

৪০৪২। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি চামড়ার তাঁবুর ভেতরে ছিলেন। আমি তাঁবুর আঙ্গিনায় বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আওফ! ভেতরে এসো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি সম্পূর্ণ প্রবেশ করবো? তিনি বলেন : হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে এসো। অতঃপর তিনি বললেন : হে আওফ! কিয়ামতের পূর্বেকার ছয়টি আলামত স্মরণ রাখবে। সেগুলোর একটি হচ্ছে আমার মৃত্যু। আওফ (রা) বলেন, আমি একথায় অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। তিনি বলেন : তুমি বলো, প্রথমটি। অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এক মহামারী ছড়িয়ে পড়বে, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের বংশধরকে ও তোমাদেরকে শাহাদত নসীব করবেন এবং তোমাদের আমলসমূহ পরিশুদ্ধ করবেন। এরপর তোমাদের সম্পদের প্রাচুর্য হবে, এমনকি মাথাপিছু শত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেয়েও মানুষ সন্তুষ্ট হবে না। তোমাদের মধ্যে এমন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, যা থেকে কোন মুসলমানের ঘরই রেহাই পাবে না। এরপর বনু আসফার (রোমক খৃষ্টান)-এর সাথে তোমাদের সন্ধি হবে। কিন্তু তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা তলে সজ্জবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। প্রতিটি পতাকার অধীনে থাকবে বারো হাজার সৈন্য।

٤٠٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا أِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ .

৪০৪৩। হুয়ায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ইমামকে হত্যা করবে, পরস্পর সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক দুষ্ট ব্যক্তি তোমাদের পার্শ্বি বিষয়ের হর্তাকর্তা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

৪. ৪৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَبِي حَبَانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ مَا الْمَسْتُورُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَكَلَّتِ الْأُمَّةُ رِبَّتَهَا فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتْ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ فَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ الْآيَةَ .

৪০৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সাথে বসা ছিলেন। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বলেন : জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চাইতে অধিক জ্ঞাত নয়। তবে আমি তোমাকে এর কতক আলামত সম্পর্কে অবহিত করবো। যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত। যখন নগ্নপদ ও নগ্ন দেহবিশিষ্ট লোকেরা জনগণের নেতা হবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত। যখন মেঘপালের রাখালেরা সুরম্যা অট্টালিকায় বসবাস করবে। এগুলো হলো কিয়ামতের আলামত। এমন পাঁচটি বিষয় আছে যে সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : “কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না সে কোন স্থানে মারা যাবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয় অবহিত” (সূরা লোকমান : ৩৪)।

৪. ৪৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَلَا أَحَدَيْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُو الرِّزَا وَيُسْرَبَ الخمرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَيَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قِيمٌ وَاحِدٌ .

৪০৪৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের জন্য এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো না, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি? আমার পরে সেই হাদীস আর কেউ তোমাদের নিকট বর্ণনা করবে না। আমি তাঁর কাছে শুনেছি যে, কিয়ামতের কতক আলামত এই যে, এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতার বিস্তার ঘটবে, যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, মদ পান করা হবে, পুরুষ লোকের অধিক হারে মৃত্যু হবে, অধিক হারে নারীরা বেঁচে থাকবে, এমনকি পঞ্চাশজন নারীর রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে একজনমাত্র পুরুষ।

৪০৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফোরাতে নদীতে সোনার পাহাড় জেগে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং লোকজন সেখানে যুদ্ধ-সংঘাতে লিপ্ত হবে। তাদের প্রতি দশজনে নয়জন নিহত হবে।

৪০৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফোরাতে নদীতে সোনার পাহাড় জেগে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং লোকজন সেখানে যুদ্ধ-সংঘাতে লিপ্ত হবে। তাদের প্রতি দশজনে নয়জন নিহত হবে।

৪০৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, কলহ-বিপর্যয়ের প্রকাশ ও হারাজ-এর আধিক্য না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। লোকজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হারাজ কি? তিনি বলেন : গণহত্যা, গণহত্যা, গণত্যা, তিনবার (এ কথা বলেন)।

অনুচ্ছেদ : ২৬

بَابُ ذَهَابِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

কুরআনসহ দীনের জ্ঞান লোপ পাবে।

৪০৪৯। আবু বক্র বিন আবী শিব্বা তানা উক্বি' তানা অ'আ'মশ' عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ لَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ

الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرَأُهُ أَبْنَاؤَنَا
وَيُقْرَأُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاؤُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ تَكَلَّتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ
مِنْ أَفْقِهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوْ لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنُّصَارَى يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ وَالْأَنْجِيلَ
لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا .

৪০৪৮। যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন : এটা এলেম বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সময়ের কথা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এলেম কিভাবে বিলুপ্ত হবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ি, আমাদের সন্তানদের তা পড়াই এবং আমাদের সন্তানরাও তাদের সন্তানদের কিয়ামত পর্যন্ত তা শিক্ষা দিবে। তিনি বলেন : হে যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুক! আমি তোমাকে মদীনার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করতাম। এই যে ইহুদী ও খৃষ্টানরা কি তাওরাত ও ইনজীল পড়ে না? কিন্তু তারা তো এই দু'টি কিতাবে যা আছে তদনুযায়ী কাজ করে না।

৪০৪৯ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ
رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ
كَمَا يَدْرُسُ وَشَى الثُّوبُ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ
وَلَيْسَرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى
طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا أَبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ
الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ صَلَّةٌ مَا تَغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُدَيْفَةُ ثُمَّ
رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ حُدَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّلَاثَةِ فَقَالَ يَا
صَلَّةٌ تَنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا .

৪০৪৯। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকর্ষ পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, রোযা কি নামায কি, কোরবানী কি, যাকাত কি? এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহর কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলমানদের) হৃৎক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের

পূর্বপুরুষদেরকে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)-এর অনুসারী দেখতে পেয়েছি। সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকবো। (তাবিস্ত) সীলা (র) ছয়ায়ফা (রা)-কে বললেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলায় তাদের কি উপকার হবে? অথচ তারা জানে না নামায কি, রোযা কি, হজ্জ কি, কোরবানী কি এবং যাকাত কি? সীলা ইবনে যুফার (র) তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবার তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তৃতীয় বারের পর তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে সীলা! এই কলেমা তাদেরকে দোষখ থেকে মুক্তি দিবে, কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

৪০৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامٌ يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزَلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ .

৪০৫০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রসার ঘটবে এবং হারজ অর্থাৎ গণহত্যা ব্যাপক আকারে হবে।

৪০৫১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِنْ رَأْيِكُمْ أَيَّامًا يَنْزَلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ .

৪০৫১। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের পরে এমন যুগ আসবে, যখন অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিস্তার ঘটবে, এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হারজ কি? তিনি বলেনঃ গণহত্যা।

৪০৫২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيُلْقَى الشَّعْثُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ .

৪০৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যমানা সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, এলেম হ্রাস পাবে এবং কৃপণতার বিস্তার ঘটবে, কলহ-বিপর্যয়ের বিস্তার ঘটবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হারজ কি? তিনি বলেন, গণহত্যা।

بَابُ ذَهَابِ الْأَمَانَةِ

(অন্তর থেকে) আমানত (বিশ্বস্ততা) তিরোহিত হবে ।

৪০৫৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْأَخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ قَالَ الطَّنَافِيسِيُّ يُعْنَى وَسَطَ قُلُوبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمْنَا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمْنَا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرَهَا كَأَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَنْزِعُ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرَهَا كَأَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رَجُلِكَ فَتَنْزِعُ أَثَرَهُ مُتَبَرِّكًا وَكَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حُدَيْفَةُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَدَخَرَجَهُ عَلَى سَاقِهِ قَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَأَجْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلِيُّ زَمَانَ وَلَسْتُ أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ لئن كَانَ مُسْلِمًا لِيرُدَّنَّهُ عَلَيَّ إِسْلَامُهُ وَلئن كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لِيرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ فَمَا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبَايَعِ الْأُفْلَانَا وَفُلَانَا .

৪০৫৩। ছয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করলেন, তার একটি আমি বাস্তবায়িত হতে দেখেছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি বলেছেন : মানুষের হৃদয়মূলে আমানত (বিশ্বস্ততা) নাযিল হয়েছে। অতঃপর কুরআন নাযিল হয়েছে। আমরা কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা করলাম। অতঃপর তিনি আমানত (বিশ্বস্ততা) তিরোহিত হওয়া সম্পর্কে আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন : মানুষ ঘুমিয়ে যাবে এবং এই অবস্থায় তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। তার একটা চিহ্নমাত্র কালো বিন্দুর আকারে তার অন্তরে থেকে যাবে। অতঃপর সে গভীর ঘুমে থাকা অবস্থায় তার অন্তর থেকে আমানত তিরোহিত হয়ে যাবে, ফোসকা সদৃশ তার চিহ্নমাত্র রয়ে যাবে, যেমন তোমার পায়ে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হলে ফোসকা পড়ে। তুমি তা স্কীত দেখতে পাও কিন্তু তার ভিতরে কিছুই থাকে না। অতঃপর ছয়ায়ফা (রা) হাতের মুঠ ভরে মাটি নিলেন এবং তা নিজের হাঁটুর নিচে ছড়িয়ে দিয়ে বলেন, লোকজন ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আমানত রক্ষা করবে না। এমনকি বলা হবে যে, অমুক গোত্রে একজন

বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক আছে। অবস্থা এমন হবে যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে, সে কত বড় জ্ঞানী, কত হুঁশিয়ার, কত সাহসী! অথচ তার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। আমার উপর দিয়ে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমি তোমাদের কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতে চিন্তা করতাম না। কেননা, সে মুসলমান হলে তার দীন ইসলাম তাকে আমার প্রাপ্য ফেরত দিতে বাধ্য করতো। আর সে ইহুদী বা খৃষ্টান হলে তার শাসক তার থেকে আমার প্রাপ্য আদায় করে দিতো। কিন্তু আজ-কাল আমি অমুক অমুক ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা করি না (তি ২৩২৪)।

৪.০৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِي شَجْرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيَّتًا مُمَقَّتًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيَّتًا مُمَقَّتًا نَزَعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةَ فَإِذَا نَزَعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا نَزَعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةَ فَإِذَا نَزَعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلْعَنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلْعَنًا نَزَعَتْ مِنْهُ رِيقَةَ الْإِسْلَامِ .

৪০৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার লজ্জা-শরম কেড়ে নেন। যখন তিনি তার লজ্জা-শরম কেড়ে নেন তখন থেকে তার উপর অসন্তুষ্টি থাকেন। তার উপর আল্লাহর অসন্তোষ থাকার কারণে তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হয়। যখন তার থেকে আমানত তুলে নেয়া হয় তখন তুমি তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকরূপেই পাবে। তুমি যখন তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকরূপে পাবে তখন সে (আল্লাহর) দয়া বঞ্চিত হয়ে যায়। তুমি তাকে দয়া বঞ্চিত অবস্থায় পেলে তাকে সর্বদা অভিশপ্ত দেখতে পাবে। তুমি তাকে অভিশপ্ত দেখতে পেলে মনে করবে, তার ঘাড় থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ : ২৮

بَابُ الْآيَاتِ

কিয়ামতের নিদর্শনাবলী।

৪.০৫৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيِّ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيدِ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ اطَّلَعَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ السَّاعَةَ فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالذُّجَالُ وَالذُّخَانُ وَالذَّابَّةُ وَبَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَخُرُوجُ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَثَلَاثُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَتَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ ابْنِ تَسْوِقِ النَّاسِ إِلَى الْمَحْشَرِ تَبِيْتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا .

৪০৫৫। আবু সারীহা হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হুজরা থেকে আমাদের দিকে উচি মেরে তাকালেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেন : দশটি নিদর্শন (আলামত) প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, মসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব, ধোঁয়া নির্গত হওয়া, দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাওয়া, ইয়াজুয-মাজ্জের আবির্ভাব, ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের (উর্দ্ধজগত থেকে) অবতরণ, তিনটি ভূমিক্ষয় প্রাচ্যদেশে একটি, পশ্চাত্যে একটি এবং আরব উপদ্বীপে একটি, এডেনের নিম্নভূমি আব্বান এর এক কূপ থেকে অগুৎপাত হবে যা মানুষকে হাশরের ময়দানে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। তারা রাতে নিদ্রা গেলে এই আশ্বন থেমে থাকবে এবং তারা চলতে থাকলে আশ্বনও তাদের অনুসরণ করবে (তারা দুপুরে বিশ্রাম নিলে, আশ্বনও তখন তাদের সাথে থেমে থাকবে)।

৪.৫৬- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالذُّخَانُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَالذُّجَالُ وَخَوْنِصَةُ أَحَدِكُمْ وَأَمْرُ الْعَامَةِ .

৪০৫৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছয়টি বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সৎকাজে অগ্রবর্তী হও। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ধোঁয়া নির্গত হওয়া, দাব্বাতুল আরদ-এর আশ্বপ্রকাশ, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং বিশেষ বিপদ ও ব্যাপক বিপদ।

৪.৫৭- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ ثُمَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْآيَاتُ بَعْدَ الْمَائَتَيْنِ .

৪০৫৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (কিয়ামতের ক্ষুদ্র) আলামতসমূহ দুই শত বছর পর প্রকাশ পেতে থাকবে।^৩

৩. আলামতসমূহ দুই শত বছর পর প্রকাশ পাবে : কাদিয়ানীরা বলে যে, মসীহ মওউদ ও মাহদীর আত্মপ্রকাশের নিদর্শনসমূহ (হিজরী) ত্রয়োদশ শতক অতিবাহিত হওয়ার পর প্রকাশ পাবে। মোল্লা আলী আল-কারী ও নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানওস অনুরূপ কথা বলেছেন। অতএব কাদিয়ানীদের মতে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী চতুর্দশ হিজরী শতকে মসীহ মওউদ ও মাহদী মালদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সুতরাং তিনিই সেই মসীহ ও মাহদী যার আবির্ভাবের কথা হাদীসে এসেছে।

প্রথম কথা হলো, এটি একটি মওযু (মনগড়া) হাদীস। আলামা ইমাম ইবনুল জাওয়যী (র) তার ‘আল-মাওদুআতুল কবীর’ শীর্ষক গ্রন্থে এটাকে জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন, আওন ও ইবনুল মুছান্না উভয়ই হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আলামা যাহাবি বলেন, আওনের কারণে হাদীসটি দুর্বল। আলামা ইবনে কাছীর বলেন, এ হাদীস সহীহ নয়, যদি সহীহ হয় তবে ইমাম আহমদ ও তার অনুসারী মুহাদ্দিসগণ “খালকে কুরআন” মতবাদের বিরোধিতা করে যে কঠিন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, এ হাদীস সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার প্রতি আরোপিত হবে (আয-যুজাজা)।

দ্বিতীয়ত, হাদীসটি সহীহ ধরে নেওয়া হলেও তা থেকে চতুর্দশ হিজরী শতকে মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব প্রমাণিত হয় না। কারণ হাদীসের শুধু এতটুকুই উল্লেখ আছে যে, দুই শত বছর পর কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে এবং এখানে মসীহ বা মাহদীর কোন নামোল্লেখ নেই। এই দুই শত বছর নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ বলেন, প্রথম হিজরী থেকে, কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার বছর থেকে, আবার কেউ বলেন, মহানবী (স)-এর ইস্তিকালের দিন থেকে (আশিআতুল লুমআত; মিরকাত, ১০খ ১৮২)। উভয় গ্রন্থকারের দুই শত বছর পর কিয়ামতের বড় বড় আলামতের ভূমিকা হিসেবে ছোট খাট আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করবে, যেমন মিথ্যাচারের প্রসার ঘটবে ইত্যাদি। মিরকাতের গ্রন্থকার আলামা মোল্লা আলী আল-কারী (র) আরও বলেন, হয়তো ‘আল-মিআতাইনে’-এর ‘আল’ (ل) আহ্দী হতে পারে। এক্ষেত্রে অর্থ হবে ‘বার শত বছর পর’ অর্থাৎ এই সময় ইমাম মাহ্দী, দাজ্জাল ও ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব হবে (মিরকাত, ১০খ, পৃ. ১৮২)। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানও অনুরূপ অনুমান প্রসূত কথা বলেছেন। তাদের এই অনুমান প্রসূত (ইয়াহুতামিলু) রায় হাদীসের পরিষ্কার বক্তব্যের পরিপন্থী। তাছাড়া বার শত বছর অতিবাহিত হলেও ইমাম মাহ্দী ঈসা (আ) ও দাজ্জালের আবির্ভাব এখনও হয়নি। উপরন্তু কাদিয়ানীদের জন্য এই উভয় মনীষীরা অনুমান প্রসূত ব্যাখ্যা দলীল হতে পারে না। কারণ তাদের উভয়ের মতে ইমাম মাহ্দী ও ঈসা (আ) স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তি এবং দাজ্জাল তৃতীয় ব্যক্তি। কিন্তু কাদিয়ানীদের মতে মাহ্দী ও মসীহ একই ব্যক্তি এবং তাদের মতে দাজ্জাল কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়। তাছাড়া গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তো চতুর্দশ হিজরী শতকে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অথচ উভয় মনীষীর ব্যাখ্যা মেনে নিলে ত্রয়োদশ হিজরী শতকে তার আত্মপ্রকাশ করা উচিত ছিল। সুতরাং তাদের অনুমান প্রসূত ব্যাখ্যা যে ভুল তা এই পঞ্চদশ হিজরী শতকের ঘটনাবলীও প্রমাণ করে। কারণ গোটা জগতবাসীকে প্রভাবিত করার মত কোন মাহ্দীও আত্মপ্রকাশ করেনি, না ঈসা (আ), আর না দাজ্জাল (অনুবাদক)।

৫০৫৮ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغْفَلٍ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمَّتِي عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ فَارْبَعُونَ سَنَةً أَهْلُ بَرٍّ وَتَقْوَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ سَنَةً أَهْلُ تَرَاخُمٍ وَتَوَاصِلٍ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى سِتِّينَ وَمِائَةٍ سَنَةً أَهْلُ تَدَابُرٍ وَتَقَاطِعٍ ثُمَّ الْهَرَجُ الْهَرَجُ النَّجَا النَّجَا .

৪০৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার উম্মাত পাঁচটি কাল পর্যায়ে বিভক্ত হবে। (প্রথম) চল্লিশ বছর হবে সৎকর্মপরায়ণ ও আল্লাহভীরু লোকদের কাল পর্যায়। অতঃপর তাদের পরবর্তীদের পর্যায় হবে এক শত বিশ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তারা হবে পরস্পরের প্রতি দয়াপরবশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাদের পরবর্তী এক শত ষাট বছর হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদকারী ও আত্মকেন্দ্রিক লোকদের যুগ। তারা পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। এরপর চলবে গণহত্যা আর গণহত্যা। তা থেকে আল্লাহর কাছে নাজাত চাও, নাজাত চাও।

৫০৫৮ (১) - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا حَازِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَتَرِيُّ ثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مَعْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّتِي عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ أَرْبَعُونَ عَامًا فَأَمَّا طَبَقَتِي وَطَبَقَةُ أَصْحَابِي فَأَهْلُ عِلْمٍ وَإِيمَانٍ وَأَمَّا الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ فَأَهْلُ بَرٍّ وَتَقْوَى ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪০৫৮(১)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাত পাঁচটি কাল পর্যায়ে বিভক্ত হবে। প্রতিটি পর্যায় হবে চল্লিশ বছরের। অতএব আমার ও আমার সাহাবীদের কাল হবে জ্ঞানী-গুণী ঈমানদারদের কাল। আর দ্বিতীয় কাল পর্যায় হবে চল্লিশ বছর থেকে আশি বছর পর্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ ও মোস্তাকী লোকদের কাল।হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ الْخُسُوفِ

ভূমিধ্বস ।

৪০৫৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا بَشِيرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
عَنْ سَيَّارٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ
مَسْحٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ .

৪০৫৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
কিয়ামতের পূর্বে চেহারা বিকৃতি, ভূমিধ্বস ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে।

৪০৬০- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي
خَسْفٌ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌ .

৪০৬০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমার উম্মাতের শেষ যমানায় ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি
ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে।

৪০৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا
حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ثَنَا أَبُو صَخْرٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا
يَقْرُوكَ السَّلَامَ قَالَ إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحَدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحَدَثَ فَلَا تُقْرِئُهُ مِنِّي
السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي (فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ)
مَسْحٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ وَذَلِكَ فِي أَهْلِ الْقَدْرِ .

৪০৬১। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-র নিকট
এসে বললো, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম জানিয়েছে। তিনি বলেন, আমি জানতে
পেরেছি যে, সে নতুন জিনিস (বেদাত) উদ্ভাবন করেছে। যদি বাস্তবিকই সে নতুন কোন
প্রথা উদ্ভাবন করে থাকে, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম দিও না। কেননা আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাতের অথবা এই
উম্মাতের মধ্যে চেহারা বিকৃতি, ভূমিধ্বস ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে। এটা কাদারিয়া সম্প্রদায়ের
মধ্যে সংঘটিত হবে।

৬২. ৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي أُمَّتِي حُسْفٌ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌ .

৪০৬২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে ভূমিক্ষস, চেহারা বিকৃতি ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে।

অনুচ্ছেদ : ৩০

بَابُ جَيْشِ الْبَيْدَاءِ

বায়দা-এর সামরিক বাহিনী।

৬৩. ৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيُؤْمَنَنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بَبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ حُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ وَتَتَنَادَى أَوْلَهُمْ آخِرَهُمْ فَيُحْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَ جَيْشُ الْحَجَّاجِ ظَنَّنَا أَنَّهُمْ هُمْ فَقَالَ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ وَأَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৪০৬৩। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : এই কাবা ঘর ভূপাতিত করতে একটি সামরিক বাহিনী উদ্যোগী হবে। তারা “বাইদা” নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের মধ্যবর্তী দলকে ভূতলে ধসিয়ে দেয়া হবে। তখন অগ্রবর্তী দল পশ্চাদবর্তী দলকে ডাক দিবে। কিন্তু তারা সকলে ধসে যাবে এবং এক দূত ব্যতীত তাদের আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সে গিয়ে জনগণকে খবর দিবে। আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (রা) বলেন, স্বৈরাচারী হাজ্জাজ বাহিনী আগমন করলে আমরা মনে করলাম, এই সেই বাহিনী। এক ব্যক্তি বললো, আমি তোমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি হাফসা (রা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করোনি এবং হাফসা (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ করেননি।

৬৪. ৬৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْمُرْهَبِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزَوْا جَيْشُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ (أَوْ بَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ) حُسِفَ بِأَوْلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُكْرَهُ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ .

৪০৬৪। সাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকেরা এই কাবা ঘর আক্রমণ করা থেকেও বিরত থাকবে না, এমনকি একটি সেনাদল যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। তারা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী দল ভূগর্ভে ধসে যাবে এবং তাদের মধ্যবর্তী দলও রেহাই পাবে না। আমি বললাম, যদি কাউকে জোরপূর্বক এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়? তিনি বলেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের স্ব স্ব নিয়াত অনুসারে উখিত করবেন।

৬৫. ৬৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوْفَةَ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْجَيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلْمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَلَّ فِيهِمْ الْمُكْرَهُ قَالَ إِنَّهُمْ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ .

৪০৬৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সামরিক বাহিনীর উল্লেখ করলেন, যাদেরকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেয়া হবে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হয়তো সেই বাহিনীতে জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করা লোকও থেকে থাকবে। তিনি বলেন : তাদেরকে তাদের নিয়াত মোতাবেক উখিত করা হবে।

অনুচ্ছেদ : ৩১

بَابُ دَابَّةِ الْأَرْضِ

দাব্বাতুল আরদ (মাটির প্রাণী)।

৬৬. ৬৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَعَصَا مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِمَا

السَّلَامُ فَتَجَلَّوْا وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخَطَّمُ أَنْفُ الْكَافِرِ بِالْحَاتِمِ حَتَّىٰ أَنْ أَهْلَ
الْحَوَاءِ لِيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرٌ .

৪০৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একটি পশু আবির্ভূত হবে এবং তার সাথে থাকবে দাউদ (আ)-এর পুত্র সূলায়মান (আ)-এর আংটি এবং মূসা ইবনে ইমরান (আ)-এর লাঠি। সে লাঠি দিয়ে মুমিন ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করবে এবং আংটি দিয়ে কাফের ব্যক্তির নাকে চিহ্ন একে দিবে। শেষে মহল্লাবাসী জমায়েত হয়ে একজন বলবে, হে মুমিন এবং অপরজন বলবে, হে কাফের।

৬৬. ৬৬ (১) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَرَاهِيمَ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا مُوسَى
ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ مَرَّةً فَيَقُولُ هَذَا يَا
مُؤْمِنُ وَهَذَا يَا كَافِرٌ .

৪০৬৬(১)। আবুল হাসান আল-কাত্তান-ইবরাহীম ইবনে ইয়াহুয়া-মূসা ইবনে ইসমাঈল-হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আছে : এ বলবে, হে মুমিন এবং সে বলবে, হে কাফের!

৬৭. ৬৭ - حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُبَيْجُ ثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ
عُبَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَوْضِعٍ
بِالْبَادِيَةِ قَرِيبٍ مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا أَرْضٌ يَابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِذَا فِئْرٌ فِي شِبْرٍ قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ
ذَلِكَ بِسَنَيْنَ فَأَرَانَا عَصَا لَهُ فَإِذَا هُوَ بِعَصَايَ هَذِهِ هَكَذَا وَهَكَذَا .

৪০৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মক্কার অদূরে এক জঙ্গলের একটি স্থানে নিয়ে গেলেন। স্থানটি ছিল শুষ্ক এবং তার চারপাশে ছিল বালু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই স্থান থেকে পশুটি আত্মপ্রকাশ করবে। স্থানটি ছিলো এক বিষত পরিমাণ। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) বলেন, এর কয়েক বছর পর আমি হজ্জে গেলাম। আমার পিতা আমাকে তার লাঠি দেখিয়ে আমাকে বলেন, সেই পশুর লাঠি এতো মোটা ও এতো লম্বা হবে।

بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় ।

৬৮. ৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِنْتِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ أَمِنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ .

৪০৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তা উদিত হলে সমগ্র পৃথিবীবাসী তা দেখে ঈমান আনবে। কিন্তু পূর্বে যারা ঈমান আনেনি তাদের এই ঈমান তাদের কোন উপকারে আসবে না।

৬৯. ৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرٍو ظَنَّ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضَحَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِيْتُهُمَا مَا خَرَجَتْ قَبْلَ الْأُخْرَى فَالْأُخْرَى مِنْهَا قَرِيبٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا أَظُنُّهَا إِلَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

৪০৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় এবং মধ্য দিনে মানুষের মাঝে দাব্বাতুল আরদ নামক পশুর আত্মপ্রকাশ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এই দুইটি আলামতের মধ্যে যেটিই সর্বপ্রথম প্রকাশ পাবে, অপরটিও তার কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ পাবে। আবদুল্লাহ (রা) আরো বলেন, আমার মনে হয় সর্বপ্রথম পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হবে।

৭০. ৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِنْ قَبْلِ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بَابًا مَفْتُوحًا عَرَضُهُ سَبْعُونَ سَنَةً فَلَا يَزَالُ ذَلِكَ الْبَابُ مَفْتُوحًا

لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ فَاذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعِ نَفْسًا
إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمْنًا مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا حَيْرًا .

৪০৭০। সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পশ্চিম দিকে একটি খোলা দরজা আছে, যার প্রস্থ সত্তর বছরের পথ। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এই দরজা সর্বক্ষণ তওয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি ঈমান না আনলে অথবা ঈমান আনার পর সৎকর্ম না করে থাকলে, অতঃপর তার ঈমান আনায় কোন উপকার হবে না।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَخُرُوجِ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَخُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ

দাজ্জালের ফেতনা, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর অবতরণ এবং ইয়াজ্জ-
মাজ্জের আত্মপ্রকাশ।

৪০৭১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا أَبُو
مَعَاوِيَةَ تَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالُ أَعْوَرُ
عَيْنِ الْيَسْرَى جُفَا لُ الشَّعْرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ .

৪০৭১। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দাজ্জালের বাম চোখ হবে অন্ধ এবং তার মাথায় থাকবে পর্যাপ্ত চুল। তার সাথে থাকবে (কৃত্রিম) বেহেশত ও দোযখ। আসলে তার দোযখ হবে বেহেশত এবং বেহেশত হবে দোযখ।

৪০৭২ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
قَالُوا تَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ تَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيرَةِ
ابْنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَنَّ الدَّجَالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَّاسَانُ يَتَّبَعُهُ أَقْوَامٌ
كَأَنَّ وُجُوهُهُمْ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ .

৪০৭২। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাসান অঞ্চল থেকে বের হবে। এমন সব জাতি তার অনুসরণ করবে যাদের মুখাবয়ব হবে ঢালের মত চেপ্টা ও মাংসল।

৪০৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثنا وَكَيْعُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَارِمْ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَشَدُّ سُؤَالَ مَنِّي فَقَالَ لِي مَا تَسْأَلُ عَنْهُ قُلْتُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ .

৪০৭৩। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে আমার চাইতে অধিক কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। তিনি আমাকে বলেন : তুমি তার সম্পর্কে কি জানতে চাচ্ছে? আমি বললাম, লোকজন বলাবলি করে যে, তার সাথে অচেল পানাহারের সামগ্রী থাকবে। তিনি বলেন : আল্লাহর নিকট তা মামুলি ব্যাপার।

৪০৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْجُمُعَةَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَمِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَجَالِسٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ اقْعُدُوا فَاتَيْتُ وَاللَّهِ مَا قُمْتُ مَقَامِي هَذَا لِأَمْرٍ يَنْفَعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ تَمِيمًا الدَّارِيَّ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي خَيْرًا مَنَعَنِي الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرْحِ وَقِرَّةَ الْعَيْنِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرْحَ نَبِيِّكُمْ إِلَّا أَنْ ابْنَ عَمِّ لَتَمِيمِ الدَّارِيَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ الرِّيحَ أَلْجَأَتْهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَاقْعُدُوا فِي قَوَارِبِ السَّفِينَةِ فَخَرَجُوا فِيهَا فَادَاهُمْ بِشَيْءٍ أَهْدَبَ أَسْوَدَ قَالُوا لَهُ مَا أَنْتَ قَالِ أَنَا الْجَسَّاسُ قَالُوا أَخْبَرْنَا قَالَتْ مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ شَيْئًا وَلَا سَائِلَتِكُمْ وَلَكِنْ هَذَا الدَّيْرُ قَدْ رَمَقْتُمُوهُ فَاتَوْهُ فَإِنَّ فِيهِ رَجُلًا بِالْأَشْرَاقِ إِلَى أَنْ تُخْبِرُوهُ وَيُخْبِرَكُمْ فَاتَوْهُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَادَاهُمْ بِشَيْخٍ مُوتِقٍ شَدِيدِ الْوَثَاقِ يُظْهِرُ الْحُزْنَ شَدِيدَ التَّشَكِّيِّ فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَالُوا مِنَ الشَّامِ قَالَ مَا فَعَلْتَ الْعَرَبُ قَالُوا نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ عَمَّ تَسْأَلُ قَالَ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرًا نَأْوِي قَوْمًا فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمَرَهُمُ الْيَوْمَ

جَمِيعِ الْهَيْهَاتِ وَوَدَيْنَهُمْ وَاحِدٍ قَالَ مَا فَعَلْتُ عَيْنُ زُغَرَ قَالُوا خَيْرًا يَسْتَقُونَ مِنْهَا زُرُوعَهُمْ وَيَسْتَقُونَ مِنْهَا لِسَقِيهِمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخْلُ بَيْنَ عَمَانَ وَيَيْسَانَ قَالُوا يُطْعِمُ ثَمْرَهُ كُلَّ عَامٍ قَالَ فَمَا فَعَلْتَ بِحَيْرَةِ الطَّبْرِيةِ قَالُوا تَدْفِقُ جَنَابَتَهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ قَالَ فَزَقَرْنَا ثَلَاثَ زَفَرَاتٍ ثُمَّ قَالَ لَوْ انْفَلَتُ مِنْ وَثَاقِي هَذَا لَمْ أَدْعُ أَرْضًا إِلَّا وَطَنْتُهَا بِرِجْلِي هَاتَيْنِ إِلَّا طَيِّبَةً لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سَبِيلٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هَذَا يَنْتَهَى فَرَحِي هَذِهِ طَيِّبَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيهَا طَرِيقٌ ضَيِّقٌ وَلَا وَاسِعٌ وَلَا سَهْلٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلِكٌ شَاهِرٌ سَيَفُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৪০৭৪। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার পর মিন্বারে আরোহণ করলেন। ইতিপূর্বে তিনি জুমুআর দিন ব্যতীত মিন্বারে আরোহণ করেননি। বিষয়টি লোকজনের নিকট গুরুতর মনে হলো। তাদের মধ্যে কতক দাঁড়ানো ছিলো এবং কতক উপবিষ্ট ছিলো। তিনি তাঁর হাত দ্বারা তাদের ইশারা করলেন : তোমরা বসো। আল্লাহর শপথ! আমি আমার এই স্থানে তোমাদের কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করতে অথবা ভয় দেখাতে দাঁড়াইনি। তবে তামীমুদ দারী আমার নিকট এসে আমাকে একটি বিষয় অবহিত করেছে, যার আনন্দে আমি দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করিনি। আমি তোমাদের নবীর সেই আনন্দের বিষয়টি তোমাদের জ্ঞাত করতে চাই। তামীমুদ দারীর চাচাতো ভাই আমাকে অবহিত করেছে যে, প্রবল বায়ু তাদেরকে এক অপরিচিত দ্বীপে নিয়ে গেলো। তারা জাহাজের ক্ষুদ্র নৌযানে চড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। হঠাৎ তারা সেখানে ঘন কালো চুলধারী একটা কিছু দেখতে পেলো। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? সে বললো, আমি জাসসাসাঁ (অনুসন্ধানকারী)। তারা বললো, আমাদেরকে তার সম্পর্কে কিছু তথ্য দাও। সে বললো, আমি তোমাদের নিকট কিছু বলবোও না, তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইবো না। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি সীমার ঐ ভূতখানায় যাও। সেখানে এমন ব্যক্তি আছে যে তোমাদের কিছু বলবে এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইবে। তারপর তারা সেখানে গেলো এবং তার নিকট উপস্থিত হলো। তারা সেখানে অতি বুদ্ধ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলো, যে বয়সের ভারে কাঁপছিল। সে তার দুঃখ-দুর্দশা ও দুশ্চিন্তার বিষয় ব্যক্ত করলো। সে তাদেরকে বললো, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তারা বললো, সিরিয়া থেকে। সে বললো, আরবরা কি করছে? তারা বললো, আমরাই আরববাসী, যাদের তুমি জিজ্ঞেস করছো। সে বললো, তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত ব্যক্তি কি করছে? তারা বললো, ভালো কাজ করছেন। তিনি জাতির অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁকে তাদের উপর জয়যুক্ত করেছেন। আজ তারা একই মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ইলাহ এক এবং দীনও এক। সে বললো, যুগার (নামক) ঋণাধারার খবর কি? তারা বললো, ভালো। লোকজন সেখান থেকে ক্ষেত-খামারে পানিসেচ করছে এবং খাবার পানি সংগ্রহ করছে। সে বললো, আন্মান ও বায়সানের মধ্যবর্তী খেজুর বাগানের অবস্থা কি?

তারা বললো, প্রতি বছর সেই বাগানে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। সে বললো, তাবারিয়া হ্রদের অবস্থা কি? তারা বললো, তার উভয় তীর ধরে প্রচুর পানি প্রবাহিত হচ্ছে। রাবী বলেন, এতে সে তিনটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো, অতঃপর বললো, আমি আমার এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলে তাইবা (মদীনা) ব্যতীত সর্বত্র আমার এই দুই পায়ে বিচরণ করতাম। কিন্তু সেখানে প্রবেশের ক্ষমতা আমার নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ কারণেই আমি অধিক আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছি। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এটা সেই পবিত্র শহর। মদীনার গলিপথ হোক অথবা রাজপথ, নরম স্থান হোক অথবা কংকরময়, সর্বত্র একজন ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত উনুজ্জ তরবারি হাতে মোতায়ন রয়েছেন।

৪.৭৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكَلَابِيَّ يَقُولُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالَ الْغَدَاةَ فَحَفِضَ فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَالَ الْغَدَاةَ فَحَفِضْتَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعْتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَالَ أَخَوْفُنِي عَلَيْكُمْ أَنْ يُخْرَجَ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يُخْرَجَ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ كَأَنِّي أُشَبَّهُهُ بَعْبُدِ الْعَزْمِيِّ بْنِ قَطَنِ فَمَنْ رَأَاهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ حَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ اثْبُتُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لُبُّهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمَ كَسَنَةِ وَيَوْمَ كَشْهَرِ وَيَوْمَ كَجْمُوعَةٍ وَسَائِرِ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَسَنَةَ تَكْفِينًا فِيهِ صَلَاةٌ يَوْمٍ قَالَ فَاقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قَالَ قُلْنَا فَمَا اسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْعَيْثِ اسْتَدْبَرْتَهُ الرِّيحُ قَالَ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فْتُمْطِرُ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتُ وَتَرْوِحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتَهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرَى وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمَحْلِينَ مَا

بأيديهم شيء ثم يمر بالخرية فيقول لها اخرجي كنوزك فينطلق فتتبعه كنوزها
 كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلاً ممتلاً شاباً فيضربه بالسيف ضربة فيقطعها
 جزلتين رمية الغرض ثم يدعو فيقبل يتهلل وجهه يضحك فيبيناهم كذلك اذ
 بعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين
 مهرودين واضعاً كفيه على اجنحة ملكين اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه
 ينحدر منه جمان كالؤلؤ ولا يحل لكافر يجدر ربح نفسه الا مات وتفسه
 ينتهي حيث ينتهي طرفه فينطلق حتى يدركه عند باب لد فيقتله ثم يأتي
 نبي الله عيسى قوماً قد عصمهم الله فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في
 الجنة فيبيناهم كذلك اذ اوحى الله اليه يا عيسى اني قد اخرجت عبداً لي لا
 يدان لاحد بقتالهم وحرز عبادي الى الطور وبعث الله ياجوج وماجوج وهم
 كما قال الله من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون
 ما فيها ثم يمر اخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرة ويحضر نبي الله
 عيسى واصحابه حتى يكون رأس الثور لاحدهم خيراً من مائة دينار لاحدكم
 اليوم فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله فيرسل الله عليهم النغف في
 رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ويهبط نبي الله عيسى واصحابه
 فلا يجدون موضع شبر الا قد ملأه زهمهم وتنهم ودمائهم فيرغبون الى الله
 سبحانه فيرسل عليهم طيراً كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله
 ثم يرسل الله عليهم مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسله حتى يتركه
 كالزلفة ثم يقال للارض انبتي ثمرتك وردى بركتك فيومئذ تاكل العصابة من
 الرمانة فتشبعهم ويستظلون بحقها وبارك الله في الرسل حتى ان اللقحة
 من الابل تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفي القبيلة واللقحة من
 الغنم تكفي الفخذ فيبيناهم كذلك اذ بعث الله عليهم ريحاً طيبة فتأخذ

تَحْتَ أَبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا
تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقَوْمُ السَّاعَةِ .

৪০৭৫। নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতার কথা তুলে ধরেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের ওপাশেই অবস্থান করছে। আমরা বিকেলবেলা পুনরায় তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি আমাদের মাঝে দাজ্জাল-ভীতির আলামত লক্ষ্য করে বলেন : তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ভোরবেলা আপনি আমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতার কথা এমন ভাষায় তুলে ধরেছেন যে, আমাদের মনে হলো যে, সে বোধ হয় খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে। তিনি বলেন : আমার কাছে দাজ্জালই তোমাদের জন্য অধিক ভয়ংকর বিপদ। সে যদি আমার জীবদশায় তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমার অবর্তমানে যদি সে আত্মপ্রকাশ করে তাহলে তোমরাই হবে তার প্রতিপক্ষ। আর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহুই আমার পরিবর্তে সহায় হবেন। সে (দাজ্জাল) হবে কুণ্ঠিত চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক এবং আবদুল উযযা ইবনে কাতান সদৃশ। তোমাদের কেউ তাকে দেখলে সে যেন তার বিরুদ্ধে সূরা কাহুফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী খাল্লা নামক স্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। অতঃপর সে ডানে-বামে ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকবে।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে পৃথিবীতে কতো দিন অবস্থান করবে? তিনি বলেন : চল্লিশ দিন। তবে এর এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান, এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমান দিনগুলোর সমান। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে এক দিনের নামায পড়লেই কি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন : তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নিবে এবং তদনুযায়ী নামায পড়বে। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, সে পৃথিবীতে কতো দ্রুত গতিতে বিচরণ করবে? তিনি বলেন : বায়ু চালিত মেঘমালার গতিতে।

অতঃপর সে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদেরকে নিজের দলে ডাকবে। তারা তার ডাকে সাড়া দিবে এবং তার উপর ঈমান আনবে। অতঃপর সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ দিবে এবং তদনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিবে এবং তদনুযায়ী ফসল উৎপাদিত হবে। অতঃপর বিকেল বেলা তাদের পশুপাল পূর্বের চেয়ে উচু কুঁজবিশিষ্ট, মাংসল নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হয়ে (খোঁয়াড়ে) ফিরে আসবে। অতঃপর অপর এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে সে তাদেরকে আহবান জানাবে। কিন্তু তারা তার আহবান প্রত্যাখ্যান করবে। ফলে সে তাদের কাছ থেকে ফিরে যাবে। পরদিন ভোরবেলা তারা নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে এবং তাদের হাতে কিছুই

থাকবে না। অতঃপর সে এক নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভেতরের ভাণ্ডার বের করে দে।। অতঃপর সে যেখান থেকে প্রশ্ন করবে এবং তথাকার ধনভাণ্ডার তার অনুসরণ করবে, যেভাবে মৌমাছিরা রানী মৌমাছির অনুসরণ করে।

অতঃপর সে এক পূর্ণ যৌবন তরুণ যুবককে তার দিকে আহ্বান করবে। তাকে সে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। তার দেহের প্রতিটি টুকরা দুই ধনুকের ব্যবধানে গিয়ে পড়বে। অতঃপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জল চেহারায় তার কাছে এসে দাঁড়াবে। এ মতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-কে পাঠাবেন। তিনি হলুদ রং-এর দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুইজন ফেরেশতার পাখায় ভর করে দামিশকের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে অবতরণ করবেন। তিনি তাঁর মাথা উত্তোলন করলে বা নোয়ালে ফোঁটায় ফোঁটায় মনিমুক্তার ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে। তার নিঃশ্বাস যে কাফেরকেই স্পর্শ করবে সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। আর তার নিঃশ্বাসবায়ু তাঁর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হবেন, শেষে “লুদ্” নামক স্থানের দ্বারদেশে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা (আ) এমন এক সম্প্রদায়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা (দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে) রক্ষা করেছেন। তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত বুলাবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। তাদের এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআল তাঁর নিকট ওহী পাঠাবেন, হে ঈসা! আমি আমার এমন বান্দাদের পাঠাবো যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নাই। অতএব তুমি আমার বান্দাদের ত্বর পাহাড়ে সরিয়ে নাও।

অঃপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজ্জ-মাজ্জের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তাআলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হলো : “তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে” (সূরা আহিয়াঃ ৯৬)। এদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া হ্রদ অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দল এখান দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, নিশ্চয় কোন কালে এতে পানি ছিলো।

আল্লাহর নবী ঈসা (আ) তাঁর সংগীগণসহ অপরূদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা (খাদ্যাভাবে) এমন এক কঠিন অবস্থায় পতিত হবেন যে, তখন একটি গরুর মাথা তাদের একজনের জন্য তোমাদের আজকের দিনের এক শত স্বর্ণ মুদ্রার চাইতেও মূল্যবান (উত্তম) মনে হবে। তারপর আল্লাহর নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সাথীগণ আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দোয়া করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের (ইয়াজ্জ-মাজ্জ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারীরূপে নাগাফ নামক কীটের সৃষ্টি করবেন। ভোরবেলা তারা এমনভাবে ধ্বংস হবে যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে।

তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সাথীগণ (পাহাড় থেকে) নেমে আসবেন। তারা সেখানে এমন এক বিষত জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পঁচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে নাই। তারা মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। সেই পাখিগুলো তাদের মৃতদেহগুলো তুলে নিয়ে আল্লাহর ইচ্ছামত স্থানে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের উপর এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘরবাড়ি, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌঁছবে এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়েমুছে আয়নার মত ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তোর ফল উৎপন্ন কর এবং তোর বরকত ফিরিয়ে দে। তখন অবস্থা এমন হবে যে, একদল লোকের আহারের জন্য একটি ডালিম যথেষ্ট হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারবে। আল্লাহ তাআলা দুধেও এতো বরকত দিবেন যে, একটি দুধেল উষ্ট্রীর দুধ একটি বৃহৎ দলের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের লোকদের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি বকরীর দুধ একটি ক্ষুদ্র দলের জন্য যথেষ্ট হবে।

তাদের এই অবস্থায় আচানক আল্লাহ তাআলা তাদের উপর দিয়ে মৃদুমন্দ বিষুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করবেন। এই বায়ু তাদের বগলের অভ্যন্তরভাগ স্পর্শ করে প্রত্যেক মুসলমানের জান কবয করবে। তখন অবশিষ্ট নর-নারী গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে যেনায় লিপ্ত হবে। তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৪০৭৬- ৬-৭৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيُوقَدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيٍّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَنُشَابِهِمْ وَأَتْرَسَتِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ .

৪০৭৬। নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলমানগণ অচিরেই ইয়াজুজ ও মাজুজের তীর-ধনুক, বর্শাফলক এবং ঢালসমূহ সাত বছর ধরে জ্বালানী কাঠরূপে ভস্মীভূত করবে।

৪০৭৭- ৬-৭৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الشَّيْبَانِيِّ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ أَكْثَرَ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَا عَنْ الدَّجَالِ وَحَدَّثَنَا عَنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ مِنْذُ ذَرَأَ اللَّهِ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَهَ وَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَيْكُمْ فَآنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ أَمْرِيءٍ حَجِيجٌ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَيَعِيْثُ يَمِيْنًا وَيَعِيْثُ شَمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا فَإِنِّي سَأَصْفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصْفَهَا آيَاهُ نَبِيٌّ قَبْلِي إِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ أَنَا نَبِيٌّ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي ثُمَّ يَثْنِي

فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ وَلَا تَرَوْنَ رَبُّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا وَإِنَّهُ أَعْوَرٌ وَإِنْ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ
وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرُوهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ وَإِنْ مِنْ
فِتْنَتِهِ أَنْ مَعَهُ جِنَّةٌ وَنَارًا فَنَارُهُ جِنَّةٌ وَجِنَّتُهُ نَارٌ فَمَنْ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلَيْسَتْغَتْ بِاللَّهِ
وَلَيْفِرًا فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِنْ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ
فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولَانِ يَا بَنِيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ
رَبُّكَ وَإِنْ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلِّطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْتُلَهَا وَيَنْشُرُهَا بِالْمَنْشَارِ
حَتَّى يُلْقَى شَقَّتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ انظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا فَاتِيَّ أَبْعَثْهُ الْآنَ ثُمَّ يَزْعُمُ أَنْ
لَهُ رَبًّا غَيْرِي فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَأَنْتَ عَدُوُّ
اللَّهِ أَنْتَ الدَّجَالُ وَاللَّهُ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ
الطَّنَافِسِيُّ فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ .

قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَاللَّهُ مَا كُنَّا نُرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى
مَضَى لِسَبِيلِهِ قَالَ الْمُحَارِبِيُّ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ وَإِنْ مِنْ فِتْنَتِهِ
أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمَطَّرَ فَتُمْطَرُ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْتَبِتَ فَتُنْتَبِتُ وَإِنْ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ
يَأْمُرَ بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُونَهُ فَلَا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلَّا هَلَكَتْ وَإِنْ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ
بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمَطَّرَ فَتُمْطَرُ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْتَبِتَ فَتُنْتَبِتَ
حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيَهُمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنُ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمُهُ وَأَمَدُهُ خَوَاصِرُ
وَأَدْرَهُ ضُرُوعًا وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا وَطْئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلَّا مَكَّةَ
وَالْمَدِينَةَ لَا يَأْتِيهِمَا مِنْ نَقَبٍ مِنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّيُوفِ صَلْتَةً
حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظَّرْبِ الْأَحْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطِعِ السَّبْحَةِ فَتَرْجِفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا
ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْفِي الْخَبِيثَ مِنْهَا
كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمَ الْخَلَاصِ .

فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيكَ بِنْتُ أَبِي الْعَكْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ الْعَرَبَ يَوْمَئِذٍ قَالَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ وَجَلُّهُمْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَأَمَامَهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا أَمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْفَهْقَرِيُّ لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمَ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أَقِيمَتْ فَيُصَلِّي بِهِمْ أَمَامَهُمْ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيٍّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلَّى وَسَاجٍ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِيًّا وَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا فَيُذِرْكُهُ عِنْدَ بَابِ اللَّذِّ الشَّرْقِيِّ فَيَقْتُلُهُ فَيَهْرَمُ اللَّهُ الْيَهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَا دَابَّةَ إِلَّا الْغَرَقَدَةَ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ إِلَّا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمِ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُ .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً السَّنَةُ كَنُصِفِ السَّنَةَ وَالسَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ فَلَا يَبْلُغُ بِأَبِهَا الْآخِرَ حَتَّى يُمْسِيَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الْقِصَارِ قَالَ تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الطُّوَالِ ثُمَّ صَلُّوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَكُونُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمَّتِي حَكَمًا عَدْلًا وَأَمَامًا مُقْسِطًا يَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَذْبَحُ الْخَنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَتْرِكُ الصَّدَقَةَ فَلَا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلَا بَعِيرٍ وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَتُنزَعُ حِمَّةُ كُلِّ ذَاتِ حِمَّةٍ حَتَّى يَدْخُلَ الْوَلِيدُ يَدُهُ فِي الْحَيَّةِ فَلَا تَضُرُّهُ وَتُفْرُ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيَكُونُ الذَّنْبُ فِي الْعَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا وَتَمْلَأُ الْأَرْضُ مِنَ السَّلْمِ كَمَا يَمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ وَتَضَعُ الْحَرْبُ

أَوْزَارَهَا وَتُسَلَّبُ قُرَيْشٌ مُلْكُهَا وَتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَأْتُورِ الْفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بَعْدَ
 أَدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفْرُ عَلَى الْقَطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعُهُمْ وَيَجْتَمِعَ النَّفْرُ عَلَى
 الرُّمَانَةِ فَتُشْبِعُهُمْ وَيَكُونُ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ وَتَكُونُ الْفَرَسُ بِالْدَرْتِهَمَاتِ
 قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُرْخَصُ الْفَرَسُ قَالَ لَا تُرْكَبُ لِحَرْبٍ أَبَدًا قِيلَ لَهُ فَمَا
 يُغْلَى الثَّوْرُ قَالَ تُحْرَثُ الْأَرْضُ كُلُّهَا وَإِنْ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَالِ ثَلَاثَ سِنَوَاتٍ شَدَادٍ
 يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جَوْعٌ شَدِيدٌ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَنْ تَحْبِسَ
 ثَلَاثَ مَطْرَهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسَ ثَلَاثَ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِي الثَّانِيَةِ
 فَتَحْبِسَ ثَلَاثِي مَطْرَهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسَ ثُلثِي نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ
 فِي السَّنَةِ الثَّلَاثَةِ فَتَحْبِسَ مَطْرَهَا كُلَّهُ فَلَا تَقْطُرُ قَطْرَةً وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسَ
 نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ حَضْرَاءَ فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إِلَّا هَلَكَتْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
 قِيلَ فَمَا يُعِيشُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَالَ التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ
 وَالتَّحْمِيدُ وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا
 الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيَّ يَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ
 هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى الْمُؤَدَّبِ حَتَّى يَعْلِمَهُ الصِّيَّانُ فِي الْكُتَابِ .

৪০৭৭। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আমাদের উদ্দেশে দেয়া তাঁর দীর্ঘ ভাষণের অধিকাংশ ছিলো দাজ্জাল প্রসঙ্গে। তিনি আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেন। তার সম্পর্কে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : আল্লাহ আদমের বংশধর সৃষ্টি করার পর থেকে দাজ্জালের ফেতনার চাইতে মারাত্মক কোন ফেতনা পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে না। আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। আর আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মাত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করবে। আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয়, তবে আমিই প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হবো। আর যদি সে আমার পরে আবির্ভূত হয় তবে প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হতে হবে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার প্রতিনিধি।

নিশ্চয় সে সিরিয়া ও ইরাকের 'খাল্লা' নামক স্থান থেকে বের হবে। অতঃপর সে তার ডানে ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা (দীনের উপর) অবিচল

থাকবে। কেননা আমি এখনই তোমাদের নিকট তার এমন সব নিকৃষ্ট অবস্থা বর্ণনা করবো যা আমার পূর্বে, বিশেষভাবে কোন নবীই তাঁর উম্মাতের নিকট বলেননি।

সে তার দাবির সূচনায় বলবে, আমি নবী। অথচ আমার পরে কোন নবী নাই। অতঃপর সে দাবি করবে, আমি তোমাদের রব। অথচ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে না। সে হবে অন্ধ। অথচ তোমাদের রব মোটেই অন্ধ নন। তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে “কাফের”। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই এই লেখাটি পড়তে সক্ষম হবে।

দাজ্জালের অনাসৃষ্টির মধ্যে একটি এই যে, তার সাথে বেহেশত ও দোযখ থাকবে। তবে তার দোযখ হবে বেহেশত এবং তার বেহেশত হবে দোযখ। যে ব্যক্তি তার জাহান্নামের বিপদে পতিত হবে, সে যেন আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সূরা কাহফ-এর প্রথমংশ তিলাওয়াত করে। তাহলে সেই দোযখ হবে তার জন্য শীতল আরামদায়ক, ইবরাহীম (আ)-এর বেলায় আশুন যেরূপ হয়েছিল।

দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে এক বেদুঈন বলবে, আমি যদি তোমার পিতা-মাতাকে তোমার সামনে জীবিত করে তুলতে পারি তবে তুমি কি এই সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি তোমার রব? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন (দাজ্জালের নির্দেশে) দুইটি শয়তান তার পিতা-মাতার অবয়ব ধারণ করে হাযির হবে এবং বলবে, হে বৎস! তার অনুগত্য করো। সে-ই তোমার রব।

দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত করে হত্যা করবে। অতঃপর করাত দ্বারা তাকে ফেঁড়ে দুই টুকরা করে ছুড়ে মারবে। অতঃপর সে বলবে, তোমরা আমার এই বান্দার দিকে লক্ষ্য করো, আমি একে এখনই জীবিত করবো। তারপরও কেউ বলবে কি যে, আমি ব্যতীত তার অন্য কেউ রব আছে? এরপর আল্লাহ তাআলা সে লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন (দাজ্জাল) খবীস তাকে বলবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। আর তুই তো আল্লাহর দূশমন। তুই তো দাজ্জাল। আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোমার সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারছি (যে, তুই-ই দাজ্জাল)।

আবুল হাসান আত-তানাক্ষিসী (র) বলেন.... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে জান্নাতে সেই ব্যক্তির সর্বাধিক মর্যাদা হবে। রাবী বলেন, আবু সাঈদ (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা ধারণা করতাম যে, এই ব্যক্তি উম্মার ইবনুল খাত্তাব, এমনকি তিনি শাহাদত বরণ করেন।

মুহারিবী (র) বলেন, এরপর আমরা আবু রাফে (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসে ফিরে যাচ্ছি। তিনি বলেন, দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষাতে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি হবে এবং যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিলে ফসল উৎপাদিত হবে।

দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে একটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। ফলে তাদের গবাদি পশু সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে আরেকটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে।

অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিলে যমীন শস্য উৎপাদন করবে। যমীন পর্যাপ্ত ফসলাদি, ঘাসপাতা ও তৃণলতা উদগত করবে, এমনকি তাদের গবাদি পশু সেদিন সন্ধ্যায় মোটাতাজা এবং উদর পূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে ফিরে আসবে।

অবস্থা এই হবে যে, সে গোটা দুনিয়া চম্বে বেড়াবে এবং তা তার পদানত হবে, মক্কা ও মদীনা ব্যতীত। এই দুই শহরের প্রবেশদ্বারে উনুজ্জ তরবারিসহ সশস্ত্র অবস্থায় ফেরেশতা মোতায়েন থাকবেন। শেষে সে একটি ক্ষুদ্র লাল পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করবে যা হবে তৃণলতা শূন্য স্থানের শেষভাগ।

এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে মোনাফিক নারী-পুরুষ মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে যোগ দিবে। এভাবে মদীনা তার ভেতরকার নিকৃষ্ট ময়লা বিদূরীত করবে, যেমনিভাবে হাঁপড় লোহার মরিচা দূর করে। সে দিনের নাম হবে “নাজাত দিবস”।

আবুল আকার-কন্যা উম্মু শুরাইক (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আরবের লোকেরা তৎকালে কোথায় থাকবে? তিনি বলেন : তৎকালে তাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। তাদের অধিকাংশ (ঈমানদার) বান্দা তখন বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবে। তাদের ইমাম হবেন একজন নিষ্ঠাবান সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।

এমতাবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়বেন। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) সেই সকালবেলা অবতরণ করবেন। তখন ইমাম পেছন দিকে সরে আসবেন যাতে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের নামাযে ইমামতি করতে পারেন। ঈসা (আ) তাঁর হাত ইমামের দুই কাঁধের উপর রেখে বলবেন : আপনি অগ্রবর্তী হয়ে নামাযে ইমামতি করুন। কেননা এই নামায আপনার জন্যই কায়ম (শুরু) হয়েছে। অতএব তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে নামায পড়বেন।

তিনি নামায থেকে অবসর হলে ঈসা (আ) বলবেন, দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেয়া হবে এবং দরজার পেছনে দাজ্জাল অবস্থানরত থাকবে। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইহুদী কারুকার্য খচিত ও খাপবদ্ধ তরবারিসহ। দাজ্জাল ঈসা (আ)-কে দেখামাত্র পানিতে লবণ বিগলিত হওয়ার ন্যায় বিগলিত হতে থাকবে এবং ভেগে পলায়ন করতে থাকবে। তখন ঈসা (আ) বলবেন : তোর উপর আমার একটা আঘাত আছে, যা থেকে তোর বাঁচবার কোন উপায় নাই। তিনি লুদ্দ-এর পূর্ব ফটকে তার নাগাল পেয়ে যাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের পরাজিত করবেন। আল্লাহর সৃষ্টি যে কোন বস্তু—পাথর, গাছপালা, দেয়াল অথবা প্রাণী, যার আড়ালেই কোন ইহুদী লুকিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে বাকশক্তি দান করবেন এবং সে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর মুসলমান বান্দা! এই যে এক ইহুদী, এদিকে এসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ নামক গাছ কথা বলবে না। কারণ সেটা ইহুদীদের গাছ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দাজ্জাল চল্লিশ বছর বিপর্যয় ছড়াবে। তার এক বছর হবে অর্ধ বছরের সমান, এক বছর হবে এক মাসের সমান, এক মাস এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট কাল অগ্নিস্কুলিঙ্গ বায়ুমণ্ডলে উড়ে যাওয়ার মত দ্রুত অতিক্রান্ত হবে। তোমাদের কেউ সকালবেলা মদীনার এক ফটকে (প্রান্তে) থাকলে তার

অপর ফটকে পৌঁছতে সক্ষম হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এতো ক্ষুদ্র দিনে আমরা কিভাবে নামায পড়বো? তিনি বলেন : তোমরা অনুমান করে নামাযের সময় নির্ধারণ করবে, যেমন তোমরা লম্বা দিনে অনুমান করে নামাযের সময় নির্ধারণ করে থাকো এবং এভাবে নামায আদায় করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) আমার উম্মাতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হবেন। তিনি ত্রুশ ভেংগে ফেলবেন, এমনভাবে শূকর হত্যা করবেন যে, তার একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তিনি জিয্যা মওকুফ করবেন, যাকাত আদায় বন্ধ করবেন এবং না বকরীর উপর যাকাত ধার্য করা হবে, আর না উটের উপর। লোকদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান হবে। প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণী বিষশূন্য হয়ে যাবে। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিবে কিন্তু তা তার কোন ক্ষতি করবে না। এক ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া করবে, তাও তার কোন ক্ষতি করবে না। নেকড়ে বাঘ মেষ পালের সাথে এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তা তার পাহারায় রত কুকুর। পানিতে পাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার মত পৃথিবী শান্তিতে পূর্ণ হয়ে যাবে। সকলের কলেমা এক হয়ে যাবে। আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সাজসরঞ্জাম রেখে দিবে। কুরাইশদের রাজত্বের অবসান হবে। পৃথিবী রূপার পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে যাবে। তাতে এমন সব ফলমূল উৎপন্ন হবে যেমনটি আদম (আ)-এর যুগে উৎপাদিত হতো। এমনকি কয়েকজন লোক একটি আংগুরের থোকার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য একত্র হবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। তাদের বলদ গরু হবে এই এই (উচ্চ) মূল্যের এবং ঘোড়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হবে। লোকজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়া সস্তা হবে কেন? তিনি বলেন : কারণ যুদ্ধের জন্য কখনো কেউ অশ্বরোহী হবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, গরু অতি মূল্যবান হবে কেন? তিনি বলেন : সারা পৃথিবীতে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে।

দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তখন মানুষ চরমভাবে অন্নকষ্ট ভোগ করবে। প্রথম বছর আল্লাহ তাআলা আসমানকে তিন ভাগের এক ভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার নির্দেশ দিবেন এবং যমীনকে নির্দেশ দিলে তা এক-তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপাদন করবে। এরপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ দিলে, তা দুই-তৃতীয়াংশ কম বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমীনকে হুকুম দিলে তাও দুই-তৃতীয়াংশ কম ফসল উৎপন্ন করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা আকাশকে তৃতীয় বছরে একই নির্দেশ দিলে তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিবে। ফলে এক ফোঁটা বৃষ্টিও বর্ষিত হবে না। আর তিনি যমীনকে নির্দেশ দিলে তা শস্য উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখবে। ফলে যমীনে কোন ঘাস জন্মাবে না, কোন সবজি অবশিষ্ট থাকবে না, বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চাইবেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, এ সময় লোকেরা কিরূপে বেঁচে থাকবে? তিনি বলেনঃ যারা তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহ আকবার), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) বলতে থাকবে এগুলো তাদের খাদ্যানালিতে প্রবাহিত করা হবে।

আবু আবদুল্লা ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি আবুল হাসান আত-তানাক্ষিসী (র) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আবদুর রহমান আল-মুহারিবী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসখানি মকতবের উস্তাদগণের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন, যাতে তারা বাচ্চাদের এটা শিক্ষা দিতে পারেন।

৪.৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقْرُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَنْزِلَ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطًا وَإِمَامًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَزِيرَ وَيَضَعُ الْجَزِيَّةَ وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ .

৪০৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হিসাবে অবতরণ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিয্যা মওকুফ করবেন এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে, এমনকি তা কেউ গ্রহণ করবে না।

৪.৭৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَعْمُونَ الْأَرْضَ وَيَنْحَازُ مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَيَضْمُونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ حَتَّى أَنْهَمَ لَيَمْرُونَ بِالنَّهْرِ فَيَشْرِبُونَهُ حَتَّى مَا يَذْرُونَ فِيهِ شَيْئًا فَيَمْرُؤُا خِرَّهُمْ عَلَى آثَرِهِمْ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ لَقَدْ كَانَ بِهَذَا الْمَكَانِ مَرَّةً مَاءٌ وَيَظْهَرُونَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ هُوَ لَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَدْ فَرَعْنَا مِنْهُمْ وَلَنَنْزِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ حَتَّى إِنْ أَحَدَهُمْ لَيَهْزُ حَرَّتُهُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخْضَبَةً بِالدَّمِ فَيَقُولُونَ قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ دَوَابَّ كَتَفَّجِ الْجِرَادِ فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الْجِرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ حَسًّا فَيَقُولُونَ مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ

يُقْتَلُوهُ فَيَجِدُهُمْ مَوْتَىٰ فَيُنَادِيهِمْ أَلَا أَبَشَرُوا فَبَدَّ هَلْكَ عَدُوِّكُمْ فَيَخْرِجُ النَّاسَ
وَيَخْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعَىٰ إِلَّا لِحُومِهِمْ فَتَشْكُرُ عَلَيْهَا
كَأَحْسَنِ مَا شَكَرْتُمْ مِنْ نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ قَطْرٌ .

৪০৭৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইয়াজ্জ-মাজ্জকে ছেড়ে দেয়া হবে, অতঃপর তারা বের হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন : “উহারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে” (সূরা আশ্বিয়া : ৯৬) এবং তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। মুসলমানগণ তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট মুসলমানরা তাদের শহরে ও দুর্গে আশ্রয় নিবে। সেখানে তারা তাদের গবাদি পশুও সাথে করে নিয়ে যাবে। ইয়াজ্জ ও মাজ্জের অবস্থা এই হবে যে, তাদের লোকগুলো একটি নহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে, এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর এদের দলের অবশিষ্টরা তাদের অনুসরণ করবে। তখন তাদের মধ্যে কেউ বলবে, এখানে হয়তো কখনো পানি ছিলো। পৃথিবীতে তারা আধিপত্য বিস্তার করবে। অতঃপর তাদের কেউ বলবে, আমরা তো পৃথিবীবাসীদের থেকে অবসর হয়েছি। এবার আমরা আসমানবাসীদের বিরুদ্ধে লড়বো। শেষে এদের কেউ আকাশের দিকে বর্ষা নিক্ষেপ করবে। তা রক্তে রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা আসমানবাসীদেরও হত্যা করেছি। তাদের এই অবস্থায় থাকতে আল্লাহ তাআলা টিডিড বাহিনী পাঠাবেন এবং সেগুলো এদের ঘাড়ে প্রবেশ করার ফলে এরা সকলে ধ্বংস হয়ে একে অপরের উপর পড়ে মরে থাকবে। মুসলমানগণ সকালবেলা উঠে তাদের বীভৎস চীৎকার শুনতে না পেয়ে বলবে, এমন কে আছে যে তার নিজের জীবনকে বিক্রয় করবে এবং ইয়াজ্জ-মাজ্জেরা কি করছে তা দেখে আসবে? তখন তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ইয়াজ্জ-মাজ্জ কর্তৃক নিহত হওয়ার পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে বের হয়ে এসে এদেরকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে মুসলমানদের ডেকে বলবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের শত্রুরা ধ্বংস হয়েছে। লোকজন (তার ডাক শুনে) বের হয়ে আসবে এবং তাদের গবাদি পশু চারণভূমিতে ছেড়ে দিবে। সেগুলোর চারণভূমিতে ইয়াজ্জ-মাজ্জের গোশত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ওরা তাদের গোশত খেয়ে বেশ মোটাতাজা হবে, যেমন কখনো ঘাস-পাতা খেয়ে মোটা তাজা হয়।

৪.৮ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ
يَحْفَرُونَ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّىٰ إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ أَرْجِعُوا
فَسَنَحْفَرُهُ غَدًا فَيُعِيدُهُ اللَّهُ أَشَدَّ مَا كَانَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَآرَادَ اللَّهُ أَنْ
يُبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّىٰ إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ

ارْجِعُوا فَسَتَحْفَرُوهُ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاسْتَشْنُوْا فَيَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ وَهُوَ
 كَهَيْئَتِهِ حِيْنَ تَرْكُوْهُ فَيَحْفَرُوْهُ وَيَخْرُجُوْنَ عَلٰى النَّاسِ فَيَنْشِفُوْنَ الْمَاءَ وَيَتَحَصَّنُ
 النَّاسُ مِنْهُمْ فِىْ حُصُوْنِهِمْ فَيَرْمُوْنَ بِسِهَامِهِمْ اِلَى السَّمَآءِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ
 الَّذِىْ اِجْفَظُ فَيَقُوْلُوْنَ قَهْرُنَا اَهْلَ الْاَرْضِ وَعَلَرْنَا اَهْلَ السَّمَآءِ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ نَعْفًا
 فِىْ اَقْفَانِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنْ دَوَابَّ
 الْاَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَشْكُرُ شِكْرًا مِنْ لِحُوْمِهِمْ .

৪০৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় ইয়াজ্জ-মাজ্জ প্রতিদিন সুড়ঙ্গ পথ খনন করতে থাকে। এমনকি যখন তারা সূর্যের আলোকরশ্মি দেখার মত অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন তাদের নেতা বলে, তোমরা ফিরে চলো, আগামী কাল এসে আমরা খননকাজ শেষ করবো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা (রাতের মধ্যে) সেই প্রাচীরকে আগের চাইতে ময়বুত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। যখন তাদের আবির্ভাবের সময় হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মানবকুলের মধ্যে পাঠাতে চাইবেন, তখন তারা খননকাজ করতে থাকবে। শেষে যখন তারা সূর্যরশ্মি দেখার মত অবস্থায় পৌঁছবে তখন তাদের নেতা বলবে, এবার ফিরে চলো, ইনশাআল্লাহ আগামী কাল অবশিষ্ট খননকাজ সম্পন্ন করবো। তারা ইনশাআল্লাহ শব্দ ব্যবহার করবে। সেদিন তারা ফিরে যাবে এবং প্রাচীর তাদের রেখে যাওয়া ক্ষীণ অবস্থায় থেকে যাবে। এই অবস্থায় তারা খননকাজ শেষ করে লোকালয়ে বের হয়ে আসবে এবং সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করবে। মানুষ তাদের ভয়ে পালিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিবে। তারা আকাশপানে তাদের তীর নিক্ষেপ করবে। রক্তে রঞ্জিত হয়ে তা তাদের দিকে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা পৃথিবীবাসীদের চরমভাবে পরাভূত করেছি এবং আসমানবাসীদের উপরও বিজয়ী হয়েছি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ঘাড়ে এক ধরনের কীট সৃষ্টি করবেন। কীটগুলো তাদের হত্যা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ভূপৃষ্ঠের গবাদি পশুগুলো সেগুলোর গোশত খেয়ে মোটাতাজা হয়ে মাংসল হবে।

৪০৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ
 حَدَّثَنِىْ جَبَلَةُ بْنُ سُجَيْمٍ عَنْ مُؤَثَّرِ بْنِ عَفَاةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا
 كَانَ لَيْلَةَ اُسْرِىْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعَيْسَى فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ
 فَبَدَاوْا بِاِبْرَاهِيْمَ فَسَأَلُوْهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ثُمَّ سَأَلُوْا مُوْسَى فَلَمْ
 يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَرَدَّ الْحَدِيْثُ اِلَى عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ قَدْ عٰهَدَ اِلَى فِيمَا

دُونَ وَجِبْتِهَا فَمَا وَجِبْتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَالِ قَالَ فَانزِلْ
فَأَقْتُلْهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَىٰ بِلَادِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ
يُنْسَلُونَ فَلَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ وَلَا بِشَيْءٍ إِلَّا أَفْسَدُوهُ فَيَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ
فَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يُمِيتَهُمْ فَتَنْتَنُ الْأَرْضُ مِنْ رِيحِهِمْ فَيَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ
فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمْ فَيُلْقِيهِمْ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتَمُدُّ
الْأَرْضُ مَدًّا الْأَدِيمِ فَعُهِدَ إِلَىٰ مَتَىٰ كَانَ ذَلِكَ كَانَتْ السَّاعَةُ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ
الَّتِي لَا يَذْرَىٰ أَهْلُهَا مَتَىٰ تَفْجُوهُمْ بَوْلَادَتِهَا قَالَ الْعَوَامُّ وَوَجِدَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسَلُونَ .

৪০৮১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ গমনের রাতে ইবরাহীম (আ), মুসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁরা পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁরা প্রথমে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে কিয়ামত সম্পর্কিত কোন জ্ঞান তাঁর ছিলো না। অতঃপর তাঁরা মুসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরও এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিলো না। অতঃপর বিষয়টি ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন : আমার থেকে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে নেই। অতঃপর তিনি দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন : আমি দুনিয়াতে অবতরণ করবো এবং দাজ্জালকে হত্যা করবো। অতঃপর লোকেরা তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। ইত্যবসরে তাদের নিকট ইয়াজুজ-মাজুজ আত্মপ্রকাশ করবে। তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসবে। তারা যে পানির উৎসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে তা পান করে শেষ করবে। এরা যে বস্তুর নিকট দিয়ে যাবে তা নষ্ট করে ফেলবে। তখন লোকেরা তাদেরকে মেরে ফেলার জন্য আল্লাহর নিকট চীৎকার করে ফরিয়াদ করবে এবং আমিও দোয়া করবো। ফলে পৃথিবী তাদের (গলিত লাশের) গন্ধে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। লোকেরা আল্লাহর নিকট দোয়া করবে এবং আমিও দোয়া করবো। ফলে আল্লাহ অসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর পাহাড়-পর্বত উৎপাটিত করা হবে, পৃথিবীকে প্রশস্ত করা হবে, যেমন চামড়া প্রশস্ত করা হয়। তারপর আমাকে বলা হলো : যখন এইসব বিষয় প্রকাশিত হবে তখন কিয়ামত মানুষের এত নিকটবর্তী হবে, যেমন গর্ভবতী নারী, যার পরিবারের লোকজন জানে না যে, কোন মুহূর্তে সে সন্তান প্রসব করবে। আওয়াম (র) বলেন, এই ঘটনার সত্যতা আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান আছে : “এমনকি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং এরা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে” (সূরা আশ্বিয়া : ৯৬)।

بَابُ خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ

ইমাম মাহদী (আ)-এর আবির্ভাব ।

৪০৮২ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَمَّا رَأَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ مَا نَزَالَ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاءً وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتُ سُودٍ فَيَسْأَلُونَ الْخَيْرَ فَلَا يُعْطَوْنَ فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ فَيُعْطُونَ مَا سَأَلُوا فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلُؤَهَا قِسْطًا كَمَا مَلَأُوهَا جَوْرًا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ .

৪০৮২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম, তখন হাশিম বংশীয় কতক যুবক তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের দেখতে পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদয় অশ্রুসিক্ত হলো এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমরা সব সময় আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করি। তিনি বলেন : আমাদের আহলে বাইত-এর জন্য আল্লাহ তাআলা পার্থিব জীবনের পরিবর্তে আখেরাতের জীবনকে পছন্দ করেছেন। আমার আহলে বাইত আমার পরে অচিরেই কঠিন বিপদে লিপ্ত হবে, কষ্ট-কাঠিন্যের শিকার হবে এবং দেশান্তরিত হবে। প্রাচ্যদেশ থেকে কালো পতাকাধারী কতক লোক তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। তারা কল্যাণ (গুণ্ডধন) প্রার্থনা করবে, কিন্তু তা তাদের দেয়া হবে না। তারা লড়াই করবে এবং বিজয়ী হবে। শেষে তাদেরকে তা দেয়া হবে, যা তারা চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করবে না। অবশেষে আমার আহলে বাইত-এর একজন লোকের নিকট তা সোপর্দ করা হবে। সে পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে, যেমনিভাবে লোকেরা একে যুলুমে পূর্ণ করেছিলো। তোমাদের মধ্যে যারা সেই যুগ পাবে, তারা যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের নিকট চলে যায়।

৪.৮৩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ ثَنَا
عَمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي صَدِيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ أَنْ قَصِرَ فَسَبْعٌ وَالْأُفْتَسَعُ
فَتَنْعَمَ فِيهِ أُمَّتِي نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتَى أَكْلَهَا وَلَا تَدْخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا
وَالْمَالُ يَوْمئِذٍ كُدُوسٌ فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيُّ اعْطِنِي فَيَقُولُ خُذْ .

৪০৮৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মাহ্দী আমার উম্মাত থেকেই আবিভূর্ত হবে। তিনি কমপক্ষে সাত বছর অন্যথা নয় বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। তার যুগে আমার উম্মাত অযাচিত প্রাচুর্যের অধিকারী হবে, ইতিপূর্বে কখনো তদ্রূপ হয়নি। পৃথিবী তার সর্বপ্রকার খাদ্যসম্ভার পর্যাণ্ড উৎপন্ন করবে এবং কিছুই প্রতিরোধ করে রাখবে না। সম্পদের স্থূপ গড়ে উঠবে। লোকে দাঁড়িয়ে বলবে, হে মাহ্দী! আমাকে দান করুন। তিনি বলবেন, তোমার যতো প্রয়োজন নিয়ে যাও।

৪.৮৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَاحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ
ثُوبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيفَةٍ ثُمَّ لَا
يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرِّيَّاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ
قَتْلًا لَمْ يَقْتُلَهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا
عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ .

৪০৮৪। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের একটি খনিজ সম্পদের নিকট পরপর তিনজন খলীফার পুত্র নিহত হবে। তাদের কেউ সেই খনিজ সম্পদ দখল করতে পারবে না। অতঃপর প্রাচ্যদেশ থেকে কালো পতাকা উড্ডীন করা হবে। তারা তোমাদেরকে এত ব্যাপকভাবে হত্যা করবে যে, ইতিপূর্বে কোন জাতি তদ্রূপ করেনি। অতঃপর তিনি (স) আরও কিছু বলেছেন : যা আমার মনে নাই। তিনি আরো বলেন : তাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার সাথে যোগদান করবো। কারণ সে আল্লাহর খলীফা মাহ্দী।

৪০৮৫- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ثَنَا يَاسِينُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمَهْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يُصَلِّحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ .

৪০৮৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মাহ্দী আমাদের আহলে বাইত থেকে হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে এক রাতে খিলাফতের যোগ্য করবেন।

৪০৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا أَبُو
الْمَلِيحِ الرَّقِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ بِيَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ
كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَتَذَكَّرْنَا الْمَهْدِيَّ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
الْمَهْدِيُّ مِنْ وَكْدِ فَاطِمَةَ .

৪০৮৬। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। আমরা পরস্পর মাহ্দী সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মাহ্দী ফাতেমার বংশধর।

৪০৮৭- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زِيَادِ الْيَمَامِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَحْنُ وَكَدُ عَبْدِ
الْمُطَلِّبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِيُّ

৪০৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশধর এবং বেহেশতবাসীর নেতা : আমি, হামযা, আলী, জাফর, হাসান, হুসাইন ও মাহ্দী।

৪০৮৮- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا ثَنَا
أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَمْرٍو بْنِ
جَابِرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُؤْتُونَ لِلْمَهْدِيِّ يَعْنِي سُلْطَانَهُ .

৪০৮৮। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায়ই আয-যাবীদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রাচ্য দেশ থেকে কতক লোকের উত্থান হবে এবং তারা মহদীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

بَابُ الْمَلَا حِمِ

ভয়ংকর যুদ্ধ-সংঘর্ষ সম্পর্কে।

৪০৮৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانِ ابْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ مَالَ مَكْحُولٍ وَابْنُ أَبِي زَكْرِيَّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلَتْ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْرَمٍ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَسَأَلَهُ عَنِ الْهُدْيَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ سَتُصَالِحُكُمْ الرُّومُ صُلْحًا أَمِنًا ثُمَّ تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا فَتَنْتَصِرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلُمُونَ ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِي تُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدْفُئُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْزِرُ الرُّومُ وَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ .

৪০৮৯। হাসান ইবনে আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাকহুল, ইবনে যাকারিয়া এবং তাদের সাথে আমিও খালিদ ইবনে মাদান (র)-এর নিকট গেলাম। তিনি জুবাইর ইবনে নুফাইর (রা)-এর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, জুবাইর (রা) আমাকে বলেন, তুমি আমাদের সাথে যু মিখমারের নিকট চলে। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। আমিও তাদের দু'জনের সাথে গেলাম। তিনি তাকে সন্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : অচিরেই রোমকরা আমাদের সাথে শান্তি চুক্তি করবে। অতঃপর তোমরা (তাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করবে এবং তোমরা ও তারা (পরস্পরের) শত্রু হবে। এরপর তোমরা বিজয়ী হবে এবং গনীমতের মাল লাভ করবে। তোমরা নিরাপদ থাকবে এবং (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসবে। এমনকি তোমরা সবুজ-শ্যামল উচ্চ স্থানে অবতরণ করবে। তখন ক্রুশধারীদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (ক্রুশ) উত্তোলন করে বলবে, সালীব (ক্রুশ) বিজয়ী হয়েছে। তখন এক মুসলমান ক্রোধান্বিত হয়ে ক্রুশের নিকট গিয়ে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। তখন রোমকরা সন্ধি চুক্তি ভংগ করবে এবং তাদের সকলে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে।

৪০৮৯। ৪০৮৯(১)। আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম আদ-দিমশকী-ওলীদ ইবনে মুসলিম-
আওয়াস-হাসান ইবনে আতিয়া (র) তার সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।
তবে তার বর্ণনায় আরো আছে : তারা যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে এবং আশিটি পতাকার
অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। প্রতিটি পতাকার অধীনে থাকবে বারো হাজার সৈন্য।

৪০৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াল্লাম বলেছেন : যখন বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা
মাওয়ালীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাবাহিনী পাঠাবেন। তারা হবে সমগ্র আরবে
সর্বাধিক দক্ষ অশ্বারোহী এবং উন্নততর সমরাস্ত্রে সজ্জিত। আল্লাহ তাআলা তাদের দ্বারা
দীন ইসলামের সাহায্য করবেন।

৪০৯০। ৪০৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াল্লাম বলেছেন : যখন বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা
মাওয়ালীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাবাহিনী পাঠাবেন। তারা হবে সমগ্র আরবে
সর্বাধিক দক্ষ অশ্বারোহী এবং উন্নততর সমরাস্ত্রে সজ্জিত। আল্লাহ তাআলা তাদের দ্বারা
দীন ইসলামের সাহায্য করবেন।

৪০৯১। নাফে ইবনে উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা
তোমাদের
অধীন করে দিবেন। অতঃপর তোমরা রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ সেখানেও
তোমাদের বিজয়ী করবেন। অতঃপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তার
বিরুদ্ধেও তোমাদের জয়যুক্ত করবেন। জাবির (রা) বলেন, রোম বিজিত না হওয়া পর্যন্ত
দাজ্জাল আবির্ভূত হবে না।

৪০৯১। ৪০৯১। নাফে ইবনে উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা
তোমাদের
অধীন করে দিবেন। অতঃপর তোমরা রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ সেখানেও
তোমাদের বিজয়ী করবেন। অতঃপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তার
বিরুদ্ধেও তোমাদের জয়যুক্ত করবেন। জাবির (রা) বলেন, রোম বিজিত না হওয়া পর্যন্ত
দাজ্জাল আবির্ভূত হবে না।

৪০৯১। ৪০৯১। নাফে ইবনে উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা
তোমাদের
অধীন করে দিবেন। অতঃপর তোমরা রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ সেখানেও
তোমাদের বিজয়ী করবেন। অতঃপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তার
বিরুদ্ধেও তোমাদের জয়যুক্ত করবেন। জাবির (রা) বলেন, রোম বিজিত না হওয়া পর্যন্ত
দাজ্জাল আবির্ভূত হবে না।

৪০৯২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَا ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْثَمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي مَرْثَمَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ قُطَيْبِ السَّكُونِيِّ (وَقَالَ الْوَلِيدُ يَزِيدُ بْنُ قُطَيْبَةَ) عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ .

৪০৯২। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঘোরতর যুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে হবে।

৪০৯৩- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ .

৪০৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যুদ্ধ ও মদীনা (কনস্টান্টিনোপল) বিজয়ের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান হবে ছয় বছর এবং সপ্তম বর্ষে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

৪০৯৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ ثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْحَنِينِيُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بَبُولَاءٍ ثُمَّ قَالَ ﷺ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ قَالَ بَابِي وَأُمِّي قَالَ أَنْكُمْ سَتَقَاتِلُونَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ رُوقَةُ الْإِسْلَامِ أَهْلُ الْحِجَازِ الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأْتُمْ فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالْأَتْرَسَةِ وَيَأْتِي أُنْتُ فَيَقُولُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَرَجَ فِي بِلَادِكُمْ إِلَّا وَهِيَ كَذِبَةٌ فَالْأَخِذُ نَادِمٌ وَالتَّارِكُ نَادِمٌ .

৪০৯৪। আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিকটবর্তী বাওলা নামক স্থান অল্পসজ্জিত মুসলমানদের পদানত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। অতঃপর তিনি বলেন : হে আলী, হে

আলী! হে আলী! আলী (রা) বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। তিনি বলেন : অচিরেই তোমরা বনু আসফারের (রোমকদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পরবর্তী হিজায়ের মুসলমানগণ ও যারা আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দায় কর্ণপাত করে না, যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, যতক্ষণ না তাদের কাছে ইসলামের শাস্ত বিধান বিকশিত হয়। অতঃপর তারা তাসবীহ ও তাকবীর ধ্বনি দিয়ে কনষ্টান্টিনোপল জয় করবে। ফলে এতো অধিক পরিমাণে গনীমতের মাল তাদের হস্তগত হবে যতোটা ইতিপূর্বে কখনো তাদের হস্তগত হয়নি। এমনকি তারা খাঞ্চা ভর্তি করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করবে। অতঃপর এক আগলুক এসে বলবে, তোমাদের শহরে মসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে। সাবধান! সে খবরটি হবে মিথ্যা। সুতরাং এর গ্রহীতাও লজ্জিত হবে এবং অগ্রাহ্যকারীও লজ্জিত হবে।

৪০৯৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي بَسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

৪০৯৫। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অচিরেই তোমাদের ও বনু আসফারের (রোমক) মধ্যে চুক্তি হবে। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধের জন্য) আশিটি পতাকাতলে এক্যবদ্ধ হবে। প্রতিটি পতাকার অধীন থাকবে বারো হাজার সৈন্য।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

بَابُ التُّرْكِ

তুর্কীজাতি।

৪০৯৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ

৪০৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত হয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমী পাদুকা পরিধান করে। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা হবে ক্ষুদ্র চোখবিশিষ্ট।

১০৭৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صَغَارَ الْأَعْيُنِ ذَلْفَ الْأَنْوْفِ كَانَ وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالَهُمُ الشَّعْرُ .

৪০৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা ক্ষুদ্র চোখ এবং উন্নত ও চেষ্টা নাকবিশিষ্ট এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের চেহারা হবে রক্তিম বর্ণ। তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাদের পাদুকা হবে পশমযুক্ত।

১০৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عَرَاضَ الْوُجُوهِ كَانَ وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ .

৪০৯৮। আমর ইবনে তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের মুখাবয়ব হবে চওড়া ও রক্তিম। কিয়ামতের আরেকটি নিদর্শন এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমী জুতা পরিধান করে।

১০৭৯- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا عَمَارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صَغَارَ الْأَعْيُنِ عَرَاضَ الْوُجُوهِ كَانَ أَعْيُنُهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ كَانَ وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ يَرِيطُونَ خَيْلَهُمْ بِالنَّخْلِ .

৪০৯৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না তোমরা ক্ষুদ্র চোখ ও চেষ্টা মুখাবয়ববিশিষ্ট এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের চোখ হবে ফড়িং-এর চোখের মত। তাদের চেহারাগুলো হবে রক্তিম। তারা পশমী জুতা পরিধান করবে এবং আত্মরক্ষার্থে চামড়ার ঢাল ব্যবহার করবে। তারা তাদের ঘোড়াগুলো খেজুর গাছের সাথে বেঁধে রাখবে।

كِتَابُ الزُّهْدِ

(পার্শ্বিক ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি)

অনূচ্ছেদ : ১

بَابُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ।

১১০০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدِ الْقُرَشِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسِرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الزُّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزُّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْ تَقْ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَصَبَتْ بِهَا أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ قَالَ هِشَامُ قَالَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ يَقُولُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْأَحَادِيثِ كَمِثْلِ الْأَبْرِيْزِ فِي الذَّهَبِ .

৪১০০। আবু য়ার আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়া এবং ধনসম্পদ ধ্বংস করা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (যুহুদ) নয়, বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হলো : আল্লাহর নিকট যা আছে তার চাইতে তোমার নিকট যা আছে তার উপর অধিক নির্ভরশীল না হওয়া এবং তুমি কোন বিপদে পতিত হলে তার বিনিময়ে সওয়াবের আশার তুলনায় বিপদে পতিত না হওয়াটা তোমার নিকট অধিকতর কাঙ্ক্ষিত না হওয়া। হিশাম (র) বলেন, আবু ইদরীস আল-খাওলানী (র) বলেছেন, হাদীস ভাণ্ডারে এই হাদীসটি যেন স্বর্ণ খনির খাঁটি সোনা।

১১০১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ أَبِي خَلَادٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقَلَّةً مِنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ .

৪১০১। আবু খাল্লাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমরা এমন লোক দেখতে পাবে যাকে দুনিয়াতে যুহদ দান করা হয়েছে এবং স্বল্পভাষী করা হয়েছে, তখন তোমরা তার নৈকট্য ও সাহচর্য অবলম্বন করবে। কারণ তাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে।

১০২- حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السُّفْرِ ثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمَلْتُهُ أَحْبَبَنِي اللَّهُ وَأَحْبَبَنِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَأَزْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يَحِبُّوكَ .

৪১০২। সাহল ইবনে সাদ অ্যাস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা আমি করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।

১০৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ سَهْمٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ نَزَلَتْ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عَتَبَةَ وَهُوَ طَعِينٌ فَاتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُوذُهُ فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيكَ أَيَّ خَالٍ أَوْ جَعٍ يُشْزِكُ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفُوهَا قَالَ عَلَى كُلِّ لَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ إِلَى عَهْدٍ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ إِنَّكَ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالًا تُقَسَّمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَادْرَكْتُ فَجَمَعْتُ .

৪১০৩। সামুরা ইবনে সাহ্ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হাশেম (রা) ইবনে উতবার কাছে গেলাম।^১ তিনি বর্ষার আঘাতে আহত হয়ে অসুস্থ ছিলেন। মুআবিয়া (রা)-ও তাকে দেখতে এলেন। আবু হাশেম (রা) কেঁদে দিলে তিনি বলেন, হে মামা! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে। আঘাতের যন্ত্রণা, নাকি পার্থিব কিছু? পার্থিব কিছু হলে তার

১. উতবা হলো আবু হাশেম (রা)-এর পিতা। এই উতবা হলো মুআবিয়া (রা)-র নানা। সে বদর যুদ্ধে হযরত আলী (রা) অথবা হযরত হামযা (রা)-র হাতে নিহত হয় (অনুবাদক)।

উৎকৃষ্ট অংশ তো অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বলেন, এর কোনটিই নয়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি তা অনুসরণ করতাম। তিনি বলেছিলেন : “হয়তো তুমি পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী হবে যা তুমি জনগণের মধ্যে বিতরণ করবে। তখন তোমার জন্য একটি খাদেম এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য একটি সওয়ারীই যথেষ্ট”। আমি সেই প্রাচুর্য লাভ করেছি কিন্তু তা (বিতরণ না করে) পুঞ্জীভূত করে রেখেছি।

৬১০৪ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَشْتَكِي سَلْمَانَ فَعَادَهُ سَعْدٌ فَرَأَهُ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا يُبْكِيكَ يَا أَخِي الْيَسَّ قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْيَسَّ الْيَسَّ قَالَ سَلْمَانُ مَا أَبْكِي وَاحِدَةً مِنْ اثْنَتَيْنِ مَا أَبْكِي ضِنًّا لِلدُّنْيَا وَلَا كَرَاهِيَةً لِلْآخِرَةِ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهْدَ إِلَى عَهْدٍ فَمَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ قَالَ وَمَا عَهْدَ إِلَيْكَ قَالَ عَهْدَ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّكِبِ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ وَأَمَّا أَنْتَ يَا سَعْدُ فَاتَّقِ اللَّهَ عِنْدَ حُكْمِكَ إِذَا حَكَمْتَ وَعِنْدَ قَسْمِكَ إِذَا قَسَمْتَ وَعِنْدَ هِمِّكَ إِذَا هَمَمْتَ قَالَ ثَابِتٌ فَبَلَّغْنِي أَنَّهُ مَا تَرَكَ إِلَّا بِيضَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا مِنْ نَفَقَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ .

৪১০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে সাদ (রা) তাকে দেখতে যান। তিনি তাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে ভাই! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেননি? আপনি কি এই এই (ভালো কাজ) করেননি। সালমান (রা) বলেন, আমি এই দু'টির কোনটির জন্যই কাঁদছি না। আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আক্ষেপে বা আখেরাতের পরিণতির আশংকায় কাঁদছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, কিন্তু মনে হয় আমি তাতে সীমালংঘন করেছি। সাদ (রা) বলেন, তিনি আপনার থেকে কি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন? সালমান (রা) বলেন, তিনি এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, “তোমাদের যে কোন ব্যক্তির একজন পর্যটকের সমপরিমাণ পাথেয় যথেষ্ট”। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে, আমি সীমালংঘন করে ফেলেছি। হে ভাই সাদ! যখন তুমি বিচার মীমাংসা করবে, ভাগ-বাটোয়ারা করবে এবং কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করবে তখন আল্লাহকে ভয় করবে। সাবিত (র) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, (মৃত্যুর সময়) সালমান (রা) তার ভরণপোষণের জন্য সঞ্চিত মাত্র বিশাধিক দিরহাম রেখে যান।

بَابُ الْهَمِّ بِالدُّنْيَا

পার্শ্ব চিন্তা ।

৬১০৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنَ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ الْأَلَشَىءَ سَأَلَ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نَيْتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ .

৪১০৫। আবান ইবনে উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট থেকে বের হয়ে এলে আমি ভাবলাম, নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্য এই সময় তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের শ্রুত কতক হাদীস শোনার জন্য মারওয়ান আমাদের ডেকেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পার্শ্ব চিন্তা যাকে মোহুস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দরিদ্রতা তার নিত্যসংগী হবে এবং পার্শ্ব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দিবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমগ্নিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাযির হবে।

৬১০৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ نَهْشَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَّتِهِ هَلَكَ .

৪১০৬। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যার

চিত্তার কেন্দ্রবিন্দু হবে আখেরাত, তার পার্শ্বিভ চিত্তার জন্য আল্লাহুই যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিত্তায় মোহহস্ত থাকে তার যে কোন উপত্যকায় বা প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে যাওয়াতে আল্লাহর কোন পরোয়া নাই।

৬১.৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدَرَكَ غِنَى وَأَسَدٌ فَفَرَّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدِّ فَفَرَّكَ .

৪১০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহাপবিত্র আল্লাহ বলেন : হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে মগ্ন হও। আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যমগ্নিত করবো এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করবো। তুমি যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর পরেশানী দিয়ে পূর্ণ করবো এবং তোমার দরিদ্রতা দূর করবো না।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا

দুনিয়ার উদাহরণ।

৬১.৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرِ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فَهْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمِ يَرْجِعُ .

৪১০৮। বনু ফিহরের সদস্য মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হলো এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ তার একটি আংগুল সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে তা তুলে আনলো। সে লক্ষ্য করুক তার আংগুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে (তি, মু)।

৬১.৯ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اضْطَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ فَأَثَرَ فِي جِلْدِهِ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ أَدْنَيْتُنَا فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ

شَيْئًا يَقِيكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّمَا أَنَا وَالدُّنْيَا كَرَائِبٍ اسْتَنْظَلْتُ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

৪১০৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তাঁর দেহের চামড়ায় (মাদুরের) দাগ বসে গেলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য মাদুরের উপর কিছু বিছিয়ে দিতাম। তাহলে তা আপনাকে দাগ লাগা থেকে বাঁচিয়ে রাখতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কি? আমি দুনিয়াতে এমন এক মুসাফির বৈ তো কিছু নয়, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলো, অতঃপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের পানে চলে গেলো (আ, তি)।

৪১১০ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَمُحَمَّدُ الصَّبَّاحُ قَالُوا ثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ ثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدَى الْحَلِيفَةَ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ سَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا فَقَالَ أَتُرُونَ هَذِهِ هَيْئَةً عَلَى صَاحِبِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَرْنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا .

৪১১০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুল-ছলায়ফা নামক স্থানে থাকাকালে একটি মৃত বকরী চীৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেলো। তিনি বলেন : তোমাদের কি ধারণা, এই বকরীটা তার মালিকের কাছে তুচ্ছ নয় কি? সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মৃত বকরীটা তার মালিকের নিকট যতোটা তুচ্ছ, অবশ্যই এই দুনিয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ। এই দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহর নিকট মশার একটি পাখার সমানও হতো, তাহলে তিনি কোন কামফেরকে এখানকার পানির এক ঢোকও পান করাতেন না।

৪১১১ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ ثَنَا الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ إِنِّي لَفِي الرُّكْبِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَى عَلَيَّ سَخْلَةٌ مَنبُودَةٌ قَالَ فَقَالَ أَتُرُونَ هَذِهِ هَائِتُ عَلَى أَهْلِهَا قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ هَوَانِهَا الْقَوْهَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا .

৪১১১। মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফেলার সাথে ছিলাম। তিনি রাস্তার পাশে ফেলে রাখা একটি বকরীর মৃত ছানার নিকট এসে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন : তোমরা কি জানো, এই বকরীর মৃত বাচ্চাটি তার মালিকের নিকট কতো তুচ্ছ? বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মূল্যহীন হওয়ার দরুনই তারা এটাকে ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন : সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এটা তার মনিবের নিকট যতোটা মূল্যহীন, দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে তার চাইতেও অধিক মূল্যহীন ও তুচ্ছ (তি ২২৬৩)।

৪১১২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيِّ ثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ عْتَبَةُ بْنُ حَمَادٍ الدِمَشْقِيُّ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذَكَرَ اللَّهُ وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا .

৪১১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবই অভিশপ্ত, কিন্তু আল্লাহর যিকির এবং তার সাথে সংগতিপূর্ণ অনান্য আমল অথবা আলেম ও এলেম অব্বেষণকারী ব্যতীত (তি ২২৬৪)।

৪১১৩- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ .

৪১১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের বেহেশতখানা।

৪১১৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيِّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ كَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ .

৪১১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দেহ স্পর্শ করে বলেন : হে আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী মুসাফির। তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করো (তি-২২৭৫, বু)।

بَابُ مَنْ لَا يُؤْتُهُ لَهُ

লোকে যাকে গুরুত্ব দেয় না।

৪১১৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاكِدٍ عَنْ بَسْرِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَخْبِرُكَ عَنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ رَجُلٌ ضَعِيفٌ مُسْتَضْعَفٌ ذُو طَمْرِينٍ لَا يُؤْتُهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ .

৪১১৫। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাকে জান্নাতের বাদশাদের সম্পর্কে অবহিত করবো না। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : দু'টি ছিন্নবস্ত্র পরিহিত দুর্বল ও অনাহারী ব্যক্তি যাকে ধর্তব্যে আনা হয় না। কিন্তু সে কোন বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করলে তিনি তা অবশ্যই পূর্ণ করেন (সে হবে জান্নাতের বাদশা)।

৪১১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبُدِ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُتْبِتُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ أَلَا أُتْبِتُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ عَتَلٍ جَوَاطٍ مُسْتَكْبِرٍ .

৪১১৬। হারিসা ইবনে ওয়াহ্ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো না যে, কারা বেহেশতী হবে? যারা দুর্বল এবং যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না যে, কারা দোষশী হবে? প্রত্যেক অবাধ্য, আহাম্মক ও দান্তিক ব্যক্তি দোষখে যাবে (আ, বু, মু, তি, না)।

৪১১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِرَّةٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَغْبَطَ النَّاسُ عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ غَامِضٌ فِي النَّاسِ لَا يُؤْتُهُ لَهُ كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَصَبَرَ عَلَيْهِ عَجَلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تَرَاتُّهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ .

৪১১৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈর্ষণীয় হলো সেই মুমিন ব্যক্তি যার অবস্থা খুবই হালকা (স্বল্প সম্পদ ও ক্ষুদ্র পরিবার) এবং যে নামাযে মনোযোগী, মানুষের মাঝে অখ্যাত, তার কোন

গুরুত্ব দেয়া হয় না, আর নূন্যতম প্রয়োজন মাফিক তার রিযিক এবং তাতেই ধৈর্য ধারণকারী। অচিরেই তার মৃত্যু হয়, তার পরিত্যক্ত সম্পদও কম এবং তার জন্য বিলাপকারীর সংখ্যাও কম (তি)।

৪১১৮- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحَمَصِيِّ ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبِدَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ الْبِدَاذَةُ الْقَشَافَةُ يَعْنِي التَّقَشُّفَ .

৪১১৮। আবু উমামা আল-হারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অনাড়ম্বর জীবন যাপনই ঈমান। রাবী বলেন, ‘বাযাযাহ’-এর অর্থ কাশাফাহ অর্থাৎ বিলাস-বাসনা ত্যাগ করা, সাধামাঠা জীবন নির্বাহ করা (দা)।

৪১১৯- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خَثِيمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَلَا أُتْبِئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

৪১১৯। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমি কি তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা জানিয়ে দিবো না? তারা বলেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যাদের দেখলে মহান আল্লাহর স্মরণ হয়।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ

গরীবদের ফযীলাত।

৪১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا الرَّجُلِ قَالُوا رَأَيْكَ فِي هَذَا نَقُولُ هَذَا مِنْ أَشْرَفِ النَّاسِ هَذَا حَرِيٌّ أَنْ يَخْطُبَ أَنْ يَخْطُبَ وَأَنْ شَفَعَ أَنْ يَشْفَعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌّ أَنْ يَخْطُبَ لَمْ يَنْكَحْ وَأَنْ شَفَعَ لَا يَشْفَعُ وَإِنْ قَالَ لَا يُسْمَعُ لِقَوْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا .

৪১২০। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা এই লোকটি সম্পর্কে কি বলো? সাহাবীগণ বলেন, তার সম্পর্কে আপনার অভিমত হবে যথার্থ। আমরা বলি, সে এতোই যোগ্য যে, লোকদের মধ্যে অভিজাত, সে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা গৃহীত হয়। সে সুপারিশ করলে তা মঞ্জুর করা হয়। সে কথা বললে তা শোনা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চূপ থাকলেন। ইত্যবসরে আরেক ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি বলো? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বলি যে, এই ব্যক্তি তো দীনহীন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সে এতই যোগ্য যে, সে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়, সুপারিশ করলে তা মঞ্জুর করা হয় না এবং কথা বললে তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের দ্বারা পৃথিবী ভরে গেলেও শেষোক্ত ব্যক্তি তাদের চেয়ে উত্তম (বু)।

৪১২১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ عَيْسَى ثَنَا مُوسَى ابْنُ عُبَيْدَةَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِبَالِ .

৪১২১। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর যে মুমিন বান্দা দরিদ্র ও অধিক সন্তানের পিতা হওয়া সত্ত্বেও যাষণা করা থেকে বিরত থাকে, তিনি তাকে ভালোবাসেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ مَنَزَلَةِ الْفُقَرَاءِ

দরিদ্রদের মর্যাদা।

৪১২২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ .

৪১২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দরিদ্র মুমিনগণ ধনীদের তুলনায় অর্ধ দিন আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর অর্ধ দিনের পরিমাণ হবে পাঁচ শত বছর।

৪১২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عَيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِمِقْدَارِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ .

৪১২৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের বিত্তবানদের তুলনায় পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৪১২৪- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ اَنْبَاَنَا أَبُو غَسَّانَ بَهْلُولٌ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ أَغْنِيَاءَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ أَلَا أُبَشِّرُكُمْ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ ثُمَّ تَلَا مُوسَى هَذِهِ الْآيَةَ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ .

৪১২৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা দরিদ্র মুহাজিরদের উপর তাদের ধনীদের যে মর্যাদা (সম্পদের প্রাচুর্য) দান করেছেন, তারা সেই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এতে তিনি বলেন : হে অভাবী সমাজ! আমি কি তোমাদেরকে এই সুসংবাদ দিবো না যে, দরিদ্র মুমিনগণ তাদের ধনীদের তুলনায় অর্ধ দিন অর্থাৎ পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে? অতঃপর মুসা ইবনে উবায়দা (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : “তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সামান” (সূরা হজ্জ : ৪৭)।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ مُجَالَسَةِ الْفُقَرَاءِ

দরিদ্রদের সাথে মেলামেশা করা।

৪১২৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَبُو يَحْيَى ثَنَا اِبْرَاهِيمُ أَبُو اسْحَاقِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَبَجَلِسِ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْنِيهِ أَبَا الْمَسَاكِينِ .

৪১২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) ফকীর-মিসকীনদের মহক্বত করতেন, তাদের সাথে ওঠাবসা করতেন এবং তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। আর তারাও তার সাথে আলাপ-আলোচনা করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবুল মাসাকীন (দরিদ্রদের পিতা) উপাধি দেন।

٤١٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الْأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْمُبَارَكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
قَالَ أَحْبَبُوا الْمَسَاكِينَ فَاتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي
مَسْكِينًا وَأَمْتِنِي مَسْكِينًا وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ .

৪১২৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা মিসকীনদের মহক্বত করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দোয়ায় বলতে শুনেছি : “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখো, মিসকীনরূপে মৃত্যুদান করো এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উস্থিত করো”।

٤١٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ
الْعَنْقَرِيُّ ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي سَعْدِ الْأَزْدِيِّ وَكَانَ قَارِئًا
الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي الْكَنُودِ عَنْ حَبَّابِ بْنِ أَبِي الْكَنُودِ عَنْ حَبَّابِ بْنِ أَبِي الْكَنُودِ عَنْ حَبَّابِ بْنِ أَبِي الْكَنُودِ
بِالْفِدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِلَى قَوْلِهِ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ قَالَ جَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ جَابِسِ
التَّمِيمِيِّ وَعِيْنَةُ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ صُهِيبِ بْنِ بِلَالٍ
وَعَمَّارِ وَحَبَّابِ قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنَ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ حَوْلَ
النَّبِيِّ ﷺ حَقَرُوهُمْ فَاتَوْهُ فَخَلَوْا بِهِ وَقَالُوا إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا
تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضَلْنَا فَاثْنًا وَفُؤَدَ الْعَرَبِ تَاتِيكَ فَتَسْتَحْيِي أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ
مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُدِ فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمُّهُمْ عِنْدَكَ فَإِذَا نَحْنُ فَرَعْنَا فَأَقْعُدْ مَعَهُمْ أَنْ
شِئْتَ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا قَالَ فَدَعَا بِصَحِيفَةٍ وَدَعَا عَلِيًّا

لِيَكْتَبَ وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ فَقَالَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ قَالَ فَدَنُونَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكْبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَامَ وَتَرَكْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ (وَلَا تُجَالِسِ الْأَشْرَافَ) تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (يَعْنِي عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ) وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (قَالَ هَلَكَ) قَالَ أَمْرُ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلِ الرَّجُلَيْنِ وَمَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ حَبَابٌ فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا فَمَنَّا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومَ .

৪১২৭। খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী (অনুবাদ) : “যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ডাকে তাদেরকে তুমি তাড়িয়ে দিও না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কাজের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে, করলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে” (সূরা আনআম : ৫২)। তিনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, আকরা ইবনে হাবেস আত-তামীমী ও উয়াইনা ইবনে হিসন আল-ফাজারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুহাইব, বিলাল, আম্মার ও খাব্বাব (রা) প্রমুখ দরিদ্র অসহায় মুমিনদের সাথে বসা দেখলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে তাদের উপবিষ্ট দেখে তাদেরকে হয়ে জ্ঞান করলো। তারা তাঁর সান্নিধ্যে এসে একান্তে তাঁকে বললো, আমরা চাই যে, আপনি আপনার সাথে আমাদের বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন, যাতে আরবরা আমাদের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। কেননা আপনার নিকট আরবের প্রতিনিধি দলসমূহ আসে। এই দাসদের সাথে আরবরা আমাদেরকে উপবিষ্ট দেখলে তাতে আমরা লজ্জাবোধ করি। অতএব আমরা যখন আপনার নিকট আসবো তখন আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে উঠিয়ে দিবেন। আমরা আপনার নিকট থেকে বিদায়

নেয়ার পর আপনি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে বসুন। তিনি বলেন : আচ্ছা! দেখা যাক। তারা বললো, আপনি আমাদের জন্য একটি চুক্তিপত্র লিখিয়ে দিন। রাবী বলেন, তিনি কাগজ আনালেন এবং আলী (রা)-কে লেখার জন্য ডাকলেন। আমরা এক পাশে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে জিবরীল (আ) এই আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেন (অনুবাদ) : “যারা তাদের রবকে সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের তুমি তাড়িয়ে দিও না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কাজের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে। করলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে” (সূরা আনআম : ৫২)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আকরা ইবনে হাবেস ও উয়াইনা ইবনে হিসন-এর সম্পর্কে নাযিল করেন (অনুবাদ) : “এইভাবেই আমি তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে, আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্পর্কে বিশেষ অবহিত নন” (সূরা আনআম : ৫৩)?

অতঃপর আল্লাহ বলেন, “যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে তারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তুমি তাদের বলো : তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন” (সূরা আনআম : ৫৪)। রাবী বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা তাঁর এতো নিকটবর্তী হলাম যে, আমাদের হাঁটু তাঁর হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে বসতেন এবং যখন উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাদের ছেড়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদের সংসর্গে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তার সন্তোষ লাভের আশায় এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না” (সূরা কাহফ : ২৮)। আর তুমি অভিজাতদের সাথে বসো না এবং যার চিন্তকে আমি আমার স্বরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি তার অনুসরণ করো না। যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং কাজেকর্মে সীমা অতিক্রম করে (অর্থাৎ উয়াইনা ও আকরা) তার কৃতকর্ম বরবাদ হয়েছে। অতঃপর তিনি তাদের সামনে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ও পার্থিব জীবনের উপমা পেশ করেন (সূরা কাহফের ৩২ নং ও ৪৫ নং আয়াত দ্র.) খাব্বাব (রা) বলেন, অতঃপর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসতাম। যখন তাঁর উঠার সময় হতো তখন আমরা তাঁর আগে উঠে যেতাম, অতঃপর তিনি উঠতেন।

১২৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا سِتَّةَ فَيُ فِي ابْنِ مَسْعُودٍ وَصُهَيْبٍ وَعَمَّارٍ وَالْمِقْدَادِ وَبِلَالٍ قَالَ قَالَتُ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا لَا نَرْضَى أَنْ نَكُونَ أَتْبَاعًا لَهُمْ فَاطْرُدُّهُمْ عَنْكَ قَالَ فَدَخَلَ قَلْبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ

مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْخُلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْعُدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الْآيَةَ .

৪১২৮। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াত আমাদের ছয়জন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে : আমি, ইবনে মাসউদ, সুহাইব, আশ্কার, মিকদাদ ও বিলাল (রা)। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমরা এসব লোকের সাথে বসতে সম্মত নই। আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন। রাবী বলেন, এই কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আল্লাহর মর্জি একটা ধারণার উদয় হলো। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ): “যারা তাদের রবকে সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের তুমি তাড়িয়ে দিও না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কাজের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে, করলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে” (সূরা আনআম : ৫২)।

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ فِي الْمُكْثَرِينَ

সম্পদশালীদের সম্পর্কে।

৪১২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ثَنَا عَيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَبَلِّ لِلْمُكْثَرِينَ الْأَمْنَ قَالَ بِالْمَالِ
هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمَنْ قُدَّامِهِ وَمَنْ وَرَائِهِ .

৪১২৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রাচুর্যের মালিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, তবে যারা ডানে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে (আল্লাহর পথে) নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তারা ব্যতীত।

৪১৩- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ هُوَ سَمَّاكٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ الْحَنْفِيِّ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَكْثَرُونَ هُمْ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَمْنُ
مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَكَسَبَهُ مِنْ طَيْبٍ .

৪১৩০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সম্পদশালীরা কিয়ামতের দিন সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হবে। কিন্তু যারা নিজেদের মাল এদিক সেদিক (আল্লাহর পথে) খরচ করে এবং পবিত্র পন্থায় তা উপার্জন করে তারা এর ব্যতিক্রম।

৪১৩১ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ الْأَمَّنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا .

৪১৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিপুল প্রাচুর্যের মালিকরা হলো নীচু স্তরের লোক। তবে যারা বলেছে, এই দিকে, এই দিকে ও এই দিকে বিলিয়ে দাও তারা ব্যতীত। তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন।

৪১৩২ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أُحَدِّثَ عِنْدِي ذَهَبًا فَتَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ الْأَشْيَاءُ أَرْضُهُ فِي قِضَاءِ دَيْنٍ .

৪১৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি পছন্দ করি না যে, উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ আমার অধিকার থাক এবং তৃতীয় দিনেও তার কিছু আমার নিকট অবশিষ্ট থাক, তবে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছাড়া (বু, মু)।

৪১৩৩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مَشْكَمٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ مَنْ أَمَّنَ بِي وَصَدَّقَنِي وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِيبَ إِلَيْهِ لِقَائِكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقِضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَمْ يَصْدَقْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمُرَهُ .

৪১৩৩। আমর ইবনে গাইলান আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান এনেছে, আমার সত্যতা স্বীকার করেছে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তা আপনার পক্ষ থেকে আগত সত্য বলে জ্ঞান করেছে, আপনি তার ধনবল ও জনবল হ্রাস করে দিন, আপনার সাক্ষাত তার জন্য প্রিয় বানিয়ে দিন এবং তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করুন। আর যে

ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনেনি, আমাকে সত্য বলে মেনে নেয়নি এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তা আপনার পক্ষ থেকে আগত সত্য বলে জ্ঞান করেনি, আপনি তার ধনবল ও জনবল বৃদ্ধি করুন এবং তার আয়ুষ্কাল বর্ধিত করুন।

১৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرْزَيْنَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرْزَيْنَ ثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ عَنْ الْبَرَاءِ السَّلِيطِيِّ عَنْ نُقَادَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يَسْتَمْنَحُهُ نَاقَةً فَرَدَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ فَلَمَّا أَبْصَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهَا وَفِيْمَنْ بَعَثَ بِهَا قَالَ نُقَادَةُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا قَالَ وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُلِبَتْ فَدَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَ فُلَانٍ لِلْمَانِعِ الْأَوَّلِ وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلَانٍ يَوْمًا بِيَوْمٍ لَلَّذِي بَعَثَ بِالنَّاقَةِ .

৪১৩৪। নুকাদা আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি উষ্ট্রী ধার আনার জন্য পাঠান। কিন্তু সে তাঁকে ধার দিলো না। অতঃপর তিনি আমাকে আরেক ব্যক্তির নিকট পাঠান। সে তাঁর জন্য একটি উষ্ট্রী পাঠিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীটি দেখে বলেন : “হে আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দাও এবং যে ব্যক্তি এটা পাঠিয়েছে তাকেও”। নুকাদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, যে ব্যক্তি এই উষ্ট্রী নিয়ে এসেছে তার জন্যও (দোয়া করুন)। তিনি বলেন : “যে ব্যক্তি এটা নিয়ে এসেছে তাকেও (বরকত দান করুন)”। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলে উষ্ট্রীর দুধ দোহন করা হলো এবং তা পরিমাণে পর্যাপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তির ধন বৃদ্ধি করুন, যে প্রথম নিষেধকারী। আর যে ব্যক্তি উষ্ট্রীটি পাঠিয়েছে তাকে দৈনিক হারে রিযিক দিন”।

১৩৫- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهِمِ وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَف .

৪১৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দীনার ও দিরহাম দাসেরা ধ্বংস হোক, সুদৃশ্য চাদর ও কারুকার্যময় চাদরের দাসেরাও ধ্বংস হোক। তাকে দান করা হলে খুশী হয় এবং না দেয়া হলে (কৃত অঙ্গীকার) পূর্ণ করে না (বু)।

১৩৬- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الحَمِيصَةِ تَعَسَّ وَأَتَتْكَسَّ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا أَنْتَقَشَ .

৪১৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দীনার, দিরহাম ও মূল্যবান চাদরের গোলামেরা ধ্বংস হোক। আল্লাহ এদেরকে অধমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। জাহান্নামের কাঁটার খোঁচা খেয়েও সে বের হতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ الْقَنَاعَةِ

অল্পে তুষ্টি।

১৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ .

৪১৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেই ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায় না। মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য (বু, মু, তি)।

১৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَحُمَيْدِ بْنِ هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَرَزِقَ الْكِفَافَ وَقِنَعَ بِهِ .

৪১৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, যাকে প্রয়োজন মারফিক রিযিক দান করা হয়েছে এবং যে তাতেই পরিতুষ্ট থাকে, সে-ই সফলকাম হয়েছে (মু, তি)।

৪১৩৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلْ رِزْقَ الْ مُحَمَّدٍ قُوَّتًا .

৪১৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য কেবল জীবন ধারণোপযোগী (পরিমাণ) রিযিকের ব্যবস্থা করুন (বু, মু, তি)।

৪১৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ تَنَا أَبِي وَيَعْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ نُفَيْعٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيرٍ إِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أُتِيَ مِنَ الدُّنْيَا قُوَّتًا .

৪১৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন ধনী-গরীব প্রত্যেকেই এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি করবে যে, তাদেরকে যদি পৃথিবীতে জীবন ধারণোপযোগী রিযিক দান করা হতো।

৪১৪১ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَا تَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شَمَيْلَةَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ أَمِنًا فِي سِرِّهِ عِنْدَهُ قُوَّتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيَزَتْ لَهُ الدُّنْيَا .

৪১৪১। সালামা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মিসান আল-আনসারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুস্থদেহে দিনাতিপাত করে, পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয় এবং তার নিকট যদি সারা দিনের খোরাকী থাকে, তাহলে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াই একত্র করা হলো (তি ২২৮৮)।

৪১৪২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ تَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظَرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَلَيْكُمْ .

৪১৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা পার্শ্ব ব্যাপারে তোমাদের চাইতে কম সমৃদ্ধশালী

লোকদের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তোমাদের চাইতে অধিক সমৃদ্ধশালী লোকদের প্রতি তাকিও না। তাহলে তোমাদেরকে দেয়া আল্লাহর নিআমত তোমাদের নিকট তুচ্ছ মনে হবে না (মু, তি)।

১১৪৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ بْنِ كَثِيرٍ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ تَنَا يَزِيدَ ابْنَ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ .

৪১৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চেহারা ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি তোমাদের কার্যকলাপ ও অন্তরের দিকে লক্ষ্য রাখেন (মু ৬৩১১)।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ مَعِيشَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিজনবর্গের জীবন-জীবিকা।

১১৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنَمَكْتُ شَهْرًا مَا نُوقِدُ فِيهِ بِنَارٍ مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ (إِلَّا أَنْ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ نَلَبْتُ شَهْرًا) .

৪১৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ এক এক মাস এমনভাবে অতিবাহিত করতাম যে, আমাদের চুলায় আগুন জ্বালাতে পারতাম না। খেজুর ও পানিই হতো আমাদের জীবন ধারণের উপকরণ। ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় “নালবাছু” শব্দ এসেছে “নামকুসু”-এর পরিবর্তে (অর্থ একই)।

১১৪৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلِيَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ الشَّهْرُ مَا يُرَى فِي بَيْتٍ مِنْ بَيْوتِهِ الدُّخَانُ قُلْتُ فَمَا كَانَ طَعَامُهُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانُ مِنَ الْأَنْصَارِ جِيرَانُ صِدْقٍ وَكَانَتْ لَهُمْ رِثَابٌ فَكَانُوا يَبْعَثُونَ إِلَيْهِ الْبَانَهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَانُوا تِسْعَةَ آيَاتٍ .

৪১৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিজনবর্গের কোন কোন মাস এমনভাবে অভিবাহিত হতো যে, তাদের কারো ঘরের চুলা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যেতো না। আমি (আবু সালামা) জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের আহাৰ্য কি ছিলো? তিনি বলেন, দু'টি কালো জিনিস : খেজুর ও পানি। তবে আমাদের আনসারী প্রতিবেশীরা ছিলেন অভ্যস্ত সত্যপ্রিয়। তারা বকরী পালতেন এবং বকরীর দুধ উপটৌকন স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পাঠাতেন। রাবী মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) বলেন, তাঁর পরিবারবর্গ নয় ঘরে বিভক্ত ছিলো।

৪১৪৬- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ شُعْبَةَ عَنْ سَمَاقٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْتَوِي فِي الْيَوْمِ مِنَ الْجُوعِ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ .

৪১৪৬। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাতাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিনের বেলা ক্ষুধার তাড়নায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতে দেখেছি। তিনি তাঁর উদর পূর্তির জন্য এমনকি রুদ্দি খেজুরও পেতেন না।

৪১৪৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَرَارًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ حَبٍّ وَلَا صَاعٌ تَمْرٍ وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ

৪১৪৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজন এমন অবস্থায় ভোরে উপনীত হতো যে, তাদের নিকট এক সা খাদ্যশস্য বা এক সা খেজুরও থাকতো না। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

৪১৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَدِيْمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مُدٌّ مِّنْ طَعَامٍ أَوْ مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مُدٌّ مِّنْ طَعَامٍ .

৪১৪৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুহাম্মাদের পরিবারবর্গ এমন অবস্থায় সকালে উপনীত হতো যে, তাদের নিকট এক মুদ পরিমাণ খাদ্যশস্যও থাকতো না।

৬১৬৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَكْرَمِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ آتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَكَّنْتَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ لَا نَقْدِرُ (أَوْ لَا يَقْدِرُ) عَلَيَّ طَعَامٍ .

৪১৪৯। সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা তিন দিন যাবত খাদ্যের সংস্থান করতে পারিনি।

৬১৫০- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بِطَعَامٍ سُخْنٍ فَآكَلْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٍ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا .

৪১৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গরম টাটকা খাবার পেশ করা হলো। তিনি আহার করলেন এবং আহার শেষে বললেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এতো দিন পর্যন্ত আমার উদরে কখনো এরূপ টাটকা উপাদেয় খাদ্য প্রবেশ করেনি।

অনুচ্ছেদ : ১১

بَابُ ضِجَاعِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের বিছানা।

৬১৫১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَدَمًا حَشْوُهُ لَيْفٌ .

৪১৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা ছিল চামড়ার তৈরী। তার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিলো (বু, মু, তি, ই)।

৬১৫২- حَدَّثَنَا وَأَصْلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلِيًّا وَقَاطِمَةَ وَهُمَا فِي خَمِيلٍ لُهُمَا وَالْخَمِيلُ الْقَطِيفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصُّوفِ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَهَّزَهُمَا بِهَا وَوَسَادَةٌ مَحْشُوءَةٌ إِذْخِرًا وَقِرْبَةً .

৪১৫২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ও ফাতিমা (রা)-এর নিকট এলেন। তখন তারা তাদের একটি সাদা পশমী চাদরে আবৃত ছিলেন। তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিবাহের উপটোকন স্বরূপ দিয়েছিলেন। তিনি আরও দিয়েছিলেন ইযখির ঘাস ভর্তি একটি বালিশ এবং পানির একটি মশক।

৪১৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنِي سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَالَ فَجَلَسْتُ فَأَذَا عَلَيْهِ اِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةِ مِمنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَقَرِظٌ فِي نَاحِيَةِ فِي الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَهَابٌ مُعَلَّقٌ فَابْتَدَرْتُ عَيْنَايَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِرَاتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى وَذَلِكَ كَسْرِي وَقَبْصَرُ فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِرَاتُكَ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةَ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلَى .

৪১৫৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি তখন খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শোয়া ছিলেন। আমি বসে পড়লাম। তাঁর পরিধানে ছিলো একটি লুঙ্গি। এ ছাড়া আর কোন বস্ত্র তাঁর পরিধানে ছিলো না। তাঁর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিলো। আমি দেখলাম যে, তাঁর ঘরের এক কোণে ছিলো প্রায় একসা গম, বাবলা গাছের কিছু পাতা এবং ঝুলন্ত একটি পানির মশক। এ অবস্থা দেখে আমার দু'চোখে অশ্রু প্রবাহিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি কেন কাঁদবো না! এই চাটাই আপনার পাঁজরে দাগ কেটে দিয়েছে, আর এই হচ্ছে আপনার ধনভাণ্ডার, এতে যা আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এই কিসরা (পারস্যরাজ) ও কায়সার (রোম সম্রাট) বিরাট বিরাট উদ্যান ও বর্ণা সমৃদ্ধ অট্টালিকায় বিলাস-ব্যসনে জীবন-যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহর নবী এবং তাঁর মনোনীত প্রিয় বান্দা। আর আপনার ধনভাণ্ডারের অবস্থা এই। তিনি বলেন : হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের স্থায়ী সুখ-শান্তি এবং ওদের জন্য রয়েছে পার্শ্ব ভোগবিলাস? আমি বললাম, হ্যাঁ।

১১৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ وَأَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَا تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَيْتِ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ فَمَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيْلَةً أَهْدَيْتِ إِلَّا مَسَكَ كَبْشٍ .

৪১৫৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাকে যেদিন আমার ঘরে তুলে আনা হলো সেদিন রাতে আমাদের বিছান ছিলো ছাগলের চামড়া।

অনুচ্ছেদ : ১২

بَابُ مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের জীবন-জীবিকা।

১১৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا تَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا يَتَحَامَلُ حَتَّى يَجِيءَ بِالْمَدِّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمْ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ شَقِيقٌ كَأَنَّهُ يُعْرِضُ بِنَفْسِهِ .

৪১৫৫। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিতেন। তাই আমাদের কেউ শ্রমিকের কাজ করতে যেতেন এবং এক মুদ উপার্জন করে নিয়ে আসতেন (অতঃপর তা থেকে দান-খয়রাত করতেন)। আর আজকের দিনে তাদের কেউ কেউ লাখো দিরহামের মালিক। শাকীক (র) বলেন, তিনি উক্ত কথা দ্বারা নিজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

১১৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا .

৪১৫৬। খালিদ ইবনে উমাইর (র) বলেন, উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা) মিস্বারে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতজনের মধ্যে সপ্তমজন ছিলাম। গাছের পাতা ছাড়া আমাদের আহারের জন্য আমাদের সাথে আর কিছু ছিলো না। শেষে আমাদের মাড়ির ছাল উঠে গিয়েছিলো।

১১৫৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ وَهُمْ سَبْعَةٌ قَالَ فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ سَبْعَ تَمْرَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ تَمْرَةً .

৪১৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা সাতজন চরম অনাহারের শিকার হলেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি করে খেজুর দেয়ার জন্য আমাকে মোট সাতটি খেজুর দিলেন।

১১৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ قَالَ الزُّبَيْرُ وَآيُ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ وَأِنَّمَا هُوَ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ .

৪১৫৮। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন “এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে” (সূরা তাকাসুর : ৮) শীর্ষক আয়াত নাযিল হলো, তখন যুবাইর (রা) বলেন, আমাদের নিকট এমন কি নিয়ামত আছে যে সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? আমাদের নিকট শুধুমাত্র দু’টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর ও পানি আছে। তিনি বলেন : তা অচিরেই (তোমাদের হস্তগত) হবে।

১১৫৯- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِي أَزْوَادُنَا حَتَّى كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِائَةً تَمْرَةً فَفَقِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَإِنَّ تَفْعُ التَّمْرَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا وَآتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِحَوْتٍ قَدْ قَدَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا .

৪১৫৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিন শত লোককে (এক সামরিক অভিযানে) পাঠান। আমরা আমাদের রসদপত্র নিজ নিজ কাঁধে বহন করেছিলাম। আমাদের খাদ্য প্রায় ফুরিয়ে এলো। আমাদের মাথাপিছু একটি করে খেজুর থাকলো। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু আবদুল্লাহ! একটি মাত্র খেজুরে একজন লোকের কি হতো? তিনি বলেন, যখন মাথাপিছু

একটি করে খেজুরও শেষ হয়ে গেলো, তখন আমরা এর কদর বুঝতে পারলাম। আমরা সমুদ্রতীরে উপনীত হয়ে তথায় একটি বিরাটকায় মাছ দেখতে পেলাম, যেটিকে সমুদ্র তরঙ্গ তীরে নিষ্ক্ষেপ করেছিল। আমরা আঠারো দিন ধরে সেই মাছটি আহার করলাম।

অনুচ্ছেদ : ১৩

بَابُ فِي الْبِنَاءِ وَالْخَرَابِ

ইমারত নির্মাণ ও ধ্বংস।

১৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَحْنُ نَعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ خُصٌّ لَنَا وَهِيَ نَحْنُ نُصَلِّحُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ .

৪১৬০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমরা আমাদের একটি কুঁড়েঘর মেরামত করছিলাম। তিনি বলেন : এটা কি? আমি বললাম, আমাদের কুঁড়েঘর। সেটি আমরা মেরামত করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি তো দেখছি মৃত্যু তার চেয়েও দ্রুত এসে যাচ্ছে।

১৬৭- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ابْنُ أَبِي قُرُوءَةَ حَدَّثَنِي اسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبَّةٍ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا قَبَّةٌ بَنَاهَا فَلَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَالٍ يَكُونُ هَكَذَا فَهُوَ وَبَالَ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَلَغَ الْأَنْصَارِيُّ ذَلِكَ فَوَضَعَهَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فَلَمْ يَرَهَا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأَخْبَرَ أَنَّهُ وَضَعَهَا لِمَا بَلَغَهُ عَنْكَ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ يَرْحَمُهُ اللَّهُ .

৪১৬১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর গোলাকার ঘরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কি? তারা বলেন, এটা অমুকের তৈরী একটি গোলাকার ঘর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরূপ যে কোন সম্পদ কিয়ামতের দিন তার মালিকের জন্য বিপদের কারণ হবে। এই কথা আনসারীর নিকট পৌঁছলে তিনি ঘরখানি ভেঙ্গে ফেলেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পথে যেতে ঘরটি না দেখতে পেয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে জানানো হলো, আপনার কথা তার

কানে পৌঁছার পর সে তা ভেঙ্গে ফেলেছে। তিনি বলেন : আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন।

৪১৬২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَنَيْتُ بَيْتًا يُكْنِي مِنَ الْمَطَرِ وَيُكْنِي مِنَ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى .

৪১৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, আমি রোদ-বৃষ্টি থেকে আশ্রয়ের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেছি। কিন্তু মহান আল্লাহর সৃষ্টির কেউ আমাকে সহযোগিতা করেনি।

৪১৬৩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ قَالَ أَتَيْنَا خُبَابًا نَعُودُهُ فَقَالَ لَقَدْ طَالَ سَقَمِي وَلَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ وَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لِيُؤَجَّرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي التُّرَابِ أَوْ قَالَ فِي الْبِنَاءِ .

৪১৬৩। হারিসা ইবনে মুদাররির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অসুস্থ খাব্বাব (রা)-কে দেখতে এলাম। তখন তিনি বলেন, আমার অসুস্থাবস্থা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনতাম : “তোমরা মৃত্যুর আকাংখা করো না”, তাহলে অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করতাম। তিনি বলেছেন : নিশ্চয় বান্দা তার প্রতিটি ব্যয়ের জন্য প্রতিদান পাবে, মাটিতে ব্যয় করার বা ইমারত নির্মাণ ব্যয় ব্যতীত।

অনুচ্ছেদ : ১৪

بَابُ التَّوَكُّلِ وَالْيَقِينِ

তাওয়াক্কুল (আল্লাহ ভরসা) ও ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়)।

৪১৬৪ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا .

৪১৬৪। উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর উপর ভরসা করতে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মত রিযিক দান করতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালিপেটে (বাসা থেকে) বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা উদর পূর্তি করে (বাসায়) ফিরে আসে।

৪১৬৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَامِ بْنِ شُرْحَبِيلَ أَبِي شُرْحَبِيلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءِ ابْنِ خَالِدٍ قَالَا دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئًا فَأَعْنَاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا تَبَاسًا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّتْ رُءُوسُكُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلَدَهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৪১৬৫। খালিদের পুত্রদ্বয় হাব্বাহ ও সাওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি কিছু মেরামত করছিলেন। আমরা তাঁকে তাতে সহায়তা করলাম। তিনি বলেন : যতক্ষণ তোমাদের মাথা সুস্থ থাকবে (তোমরা জীবিত থাকবে), তোমরা রিযিকের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে না। মানুষকে তো তার মা রক্তাপুত ও ক্ষীণ চামড়াযুক্ত অবস্থায় প্রসব করে, সেই অবস্থায়ও মহান আল্লাহ তাকে রিযিক দান করেন।

৪১৬৬ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَأَنَا أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ رُزَيْقٍ الْعَطَّارُ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنْ اتَّبَعَ قَلْبَهُ الشَّعْبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ التُّشْعَبُ .

৪১৬৬। আমার ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আদম সন্তানের অন্তরের প্রতিটি ময়দানে অনেক পথ রয়েছে। যে ব্যক্তি তার অন্তরের প্রতিটি ময়দানের সকল পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে যে কোন ময়দানে ধ্বংস করতে পরোয়া করেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, সে সর্বপ্রকার পথ থেকে মুক্তি পায়।

৪১৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ .

৪১৬৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ব্যক্তিরেকে মারা না যায়।

৪১৬৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَّأَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اِحْرَصُ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ فَاِنْ غَلَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ وَاِيَاكَ وَاللّٰوُ فَانِ اللّٰوُ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

৪১৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শক্তিমান মুমিন ব্যক্তি দুর্বল মুমিন ব্যক্তির তুলনায় উত্তম এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যে কল্যাণ আছে। তোমাদের জন্য উপকারী প্রতিটি উত্তম কাজের প্রতি আগ্রহী হও এবং অলস বা গাফিল হয়ো না। কোন কাজ তোমাকে পরাভূত করলে তুমি বলো, আল্লাহ নির্দারণ করেছেন এবং নিজ মর্জি মাফিক করে রেখেছেন। “যদি” শব্দ সম্পর্কে সাবধান থাকো। কেননা ‘যদি’ শয়তানের কর্মের পথ উন্মুক্ত করে।^২

অনুচ্ছেদ : ১৫

بَابُ الْحِكْمَةِ

হিকমত (প্রজ্ঞা)।

৪১৬৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةٌ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا .

৪১৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো ধন। সূতরাং সে যেখানেই তা পাবে, সে-ই হবে তার অধিকারী (তি ২৬২৪)।

৪১৭ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفِرَاعُ .

২. আরও দ্র. ৭৯ নং হাদীস, মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৩২।

৪১৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন দু'টি নিয়ামত আছে যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় পতিত : সুস্বাস্থ্য ও সুসময় বা অবসর।^৩

৪১৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَانَ بْنِ حُسَيْمٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْنِي وَأَوْجِزْ قَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُودَعٍ وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ .

৪১৭১। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সংক্ষেপে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন : যখন তুমি তোমার নামাযে দাঁড়াবে, তখন এমনভাবে নামায পড়ো, যেন এটাই তোমার শেষ নামায। তুমি এমন কথা বলো না, যার জন্য তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। আর মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও।

৪১৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِيًا فَقَالَ يَا رَاعِي أَجْزَرْنِي شَاءَ مِنْ غَنَمِكَ قَالَ أَذْهَبَ فَخُذْ بِأَذُنِ خَيْرِهَا فَذَهَبَ فَآخَذَ بِأَذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ .

৪১৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মজলিসে বসে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনলো, অতঃপর সে তার বন্ধুর নিকট খারাপ কথা বর্ণনা করলো এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলো গোপন রাখলো, সে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনীয় যে কোন রাখালের নিকট গিয়ে বললো, হে রাখাল! তোমার পাল থেকে আমাকে একটি বকরী দাও। রাখাল বললো, তুমি যাও এবং তোমার পছন্দমত পালের মধ্যকার উত্তম বকরীটি নাও। কিন্তু সে গিয়ে বকরীর পালের (পাহারারত) কুকুরের কান ধরে নিয়ে এলো।

১৭২(১) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلْمَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُوسَى
ثَنَا حَمَادٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ بِأُذُنِ خَيْرِهَا شَاءَ .

৪১৭২(১)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম-মূসা-হাম্মাদ (র)
সূত্রে সামান্য শাফিক পার্থক্যসহ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪ ১৬

بَابُ الْبِرَاءَةِ مِنَ الْكِبَرِ وَالتَّوَضُّعِ

অহমিকা বর্জন এবং বিনয়-নম্রতা অবলম্বন।

১৭৩- ٤١٧٣ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مَيْمُونِ الرَّقِيِّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي
قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ
حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ .

৪১৭৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াল্লাম বলেছেন : যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও (সামান্যতম) অহংকার আছে,
সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান
আছে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না।^৪

১৭৪- ٤١٧٤ - حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ
الْأَعْرَبِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ
الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ .

৪১৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর, মহানত্ব আমার লুঙ্গি।
কেউ এই দুইটির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করলে, আমি তাকে দোযখে
নিষ্ক্ষেপ করবো (দা)।

৪. তিরমিযী ১৯৪৮, ইবনে মাজা ৬৯, মুসলিম ১৬৮।

৪১৭৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ اسْحَاقَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا الْقَيْتُهُ فِي النَّارِ .

৪১৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর, মহানত্ব আমার লুঙ্গি। কেউ এই দুইটির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করলে, আমি তাকে দোষখে নিষ্ক্ষেপ করবো।

৪১৭৬- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دَرَجَةٌ يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ .

৪১৭৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এক স্তর বিনয়ী হবে, আল্লাহ তার মর্যাদা এক স্তর উঁচু করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে এক স্তর অহংকার করবে, আল্লাহ তার মর্যাদা এক স্তর নীচু করে দিবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে হীনতাপ্রস্তুদের মধ্যে হীনতামে পরিণত করবেন।

৪১৭৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَسَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ الْأُمَّةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَاجَتِهَا .

৪১৭৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার কোন দাসী নিজ প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরে তাঁকে নিজ ইচ্ছামত মদীনার কোন স্থানে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতেন না (তার সাথে যেতেন)।

৪১৭৮- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيُسَبِّحُ الْجِنَازَةَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ

وَبَرَكَبُ الْحِمَارِ وَكَانَ يَوْمَ قَرْيَظَةَ وَالنُّضِيرِ عَلَى حِمَارٍ وَيَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ
مَخْطُومٍ بَرَسَنٍ مِنْ لَيْفٍ وَتَحْتَهُ أَكَافٌ مِنْ لَيْفٍ .

৪১৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুগ্নকে দেখতে যেতেন, জানাযায় শরীক হতেন, ক্রীতদাসের দাওয়াত কবুল করতেন এবং গাধার পিঠে সওয়ার হতেন। তিনি বনু কুরায়যা ও বনু নাদীরের যুদ্ধের দিন একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলেন। খায়বারের যুদ্ধের দিনও তিনি নাসারন্দ্রে খেজুর গাছের বাকলের তৈরী লাগাম বাঁধা গাধায় সওয়ার ছিলেন। তার নিচে ছিল খেজুর গাছের বাকলের আঁশ দ্বারা তৈরী গদি (তিরমিযী)।

٤١٧٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ثَنَا أَبِي عَنْ
مَطْرِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطْرِفٍ عَنْ عِيَّاسِ بْنِ حِمَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَطَبَهُمْ
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ .

৪১৭৯। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং বললেন : মহামহিম আল্লাহ আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, নম্রতা অবলম্বন করো, এমনকি একজন যেন অপরজনের উপর অহংকার প্রকাশ না করে (মু ৬৯৪৬, ই ৪২১৪)।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ الْحَيَاءِ

লজ্জাশীলতা।

٤١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عْتَبَةَ مَوْلَى لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءٍ فِي خِدْرِهَا
وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا رُمِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ .

৪১৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দানশীন কুমারীর চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোন জিনিস অপছন্দ করলে তা তাঁর চেহায়ায় প্রতিভাত হতো বা তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যেতো।

১১৮১- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُوْثَسَ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ
خُلُقًا وَخُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ .

৪১৮১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি ধর্মেরই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। আর ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো 'লজ্জাশীলতা'।

১১৮২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ ثَنَا صَالِحُ بْنُ
حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ
لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ .

৪১৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় প্রতিটি ধর্মের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো 'লজ্জাশীলতা'।

১১৮৩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ
عُقْبَةَ ابْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ
كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوْلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

৪১৮৩। আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী থেকে যা পেয়েছে তার মধ্যে আছে, “তোমার লজ্জা-শরম না থাকলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো”।

১১৮৪- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ
وَالْبَدَأُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ .

৪১৮৪। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লজ্জাশীলতা ঈমানের অংগ। আর ঈমানের অবস্থান হলো জান্নাত। আর অশীলতা হলো অত্যাচার (জুলুম), আর অত্যাচার থাকবে জাহান্নামে।

৪১৮৫ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَلَا كَانَ
الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ .

৪১৮৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোন বস্তুর কেবল কর্দয়তাই বৃদ্ধি করে এবং লজ্জা-শরম কোন
জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে (তি ৯২৪)।

অনুচ্ছেদ : ১৮

بَابُ الْحِلْمِ

সহনশীলতা।

৪১৮৬ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي
أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ فِي آيِ الْحُورِ شَاءَ .

৪১৮৬। মুআয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেন : যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা রেখেও তা সংবরণ করে,
আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং বেহেশতের যে
কোন হুর নিজের ইচ্ছামত বেছে নেয়ার অধিকার দান করবেন (তি ১৯৭০)।

৪১৮৭ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا
خَالِدُ بْنُ دِينَارِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عُمَارَةَ الْعَبْدِيِّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ كُنَّا
جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَيْتُكُمْ وَفُودُ عَبْدِ الْقَيْسِ وَمَا يَرَى أَحَدٌ فِينَا
نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءُوا فَفَزَلُوا فَاتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبَقِيَ الْأَشْجُ الْعَصْرِيُّ فَجَاءَ
بَعْدُ فَفَزَلَ مَنْزِلًا فَاتَاخَ رَاحِلَتَهُ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَشْجُ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ
وَالتَّوَدَّةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَىءٌ جَبَلْتُ عَلَيْهِ أَمْ شَىءٌ حَدَّثَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ بَلْ شَىءٌ جَبَلْتُ عَلَيْهِ .

৪১৮৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তিনি বলেন : তোমাদের নিকট আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল এসেছে। কিন্তু তখনও আমাদের সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছিলো না। এই অবস্থায় আমাদের কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো। ইতিমধ্যে তারা এসে পৌঁছলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হলো, কেবল আশাজ্জ আল-আসারী তখনো পৌঁছেননি। পরে তিনি এসে পৌঁছে একটি স্থানে অবতরণ করে তার উম্মী বাঁধলেন, নিজের কাপড় একপাশে রাখলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : হে আশাজ্জ! তোমার মধ্যে এমন দু'টি উত্তম স্বভাব বিদ্যমান, যা আল্লাহ পছন্দ করেন : সহনশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধ। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মধ্যে তা কি প্রকৃতিগত না সৃষ্টিগত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বরং প্রকৃতিগত।

৪১৮৮। হবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাজ্জ আল-আসারীকে বলেন : নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি উত্তম স্বভাব বিদ্যমান, যা আল্লাহ পছন্দ করেন : সহনশীলতা ও লজ্জাশীলতা।

৪১৮৯। হবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে তা অন্য কিছু সংবরণে নেই।

অনুচ্ছেদ : ১৯

بَابُ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ

দুঃখিতা ও কান্নাকাটি।

৪১৯০। حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنبَأَنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُورِقِ الْعَجَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ إِنَّ السَّمَاءَ
 أَطَّتْ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَنْطَبَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ الْأُومَلِكِّ وَأَضِعَ جَبْهَتَهُ
 سَاجِدًا لِلَّهِ وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا
 تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ
 وَاللَّهُ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجْرَةً تُعْضَدُ .

৪১৯০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আমি দেখি যা তোমরা দেখো না এবং আমি শুনি যা তোমরা শোনো না। আসমান চড়চড় করছে এবং চড়চড় করাই তার কর্তব্য। তাতে চার আংগুল পরিমাণ জায়গাও খালি নাই, যেখানে একজন না একজন ফেরেশতা আল্লাহর জন্য সিজদায় তার কপাল লুটিয়ে দেননি। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, তোমরা তা জানতে পারলে খুব কমই হাসতে, বরং অধিক কাঁদতে, বিছানায় স্ত্রীদের সঙ্গে গল্প করতে না এবং চীৎকার করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে করতে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে। আল্লাহর শপথ! আহা, আমি যদি একটি গাছ হতাম এবং তা কেটে ফেলা হতো!

৪১৯১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ الْوَارِثِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ
 قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ
 لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا .

৪১৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে খুব কমই হাসতে এবং প্রচুর কাঁদতে।

৪১৯২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ مُوسَى
 ابْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ
 أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ إِسْلَامِهِمْ وَبَيْنَ أَنْ تَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ يُعَابِتُهُمُ اللَّهُ بِهَا الْأُ
 أَرْبَعُ سِنِينَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ
 فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .

৪১৯২। আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (র) তাকে অবহিত করেন যে, তার পিতা তাকে অবহিত করেছেন যে, তাদের ইসলাম গ্রহণ এবং তাদেরকে তিরস্কার করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিলের মধ্যে চার বছরের ব্যবধান ছিলো

(অনুবাদ) : “এরা যেন তাদের মতো না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তাদের উপর দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হওয়ায় তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী” (সূরা হাদীদ : ১৬)।

৪১৯৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْفِ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْثُرُوا الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ .

৪১৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা অধিক হাসবে না। কারণ অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায়।

৪১৯৪ - حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اقْرَأْ عَلَيَّ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِسُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَاذَا عَيْنَاهُ تَبْمَعَانِ .

৪১৯৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও। আমি তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। আমি যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম (অনুবাদ) : “যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো, তখন কী অবস্থা হবে” (সূরা নিসা : ৪১), তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তাঁর দু’চোখ বেয়ে পানি পড়ছে।

৪১৯৫ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَجَلَسَ عَلَيَّ شَفِيرُ الْقَبْرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَ الشُّرَى ثُمَّ قَالَ يَا إِخْوَانِي لِمَثَلِ هَذَا فَأَعِدُّوْا .

৪১৯৫। বারাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি কবরের কিনারে বসে কাঁদলেন, এমনকি তাঁর চোখের পানিতে মাটি ভিজে গেলো। অতঃপর তিনি বলেনঃ “হে ভাইসব! তোমাদের অবস্থাও তার মতই হবে, সুতরাং তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো”।

৬১৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِشِيرٍ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو رَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَّكُوا .

৪১৯৬। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কান্নাকাটি করো, যদি কাঁদতে না পারো তবে কান্নার ভান করো বা কাঁদতে চেষ্টা করো।

৬১৭৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي حَمَادُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ الزُّرْقِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَأَنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ ثُمَّ تُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حَرٍّ وَجْهَهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ .

৪১৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মুমিন বান্দার দু'চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে পানি বের হয়, যদিও তা মাছির মাথার পরিমাণ হয়, এবং তা কাপোলে বেয়ে পড়ে, তাতে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।

অনুচ্ছেদ : ২০

بَابُ التَّوَقُّفِ عَلَى الْعَمَلِ

আমল সম্পর্কে আশংকা।

৬১৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَعْدِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَهْوَى الَّذِي يَزْنِي وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ لَا يَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ (أَوْ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ) وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصَلِّيُ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ .

৪১৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (অনুবাদ) “এবং যারা তাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাভর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান

করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে” (সূরা মুমিনুন : ৬০), এর দ্বারা কি এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে এবং মদ্যপান করে? তিনি বলেন : না, হে আবু বাকরের কন্যা, হে সিদ্দীকের কন্যা! বরং উক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে রোযা রাখে, যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, নামায পড়ে এবং আশংকা করে যে, তার এইসব ইবাদত কবুল হলো কি না?

১১৯৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الدِمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ رَبِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ كَالرِّعَاءِ إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَاهُ وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ .

৪১৯৯। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমল হলো পাত্রের মত। পাত্রের তলা অক্ষত থাকলে তার উপরিভাগও অক্ষত থাকে এবং তার তলা নষ্ট হয়ে গেলে তার উপরিভাগও নষ্ট হয়ে যায়।

১২০০- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحَمَصِيِّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ رِقَاءَ بْنِ عَمْرِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَاحْسَنَ وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَاحْسَنَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا عَبْدِي حَقًّا .

৪২০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন বান্দা প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমরূপে নামায পড়লে মহান আল্লাহ বলেন, সে-ই আমার প্রকৃত বা যথার্থ বান্দা।

১২০১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَّارَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَارِبُوا وَسِدِّدُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ .

৪২০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সব ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ পছন্দ অবলম্বন করো এবং

বাড়াবাড়ি ত্যাগ করো। কেননা তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার আমল তাকে নাজাত দিতে পারবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও না? তিনি বলেন : আমিও না, তবে আল্লাহর রহমাত ও করুণা যদি আমাকে ঢেকে নেয়।

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ

কপটতা ও খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা।

৪২০২- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ لِيْ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِيْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ وَهُوَ لِلَّذِيْ أَشْرَكَ .

৪২০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমি শরীকদের (মুশরিকদের) শেরেক হতে মুক্ত। যে ব্যক্তি আমার জন্য কোন কাজ করলো এবং তাতে আমি ব্যতীত অন্য কিছুকে শরীক করলো, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সেই কাজ তার জন্য যাকে সে শরীক করেছে (মু ৭২০৫)।

৪২০৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَأَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَتَبَانَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرْتَنِيْ أَبِي عَنْ زِيَادِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فُضَّالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوْلِيْنَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَبِّبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ لَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ .

৪২০৩। আবু সাদ ইবনে আবু ফাদালা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা যখন কিয়ামতের দিন, যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নাই, পূর্বাপর সকলকে একত্র করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে এর মধ্যে কাউকে শরীক করেছে, সে যেন গাইরুল্লাহর নিকট নিজের সওয়াব চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা শরীকদের শেরেক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত (তি ৩০৯২)।

৬২০৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالَ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكَ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّيَ فَيَزِينُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ .

৪২০৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আসলেন, আমরা তখন মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি (স) বলেন : আমি কি তোমাদের এমন বিষয় অবহিত করবো না, যা আমার মতে তোমাদের জন্য মসীহ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর? রাবী বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন : গুপ্ত শেরেক। মানুষ নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুন্দরভাবে নামায পড়ে।

৬২০৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا رَوَادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ أَمَا أَنِّي لَسْتُ أَقُولُ يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا وَتْنَا وَلَكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ اللَّهِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً .

৪২০৫। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি আমার উম্মাতের জন্য যেসব বিষয়ের ভয় করি তার মধ্যে অধিক আশংকাজনক হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে শেরেক করা। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে, তারা সূর্য, চন্দ্র বা প্রতীমার পূজা করবে, বরং আল্লাহ ব্যতীত অপরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা এবং গোপন পাপাচার।^৫

৬২০৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عَيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَسْمَعُ يُسْمَعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يَرَاءَ يَرَاءَ اللَّهُ بِهِ

৫. মুসনাদে আহমাদ, নাওয়াদিরুল উসুল ও মুসতাদরাক হাকেম গ্রন্থদ্বয়ে আছে : জিজ্ঞেস করা হলো, গোপন পাপাচার কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভোরে উপনীত হবে এবং তার প্রবৃত্তি তাকে পরাভূত করবে। অনুকূল পরিবেশ পেয়ে পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং রোযা ত্যাগ করবে (অনুবাদক)।

৪২০৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতি অন্বেষণের জন্য কাজ করবে, আল্লাহ তার কাজের দোষ-ত্রুটি প্রচার করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কাজ করবে আল্লাহ তাকে সেটাই দেখাবেন (তি ২৩২২)।

৪২০৭ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كَهَيْلٍ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَرَأَ يَرَأَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُسْمِعَ يُسْمِعَ اللَّهُ بِهِ .

৪২০৭। জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করবে, আল্লাহও তাকে সেটাই দেখাবেন এবং যে ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতির অন্বেষণে আমল করবে, আল্লাহও তার আমল প্রচার করে দিবেন।

অনুচ্ছেদ : ২২

بَابُ الْحَسَدِ

হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা।

৪২০৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

৪২০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ঈর্ষা করা বৈধ নয়। (এক) যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে তা সৎকাজে ব্যয় করার মনোবলও দিয়েছেন। (দুই) যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তদ্বারা (সঠিক) মীমাংসা করে এবং তা (লোককে) শিক্ষা দেয় (বু ১৩১৭ ও ৬৬৪২)।

৪২০৯ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ

رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ .

৪২০৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুইটি ক্ষেত্র ব্যতীত ঈর্ষা করা জায়েয নেই। এক যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন এবং সে দিন-রাত সর্বক্ষণ তার উপর কায়েম থাকে। (দুই) যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা দিন-রাত সর্বক্ষণ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

٤٢١- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا ثنا ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي عيسى الحنّاط عن أبي الزناد عن أنس أن رسول الله ﷺ قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفى الخبيثة كما يطفى الماء النار والصلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار .

৪২১০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা নেক আমলসমূহ খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন জ্বালানী কাঠ খেয়ে ফেলে। দান-খায়রাত গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে বিলীন করে (নিভিয়ে) দেয়। নামায মুমিনের নূর (আলো) এবং রোযা দোযখ থেকে আত্মরক্ষার ঢাল।

অনুচ্ছেদ : ২৩

بَابُ الْبَغْيِ

বিদ্রোহ ও দুরাচার।

٤٢١١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أَتْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ عِيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخِرُ لَهُ فِي الْأُخْرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ .

৪২১১। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মত মারাত্মক আর কোন গুনাহ নাই, যার শাস্তি আল্লাহ ত্বরিতে দুনিয়াতে দেন এবং আখেরাতের জন্যও জমা রাখেন (তি ২৪৫১)।

৪২১২- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ .

৪২১২। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব দ্রুত পাওয়া যায় এবং দুরাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি দ্রুত কার্যকর হয়।

৪২১৩- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ .

৪২১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তির মন্দ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলমান ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে (তি ১৮৭৭)।

৪২১৪- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَنبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا وَلَا يَبْغِيَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ .

৪২১৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা নম্রতা অবলম্বন করো, বিনয়ী হও এবং তোমাদের কেউ যেন কারো প্রতি সীমালংঘন না করে (মু)।

অনুচ্ছেদ : ২৪

بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى

আল্লাহভীতি ও ধার্মিকতা।

৪২১৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ .

৪২১৫। আতিয়া আস-সাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন বান্দা ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় বৈধ অক্ষতিকর বিষয় ত্যাগ না করা পর্যন্ত মোস্তাকীদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না (তি ২৩৯৩)।

৪২১৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ثَنَا مُغِيثُ ابْنُ سُمَيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقِ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ .

৪২১৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন : প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন : সে হলো পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ যার কোন গুনাহ নাই, নাই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মহমিকা ও কপটতা।

৪২১৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ سِنَانَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنَعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسِنَ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَقْلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمَيِّتُ الْقَلْبَ .

৪২১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু হুরায়রা! তুমি আল্লাহভীরু হয়ে যাও, তাহলে লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী হতে পারবে। তুমি অল্পে তুষ্ট থাকো, তাহলে লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ হতে পারবে। তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অন্যদের জন্যও তাই পছন্দ করবে, তাহলে পূর্ণ মুমিন হতে পারবে। তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারী ও দয়াপরবশ হও, তাহলে মুসলমান হতে পারবে। তোমার হাসি কমাও, কেননা অধিক হাসি অন্তরাষ্ট্রাকে ধংস করে।

৪২১৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمَحٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ الْمَاضِي
ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ
الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَقْلَ كَالْتَدْبِيرِ وَلَا وَرَعَ
كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ .

৪২১৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তদবীরের (বিচক্ষণতা, পরিণামদর্শিতা) তুল্য কোন জ্ঞান নেই,^৬ নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার তুল্য ধার্মিকতা নেই এবং সচ্চরিত্র তুল্য কোন আভিজাত্য নেই।

৪২১৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَلَامٌ بْنُ
أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى .

৪২১৯। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আভিজাত্য হলো সম্পদ এবং মহত্ব ও মহানুভবতাই তাকওয়া।

৪২২০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضَرِيبِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً (وَقَالَ عُثْمَانُ آيَةً) لَوْ أَخَذَ النَّاسُ
كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَّتْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةُ آيَةٍ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

৪২২০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি এমন একটি বাক্য বা আয়াত জানি, সকলেই যদি তা গ্রহণ করতো তবে অবশ্যই তাদের জন্য তা যথেষ্ট হতো। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কোন আয়াত? তিনি বলেন : তা হলো (অনুবাদ) : “যে কেউ আল্লাহকে ভয় করলে তিনি তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন” (সূরা তালাক : ২)।

৬. তদবীর শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রধানত কাজ উদ্ধারের ফন্দি-ফিকির অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এর অর্থ : বন্দোবস্ত করা, ব্যবস্থা করা, পরিকল্পনা, কার্য পরস্পরা, কার্যধারা, বিচক্ষণতা ও পরিণামদর্শিতা ইত্যাদি। হাদীসে শেষোক্ত দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে (অনুবাদক)।

بَابُ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ

সুধারণা ও সুপ্রশংসা ।

৪২২১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أُمِّيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّبَاوَةِ أَوْ الْبِنَاوَةِ (قَالَ وَالنَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ) قَالَ يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالُوا بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ .

৪২২১। আবু যুহাইর আস-সাকাফী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবাওয়াহ বা বানাওয়াহ নামক স্থানে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। রাবী বলেন, নাবাওয়াহ তায়েফের একটি স্থানের নাম। তিনি বলেন : অচিরেই তোমরা জান্নাতী লোকদেরকে জাহান্নামীদের থেকে পৃথকভাবে চিনতে পারবে। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কিভাবে? তিনি বলেন : সুপ্রশংসা ও কুপ্রশংসা দ্বারা। তোমরা যে মৃতের প্রশংসা করবে সে জান্নাতী এবং যে মৃতের দুর্নাম করবে সে দোযখী। তোমরা (পৃথিবীতে) পস্পরের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাক্ষী।

৪২২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُومِ الْخَزَاعِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَنْتِي قَدْ أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ أَنْتِي قَدْ أَسَأْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا قَالُوا إِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ .

৪২২২। কুলসূম আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভালো কাজ করলে তা কিভাবে জানতে পারবো যে, আমি ভালো কাজ করেছি এবং মন্দ কাজ করলেই বা কিভাবে বুঝবো যে, আমি মন্দ কাজ করেছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন তোমার প্রতিবেশী বলে যে, তুমি ভালো কাজ করেছো, তবেই তুমি ভালো কাজ করেছো এবং যখন তারা বলে যে, তুমি মন্দ করেছো তবেই তুমি মন্দ কাজ করেছো।

৪২২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتُ فَقَدْ أَسَأْتُ .

৪২২৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমি কিভাবে জানবো, যখন আমি ভালো কাজ করি এবং যখন আমি মন্দ কাজ করি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো কাজ করেছো, তবেই তুমি ভালো কাজ করেছো। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছো, তবেই তুমি মন্দ কাজ করেছো।

৪২২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ قَالَا ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو هَلَالٍ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي ثُبَيْتٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلَآ اللَّهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا وَهُوَ يَسْمَعُ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَآ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ .

৪২২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ মানুষের উত্তম প্রশংসায় যার দুই কান পূর্ণ করেছেন এবং সেও তা শুনতে পেয়েছে, এমন ব্যক্তিই জান্নাতের অধিবাসী। তিনি যার কান মানুষের দুর্নামে পূর্ণ করেছেন এবং সেও তা শুনতে পেয়েছে, এমন ব্যক্তিই দোষখী।

৪২২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلَّهِ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ ذَلِكَ عَاجِلٌ بِشْرَى الْمُؤْمِنِ .

৪২২৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, কোন ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কাজ করে এবং লোকজন তার সেই কাজের জন্য তাকে ভালোবাসে। তিনি বলেন : এটা তো ঈমানদার ব্যক্তির জন্য আগাম সুসংবাদ (মু ৬৪৮০)।

৪২২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانَ أَبُو سِنَانَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُطَّلَعُ عَلَيْهِ فَيُعْجِبُنِي قَالَتْ لَكَ أَجْرَانِ
أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ .

৪২২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোন কাজ করি, তা লোকের গোচরিভূত হয়ে যায়, তাতে আমি আনন্দবোধ করি। তিনি বলেন : তোমার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। গোপনে করার সওয়াব এবং প্রকাশ হয়ে পড়ার সওয়াব (তি ২৩২৫)।

অনুচ্ছেদ : ২৬

بَابُ النِّيَّةِ

নিয়াত (অভিপ্রায়)।

٤٢٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرَأٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

৪২২৭। আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাতাব (রা) জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যাবতীয় কাজের ফল নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নিয়াত (অভিপ্রায়) অনুযায়ী ফলাফল রয়েছে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই গণ্য হয়। আর যার হিজরত পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য, সে তাই লাভ করবে অথবা তার হিজরত কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হলে সে যে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যের জন্য গণ্য হবে।^৭

٤٢٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ تَنَا وَكَيْعُ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

৭. বুখারী, ওহী, ১, ইতক ২৩৪৫, মানাকিবুল আনসার ৩৬১১, আয়মান ৬২২২, হিয়াল ৬৪৭০; মুসলিম, ইমারা, ৪৭৭৩, আবু দাউদ, তালাক ১২, নাসাঈ, তাহারাৎ ৬০, তালাক ২৩, আয়মান ১৯ (বাব), তিরমিযী, ফাদইলুল জিহাদ, ১৫৯৪।

عَلَّمَ مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتَهُ مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتَهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ .

৪২২৮। আবু কাবশা আল-আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই উম্মাতের দৃষ্টান্ত চার ব্যক্তি সদৃশ। (এক) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার জ্ঞান দ্বারা তার মাল ব্যবহার করে, যথার্থ খাতে তা ব্যয় করে। (দুই) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু সম্পদ দান করেননি। সে বলে, ঐ ব্যক্তির অনুরূপ আমার সম্পদ থাকলে আমি তার মত তা কাজে লাগাতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই দু'জন সমান পুরস্কার লাভের অধিকারী। (তিন) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেননি। সে তার মালে ভ্রষ্টনীতি গ্রহণ করে, তা অন্যায় পথে ব্যয় করে। (চার) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান ও সম্পদ কোনটাই দান করেননি। সে বলে, তার অনুরূপ আমার সম্পদ থাকলে আমি তার মত তা (ভ্রষ্ট) কাজে লাগাতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই দুই ব্যক্তি সমান অপরাধী।

٤٢٢٨ (١) - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَاتًا مَعْمَرٌ (مَعْمَرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُفْضَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪২২৮(১)। ইসহাক ইবনে মানসূর-আবদুর রাযযাক-মামার (মুআম্মার)-মানসূর-সালেম ইবনে আবুল জাদ-ইবনে আবু কাবশা-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পুনরায় মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল ইবনে সামুরা-আবু উসামা-মুফাদ্দাল-মানসূর-সালেম ইবনে আবুল জাদ-ইবনে আবু কাবশা-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬২২৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ تَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ كَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .

৪২২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকদের (হাশরের দিন) তাদের নিয়াত (অভিপ্রায়) অনুসারে উঠানো হবে।

৬২৩০- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .

৪২৩০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকজনকে তাদের নিয়াত (উদ্দেশ্য) অনুসারে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে।

অনুচ্ছেদ : ২৭

بَابُ الْأَمَلِ وَالْأَجَلِ

আশা-আকাংখা ও মৃত্যু।

৬২৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ تَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ تَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخَطُّوْطًا إِلَى جَانِبِ الْخَطِّ الَّذِي وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخَطَّ حَارِجًا مِنَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ الْخَطُّ الْأَوْسَطُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَعْرَاضُ تَنْهَسُهُ (أَوْ تَنْهَسُهُ) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَإِنْ أَخْطَاهُ هَذَا أَصَابَهُ هَذَا وَالْخَطُّ الْمُرَبَّعُ الْأَجَلُ الْمُحِيطُ وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْأَمَلُ

৪২৩১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বর্গাকৃতির চতুর্ভুজ আঁকলেন, এর মধ্যভাগে একটি সরল রেখা টানলেন, অতঃপর চতুর্ভুজের মধ্যবর্তী এই রেখার দুই দিকে অনেকগুলো ক্ষুদ্র রেখা টানলেন, অতঃপর চতুর্ভুজের বহির্ভাগে একটি সরল রেখা টানলেন যা বর্গক্ষেত্রকে ছেদ করে অন্য প্রান্ত ভেদ

করেছে। অতঃপর তিনি বলেন : তোমরা কি জানো, এটা কি? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন : এই মধ্যবর্তী রেখাটি হলো মানুষ। আর সরল রেখার দুই দিকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা আছে, এগুলো হলো বিপদাপদ, যা তাকে অহরহ দংশন করে। সে একটি বিপদ থেকে মুক্তি পেলে আরেকটি বিপদ তার উপর পতিত হয়। বর্গক্ষেত্রটি হলো তার জীবনকালের সীমা, যা তাকে বেঁটন করে রেখেছে। আর (বর্গক্ষেত্র ভেদ করে) বাইরে আসা রেখাটি হলো তার কামনা-বাসনা (বু, তি ২৩৯৬, না)।

৪২৩২ - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا النُّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ اُنْبَاَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا ابْنُ اَدَمَ وَهَذَا اَجَلُهُ عِنْدَ قَفَاهُ وَيَسَطُ يَدَهُ اِمَامَهُ ثُمَّ قَالَ وَتَمَّ اَمَلُهُ .

৪২৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই হলো আদম সন্তান এবং এই হলো তার মৃত্যু, তার ঘাড়ের নিকট। তিনি তাঁর হাত তাঁর সামনের দিকে প্রসারিত করে বললেন : এই পর্যন্ত (হায়াতের চেয়েও বেশি) তার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৪২৩৩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ فِي حُبِّ اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ .

৪২৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'টি জিনিসের ভালোবাসায় বৃদ্ধের মন যুবকই থেকে যায়। বেটে থাকার লালসা ও সম্পদের প্রাচুর্য।

৪২৩৪ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَعَاذٍ الضَّرِيرُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْرَمُ ابْنُ اَدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ .

৪২৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তার দু'টি স্বভাব যুবকই থেকে যায়ঃ সম্পদের লোভ ও বেটে থাকার লালসা (বু, মু, তি)।

৪২৩৫ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ لابْنَ اَدَمَ

وَأَدْبَيْنِ مِنْ مَالٍ لَأَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ
اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

৪২৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আদম সন্তান দুই উপত্যকা ভর্তি সম্পদের অধিকারী হলেও সে এর সাথে তৃতীয়টি পাওয়ার আকাংখা করবে। মাটি ছাড়া অন্য কিছু তার দেহ ভর্তি করতে পারে না। কোন ব্যক্তি তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।^৮

٤٢٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَعْمَارُ
أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْتَيْنِ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلَهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ .

৪২৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার উম্মাতের (গড়) আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছর। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই এই বয়স অতিক্রম করবে (তি ২২৭৩)।

অনুচ্ছেদ : ২৮

بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

নিয়মিত আমল পছন্দনীয়।

٤٢٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ﷺ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ
صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ
الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا .

৪২৩৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই মহান সন্তার শপথ, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে গিয়েছেন, তিনি ইস্তিকালের আগ পর্যন্ত অধিকাংশ সময় (নফল) নামায বসে পড়তেন। বান্দা যে নেক আমল নিয়মিত করে তা অল্প হলেও তাঁর নিকট পছন্দনীয় ছিল।

٤٢٣٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ

৮. বুখারী, রিকাক, নং ৫৯৮৭, তিরমিযী, যুহদ, নং ২২৭৯, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, মুসলিম, যাকাত।

هَذِهِ قُلْتُ فَلَانَةٌ لَا تَنَامُ (تَذَكَّرُ مِنْ صَلَاتِهَا) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُونَ فَرَأَى اللَّهُ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمْلُكُوا قَالَتْ وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

৪২৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এক মহিলা উপস্থিত থাকা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এই মহিলা কে? আমি বললাম, অমুক মহিলা, সে রাতে ঘুমায় না। তিনি তার নামাযের কথা উল্লেখ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আরে থামো! তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করা তোমাদের কর্তব্য। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ (পুরস্কার প্রদানে) অবসন্ন হন না, যতক্ষণ না তোমরা অবসন্ন হয়ে পড়ো। আয়েশা (রা) বলেন, কোন ব্যক্তির নিয়মিত আমলই তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় দীন ছিল।

৪২৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ التَّمِيمِيِّ الْأَسَدِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَانَا رَأَى الْعَيْنِ فَقُمْتُ إِلَى أَهْلِي وَوَلَدِي فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ قَالَ فَذَكَرْتُ الَّذِي كُنَّا فِيهِ فَخَرَجْتُ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ نَافَقْتُ نَافَقْتُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّا لَنَفَعَلُهُ فَذَهَبَ حَنْظَلَةُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةَ لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي لَصَافَحْتُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرْشِكُمْ أَوْ عَلَى طُرُقِكُمْ يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً .

৪২৩৯। হানযালা আল-কাতিব আত-তামীমী আল-উসায়্যিদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের বেহেশত-দোযখের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে এমনভাবে নসীহত করলেন, যেন আমরা তা চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি। তারপর আমি উঠে পরিবার ও সন্তানদের নিকট ফিরে আসি এবং আনন্দ স্ফুর্তি করি। রাবী বলেন, আমি আমাদের এই অবস্থার কথা স্বরণ করছিলাম, অতঃপর (ঘর থেকে) বের হয়ে গিয়ে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, আমি মোনাফেক হয়ে গেছি, মোনাফেক হয়ে গেছি। আবু বাক্র (রা) বলেন, আমরাও তো তাই করি। অতঃপর হানযালা (রা) গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন : হে হানযালা! তোমরা আমার নিকট উপস্থিত থাকলে যেরূপ থাকো, সর্বদা তদ্রূপ থাকলে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় অথবা পথিমধ্যে তোমাদের সাথে মোসাফাহা করতো। হে হানযালা! সেই অবস্থা সময় সময় হয়ে থাকে (যু, তি ২৪৫৪)।

৪২৪- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ .

৪২৪০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যথাসাধ্য আমল করো। কেননা সেই আমলই উত্তম যা নিয়মিত করা যায়, তা পরিমাণে কম হলেও।

৪২৪১- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَيْسَى ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّيُ عَلَى صَخْرَةٍ فَاتَى نَاحِيَةَ مَكَّةَ فَمَكَثَ مَلِيًّا ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّيُ عَلَى حَالِهِ فَقَامَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ثَلَاثًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا .

৪২৪১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খণ্ড পাথরের উপর নামাযরত এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। তিনি মক্কার এক প্রান্তে পৌঁছে সেখানে কিছুক্ষণ কাটালেন। অতঃপর তিনি ফেরার পথে ঐ লোকটিকে পূর্ববস্থায় নামাযরত দেখতে পেলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর দুই হাত একত্র করে বলেন : হে লোকসকল! তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। কথাটা তিনি তিনবার বলেন। কেননা তোমরা অবসাদগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ প্রতিদান দিতে ক্ষান্ত হন না।

অনুচ্ছেদ : ২৯

بَابُ ذِكْرِ الذُّنُوبِ

পাপের স্মরণ।

৪২৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكَيْعٌ وَأَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَوَّأَخُذُ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخِذْ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ .

৪২৪২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে যা করেছি, সে সম্পর্কে কি আমাদের জাবাবদিহি করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যারা ইসলাম গ্রহণের পর ভালো কাজ করেছে তাদেরকে জাহিলী যুগের কৃতকর্ম সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, তাকে পূর্বাপর সকল কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৪২৪৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ابْنِ بَانَكَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ أَيُّكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا .

৪২৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে আয়েশা! ক্ষুদ্র গুনাহ থেকেও সাবধান হও। কারণ সেগুলোর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

৪২৪৪ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَذِنَتْ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَتَزَعَّ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ فَإِنْ زَادَ زَادَتْ فَذَلِكَ الرَّأْيُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

৪২৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুমিন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর সে তওবা করলে, পাপকাজ ত্যাগ করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার কলব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে আরও গুনাহ করলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়। এই সেই মরিচা যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন (অনুবাদ) : “কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং (মরিচা) ধরিয়েছে” (সূরা আল-মুতাফফিফীন : ১৪)।^৯

৪২৪৫ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عُلْقَمَةَ بْنِ حَدِيحٍ الْمَعَاظِرِيُّ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَلْهَانِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِأَعْلَمَنْ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ

جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ صَفَّهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَتَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ
أَخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا
حَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا .

৪২৪৫। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি আমার উম্মাতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন : তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।

٤٢٤٦- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا أَكْثَرُ مَا
يُدْخَلُ الْجَنَّةَ قَالَ التَّقْوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ مَا أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّارَ قَالَ
الْأَجْوِقَانِ الْقَمِّ وَالْفَرْجُ .

৪২৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিসের বদৌলতে বেশী ভাগ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন : তাকওয়া ও সচ্চরিত্রের বদৌলতে। তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক দোষখে যাবে? তিনি বলেন : দু'টি অংগ—মুখ ও লজ্জাস্থান।

অনুচ্ছেদ : ৩০

بَابُ ذِكْرِ التَّوْبَةِ

তওবা সম্পর্কে আলোচনা।

٤٢٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ
أَحَدِكُمْ مِنْهُ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا .

৪২৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি তার হারানো উট প্রাপ্তিতে যতো আনন্দিত হয়, তোমাদের কারো তওবায় মহান আল্লাহ ততোধিক আনন্দিত হন।

৪২৪৮ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبِ الْمَدِينِيِّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمْ السَّمَاءَ ثُمَّ تَبْتُمْ لَتَابَ عَلَيْكُمْ .

৪২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা যদি পাপাচার করতে, এমনকি তোমাদের পাপ আকাশের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যেতো, অতঃপর তোমরা তওবা করতে, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের তওবা কবুল করতেন।

৪২৪৯ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثَنَا أَبِي عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاِحِلَتَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَالْتَمَسَهَا حَتَّى إِذَا أَعَى تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا سَمِعَ وَجِبَةَ الرَّاحِلَةِ حَيْثُ فَقَدَهَا فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَاِحِلَتِهِ .

৪২৪৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন বান্দা বিজ্ঞ প্রাপ্তরে তার বাহনের উট হারিয়ে ফেললো, অতঃপর তার অনুসন্ধান করতে করতে শেষে নিরাশ ও অবসন্ন হয়ে তার কাপড় মুড়ি দিয়ে গুয়ে পড়লো। এই অবস্থায় হঠাৎ সে তার হারিয়ে যাওয়া বাহনের আওয়াজ শুনতে পেয়ে নিজের মুখমণ্ডল থেকে তার কাপড় সরিয়ে তার উট তার সামনে উপস্থিত দেখতে পেয়ে যতো আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় ততোধিক আনন্দিত হন।

৪২৫০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ .

৪২৫০। আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: গুনাহ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তিতুল্য।

৪২৫১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ .

৪২৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক আদম সন্তানই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারীগণ উত্তম।

৪২৫২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلِيٍّ عَبْدَ اللَّهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّدْمُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ النَّدْمُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ .

৪২৫২। ইবনে মাকিল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি তাকে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “অনুতপ্ত হওয়াই তওবা”। আমার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি নিজে কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, “অনুতপ্ত হওয়াই তওবা”? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

৪২৫৩- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيِّ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَعِرْ .

৪২৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : রুহ কঠাগত না হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত মহামহিম আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন (তি, নং ৩৪৬৭)।

৪২৫৪- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ سَمِعْتُ أَبِي ثَنَا أَبُو عَثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَقِيَ النَّهَارَ وَزَلْفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَى لِلذَّكَرَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْ هَذِهِ فَقَالَ هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي

৪২৫৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো যে, সে এক বেগানা মহিলাকে চুমা দিয়েছে। সে এর কাফফারা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকলো। কিন্তু তিনি তাকে কোন উত্তর দিলেন না। তখন মহামহিম আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন (অনুবাদ) : “দিনের দুই প্রান্তভাগে

এবং রাতের প্রথমাংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয় সৎকাজ অসৎ কাজকে দূরীভূত করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য উপদেশ” (সূরা হূদ : ১১৪)। লোকটি বললো : হে আল্লাহর রাসূল! এই নির্দেশ কি কেবল আমার জন্যই সীমিত? তিনি বলেন : আমার উম্মাতের যে কেউ এর উপর আমল করবে, তার জন্যই।

৬২৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَاسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَلَا اُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ اَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَ الْمَوْتَ اَوْصٰى بِنَيْهِ فَقَالَ اِذَا اَنَا مِتُّ فَاحْرِقُوْنِيْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِيْ ثُمَّ ذَرُوْنِيْ فِى الرِّيْحِ فِى الْبَحْرِ فَوَاللّٰهِ لَنْ قَدَرَ عَلٰى رَبِّىْ لِيُعَذِّبَنِىْ عَذَابًا مَّا عَذَّبَهُ اَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوْا بِهٖ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلْاَرْضِ اِدِيْ مَا اَخَذْتَ فَاِذَا هُوَ قَاتِمٌ فَقَالَ لَهٗ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشِيْتُكَ اَوْ مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ فَعَفَّرَ لَهٗ لِذٰلِكَ .

৪২৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক ব্যক্তি নিজের উপর যুলুম (পাপাচার) করলো। তার মৃত্যু উপস্থিত হলে সে তার পুত্রদের ওসিয়াত করে বললো, আমি মারা যাওয়ার পর তোমরা আমাকে আগুনে ভস্মীভূত করবে, অতঃপর ছাই পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে, তারপর সমুদ্রে প্রবল বায়ুর মধ্যে সেগুলো নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর শপথ! যদি আমার রব আমাকে পাকড়াও করতে পারেন তাহলে আমাকে এমন ভয়াবহ শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকে দেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তার পুত্ররা তার ওসিয়াত মত কাজ করলো। আল্লাহ তায়ালা জমীনকে বলেন, তুমি তার দেহ থেকে যা গ্রহণ করেছো, তা ফেরত দাও। ফলে সে সোজা দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই কাজ করতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করেছে? সে বললো, হে প্রভু! আপনার ভয়। এজন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন (মু ৬৭২৮)।

৬২৫৬- قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَخَلَتْ اِمْرَاَةٌ النَّارَ فِىْ هِرَّةٍ رَّبَطْتَهَا فَلَا هِىَ اَطَعَمْتَهَا وَلَا هِىَ اَرْسَلْتَهَا تَاكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ قَالَ الزُّهْرِيُّ لِنَلَّا يَتَكَلَّمُ رَجُلٌ وَلَا يَبْاَسُ رَجُلٌ .

৪২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, এমতাবস্থায় তাকে আহারও করায়নি এবং একে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে

কীট-পতংগ খেতে পারতো । ফলে সেটি অনাহারে মারা গেলো । যুহরী (র) বলেন, মানুষকে (নিজের আমলের উপর) ভরসা করাও উচিত নয় এবং (আল্লাহর রহমাত থেকে) নিরাশ হওয়াও উচিত নয় ।

৬২৫৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْمُسَيْبِ الثَّقَفِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَسَلُونِي الْمَغْفِرَةَ فَأَغْفِرَ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرْنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِيكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ وَلَوْ أَنَّ حَيْكُمُ وَمَمِيَّتْكُمْ وَأَوْلَكُمْ وَأَخْرِكُمْ وَرَطَبِكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ اتَّقَى عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي لَمْ يَزِدْ فِي مُلْكِي جَنَاحٌ بَعُوضَةٌ وَلَوْ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ أَشَقَى عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِي جَنَاحٌ بَعُوضَةٌ وَلَوْ أَنَّ حَيْكُمُ وَمَمِيَّتْكُمْ وَأَوْلَكُمْ وَأَخْرِكُمْ وَرَطَبِكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَسَأَلَ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهَا ابْرَةً ثُمَّ نَزَعَهَا ذَلِكَ بَأْتِي جَوَادٌ مَّاجِدٌ عَطَائِي كَلَامٌ إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

৪২৫৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যাদের ক্ষমা করেছি তারা ব্যতীত তোমাদের সকলেই গুনাহগার । অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করবো । তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জানে যে, আমি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি, অতঃপর সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই । আমি যাদের হেদায়াত করেছি তারা ব্যতীত তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট । অতএব তোমরা আমার নিকট সৎপথ প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করবো । আমি যাদের ধনবান করেছি তারা ব্যতীত তোমরা সকলেই দরিদ্র । তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের রিযিক দান করবো । তোমাদের জীবিত, মৃত, আগের ও পরের, সিজ ও শূক (স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল) নির্বিশেষে সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না । পক্ষান্তরে তারা সকলে যদি একত্রে আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক পাপী বান্দার মত হয়ে

যায়, তবুও তাতে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের সৌন্দর্যহানি ঘটবে না। তোমাদের জীবিত, মৃত, আগের ও পরের, সিজ্ঞ ও শুষ্ক সকলে যদি একত্র হয়ে প্রত্যেকে তার পূর্ণ চাহিদামত আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং আমি তাদের চাহিদামত সবকিছু দান করি, তবুও আমার রাজত্বের কিছুই কমবে না, তবে এতটুকু পরিমাণ যে, তোমাদের কেউ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকালে তাতে একটি সুঁই ডুবিয়ে তা তুলে নিলে তাতে সমুদ্রের পানি যতটুকু হ্রাস পাবে। কারণ আমি হলাম দাতা, দয়ালু ও মহান। আমি যা চাই তাই করি। আমার দান হলো আমার কথা (এবং আমার আযাব হলো আমার নির্দেশ)। আমার ব্যাপার এই যে, আমি যখন কিছু ইচ্ছা করি তখন বলি, “হয়ে যাও”, অমনি তা হয়ে যায় (তি ২৪৩৬)।

অনুচ্ছেদ : ৩১

بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالْإِسْتِعْدَادِ لَهُ

মৃত্যুকে স্মরণ এবং তার প্রস্তুতি।

৪২৫৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ تَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ .

৪২৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমার অধিক পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করো (তি ২২৪৯)।

৪২৫৯ - حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ تَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ تَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَرُوةِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ قَالَ فَايُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْبَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ إِسْتِعْدَادًا أَوْ لَيْتِكَ الْأَكْيَاسُ .

৪২৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক আনসারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে সালাম দিলো। অতঃপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কে? তিনি বলেন : স্বভাব-চরিত্রে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক উত্তম। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান কে? তিনি

বলেন : তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই সর্বাধিক বুদ্ধিমান ।

৪২৬০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَمِصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْثَمٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَادٍ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ .

৪২৬০। আবু ইয়লা শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ ও অকর্মণ্য সেই ব্যক্তি যে তার নফসের দাবির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর নিকট বৃথা আশা করে (তি ২৪০১)।

৪২৬১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ثَنَا سَيَّارُ ثَنَا جَعْفَرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَرْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَأَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ .

৪২৬১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুমূর্ষু যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন : তোমার কেমন লাগছে? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহর কাছে (ক্ষমার) আশাবাদী ও ভীত-শংকিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই দুইটি জিনিস (আশা ও শংকা) যে বান্দার অন্তরেই একত্র হয়, সে যা আশা করে, আল্লাহ তাকে তা দান করবেন এবং সে যা আশংকা করে তা থেকে তাকে নিরাপদ রাখবেন।

৪২৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد

الطَّيِّبِ ادْخُلِيْ حَمِيْدَةً وَّابْشِرِيْ بِرُوْحٍ وَّرِيْحَانٍ وَّرَبِّ غَيْرٍ غَضَبَانَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوْءُ قَالَ أُخْرِجِيْ أَيْتَهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ أُخْرِجِيْ ذَمِيْمَةً وَّابْشِرِيْ بِحَمِيْمٍ وَّغَسَّاقٍ وَّاخْرَ مَنْ شَكَلَهُ أَزْوَاجٌ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يَعْجُرُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ فُلَانٌ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيْثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ اِرْجِعِيْ ذَمِيْمَةً فَانْهَآ لَا تَفْتَحُ لَكَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تُصَيَّرُ إِلَى الْقَبْرِ .

৪২৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মৃত্যুর সময় মানুষের নিকট ফেরেশতা আগমন করেন। অতএব মুমূর্ষু ব্যক্তি উত্তম লোক হলে তারা বলেন, হে পবিত্র আত্মা! পবিত্র দেহ থেকে প্রশংসিত অবস্থায় বের হয়ে এসো এবং আল্লাহর রহমত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। রুহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহ্বান জানাতে থাকে। অতঃপর রুহ বের হয়ে আসলে তারা তা নিয়ে আসমানে আরোহণ করেন। এই রুহের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, সে কে? ফেরেশতাগণ বলেন, অমুক ব্যক্তি। তখন বলা হয়, পবিত্র আত্মাকে স্বাগতম, যা ছিল পবিত্র দেহে। প্রশংসিত অবস্থায় তুমি প্রবেশ করো, আল্লাহর রহমত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। তাকে অবিরতভাবে এই সংবাদ প্রদান করা হয়, যাবত না তা মহামহিম আল্লাহ যে আসমানে অবস্থান করেন সেখানে পৌঁছে যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তি পাপাচারী হলে ফেরেশতা বলেন, হে নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মা! নিন্দিত অবস্থায় বের হয়ে আয় এবং উত্তপ্ত গরম পানি ও রক্ত-পুঁজের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর এবং অনুরূপ বহু বিষাক্ত বস্তুর। রুহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহ্বান জানাতে থাকেন। অতঃপর তারা রুহসহ উর্দ্বাকাশে আরোহণ করেন। কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হয় না। জিজ্ঞেস করা হয়, এই ব্যক্তি কে? বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মার জন্য নাই কোন সাদর সম্বাষণ। তুই নিন্দিত অবস্থায় ফিরে যা। কারণ তোর জন্য আকাশের দ্বারসমূহ খোলা হবে না। অতঃপর একে আসমান থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তা কবরে ফিরে আসে।

৬২৬৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ عَبِيدَةَ قَالَ تَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ أَوْ تَبْتَهُ إِلَيْهَا

الْحَاجَةُ فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَىٰ أَثَرِهِ قَبَضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَتَقَوَّلُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبِّ هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي .

৪২৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন তোমাদের কারো মৃত্যু কোন এলাকায় নির্ধারিত হয়, তখন কোন প্রয়োজন তাকে সেখানে যেতে বাধ্য করে। সে যখন উক্ত এলাকায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায় তখন মহান আল্লাহ তার জান কবয় করেন। কিয়ামতের দিন জমীন বলবে, হে প্রভু! এই তোমার আমানত যা আমার নিকট গচ্ছিত রেখেছিলে।

৪২৬৪- حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ خَلْفِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَيَقْبَلُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرَاهِيَةَ لِقَاءِ اللَّهِ فِي كَرَاهِيَةِ لِقَاءِ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .

৪২৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করা। অতএব আমাদের সকলেই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করে। তিনি বলেন : তা নয়, এটা মৃত্যুর সময়ের ব্যাপার। যখন কোন বান্দাকে আল্লাহর রহমাত ও ক্ষমার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাত লাভকে পছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যখন কোন বান্দাকে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।

৪২৬৫- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّىٰ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًّا الْمَوْتَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .

৪২৬৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার উপর পতিত বিপদাপদের কারণে মৃত্যু

কামনা না করে। অবশ্যই কেউ যদি মৃত্যু কামনা করতেই চায়, তবে সে যেন বলে, “হে আল্লাহ! যাবৎ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, তাবৎ আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর হবে তখন আমাকে মৃত্যুদান করুন”।

অনুচ্ছেদ : ৩২

بَابُ ذِكْرِ الْقَبْرِ وَالْبَلَى

কবর ও তার বিপর্যয়কর পরিস্থিতি।

৪২৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا يَبْلَى الْأَعْظَمُ وَاحِدًا وَهُوَ عَجَبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يُرْكَبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একটি হাড় ব্যতীত গোটা মানবদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। সেটি হলো পাছার হাড় এবং এই হাড় থেকেই কিয়ামতের দিন সৃষ্টির দৈহিক কাঠামো পুনর্গঠিত করা হবে।

৪২৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ هَانِيٍّ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ يَبْكِي حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تَذَكَّرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ الْقَبْرَ أَوْلَ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْطَعُ مِنْهُ .

৪২৬৭। উসমান (রা)-র মুক্তদাস হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে আফফান (রা) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এতো কাঁদতেন যে, তার দাঁড়ি ভিজে যেতো। তাকে বলা হলো, আপনি বেহেশত-দোযখের কথা স্মরণ করেন তখন তো এভাবে কান্নাকাটি করেন না, অথচ কবর দেখলেই কাঁদেন! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় কবর হলো আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যকার সর্বপ্রথম মনযিল। কেউ যদি এখান থেকে রেহাই পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো কবরের চেয়েও সহজতর হবে। আর সে যদি এখান থেকে রেহাই না পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো আরো ভয়াবহ হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কখনও এমন কোন দৃশ্য অবলোকন করিনি যার তুলনায় কবর অধিক ভয়ংকর নয় ।

৬২৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَرَعٍ وَلَا مَشْغُوفٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَصَدَقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهَ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قَبْلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مَتٌّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَرَعًا مَشْغُوفًا فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ فَيُفْرَجُ لَهُ قَبْلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشُّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مَتٌّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

৪২৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হলে এবং সে সৎকর্মপরায়ণ লোক হলে তাকে ভীতিশূন্য ও দুশ্চিন্তামুক্ত অবস্থায় তার কবরে বসানো হয়। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি किसের অনুসারী ছিলে? সে বলবে, আমি ইসলামের অনুসারী ছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ আমাদের নিকট এসেছিলেন এবং আমরা তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেছি। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আল্লাহকে দেখেছিলে? সে বলবে, আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হবে। সে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে যে, তার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে। তাকে বলা হবে, দেখে নাও, যা থেকে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুড়ঙ্গ

পথ খুলে দেওয়া হবে। সে তথাকার পুষ্প উদ্যান ও অন্যান্য সবকিছু দেখতে পাবে। তাকে বলা হবে, এই হলো তোমার স্থায়ী বাসস্থান। তাকে আরো বলা হবে, তুমি ঈমানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলে, ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছো এবং ইনশাআল্লাহ ঈমানসহ হাশরের ময়দানে উত্তীর্ণ হবে।

পক্ষান্তরে দুষ্কর্মপরায়ণ লোককে ভীতিকর ও দূশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় উঠিয়ে তার কবরে বসানো হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কিসের অনুসারী ছিলে? সে বলবে, আমি জানি না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, আমি লোকজনকে একটা কথা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি। অতঃপর তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হবে। সে সেদিকে তাকিয়ে তথাকার পুষ্প উদ্যান ও অন্যান্য সবকিছু দেখতে পাবে। তাকে বলা হবে, দেখো যা থেকে আল্লাহ তোকে বঞ্চিত করেছেন। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হবে। সে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে যে, দোষের এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে। অতঃপর তাকে বলা হবে, এটা হলো তোর স্থায়ী আবাসস্থল। তুই সংশয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলি, সংশয়ী অবস্থায় মরেছিস এবং আল্লাহর মর্জি সংশয়ী অবস্থায় তোকে উঠানো হবে।

৪২৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ [يُثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ] قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ [يُثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ] .

৪২৬৯। বারান্না ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “যারা শাস্ত বাণীতে ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন” (সূরা ইবরাহীম : ২৭)। তিনি বলেন যে, এই আয়াত কবর আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কবরস্থ ব্যক্তিকে বলা হবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই হচ্ছে আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য (অনুবাদ) : “যারা শাস্ত বাণীতে ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের পার্শ্ব জীবনে এবং আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন” (সূরা ইবরাহীম : ২৭)।

৪২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪২৭০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের যে কেউ মারা যাওয়ার পর তার সামনে সকাল-সন্ধ্যায় তার বসবাসের ঠিকানা তুলে ধরা হয়। সে জান্নাতী হয়ে থাকলে জান্নাতীদের অবস্থান দেখানো হয় এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামীদের অবস্থান দেখানো হয়। তাকে বলা হয়, কিয়ামতের দিন তোমাকে উঠানোর পর থেকে এটাই হবে তোমার আবাস।

৪২৭১- حَدَّثَنَا سُؤدُ بْنُ سَعِيدٍ أَتْبَانًا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يعلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ

৪২৭১। আবদুর রহমান ইবনে কাব আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তির রুহ একটি পাখির আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষে যুক্ত থাকবে। শেষে উথিত হওয়ার দিন তার রুহ তার দেহে ফিরে আসবে।

৪২৭২- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ الْأَبْلِيِّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثَلَّتِ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ بِمَسْحِ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّي .

৪২৭২। আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হলে সে সূর্যকে অন্তিমিত দেখতে পায়। তখন সে উঠে বসে এবং তার চক্ষুদ্বয় মলতে মলতে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নামায পড়বো।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

بَابُ ذِكْرِ الْبَعْثِ

পুনরুত্থানের আলোচনা।

৪২৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ صَاحِبِي الصُّورِ بِأَيْدِيهِمَا أَوْ فِي أَيْدِيهِمَا قَرْنَانِ يُلَاحِظَانِ النَّظَرَ مَتَى يُؤْمَرَانِ .

৪২৭৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শিংগাধারী দুই ফেরেশতা তাদের দুই হাতে দুইটি শিংগা নিয়ে অপেক্ষায় আছেন, কখন তাদের প্রতি (ফুৎকারের) নির্দেশ আসে।

৪২৭৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَدَهُ فَلَطَمَهُ قَالَ تَقُولُ هَذَا وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ] فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخَذَ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ .

৪২৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার বাজারে এক ইহুদী বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি মূসা আলাইহিস সালামকে সমগ্র মানবজাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। এক আনসারী তার হাত তুলে তাকে সজোরে চর মেরে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে থাকা অবস্থায় তুমি একথা বলছো! বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন : মহান আল্লাহ বলেছেন : “এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দগ্ধমান হয়ে তাকাতে থাকবে” (সূরা যুমার : ৬৮)। আমি হবো মাথা উত্তোলনকারী প্রথম ব্যক্তি। আমি মূসা আলাইহিস সালামকে আরশের একটি পায়ী আকড়ে ধরা অবস্থায় দেখতে পাবো। আমি জানি না, তিনি কি আমার আগে তাঁর মাথা তুলেছেন, না আল্লাহ তাআলা তাঁকে অজ্ঞান হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আর যে ব্যক্তি বলে যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা আলাইহিস সালাম অপেক্ষা উত্তম, সে মিথ্যা বলে।

৪২৭৫ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ يَا خُذِ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدِهِ وَقَبْضَ يَدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ قَالَ وَتَتَمَّيَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ

شَمَالَهُ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمَنِيرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى آتَى لَأَقُولُ
أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৪২৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিস্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ তাঁর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে তাঁর হাতের মুঠোয় পুরে নিয়ে তা মুষ্টিবদ্ধ করবেন, অতঃপর তা সংকুচিত ও প্রসারিত করতে থাকবেন, অতঃপর বলবেন, আমিই মহাপ্রতাপশালী, আমিই রাজাধিরাজ। প্রতাপশালী দাঙ্কিকেরা কোথায়? রাবী বলেন, এই কথা বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানে বামে ঝুঁকছিলেন। শেষে আমি লক্ষ্য করলাম যে, মিস্বারের নিম্নাংশ তাকে নিয়ে দুলছে, এমনকি আমি বলতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বার থেকে নিচে পড়ে যান কিনা।

٤٢٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ
أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ جُفَاءً عُرَاءً قُلْتُ وَالنِّسَاءُ قَالَ
وَالنِّسَاءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا نَسْتَحْيِي قَالَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَهْمٌ مِنْ أَنْ
يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ .

৪২৭৬। কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে মানবজাতিককে কি অবস্থায় সমবেত করা হবে? তিনি বলেন : নগ্নপদে উলঙ্গ বদনে। আমি বললাম, নারীরাও? তিনি বলেন : নারীরাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এতে কি আমরা লজ্জিত হবো না? তিনি বলেন : হে আয়েশা! তখনকার অবস্থা হবে খুবই ভয়ংকর। কেউ কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার মত অবস্থায় থাকবে না।

٤٢٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ
عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرَضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ
فِي الْأَيْدِي فَأَخِذْ بِيَمِينِهِ وَأَخِذْ بِشِمَالِهِ .

৪২৭৭। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনবার পেশ করা হবে। প্রথম দুইবার বাক-বিতণ্ডা ও ওজর-আপত্তি পেশের জন্য। তৃতীয়বারে প্রত্যেকের আমলনামা উড়ে এসে হাতের নাগালে পৌঁছবে এবং কেউ তা ডান হাতে, কেউ তা বাম হাতে গ্রহণ করবে।

৪২৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ
عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ] قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ .

৪২৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “যেদিন মানবজাতি জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবে” (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন : ৬) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে বলেন : তাদের এক একজন নিজ দেহ নিঃসৃত ঘামের মধ্যে দুই কান বরাবর ডুবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

৪২৭৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ
الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ
غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ] فَايُنْ تَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ .

৪২৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট “যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও” (সূরা ইবরাহীম : ৪৮) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বলেন : পুলসিরাতের উপর।

৪২৮০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ بْنِ الْعَتَوَارِيِّ أَحَدِ بَنِي لَيْثٍ قَالَ
وَكَانَ فِي حَجْرٍ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَعْنِي أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ يُوْضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ عَلَى حَسَكٍ كَحَسَكِ السُّعْدَانِ ثُمَّ
يَسْتَجِيزُ النَّاسُ فَنَاجٍ مُسْلِمٌ وَمَخْدُوجٌ بِهِ ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ وَمَنْكُوسٌ فِيهَا .

৪২৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পুলসিরাত জাহান্নামের দুই তীরের সাথে যুক্ত থাকবে। তাতে থাকবে সাদান বৃক্ষের কাঁটা সদৃশ কাঁটাসমূহ। লোকজন তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। কতক মুসলমান নিরাপদে তার উপড় দিয়ে অতিক্রম করবে, কতক কাঁটার আঁচড় খেয়ে, কতক কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে থাকার পর নাজাত পাবে এবং কতক মুখ খুবড়ে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষিপ্ত হবে।

৪২৮১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مَيْسَرَةَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَرْجُو

الْأَيُّ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ قَالَتْ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ [وَأَنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ
حَتْمًا مَّقْضِيًّا] قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ [ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا] .

৪২৮১। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি অবশ্যই আশা করি আল্লাহর মর্জি যারা বদর ও হুদায়বিয়ার প্রান্তরে উপস্থিত ছিল তাদের কেউ দোযখে যাবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা কি বলেননি : “এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রভুর অনিবার্য সিদ্ধান্ত” (সূরা মরিয়ম : ৭১)? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি কি শোননি যে, আল্লাহ বলেছেন : “পরে আমি মোতাকীদের উদ্ধার করবো এবং যালেমদের সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো” (সূরা মরিয়ম : ৭২)!

অনুচ্ছেদ : ৩৪

بَابُ صِفَةِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের বৈশিষ্ট্য।

৪২৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ
الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرِدُونَ عَلَيَّ
غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ سِيمَاءُ أُمَّتِي لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِهَا .

৪২৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন তারা (আমার উম্মাত) শুভ হস্তপদ ও উজ্জল চেহারায় আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে। এটা হবে আমার উম্মাতের নিদর্শন, অন্য কোন উম্মাতের নয়।^{১০}

৪২৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ

১০. নামাযের জন্য উয়ু করার কারণে অঙ্গগুলো উজ্জল রূপ ধারণ করবে। এই নিদর্শন দেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিনতে পারবেন যে, এরা তাঁর উম্মাত। তিনি এদের জন্য শাফাআত করবেন (অনুবাদক)।

أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبَّ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا بَلَىٰ قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرِكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السُّودَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ .

৪২৮৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি তাঁবুর মধ্যে ছিলাম। তিনি বলেন : তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তোমরা জান্নাতীদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার বলেন : তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তোমরা জান্নাতীদের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : জান্নাতীদের অর্ধেক হবে তোমরা। এজন্য যে, জান্নাতে কেবল মুসলিম ব্যক্তিই প্রবেশ করবে। তোমরা মুশরিকদের তুলনায় কালো ষাঁড়ের চামড়ায় সাদা লোম সদৃশ অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ায় কালো লোম সদৃশ (বু, মু, তি-২৪৮৬)।

৪২৮৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالَا تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجِيئُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَيَجِيئُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْلُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَغْتَ قَوْمَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَغْتُمْ فَيَقُولُونَ لَا فَيُقَالُ مَنْ شَهِدَ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأُمَّتُهُ فَتُدْعَى أُمَّةٌ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَغَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ وَمَا عَلِمْتُمْ بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ أَخْبَرْنَا نَبِيَّنَا ﷺ بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَغُوا فَصَدَّقْنَاهُ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا] .

৪২৮৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (কিয়ামতের দিন) একজন নবী আসবেন, তাঁর সাথে থাকবে একজন মাত্র অনুসারী। আবার কোন নবীর সাথে থাকবে দুইজন অনুসারী। আবার কোন নবীর সাথে থাকবে তিনজন বা তার কম-বেশী অনুসারী। তাঁকে বলা হবে, তুমি কি তোমার জাতির নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছিলে? তিনি বলবেন : হ্যাঁ। তার জাতিকে ডাকা হবে এবং বলা হবে, তিনি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছিলেন? তারা বলবে, না। তাঁকে বলা হবে, তোমার সাক্ষী কারা? তিনি বলবেন : মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাত। তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

উম্মাতকে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, নবী কি (তঁার উম্মাতের নিকট আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছিলেন? তারা বলবে, হ্যাঁ। তাদের আবার জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা তা জানলে কিভাবে? তারা বলবে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবহিত করেছিলেন যে, নিশ্চয় রাসূলগণ আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা তঁার কথা সত্য বলে স্বীকার করেছি। তোমাদের জন্য এ কথার প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী (অনুবাদ) : “এভাবে আমি তোমাদেরকে এক ন্যায়নিষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের সাক্ষীস্বরূপ হতে পারে” (সূরা বাকারা : ১৪৩)।

৪২৮৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَرْجُو الْأَى يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّأُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذُرَارِيِّكُمْ مَسَاكِينَ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدْنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ .

৪২৮৫। রিফাআ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (সফর থেকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফিরে এলে তিনি বলেন : সেই মহান সন্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এমন কোন বান্দা নেই, যে ঈমান আনার পর তার উপর অবিচল থেকেও জান্নাতের দিকে পরিচালিত হবে না। আমি আশা করি যে, তোমরা ও তোমাদের সৎকর্মপরায়ণ সন্তানরা জান্নাতে নিজ নিজ স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত অন্য লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমার মহান প্রভু আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সন্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

৪২৮৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَلْهَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَعَدْنِي رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَشِيَّاتٍ مِنْ حَشِيَّاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ .

৪২৮৬। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার মহান প্রতিপালক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সন্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করবেন এবং তাদের কোনরূপ শাস্তিও হবে না। প্রতি হাজারের

সাথে থাকবে আরও সত্তর হাজার করে এবং আরো থাকবে আমার মহান প্রতিপালকের তিন মুঠো পরিমাণ।

৪২৮৭- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ الرَّمْلِيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيِّ قَالَا تَنَا ضَمْرَةَ بْنَ رَيْبَعَةَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُكْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أُمَّةً نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا .

৪২৮৭। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমার উম্মাত সত্তর সংখ্যা পূর্ণ করবে। আমরা হবো এর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম উম্মাত।

৪২৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَدَّاشٍ تَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَنْكُمْ وَقِيْتُمْ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ .

৪২৮৮। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় তোমরা উম্মাতের সংখ্যা সত্তরে পূর্ণ করেছে। এদের মধ্যে তোমরাই আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম ও মর্যাদাবান উম্মাত।

৪২৮৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ تَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ الْأَصْبَهَانِيِّ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةٌ صَفٍّ تَمَاتُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ .

৪২৮৯। বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশতীদের এক শত বিশটি কাতার হবে। তন্মধ্যে এই উম্মাতের হবে আশিটি কাতার এবং অন্যান্য উম্মাতের হবে চল্লিশটি।

৪২৯০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى تَنَا أَبُو سَلَمَةَ تَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَوْلُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ آيُنَ الْأُمَّةِ الْأَمِيَّةُ وَتَبِيَّتُهَا فَتَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ .

৪২৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমরা হলাম সর্বশেষ উম্মাত এবং সর্বপ্রথম আমাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে।

বলা হবে, উম্মী (নিরক্ষর) নবীর উম্মাত এবং তাদের নবী কোথায়? সুতরাং আমরা হলাম সর্বশেষ উম্মাত (দুনিয়াতে আগমনের দিক থেকে) এবং সর্বপ্রথম উম্মাত (জান্নাতে প্রবেশের দিক থেকে)।

৪২৯১- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُذِنَ لِأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ فِي السُّجُودِ فَيَسْجُدُونَ لَهُ طَوِيلًا ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِدَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ .

৪২৯১। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টিকে একত্র করলে পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতকে সিজদারত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। তারা দীর্ঘক্ষণ তাঁর উদ্দেশে সিজদারত থাকবে। অতঃপর বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। আমি তোমাদের সমসংখ্যককে (কাফেরকে) জাহান্নামের ফিদয়া স্বরূপ দিয়েছি।

৪২৯২- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا فَاذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُقَالُ هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ .

৪২৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই উম্মাত হলো অনুগ্রহপ্রাপ্ত। এদের দ্বারাই এদের শাস্তি হবে (পারস্পরিক হানাহানির মাধ্যমে)। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মুসলমানকে একজন করে মুশরিক সোপর্দ করা হবে এবং বলা হবে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এই হলো তোমার ফিদয়া।^{১১}

অনুচ্ছেদ : ৩৫

بَابُ مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমাত লাভের আশা করা যায়।

৪২৯৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ قَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةً

১১. এক হাদীসে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের জন্য দুইটি স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা আছে : একটি জান্নাতে, অপরটি দোযখে। কোন ব্যক্তি জান্নাতে গেলে তার দোযখের স্থানে যাবে ক্ষমার অযোগ্য পাপী। একেই বলা হয়েছে মুমিনের ফিদয়া বা বিকল্প (অনুবাদক)।

بَيْنَ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ فِيهَا يَتَرَاحْمُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا تَعَطِفُ الْوَحْشُ عَلَى
أَوْلَادِهَا وَآخِرَ تَسْعَةٍ وَتَسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪২৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাআলার এক শত রহমাত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি রহমাত তিনি সারা সৃষ্টির মধ্যে বন্টন করেছেন। এই একটি রহমাতের কারণেই তারা একে অপরের প্রতি দয়াপরবশ হয়, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এর দ্বারা জীব-জন্তু তার বাচ্চার প্রতি মমতায় উদ্ভুদ্ধ হয়। তিনি অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমাত কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য রেখেছেন।

٤٢٩٤- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ قَالَ تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً تَعَطِفُ
الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَالطَّيْرُ وَآخِرَ تِسْعَةٍ وَتَسْعِينَ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا اللَّهُ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ .

৪২৯৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন এক শত রহমাত সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে থেকে তিনি মাত্র একটি রহমাত পৃথিবীতে বিতরণ করেছেন। এর দ্বারা উদ্ভুদ্ধ হয়ে মা তার সন্তানের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে এবং জীবজন্তু, পক্ষীকুল ইত্যাদিও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমাত তিনি কিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন। যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন তিনি এটি দ্বারা এক শত রহমাত পূর্ণ করবেন।

٤٢٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ تَنَا أَبُو
خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَا خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ رَحِمْتِي تَغْلِبُ غَضَبِي .

৪২৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন তখন নিজ হাতে নিজের ব্যাপারে লিখেছেন : “আমার রহমাত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী থাকবে”।

٤٢٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ تَنَا أَبُو عَوَانَةَ تَنَا عَبْدُ
الْمَلِكِ ابْنُ عَمِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَذَرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

৪২৯৬। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলাম। তিনি বলেন : হে মুআয! তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে এবং আল্লাহর উপর বান্দার কি অধিকার রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বলেন : বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার এই যে, বান্দাহ তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার এই যে, তারা (বান্দা) তদনুযায়ী আচরণ করলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

٤٢٩٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَعِينٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرُّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ فَقَالُوا نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ وَامْرَأَةٌ تَحْصِبُ تَنْوَرَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجَّ التَّنُورُ تَنَحَّتْ بِهِ فَآتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي الْيَسَّ اللَّهُ بِأَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ قَالَ بَلَى قَالَتْ أَوْلَيْتَ اللَّهُ بِأَرْحَمِ عِبَادِهِ مِنَ الْأُمِّ بَوْلِدَهَا قَالَ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ الْأُمَّ لَا تُلْقَى وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَكَأَبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَكِّي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللَّهِ وَآبِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

৪২৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কারা এই সম্প্রদায়? তারা বলেন, আমরা মুসলমান। এক স্ত্রীলোক তার চুলায় আগুন ধরাচ্ছিল এবং তার সাথে তার এক শিশু পুত্রও ছিল। চুলা থেকে ধোঁয়া বের হলে এবং আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে সে তার পুত্রকে সরিয়ে নিলো। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেন : হ্যাঁ। সে বললো, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আল্লাহ তাআলা কি দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু নন? তিনি বলেন : অবশ্যই। স্ত্রীলোকটি বললো, সন্তানের প্রতি মা যতোটা দয়াপন্নবশ, আল্লাহ কি তাঁর

বান্দাদের প্রতি তার চেয়ে অধিক দয়াপরবশ নন? তিনি বলেন : অবশ্যই। সে বললো, নিশ্চয় মা তার সন্তানকে আশুনে দিক্ষেপ করে না। একথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা অবনত করে কেঁদে দিলেন, অতঃপর মাথা তুলে তাকে বলেন : যে ব্যক্তি অবাধ্য, উদ্ধত, বিদ্রোহী, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলতে অস্বীকার করে, সে ব্যতীত আল্লাহ তার অপরাধের বান্দাদের শাস্তি দিবেন না।

৪২৯৮- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَكِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ النَّارَ الْأَشْقَى قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرِكْ لَهُ مَعْصِيَةً .

৪২৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুর্ভাগা হতভাগা ব্যতীত কেউ দোষখে যাবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! হতভাগা কে? তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করেনি এবং তাঁর অবাধ্যাচারিতা ত্যাগ করেনি।

৪২৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخُو حَزْمِ الْقُطَيْعِيِّ ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ أَوْ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) فَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا أَهْلٌ أَنْ أَتَقَى فَلَا يُجْعَلْ مَعِيَ إِلَهٌ آخَرَ فَمَنْ اتَّقَى أَنْ يُجْعَلَ مَعِيَ إِلَهًا آخَرَ فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَعْفِرَ لَهُ .

৪২৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ বা তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) : “একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী” (সূরা মুদ্দাসসির : ৫৬), অতঃপর বলেন : মহান আল্লাহ বলেছেন, আমিই উপযুক্ত যে, কেবল আমাকেই ভয় করতে হবে। অতএব আমার সাথে যেন অন্য ইলাহ যোগ না করা হয়। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কোন ইলাহ যোগ করা পরিহার করবে, আমি তাকে ক্ষমা করার যোগ্য।

৪২৯৯(১)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَبُّكُمْ إِنَّا أَهْلٌ أَنْ أَتَقَى فَلَا يُشْرِكُ بِي غَيْرِي وَإِنَّا أَهْلٌ لِمَنْ اتَّقَى أَنْ يُشْرِكَ بِي أَنْ أَعْفِرَ لَهُ .

৪২৯৯(১)। আবুল হাসান আল-কাত্তান (রা)-আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। “একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী” (সূরা মুদ্দাসসির) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমিই উপযুক্ত যে, আমাকেই ভয় করতে হবে, আমার সাথে অন্যকে শরীক করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে শরীক করা পরিহার করেছে আমিই তাকে ক্ষমা করার যোগ্য।

৬৩০০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فَيُنشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ سَجْلًا كُلُّ سَجَلٍ مَدُّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَظْلَمْتُكَ كَتَبْتَنِي الْحَافِظُونَ ثُمَّ يَقُولُ أَلَاكَ عَنْ ذَلِكَ حَسَنَةٌ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَأَنْتَ لَا تَظْلَمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ لَهُ بَطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبَطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجَلَاتِ فَيَقُولُ أَنْكَ لَا تَظْلَمُ فَتُوضَعُ السِّجَلَاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبَطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجَلَاتُ وَثَقَلَتِ الْبَطَاقَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْبَطَاقَةُ الرَّقْعَةُ وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ لِلرَّقْعَةِ بَطَاقَةٌ .

৪৩০০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে আমার এক উম্মাতকে ডাকা হবে, অতঃপর তার সামনে নিরানব্বইটি দফতর পেশ করা হবে। প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি কি এর কোন কিছু অস্বীকার করো? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর আমলনামা লেখক আমার ফেরেশতাগণ কি জুলুম করেছে? অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার নিকট কি কোন নেকী আছে? সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, হাঁ, আমার নিকট তোমার কিছু নেকী জমা আছে। আজ তোমার উপর জুলুম করা হবে না। অতঃপর তার সামনে একটি চিরকুট তুলে ধরা হবে, যাতে লিপিবদ্ধ থাকবে : “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল”। সে বলবে, হে আমার রব! এতো বৃহৎ দফতরসমূহের তুলনায় এই ক্ষুদ্র চিরকুট আর কি উপকারে আসবে! তিনি বলবেন, তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে না। অতঃপর সেই বৃহদাকার দফতরসমূহ এক পাল্লায় এবং সেই ক্ষুদ্র চিরকুটটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। এতে বৃহদাকার দফতরসমূহের পাল্লা হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং ক্ষুদ্র চিরকুটের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, বিতাকা (চিরকুট) অর্থ রুকুআ (টুকরা), মিসরবাসী রুকুআকে বিতাকা বলে।

بَابُ ذِكْرِ الْحَوْضِ

হাওজ কাওসারের আলোচনা ।

৪৩০১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ثَنَا زَكْرِيَّا ثَنَا عَطِيَّةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنْ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ أبيضٌ مِثْلَ اللَّبَنِ أَنْيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ وَأَنْيَ لَأَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪৩০১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার জন্য বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ঝর্ণা আছে। এর পানি দুধের ন্যায় সাদা এবং এর পানপাত্র তারকাপুঞ্জের ন্যায় অসংখ্য। কিয়ামতের দিন অন্য সকল নবী-রাসূলের অনুসারীর চাইতে আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে অনেক বেশী।

৪৩০২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةٍ إِلَى عَدَنَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَلَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْأَيْلَةَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّعَرَفْنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غَرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ .

৪৩০২। হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার হাওজ কাওসারের পরিধি আয়না থেকে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই হাওজের পানপাত্রের সংখ্যা হবে নক্ষত্ররাজির চেয়েও অধিক। এর পানি হবে দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় আমি এই হাওজের তীর থেকে একদল লোককে তাড়িয়ে দিবো, যেমন কোন লোক অপরিচিত উটকে তার কূপ থেকে তাড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের চিনতে পারবেন? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তোমরা উয়ু করার কারণে তোমাদের উয়ুর অঙ্গসমূহ উজ্জল অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হবে। তোমাদের ব্যতীত অন্য কারো এরূপ হবে না।

৬৩.৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مروانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهَاجِرٍ حَدَّثَنِي العَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ الدِّمَشْقِيُّ نُبِيتُ عَنْ أَبِي سَلَامٍ الحَبَشِيِّ قَالَ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ فَاتَيْتُهُ عَلَى بَرِيدٍ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَقَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا سَلَامٍ فِي مَرَكَبِكَ قَالَ أَجَلَ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ المَشَقَّةَ عَلَيْكَ وَلَكِنْ حَدِيثٌ بَلَّغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ قَالَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنْ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى أَيْلَةَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ أَكَاوِيبُهُ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرِبَتْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا وَأَوَّلُ مَنْ يَرُدُّهُ عَلَى فُقَرَاءِ المَهَاجِرِينَ الدُّنْسُ ثِيَابًا وَالشُّعْثُ رُؤُوسًا الَّذِينَ لَا يَنكحُونَ المُنْعَمَاتِ وَلَا يَفْتَحُ لَهُمُ السُّدُدُ قَالَ فَبَكَى عُمَرُ حَتَّى اخْضَلَتْ لِحْيَتُهُ ثُمَّ قَالَ لَكِنِّي قَدْ نَحَكْتُ المُنْعَمَاتِ وَفُتِحَتْ لِي السُّدُدُ لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ ثَوْبِي الذَّنْبِي عَلَى جَسَدِي حَتَّى يَتَسَخَّ وَلَا أَدْهَنُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ .

৪৩০৩। আবু সালাম আল-হাবাশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আমাকে ডেকে পাঠান। আমি একটি খচ্চরের পিঠে সাওয়ার হয়ে তার নিকট আসি। আমি তার নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, হে আবু সালাম! আমি আপনার বাহনের ব্যাপারে আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। তিনি বলেন, হাঁ, আল্লাহর শপথ! হে আমীরুল মুমিনীন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আপনাকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা আমার ছিলো না। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি হাওয কাওসার সম্পর্কিত একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। আমি সেই হাদীসখানি আপনার মুখে শুনে অগ্রহী। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার হাওয এডেন থেকে আয়লা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। এর পাত্রসংখ্যা আকাশের তারকারাজির সমান। যে কেউ এই হাওয থেকে এক ঢোক পানি পান করতে পারবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। দরিদ্র মুহাজিরগণ সর্বপ্রথম এর পানি পানের সৌভাগ্য লাভ করবে, যাদের মাথার চুল উষ্ণ, পোশাক ধুলি মলিন, যারা ধনবান পরিবারের মেয়েদের বিবাহ করতে পারেনি এবং যাদের আপ্যায়নের জন্য ঘরের দরজাসমূহ খোলা হয়নি। রাবী বলেন, (এ হাদীস শুনে) উমার (র) কেঁদে দিলেন, এমনকি তার দাড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো। তিনি বলেন, আমি তো ধনীরা দুলালী বিবাহ করেছি এবং আমার জন্য সব দরজাই তো উন্মুক্ত। এখন

থেকে আমি আমার পরিধয়ের বস্ত্র ময়লাযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৌত করবো না এবং মাথার চুল উক্খুচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত তৈল ব্যবহার করবো না (আ, তি) ।

৪৩.৪ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِي ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ نَاحِيَتِي حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَانَ .

৪৩০৪ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার হাওয়ের দুই তীরের ব্যবধান (ইয়ামনের রাজধানী) সানআ ও মদীনার মধ্যকার দূরত্বের সমান অথবা মদীনার ও আন্মানের মধ্যকার দূরত্বের সমান ।

৪৩.৫ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُرَى فِيهِ آبَارِقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ .

৪৩০৫ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেখানে (হাওয় কাওসারের তীরে) আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের সমান সংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পানপাত্রসমূহ দৃশ্যমান থাকবে ।

৪৩.৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ لِأَحِقُّونَ ثُمَّ قَالَ لَوَدِدْنَا أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَسْنَا إِخْوَانَكَ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي خَيْلٍ دُهُمٌ بِهِمْ أَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ثُمَّ قَالَ لِيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ فَإِنَادِيهِمْ إِلَّا هَلُمُّوا فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ وَلَمْ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَيَّ أَعْقَابِهِمْ فَأَقُولُ إِلَّا سَحَقًا سَحَقًا .

৪৩০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে এসে কবরবাসীদের সালাম দিলেন এবং বললেন : “আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন ওয়াইননা ইনশাআল্লাহু তাআলা বিকুম লাহিকূন” (ঈমানদার কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অচিরেই আল্লাহর মর্জি আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো)। অতঃপর তিনি বলেন : নিশ্চয় আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমরা আমাদের ভাইদের দেখতে পাবো। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বলেন : তোমরা আমার সাহাবী। আর যারা আমাদের পরে আসবে তারা আমার ভাই। আমি তোমাদের আগেই হাওযের নিকট উপস্থিত হবো। তারা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন লোকদের আপনার উম্মাতরূপে কিভাবে চিনবেন, যারা এখনও জন্মগ্রহণ করেনি? তিনি বলেন : তোমরা কি দেখো না, যদি কোন ব্যক্তির একটি সাদা পদ ও সাদা পেশানীযুক্ত ঘোড়া অপর ব্যক্তির কালো ঘোড়ার পালে মিশে যায়, তবে সে কি তার ঘোড়াটি চিনতে পারবে না? তারা বলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় চিনতে পারবে। তিনি বলেন : তারা কিয়ামতের দিন উয়ুর বদৌলতে সাদা পেশানী ও সাদা হাত-পাবিশিষ্ট অবস্থায় আসবে। তিনি আরো বলেন : আমি তোমাদের আগেই হাওয কাওছারে উপস্থিত হবো। একদল লোক আমার হাওয থেকে বিতাড়িত হবে, যেমন পথভোলা উট বিতাড়িত হয়। আমি তাদেরকে ডেকে বলবো : তোমরা এদিকে এসো তোমরা এদিকে এসো। তখন বলা হবে, এসব লোক আপনার পরে (দীনকে) পরিবর্তন করেছে এবং অবিরত তারা তাদের পশ্চাতে ফিরে গেছে। তখন আমি বলবো : সাবধান! দূর হও দূর হও।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

بَابُ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ

শাফাআতের আলোচনা।

৪৩০৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا .

৪৩০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে দোয়া আছে যা কবুল করা হয়। আর প্রত্যেক নবীই সেই বিশেষ দোয়াটি করে ফেলেছেন। কিন্তু আমি আমার দোয়াটি আমার উম্মাতের শাফাআতের জন্য জমা রেখেছি। অতএব আমার উম্মাতের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে শীরক না করে মারা যাবে তারা আমার শাফাআত প্রাপ্ত হবে।

৪৩০৮ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَأَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ أُنْبَانَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي

سَعِيدٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا سَيِّدُ وَكْدِ أَدَمَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوْلُ مَنْ تَنْشَقُّ
الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوْلُ شَافِعٍ وَأَوْلُ مُشْفَعٍ وَلَا فَخْرَ وَلِوَاءِ
الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ .

৪৩০৮ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি আদম সন্তানদের সরদার, তাতে গর্বের কিছু নেই । কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার জন্য জমীন বিদীর্ণ হবে (কবর থেকে সর্বপ্রথম আমিই উঠবো), এতে গর্বের কিছু নেই । আমিই হবো সর্বপ্রথম শাফাআতকারী এবং সর্বাত্রে আমার শাফাআত কবুল করা হবে । এতেও কোন গর্ব নেই । কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকবে । এতেও গর্বের কিছু নেই ।

৪৩০৯ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَا تَنَا بِشْرِ بْنِ
الْمُفْضَلِ تَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ أَمَا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ
أَصَابَتْهُمْ نَارٌ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَتْهُمْ أَمَاتَةٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ
لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُشُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَقِيلَ يَا أَهْلَ
الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتِ الْحَبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَالَ فَقَالَ
رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ .

৪৩০৯ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আহা দোষখবাসী, যারা দোষখবাসী তারা সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না । তবে কতক লোক তাদের ভুলত্রুটি ও গুনাহের কারণে দোষখের শাস্তি ভোগ করবে । আগুন তাদের দক্ষীভূত করবে, ফলে তারা কয়লাবত হয়ে যাবে । তখন তাদের শাফাআতের অনুমতি দেয়া হবে । তাদের দলে দলে দোষখ থেকে বের করে আনা হবে এবং জান্নাতের ঝরনার নিকট ছড়িয়ে রাখা হবে । তখন বলা হবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা তাদের উপর পানি ছিটিয়ে দাও । ফলে তারা প্লাবনের পর উর্বর মাটিতে চারাগাছ গজানোর মত গজিয়ে উঠবে । রাবী বলেন, উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, মনে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন বন-বাদারে বসবাস করতেন ।

৪৩১০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ تَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ تَنَا
زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ يَقُولُ إِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي .

৪৩১০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত হবে আমার উম্মাতের কবীরা গুনাহগারদের জন্যই।

৪৩১১- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ ثَنَا أَبُو بَدْرِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ نَعِيمِ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نَصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَعْمُ وَأَكْفَى أَتْرُونَهَا لِلْمُتَّقِينَ لَا وَلَكِنَهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَائِينَ الْمُتَكَلِّفِينَ .

৪৩১১। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে শফাআত করার অথবা আমার উম্মাতের অর্ধেক জান্নাতী হওয়ার মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। আমি শাফাআতকে গ্রহণ করেছি। কেননা তা ব্যাপক বিস্তৃত এবং অধিক ফলপ্রসূ। তোমরা কি মনে করো যে, শাফাআত মুত্তাকীদের জন্য? না, বরং তা গুনাহগার, অপরাধে অভিযুক্ত এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে মিশ্রণকারীদের জন্য।

৪৩১২- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْهَمُونَ أَوْ يَهْمُونَ شَكَّ سَعِيدٌ فَيَقُولُونَ لَوْ تَشَفَّعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَأَرَاخَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ يُرْحَمْنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ وَيَشْكُرُ إِلَيْهِمْ ذَنْبَهُ الَّذِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَتْتُوا نُوحًا فَأَنْهَ أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَ رَبِّهِ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَيَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَتْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ أَتْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَهُ النَّفْسَ بِغَيْرِ النَّفْسِ وَلَكِنْ أَتْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ أَتْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ قَالَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَرْفَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فَأَمَشِي بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَى

حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ فَاسْتَأْذَنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَأَذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا
 فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ تَسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَى
 وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعْلَمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُ لِي حَدًّا فَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ
 ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَةَ فَأَذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي ثُمَّ
 يُقَالُ لِي ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تَسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَى وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَارْفَعْ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ
 بِتَحْمِيدٍ يُعْلَمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُ لِي حَدًّا فَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ
 فَأَذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ
 مُحَمَّدُ قُلْ تَسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَى وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَارْفَعْ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ
 يُعْلَمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُ لِي حَدًّا فَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ
 مَا بَقِيَ الْآ مِنْ حَبْسَةِ الْقُرْآنِ قَالَ يَقُولُ قَتَادَةُ عَلَى آثَرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدَّثَنَا
 أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ
 فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ .

৪৩১২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন ঈমানদার বান্দরার সমবেত হবে। তখন তাদের অন্তরে ইলহাম করা হবে এবং তারা বলবে, কেউ যদি আমাদের প্রভুর নিকট আমাদের জন্য শাফাআত করতো তাহলে তিনি আমাদের এই অবস্থা থেকে শান্তি দিতে পারতেন। অতএব তারা আদম আলাইহিস সালামের নিকট এসে বলবে, আপনি আদম, মানবজাতির পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আপনি আমাদের এ অবস্থা থেকে নাজাতের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকটে শাফাআত করুন। তিনি বলবেন : আমি তোমাদের একাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাদের নিকট নিজের কৃত গুনাহর কথা উল্লেখ করে আক্ষেপ করবেন এবং এতে লজ্জিত হবেন। বরং তোমরা নূহ আলাইহিস সালামের নিকট যাও। কেননা তিনি ছিলেন পৃথিবীবাসীর প্রতি আল্লাহর প্রেরিত প্রথম রাসূল। অতএব তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন : আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই। তিনি অজ্ঞাতে আল্লাহর নিকট যে নিবেদন করেছিলেন, তা স্মরণ করে লজ্জিত হবেন। বরং তোমরা

দয়াময় রহমানের প্রিয় বান্দা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট যাও। অতএব তারা তাঁর নিকট আসলে তিনি বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। বরং তোমরা মুসা আলাইহিস সালামের নিকট যাও। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তাঁর সাথে আল্লাহ বাক্যালাপ করেছেন এবং তাঁকে তাওরাত কিতাব দান করেছেন। অতএব তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। তিনি একটি অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করবেন। তোমরা বরং আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তাঁর বাক্য, তাঁর দেয়া রুহ ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট যাও। অতএব লোকেরা তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। বরং তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও, যাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন তারা আমার নিকট আসবে এবং আমি রওয়ানা হবো। রাবী বলেন, হাসান (র)-এর সনদে এই শব্দাবলী বর্ণিত আছে : তিনি বলেন, আমি মুমিনদের দুইটি সারির মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হতে থাকবো। কাতাদা (র) বলেন, তারপর রাবী আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলীতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি আমার প্রভুর নিকট (শাফাআতের) অনুমতি প্রার্থনা করবো এবং আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি তাকে দেখামাত্র সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদাবনত অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, বলো শোনা হবে এবং চাও দেয়া হবে, শাফাআত করো কবুল করা হবে। অতএব তিনি যা আমাকে শিখিয়ে দিবেন সেই বাক্যে আমি তাঁর প্রশংসা করবো। অতঃপর আমি শাফাআত করবো। তবে আমার জন্য শাফাআতের একটি সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। আল্লাহ শাফাআতপ্রাপ্তদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি পুনরায় আমার প্রভুর নিকট ফিরে আসবো এবং তাঁকে দেখামাত্র সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদাবনত রাখবেন। অতঃপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, বলো শোনা হবে; চাও দেয়া হবে; শাফাআত করো কবুল করা হবে। তিনি আমাকে যে বাক্য শিখিয়ে দিবেন, আমি সেই বাক্যে তাঁর প্রশংসা করবো, অতঃপর শাফাআত করবো। আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। আল্লাহ শাফাআতপ্রাপ্তদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি তৃতীয় বারের মত ফিরে যাবো এবং আমার প্রভুকে দেখামাত্র সিজদায় পতিত হবো। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদাবনত রাখবেন। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও; বলো শোনা হবে; প্রার্থনা করো কবুল করা হবে; শাফাআত করো মঞ্জুর করা হবে। আমি আমার মাথা উঠাবো এবং তাঁর শিখানো বাক্যে তাঁর প্রশংসা করবো এবং তারপর আমি শাফাআত করবো এবং আমাকে একটা সীমা বেঁধে দেয়া হবে। আল্লাহ শাফাআতকৃতদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি চতুর্থবার গিয়ে বলবো, হে প্রভু! কুরআন যাদের আটক করে রেখেছে তারা ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট নেই। রাবী বলেন, কাতাদা (র) এই হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শেষে এমন ব্যক্তিকে দোযখ থেকে বের করা হবে যে শুধু বলেছে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই) এবং যার অন্তরে একটি গমের দানা পরিমাণ নেক আমল

থাকবে। আর এমন ব্যক্তিকেও দোষখ থেকে বের করে আনা হবে যে বলেছে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং যার অন্তরে থাকবে বার্লির দানা পরিমাণ নেক আমল (ঈমান)। এমন ব্যক্তিকেও দোষখ থেকে বের করা হবে যে বলেছে : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং যার অন্তরে অণু পরিমাণ নেক আমল থাকবে।

৪৩১৩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا عَنبَسَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاقِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ .

৪৩১৩। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক শাফাআত করবে। নবীগণ, অতঃপর আলেমগণ, অতঃপর শহীদগণ।

৪৩১৪- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ .

৪৩১৪। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন আমি হবো নবীগণের ইমাম, তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশকারী এবং তাদের প্রধান সুপারিশকারী, তাতে কোন গর্ব নেই।

৪৩১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَّارِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ .

৪৩১৫। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার শাফাআতের বদৌলতে ‘জাহান্নামী’ নামের একদল জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে।

৪৩১৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وَهَيْبُ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَدَعَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَاكَ قَالَ سِوَايَ قُلْتَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَا سَمِعْتَهُ .

৪৩১৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবুল জাদআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির শাফাআতে তামীম গোত্রের জনসংখ্যার চাইতেও অধিক লোক জান্নাতে যাবে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তি কি আপনি ব্যতীত অন্য কেউ? তিনি বলেন : আমি ব্যতীত। আমি (আবদুল্লাহ ইবনে আবুল জাদআ) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট শুনেছি।

৪৩১৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلِيمَ ابْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَدْرُونَ مَا خَيْرِنِي رَبِّي اللَّيْلَةَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ خَيْرِنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَأَخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهُ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ هِيَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৪৩১৭। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাজি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কি জানো, আমার প্রভু আজ রাতে আমাকে কোন্ বিষয়ে অবকাশ দিয়েছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি বলেন : তিনি (আল্লাহ) আমাকে এই অবকাশ দিয়েছেন যে, আমার উম্মাতের অর্ধেক সংখ্যক জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা তাদের নাজাতের জন্য শাফাআতের অনুমতি থাকবে। আমি শাফাআতের অবকাশ গ্রহণ করলাম। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদেরকে শাফাআত লাভের যোগ্য বানান। তিনি বলেন : এই শাফাআত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

بَابُ صِفَةِ النَّارِ

দোযখের বর্ণনা।

৪৩১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَعَلِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ نُفَيْعِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَوْ لَا أَنَّهَا أُطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا أَنْتَفَعْتُمْ بِهَا وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعِيدَهَا فِيهَا .

৪৩১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের দুনিয়ার এ আগুন দোষখের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ (উত্তাপের দিক থেকে)। যদি সেই আগুনকে দু'বার পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করা না হতো তবে তোমরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারতে না। এ আগুন মহামহিম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছে যেন আবার তাকে জাহান্নামে ফেরত না নেওয়া হয়।

৪৩১৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلْتُ بَعْضِي بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ نَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ فَشِدَّةٌ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا وَشِدَّةٌ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا .

৪৩১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহান্নাম তার প্রভুর নিকট অভিযোগ করে বললো, হে আমার রব! আমার একাংশ অপরাংশকে গ্রাস করেছে। তখন আল্লাহ তাকে দু'বার নিঃশ্বাস নেয়ার অনুমতি দিলেন : একটি শীতকালে অপরটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা দুনিয়াতে যে ঠাণ্ডা অনুভব করো তা হলো দোষখের হীম শীতলতা থেকে এবং যে গরম অনুভব করো তা হলো দোষখের আগুনের উষ্ণতা থেকে (বু, মু, তি)।

৪৩২০- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَوْقَدَتِ النَّارُ أَلْفَ سَنَةٍ فَأَبْيَضَتْ ثُمَّ أَوْقَدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتْ ثُمَّ أَوْقَدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاسْتَوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءٌ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ .

৪৩২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: দোষখের আগুন হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত করার পর তা সাদা রং ধারণ করে। আবার তা হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত করার পর লাল রং ধারণ করে। আবার হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত করার পর তা কালো বর্ণ ধারণ করে। এখন তা গভীর অন্ধকার রাতের মতো অন্ধকার অবস্থায় আছে।

৪৩২১- حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الْكُفَّارِ فَيُقَالُ اغْمِسُوهُ فِي النَّارِ غَمْسَةً

فَيُغَمَسُ فِيهَا ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَيُّ فُلَانٍ هَلْ أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا مَا أَصَابَنِي نَعِيمٌ قَطُّ وَيُوتَى بِأَشَدِّ الْمُؤْمِنِينَ ضُرًّا وَبَلَاءً فَيُقَالُ اغْمِسُوهُ غَمْسَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُغَمَسُ فِيهَا غَمْسَةً فَيُقَالُ لَهُ أَيُّ فُلَانٍ هَلْ أَصَابَكَ ضُرٌّ قَطُّ أَوْ بَلَاءٌ فَيَقُولُ مَا أَصَابَنِي قَطُّ ضُرٌّ وَلَا بَلَاءٌ .

৪৩২১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে হাথির করা হবে, যে দুনিয়াতে আরাম-আয়েশে দিন কাটিয়েছে। বলা হবে, তোমরা (ফেরেশতারা) একে দোষখে একটি চুবান দাও। অতএব তাকে দোষখে একটি চুবান দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে অমুক! তুমি কি কখনো সুখের ছোঁয়া পেয়েছো? সে বলবে, না, আমি কখনো সুখের ছোঁয়া পাইনি। অতঃপর (কিয়ামতের দিন) ঈমানদারদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে হাথির করা হবে, যে দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে জীবন কাটিয়েছে। বলা হবে, একে একটু জান্নাত দেখাও। অতঃপর তাকে জান্নাত দেখানো হবে। এরপর তাকে বলা হবে, হে অমুক! তোমাকে কি কখনো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ স্পর্শ করেছে? সে বলবে, আমি কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি।

৪৩২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عَيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتَّىٰ إِنَّ ضَرْسَهُ لَأَعْظُمُ مِنْ أَحَدٍ وَقَضِيْلَةُ جَسَدِهِ عَلَىٰ ضَرْسِهِ كَقَضِيْلَةُ جَسَدِ أَحَدِكُمْ عَلَىٰ ضَرْسِهِ .

৪৩২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কাফেরদের দেহ হবে অস্বাভাবিক মোটা, এমনটি তার এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড়ো। আর তার দেহ হবে তার দাঁতের তুলনায় এতো বিরাট, যেমন তোমাদের কারো দাঁতের তুলনায় তার দেহ অনেক বড় হয়ে থাকে।

৪৩২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هَنْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَرْدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ أَقْيِشٍ فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ لَيَلْتَنِيذُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا .

৪৩২৩। আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) বলেন, এক রাতে আমি আবু বুরদা (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে হারিস ইবনে উকাইস (রা) আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন। হারিস (রা) সেই রাতে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও হবে যার শাফাআতে মুদার গোত্রের লোকসংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবার আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও হবে, যে দোষখের জন্য এতো হুটপুট হবে যে, এমনকি তার এক কোণা ভরে যাবে।

৪৩২৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيدَ الرُّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبْكُونَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُوعُ ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَّ حَتَّى يَصِيرَ فِي وُجُوهِهِمْ كَهَيْئَةِ الْأَخْذُودِ لَوْ أُرْسِلَتْ فِيهِ السُّفْنُ لَجَرَتْ .

৪৩২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দোষখীদের জন্য পাঠানো হবে কেবল কান্নাকাটি। তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের চোখ দিয়ে ঝরতে থাকবে রক্তাশ্রু। ফলে তাদের মুখমণ্ডলে বিরাটকায় গর্ত সদৃশ গর্ত সৃষ্টি হবে। তাতে নৌযান ছেড়ে দিলে অব্যশই তা অনায়াসে চলতে পারবে।

৪৩২৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الرِّقَابِ قَطُرَتْ فِي الْأَرْضِ لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيشَتَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ .

৪৩২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পড়লেন (অনুবাদ) : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না” (সূরা আল ইমরান : ১০২)। যাককূমের একটি বিন্দুও যদি পৃথিবীতে পতিত হতো তাহলে দুনিয়াবাসীর জীবন দুর্বিসহ হয়ে যেতো। আর এটাই যাদের খাদ্য হবে তাদের কি অবস্থা হবে (তি, না)।^{১২}

১২. যাক্কুম হলো দোষখীদের খাদ্য। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে : “নিচয় যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপিষ্ঠদের খাদ্য, গলিত তামার মত। তাদের উদরে ফুটতে থাকবে পানির মত” (সূরা দুখান : ৪৩-৪৬)। আরও দ্র. ৩৭ : ৬২ এবং ৫৬ : ৫২ আয়াত (অনুবাদক)

৪৩২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ
ثَنَا اِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ
أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ .

৪৩২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
দোষখের আঙন সিজদার চিহ্নসম্বলিত স্থান ব্যতীত আদম সন্তানের সমস্ত দেহ
খেয়ে ফেলবে। আল্লাহ তাআলা সিজদার চিহ্নসমূহ গ্রাস করা দোষখের আঙনের
জন্য হারাম করেছেন।

৪৩২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ وَجَلِينَ أَنْ
يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ
فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ
هَذَا الْمَوْتُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيَذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كَلَاهُمَا خُلُودٌ
فِيمَا تَجِدُونَ لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا .

৪৩২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “মৃত্যু” নামক সৃষ্টিকে এনে কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর
স্থাপন করা হবে। অতঃপর ডাকা হবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে
আবির্ভূত হবে, না জানি তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়।
অতঃপর বলা হবে, হে দোষখবাসীরা! তারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে,
হয়তো তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। অতঃপর বলা হবে,
তোমরা কি একে চিনো? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ হলো “মৃত্যু”। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন : অতঃপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হলে তাকে পুলসিরাতের উপর
যবেহ করা হবে। অতঃপর বেহেশতবাসী ও দোষখবাসীদের বলা হবে, তোমরা উভয় দল
স্ব স্ব স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করো। এখানে কখনো মৃত্যু নেই।

بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ

জান্নাতের বর্ণনা ।

৪৩২৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَنْ بَلَّهَ مَا قَدْ أَطَّلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَقْرَأُوا أَنْ شِئْتُمْ (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) قَالَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْرُوهَا مِنْ قُرَاتٍ أَعْيُنٌ .

৪৩২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরের কল্পনা তার ধারণাও করতে পারেনি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যেসব উপকরণাদির কথা আল্লাহ তাআলা তোমাদের বলেছেন সেগুলোর কথা বাদ দিয়েও বরং তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পারো : “কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন শ্রীতিকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ” (সূরা আস-সাজদা : ১৭)। আবু হুরায়রা (রা) -এর স্থলে **قُرَاتٍ أَعْيُنٍ** পড়তেন।

৪৩২৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِشَبِيرٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا (الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) .

৪৩২৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতের এক বিঘত পরিমাণ স্থান সমগ্র পৃথিবী ও তার মধ্যকার সব কিছু থেকে উত্তম।

৪৩৩০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ ثنا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْضِعٌ سَوَطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

৪৩৩০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা, পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

৬৩৩১- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجَنَّةُ مَائَةٌ دَرَجَةٍ كُلُّ دَرَجَةٍ مِنْهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ أَعْلَاهَا الْفِرْدَوْسُ وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الْفِرْدَوْسُ وَإِنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ مِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَاذَا مَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُّوهُ الْفِرْدَوْسَ .

৬৩৩১। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : জান্নাতের একশ তলা রয়েছে। এক তলা থেকে অপর তলার ব্যবধান আসমান-জমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। নিশ্চয় এর শীর্ষ স্তরে রয়েছে ফিরদাওস এবং মধ্যবর্তী স্তরও ফিরদাওস। আল্লাহর আরশ ফিরদাওসের উপরে অবস্থিত। এখান থেকে জান্নাতের ঝরনাসমূহ প্রবাহিত। তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে তখন তাঁর নিকট ফিরদাওস নামক জান্নাত প্রার্থনা করবে।

৬৩৩২- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي الضُّحَّاكُ الْمَعَاظِرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ أَلَا مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأَلُ وَرِيحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ وَنَهْرٌ مُطْرِدٌ وَقَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نُضِيجَةٌ وَرَوْجَةٌ حَسَنَاءٌ جَمِيلَةٌ وَحُلٌّ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامٍ أَبَدًا فِي حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٌ فِي دُورٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بِهِيَّةٍ قَالُوا نَحْنُ الْمُشَمِّرُونَ لَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ وَحَضَّ عَلَيْهِ .

৬৩৩২। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন : আছে না কি কেউ জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে কর্ম সম্পাদনকারী? কেননা জান্নাতের বিকল্প বা সমতুল্য কিছু নেই। কাবার প্রভুর শপথ! তার আলো ঝলমল করে বিচ্ছুরিত হয়। পুষ্পরাজি ঘ্রাণ ছড়ায়। সুরম্য অট্টালিকাসমূহ, বহমান শ্রোতস্বিনী, সুমিষ্ট ফলের প্রাচুর্য, অলংকারে সজ্জিতা পরমা সুন্দরী স্ত্রী, চিরস্থায়ী বাসস্থানে সবুজ শ্যামলিমায় নিয়ামতে ভরপুর, গগনচুম্বী নিরাপদ ও মনোরম বাড়িঘর। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এই জান্নাতের জন্য কোমর বাঁধলাম। তিনি বলেন : তোমরা “ইনশাআল্লাহ” বলো। অতঃপর তিনি জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাতে যোগদানে উৎসাহিত করেন।

৪৩৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلْتَوْتُهُمْ عَلَى ضَوْءِ أَشَدِّ كَوْكَبِ دُرِّي فِي السَّمَاءِ اضْءَاءَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَفَلُونَ أَمْشَاطَهُمْ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ أَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعَيْنُ أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا .

৪৩৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বপ্রথম দলের লোকদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের পূর্ণ চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। তাদের পরবর্তী দলের চেহারা হবে আকাশের উজ্জ্বল তারকারাজির মত। জান্নাতবাসীগণ পেশাব করবে না, পায়খানাও করবে না। তাদের নাকে শ্লেষ্মা হবে না এবং থুথুও ফেলবে না। তাদের চিরুনী হবে সোনার তৈরী। তাদের শরীর থেকে নির্গত ঘাম মিশকের ন্যায় সুগন্ধময় হবে। তাদের জন্য চন্দন কাঠ ও আগরবাতি জ্বালানো থাকবে। তাদের স্ত্রীগণ হবে আয়তলোচনা হুর। তাদের চরিদ্র-বৈশিষ্ট্য হবে একই ব্যক্তির ন্যায়। তারা তাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামের অবয়বে ষাট হাত লম্বা হবে (তি ২৪৭৬)।

৪৩৩৩(১)- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ .

৪৩৩৩(১)। আবু বাকুর ইবনে আবু শাইবা (র)-আবু মুআবিয়া-আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ... উমারার সূত্রে ইবনে ফুদাইল (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৪৩৩৪- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُوْثُرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ مَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالِدُرُّ تَرْتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ .

৪৩৩৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কাওসার হলো জান্নাতের একটি ঝরনা। এর উভয় তীর স্বর্ণপাতে মোড়ানো। এর পানি প্রবাহিত হবে নীলকান্ত মনি ও মুক্তার উপর দিয়ে। তার মাটি কস্তুরীর চাইতেও সুগন্ধযুক্ত, পানি মধুর চাইতেও সুমিষ্ট এবং বরফের চাইতেও অধিক সাদা।

৪৩৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً سِيرُ الرَّكِبِ فِي ظِلِّهَا مِائَةٌ سَنَةٍ وَلَا يَفْطَعُهَا وَأَقْرَأُوا أَنْ شِئْتُمْ وَظِلٌّ مَمْدُودٌ .

৪৩৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেহেশতে একটি প্রকাণ্ড গাছ আছে। এর ছায়া যে কোন আরোহী শত বছর ধরে অতিক্রম করতে থাকবে, কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা চাইলে এ আয়াত পড়তে পারো (অর্থ) : “সম্প্রসারিত ছায়া” (সূরা ওয়াকিয়া : ৩০)।

৪৩৩৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ أَبِي الْعَشْرِينَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيدٌ أَوْفِيهَا سُوقٌ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا تَزَلُّوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ فَيُوزَنُ لَهُمْ فِي مَقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشُهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبْرُجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنَى عَلَى كُتُبَانَ الْمَسْكِ وَالْكَافُورِ مَا يُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكِرَاسِيِّ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لَا قَالَ كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَحَدٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاضِرَةً حَتَّى أَنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ أَلَا تَذْكُرُ يَا فَلَانُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يُذَكِّرُهُ بَعْضُ غَدْرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَقَلَّمْتَ تَغْفِرْ لِي فَيَقُولُ بَلَى فَيَسْعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ مَنْزِلَتِكَ هَذِهِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طَيْبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ ثُمَّ يَقُولُ قَوْمُوا إِلَيَّ مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكِرَامَةِ فَخَذُّوا مَا اشْتَهَيْتُمْ قَالَ فَنَاتَى سُوقًا قَدْ حُقَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعْ الْأَذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ قَالَ فَيُحْمَلُ

لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يَبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَىٰ فِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَىٰ أَهْلَ
الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا
فِيهِمْ دَنَىٰ فَيَرُوهُ مَا يَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ فَمَا يَنْقُضِيٰ أُخْرُ حَدِيثِهِ حَتَّىٰ يَتَمَثَّلَ
لَهُ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِيٰ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْزَنَ فِيهَا قَالَ ثُمَّ تَنَصَّرَفُ إِلَىٰ
مَنَازِلِنَا فَتَلْقَانَا أَزْوَاجَنَا فَيَقْلُنَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ
وَالطَّيِّبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَتَقُولُ إِنَّا جَلَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ
وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا .

৪৩৩৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে বেহেশতের বাজারে একত্র করেন। সাঈদ (র) বলেন, বেহেশতে কি বাজারও আছে? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অবহিত করেছেন যে, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করে নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে সেখানে স্থান পাবে। অতঃপর দুনিয়ার সময় অনুসারে এক জুমুআর দিন তাদেরকে (তাদের প্রভুকে দেখার) অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা তাদের মহামহিম আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। তাদের জন্য তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। বেহেশতের কোন এক উদ্যানে তাদের সামনে তাদের প্রভুর (তাজাল্লীর) প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূর, মনিমুক্তা, পদ্মরাগমনি, যমরুদ ও সোনা-রূপা ইত্যাদির মিষ্কার স্থাপন করা হবে। তাদের মধ্যকার সবচাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতবাসীও কর্তুরী ও কর্পূরের স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। তবে সেখানে কেউ হীন বা নীচ হবে না। মিষ্কারে আসীন ব্যক্তিগণকে তারা তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ভাবে না।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আমাদের প্রভুর দর্শন লাভ করবো? তিনি বলেন : হাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন : ঠিক সেরূপ তোমরা তোমাদের মহামহিম প্রভুর দর্শন লাভেও তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে না। সেই মজলিসে উপস্থিত এমন কোন লোক থাকবে না যার সামনে মহামহিম আল্লাহ উদ্ভাসিত না হবেন। এমনকি তিনি একে একে তাদের নাম ধরে ডেকে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তুমি অমুক দিন এরূপ এরূপ কাজ করেছ, তা তোমার স্বরণ আছে কি? এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ার কতক নাফরমানী ও বিদ্রোহের কথা স্বরণ করিয়ে দিবেন। সে তখন বলবে, হে আমার প্রভু! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেননি। তিনি বলবেন, হাঁ, আমার ক্ষমার বদৌলতেই তুমি এই স্থানে পৌছতে পেরেছ। এই অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর এক খণ্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং তা থেকে তাদের উপর সুস্রাণ (বৃষ্টি) বর্ষিত হবে, যেক্ষণ সুস্রাণ তারা ইতিপূর্বে কখনো কিছুতে পায়নি। অতঃপর তিনি বলবেন, ওঠো! আমি

তোমাদের সম্মানে মেহমানদারির আয়োজন করেছি, সেদিকে অগ্রসর হও এবং যা কিছু পছন্দ হয় গ্রহণ করো। তখন আমরা একটি বাজারে এসে উপস্থিত হবো যা ফেরেশতাগণ পরিবেষ্টন করে রাখবেন। সেখানে এমন সব পণ্যসামগ্রী থাকবে যা না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং কখনো অন্তরের কল্পনা জগতে ভেসেছে। আমরা সেখানে যা চাইবো তাই তুলে দেয়া হবে। তবে ক্রয়-বিক্রয় হবে না। সেই বাজারে বেহশতবাসীগণ পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বেহশতবাসী সামনে অগ্রসর হয়ে তার চাইতে অল্প মর্যাদাসম্পন্ন বেহশতবাসীর সাথে সাক্ষাত করবে। তবে সেখানে তাদের মধ্যে উচু-নীচু বোধ থাকবে না। তিনি তার পোশাক দেখে পেরেশান হয়ে যাবেন। একথা শেষ হতে না হতেই তিনি মনে করতে থাকবেন যে, তার পরনেও পূর্বাপেক্ষা উত্তম পোশাক শোভা পাচ্ছে। আর এরূপ এজন্যই হবে যে, সেখানে কাউকে দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা স্পর্শ করবে না।

অতঃপর আমরা নিজেদের জায়গায় ফিরে আসবো এবং স্ব স্ব স্ত্রীর সাক্ষাত পাবো। তারা বলবে, মারহাবা স্বাগতম। কি ব্যাপার! যে আকর্ষণীয় রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে, তদপেক্ষা উত্তম সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে এসেছো। আমরা বলবো, আজ আমরা আমাদের মহাপ্রভাপশালী মহিমাময় প্রভুর সাথে মজলিসে বসেছিলাম। তাই আমাদের এই পরিবর্তন ঘটেছে এবং এরূপ ঘটাই ছিলো স্বাভাবিক (তি ২৪৮৮)।

৪৩৩৭ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْرَقِيُّ أَبُو مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلَّا زَوْجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَّتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً ثَنَّتَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَلَهَا قُبُلٌ شَهَىٰ وَلَهُ ذَكَرٌ لَا يَنْثَنِي قَالَ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ مِنْ مِيرَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَعْنِي رِجَالًا دَخَلُوا النَّارَ فَوَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ نِسَاءَهُمْ كَمَا وَرِثَتْ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ .

৪৩৩৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ যাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তাদের প্রত্যেককেই বাহান্তরজন স্ত্রীর সাথে বিবাহ দিবেন। তাদের মধ্যে দু'জন হবে আয়তলোচনা হূর এবং সত্তরজন হবে জাহান্নামীদের থেকে ওয়ারিসী সূত্রে প্রাপ্ত। তাদের প্রত্যেকের স্ত্রী অঙ্গ হবে অত্যন্ত কামাতুর এবং পুরুষের অঙ্গ হবে অত্যন্ত সুদৃঢ় অটল। হিশাম ইবনে খালিদ (র) বলেন, জাহান্নামীদের থেকে প্রাপ্ত স্ত্রী বুঝতে সেইসব পবিত্রা নারীদের বুঝানো হয়েছে যাদের স্বামীরা জাহান্নামী হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীরা ঈমানদার হওয়ার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। যেমন ফেরাউনের স্ত্রী জান্নাতী।

৪৩৩৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِي عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهَى .

৪৩৩৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুমিন ব্যক্তি বেহেশতে সন্তান কামনা করলে তার স্ত্রী গর্ভধারণ করবে ও সন্তান প্রসব করবে এবং সন্তানটি হবে বয়সে যুবক (আ, তি, দার)। এসব কিছু মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

৪৩৩৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ أَنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقَالُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحْبَلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتَهَا مَلَأَى فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحْبَلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتَهَا مَلَأَى فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَكَ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحْبَلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّهَا مَلَأَى فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَتَسْحَرُ بِي أَوْ أَتَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷻ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَكَانَ يُقَالُ هَذَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا .

৪৩৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সবশেষে দোযখ থেকে বের হয়ে আসবে এবং সবশেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে আমি তাকে অবশ্যই চিনি। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে দোযখ থেকে বের হয়ে আসবে। তাকে বলা হবে, তুমি যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ করো। অতএব সে তথায় পৌছার পর তার মনে হবে ইতিপূর্বেই তা ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! আমি তা ভরপুর পেলাম। মহান আল্লাহ বলবেন, যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ করো। সে পুনরায় তথায় ফিরে যাবে এবং তার মনে হবে যে, বেহেশত ইতিপূর্বেই ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! তা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মহিমাময় আল্লাহ বলবেন, তুমি যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ করো। তথায় পৌছে তার মনে হবে, বেহেশত পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! তা ভরপুর হয়ে গেছে। আল্লাহ বলবেন, তোমাকে দেয়া হলো পৃথিবী পরিমাণ স্থান এবং তার দশ গুণ

অথবা তোমার জন্য রয়েছে পৃথিবীর দশ গুণ। তখন সে বলবে, আপনি মালিক হয়ে আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেন। রাবী বলেন, একথা বলার পর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসতে দেখলাম। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হলো। অতঃপর বলা হতো, এই ব্যক্তিই হবে মর্যাদায় সর্বনিম্ন স্তরের বেহেশতী (বু, মু, তি)।

৪৩৪ - حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ اجْرِهِ مِنَ النَّارِ .

৪৩৪০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করলে জান্নাত বলে, “হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও”। আবার কোন ব্যক্তি তিনবার দোষ থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রার্থনা করলে দোষ বলে, “হে আল্লাহ! তাকে দোষ থেকে নিষ্কৃতি দাও”।

৪৩৪১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَوَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (أَوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ) .

৪৩৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দু’টি করে আবাস রয়েছে। একটি আবাস জান্নাতে এবং একটি জাহান্নামে। অতএব কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর দোষে প্রবেশ করলে তার জান্নাতের আবাস জান্নাতীরা ওয়ারিসী সূত্রে লাভ করবে। এটাই হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য (অনুবাদ) : “তারাই হবে ওয়ারিস” (সূরা মুমিনূন : ১০)।

وَهَذَا أَخْرَسَنَ الْأَمَامَ الْحَافِظَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِينِي رَحِمَهُ اللَّهُ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

সুনান ইবনে মাজা

(চার খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ১০৮০ নং হাদীস)

مُقَدِّمَةٌ (ভূমিকা)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا (পবিত্রতা)
২. كِتَابُ الصَّلَاةِ (নামায)
৩. كِتَابُ الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (আযান)
৪. كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ (মসজিদ ও জামাআত)
৫. كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (ইকামাতুস সালাত)

দ্বিতীয় খণ্ড

(১০৮১ নং হাদীস থেকে ২১৩৬ হাদীস)

৫. كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (অবশিষ্টাংশ)

(জুমুআর নামায, সুনাত নামাযসমূহ, বেতের নামায, সালাতুল খাওফ, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নামায, ইসতিসকা, ঈদের নামায, রাতের নফল ইবাদত)

৬. كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযা)
৭. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)
৮. كِتَابُ الزُّكَاةِ (যাকাত)
৯. كِتَابُ النِّكَاحِ (নিকাহ বা বিবাহ)
১০. كِتَابُ الطَّلَاقِ (তালাক)
১১. كِتَابُ الْكُفَّارَاتِ (কাফ্ফারাসমূহ)

তৃতীয় খণ্ড

(২১৩৭ নং হাদীস থেকে ৩২৫০ নং হাদীস)

১২. كِتَابُ التِّجَارَاتِ (ব্যবসা-বাণিজ্য)
১৩. كِتَابُ الْأَحْكَامِ (বিধান)
১৪. كِتَابُ الْهَبَاتِ (হেবাসমূহ)

